সাগ্নিকার নির্য্যাতন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৩০

আড়াই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ডসন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

সাগরিকার নির্য্যাতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নায়ক ও নায়িকা

কলিকাতা শহরে কে না বালিগঞ্জ-নিবাসিনী মিস্ সাগরিকা মিত্রের নাম শুনিয়াছে? যে না শুনিয়াছে সে শুধু বধির নহে, অন্ধও। সে কি সংবাদপত্রও পড়িতে জানেনা? বাংলাদেশের কোন্ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিকে মিস্ সাগরিকার নাম ও স্তুতি বাহির হয় নাই? সাগরিকা মাসে তিনবার আধুনিক সাহিত্যের বৈঠক বসায়, সেখানে আলোচনা হয় আধুনিকতম সাহিত্যিক সমস্যা; তিনমাসে অন্তত তিনবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নৃত্যগীতাভিনয় করে—সাধারণ হাঁ করিয়া দেখে ও শুনে; বৎসরে অন্তত একবার তাহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী খুলে—বিখ্যাত মাসিকপত্রে তাহা লইয়া আলোচনা হয়। সময়ে অসময়ে বিশেষ-সংবাদদাতাদের ভিড় তাহার বাড়িতে লাগিয়া যায়—সকলেই সাদরে অভ্যর্থিত হয়। শুনা যাইতেছে হিট্‌লার ও মুসোলিনী সাহেব ভারতীয় কলা সম্বন্ধে নূতন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য সাগরিকাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে: সাগরিকারও মন টলিয়াছে; যদি ভারতীয় কলার বিকাশ

দেখাইতেই হয় তবে য়ুরোপই ভাল। ভারতবর্ষ ত গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের অত্যাচারে অচিরেই ঘোর সন্ন্যাসসাধনের ভূমিতে পরিণত হইবে। খদ্দর ও সাদা-পানি ছাড়া কিছুই রহিবেনা।

এ-হেন সাগরিকাকে—সাগরিকার বয়স বিশেষ উর্দ্ধে নহে—বাংলা ও বাহিরের জনসাধারণ যে "অতিমানবী" ভাবিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই না সাগরিকাকে যাহা মানায় অন্যকে তাহা শোভা পায়না। সাগরিকা রুজ্ পাউডার ব্যবহার করে, কেন করিবেনা? না করিলেই বেমানান হইত; সাগরিকার চাহনি চপল, কেন হইবেনা? দৃষ্টি তরল না হইলে কি সাগরিকাকে কোনওরূপে মানাইত? তাহার গতিতে নৃত্যছন্দ, তাহাই যদি না হইবে তবে সাগরিকা ত' সামান্য হিন্দুবধূ হইলেই পারিত। সাগরিকা—সাগরিকা! বৃদ্ধেরা তাহাকে দেখিয়া কবিতা-লেখার ঝোঁকে পড়িয়া যায়—কবি-সম্রাটের অনুকরণ করিয়া—মহত্ত্বের অনুকরণ করাই চাই—কবিতার নাম দেয়, 'খাপছাড়া'। যুবকরা ভাবে সাগরিকার জন্য আত্মবলিই দেওয়া যায়—বর চাওয়া ধৃষ্টতা। এইরূপ আত্মবলির দৃষ্টান্ত আজকাল সিনেমা-প্রপীড়িত ভারতে দেখা দিয়াছে। কোন এক রেল-ষ্টেশনের টিকিটবাবু কি মালবাবু, অহিত বসু, কেন আজ পাগলা-গারদে তাহা সবাই জানে। তরুণ কবি, মুগ্ধবোধ ভট্ট আজ ৪ বৎসর শুধু চা পান করিয়া আছে—হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক্,—জহরলাল ও বালুভাই দেশাইও তাহা ভাঙাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সুবর্ণপদকধারী—আকাশকুসুম রায়—বিষ মনে করিয়া কিম্বা আনমনে সাগরিকার উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাগুলি প্রায় আস্ত কাগজশুদ্ধ খাইয়াছিল; সময়মত রেচক প্রয়োগ হওয়াতে বাঁচিয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশে সাগরিকা যে তরঙ্গরঙ্গ তুলিয়াছে তাহাতে বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। অথচ সকলেই তাহাতে আনন্দিত। কিন্তু সকলেই শুধু আত্মাহুতি দিয়া রূপ-

গুণের পূজা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেনা। দু'একজন দুঃসাহসী যুবক এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহারা কোনও কালেই ভাবোচ্ছ্বাসের ধার ধারেনা। তাহারা যাহা চায়—আর চাওয়াটাও মোটা ধরণের তাহাদের — তাহা লইয়া জুলুম করে। ইহাদেরই একজনের কথা বিবৃত করিতেছি।

ফেব্রুয়ারি মাস, শীতের পড়ন্ত বেলা, প্রায় ৩টা হইবে। বালিগঞ্জের বড় রাস্তাতে এখনও মোটরের ভিড় লাগে নাই, বাড়ি বাড়ি টেনিস-কোর্টে মালিরা টেনিসের জাল লাগাইবে কিনা তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছে, বাবুর্চিখানাতে চা-এর সরঞ্জাম করিতে বাবুর্চিরা প্রায় ব্যস্ত হইতেছে। মিঃ মিত্রের (সাগরিকার বাপ) বাড়ির দ্বিতলের বারান্দাতে একখানি আরাম-কেদারাতে, অর্দ্ধশায়িত অবস্থাতে, রৌদ্রের দিকে পিঠ দিয়া সাগরিকা একখানি চিঠি পড়িতেছে। চিঠিখানি ৩টার ডেলিভারিতে এইমাত্র আসিয়াছে, সাগরিকার উপস্থিত সাজসজ্জার বর্ণনা করিবনা, আধুনিকেরা তাহা হয়ত পারিবেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা খুবই কঠিন কাজ। যদি সাগরিকার শাড়ি, ব্লাউস, প্রভৃতি কোনও বিলাতী বা দেশী দোকানে থাকিত, তবে তাহার বর্ণনা ক্যাটালগ হিসাবে করিতাম ; যদি সাগরিকার হাত-পা-মুখ-নাক চোখ সাগরিকার বৈশিষ্ট্য হইতে বিভিন্ন-ভাবে আলোচ্য হইতে পারিত, তবে চিকিৎসাশাস্ত্রের, শরীরতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সাগরিকা, সাগরিকা। সুতরাং পাঠকপাঠিকারা আপন আপন পছন্দমত ও ইচ্ছামত সাগরিকাকে —বারান্দার আরাম-কেদারাতে উপবিষ্টা সাগরিকাকে—কল্পনা করিয়া লউন। জোর করিয়া বলিতে পারি—কাহারও বিশেষ ভুল হইবেনা।

হাঁ, সাগরিকা চিঠি পড়িতেছিল। বিশেষ আগ্রহভরে নহে, কতকটা কৌতূহলে। তাহার ওষ্ঠলগ্ন হাসিতে বুঝা যাইতেছিল যে কৌতুকানুভূতি প্রবল। এমন সময় একজন ২৪।২৫ বৎসরের যুবক নিতান্ত ব্যস্তভাবে

সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া একেবারে সাগরিকাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। চিঠিখানি হাতের মুঠার মধ্যে পূরিয়া সাগরিকা কৌতুকপূর্ণনেত্রে যুবকটির দিকে চাহিল মাত্র—মুখ দিয়া কোনও শব্দ বাহির হইলনা। আগন্তকের গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি ; তাহারও আবার বুকখোলা কন্তকটা—হাতের আস্তির গুটান ; কোঁচাটা বিধ্বস্ত ; কাছা ঠিক আছে বটে, তবে সম্ভব টানাটানি হওয়াতে কাপড়ের একদিক হাঁটুর উপর উঠিয়াছে। পায়ে চটি জুতা। জুতাতে, হাতে, মুখে ধূলি, গড়ন বলিষ্ঠ, বর্ণ গৌর ; মুখ সরল। তাই তাহার ভ্রূকুটি ঠিক মানাইতেছিলনা।

যুবক এদিক ওদিক চাহিয়া অদূরে আর একখানা আরাম-কেদারা দেখিয়া তাহা সলজ্জে টানিয়া আনিয়া একেবারে সাগরিকার সামনে তাহা পাতিয়া তাহার উপর বসিল। কিন্তু চোখের উপর রৌদ্র পড়াতে বলিয়া উঠিল, "ওঃ বিপদ্। এখানে লোকে বসে?" সঙ্গে সঙ্গে একবার চোখও বুজিল।

সাগরিকার চমৎকৃতভাব কাটিয়া গেল এতক্ষণে। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "রণজিত যে! কোথায়ও রাস্তাতে মারামারি কোরে এলে নাকি?"

রণজিত উত্তরে চোখ খুলিয়া তীব্রদৃষ্টিতে সাগরিকাকে দেখিয়া লইল, তারপর হাতের গুটান আস্তিন খুলিয়া পুনরায় তাহা গুটাইয়া বলিল : "হুঁ।"

সাগরিকা প্রশ্ন করিল, "আস্তিন আবার গুটালে কেন? মারবে নাকি?"

রণজিত ইহার উত্তর না দিয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, "হাতে কার চিঠি ও? কিসের চিঠি? কখন এলো?"

সাগরিকা কহিল, "যারই হোক্‌না—তোমার কি? বড় অসভ্য ত'!"

সম্ভব উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে সাগরিকা একবার মুখভঙ্গিমাও করিল,—সাগরিকার মুখভঙ্গি আছে।—রণজিতও সম্ভব তাহাতেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটু জোর করিয়া বলিল, "আমার কি? হুঁ! সে কথা তোমার বাবাকে, মিঃ মিত্রকে জিজ্ঞাসা করগে। জাননা? তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা করেছেন? একদম! তোমার—হুঁ!"

সাগরিকা দুষ্টভাবে শুধু প্রশ্ন করিল, "বটে?"

রণজিত এইবার আর বসিয়া থাকিতে পারিলনা; "বটে!" সংক্ষিপ্ত শব্দটির ভিতর অর্থবাহুল্য এত, যে ইহা সাধারণ মানুষকেও সময় বিশেষে পাগল করিয়া তুলিতে পারে! সে উঠিয়া চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল: তা'র পর চেয়ারের পিছনদিক ধরিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মিনিট দু তিন দিয়া সাগরিকাকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া বলিল, "হুঁ! সোমবার মেট্রোতে নাচ?"

সাগরিকা হাসিয়া ফেলিবার ভয়ে কথা কহিলনা; মাথা নাড়িয়াই জবাব দিল, হাঁ।

রণজিতের প্রশ্ন চলিল, "পরের সোমবার প্যালেসে নাটক "নটির নাটিকা?" সাগরিকা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল।

"তার পরের সপ্তাহে কবি-সম্মিলনী! আধুনিক বাংলা-বানান সমস্যার আলোচনা?"

এইবার সাগরিকার মুখ খুলিল, "হাঁ, তার পরের সপ্তাহে আর্ট প্রদর্শনী; তা'র পরের সপ্তাহে, গীতি-সম্মিলনী; তা'রও পরে পূর্ণিমা সম্মিলনী; কিন্তু এ সব প্রশ্নের দরকার? তোমার কি রাইট (Right-অধিকার) শুনি?"

রণজিত ইহার উত্তর দিতে গিয়া শুধু 'হাঁ' করিল। সাগরিকা এই সুযোগে হাতের মুঠির মধ্যেই গুটান চিঠিখানি—যাহা লইয়া সে এতক্ষণ "বল"

(ball) পাকাইতেছিল---ঠিক তাক্ করিয়া রণজিতের "হাঁ" লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িল। রণজিতের মুখের মধ্যে তাহা প্রবেশ না করিয়া তাহা নীচে পড়িল। সে তাহা তখনই উঠাইয়া লইল, খুলিয়া মস্থন করিয়া লইয়া পড়িল। চিঠি একজন admirerএর। তাহাতে লিখা ছিল:
সম্মানিতাসু

"আপনাকে জানাইতে সাহস হয়না, তবু না জানাইলেই নহে, কেননা হৃদয় হইতে উৎসারিত যে উচ্ছ্বাস তাহা ফ্রয়েডের মতে রোধ করা অনুচিত। যেদিন 'মেট্রোতে আপনাকে অচলার ভূমিকাতে দেখিয়াছি—সেদিন হইতেই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ভাবিয়াছি আর কিছু না পারি, তবে মদ খাইয়া লিভারের ব্যথা ত আনিতে পারি, তাহাই হইবে আমার হৃদয়-বেদনা, বুকের বীণা! কিন্তু ব্যথা আজও লিভারে হইলনা, এ কি দুর্ভাগ্য নহে?'

বশীভূত—জীবানন্দ।

রণজিত পড়িয়া তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এপিডেমিক!"

সাগরিকা সস্মিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, "মানে?"

রণজিত উত্তেজিতভাবে জবাব দিল, "মানে? মানে এই যে আমাকে তোমায় বিয়ে কোরতেই হবে! নিশ্চয়ই হবে। তোমার বাবার মত আছে; তোমার মায়েরও, তবে—"

সাগরিকা উত্তর দিল, "Oh My!"

যদি রণজিত জগতের কোনও বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইত, তবে সাগরিকার মুখে ইংরাজি শুনিলে হইত। সাগরিকা তাহা জানিত। তাই "Oh My!" শেষ হইতে না হইতেই আবার বলিল, "Oh dear!"

রণজিত এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল: "ওসব ইংরেজি

শুন্‌ছিনা! ওসব ষ্টেজের ব্যাপার রাখ। আমি বল্‌ছি বিয়ে কোরতেই হবে,—বিয়ে হবেই। আমি অযোগ্য?"

সাগরিকাও এইবার উত্তপ্ত হইল: বলিল, "না, সুযোগ্য? এমন পাত্র কোথায় মিলবে আর? Not in the three worlds (ত্রিভুবনে নয়)। তিনবার এম-এ ফেল হোয়ে গেছে, বাড়ীতে বাপ প্রায় ত্যজ্যপুত্র কোরেছে! মুখে-সুবুদ্ধির ছাপও নেই; আজ পর্য্যন্ত একটু বুদ্ধির পরিচায়ক কাজও নেই High Society'র দিকে চাইতে ভয় পায়! Oh! What a Bridegroom! Bridegroom ত নয়, Dromedary!"

রণজিত শেষের শব্দটির অর্থ না বুঝিলেও, চটিল। স্বাভাবিক উপায়ে তাহার আর কোনওরূপ কর্ত্তব্য হইতে পারিত না। সে একটু চুপ করিয়া, দু'এক ঢোক গিলিয়া বলিল, "আচ্ছা!"

সাগরিকার মুখ খুলিয়াছে, সুতরাং সাগরিকা বলিয়া চলিল, "হুঁঃ! আচ্ছা! আর interjection নেই? কি শব্দজ্ঞান! বিয়ে না কোরলে এমন সুপাত্রকে ব্যাকরণ পড়ানই নিথ্যা হবে। যাকে গ্রাম্য ভাষাতে "গলায় দড়ি" বলে, তা কি বাজারে পাওয়া যায় না আর? বিলাতী আমদানি দড়ির কি বন্ধ হোয়েছে?"

বিতর্ক আরও হয়ত অনেক দূর পৌঁছিত, কিন্তু ভাগ্য তাহা হইতে দিল না। ভাগ্য এই বিষম ক্ষেত্রে পাঠাইল, সন্ধির দূতরূপে, মিঃ মিত্রকে।

মিঃ মিত্র সাহেব, অন্দরে-সদরে। কাল, মোটা ও বেঁটে এই তিন শব্দে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সেলস্‌ম্যান্, তারপর মনে হয় দালাল, শেষে মনে হয় ইন্‌সিওরেন্সের কেউকেটা হবে। আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে মিঃ মিত্র ইংরাজি ছাড়া বাংলা বড় একটা বলিতেন না। শুধু রণজিতের উপর তাঁহার কেমন একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল অহেতুকী পক্ষপাতিত্ব—তাই তাহার সহিত বাঙ্‌লাতেই কথা কহিতেন।

উপস্থিত বিতর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, What's up? কেয়া হুয়া? হ্যালো রণজিৎ!"

সাগরিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, রণজিতকে সময় না দিয়াই জবাব দিল, "Oh My! আমাকে বিয়ে কোর্ত্তে চান—তোমার এই রণজিতবাবু! শুনেছো? আজই এ খবরটা সারা শহরে জানিয়ে দিতে হবে। কি সৌভাগ্য আমার! দেখি গলার দড়ি জোটে কিনা! "A good hanging rope on the neck to dance by!—" শেষের ইংরাজি কথাগুলি গানের সুরে উচ্চারণ করিতে করিতে সাগরিকা বারান্দা হইতে একটি কক্ষমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মিঃ মিত্র উচ্চহাস্য করিলেন। রণজিত অবাক হইয়াই মুখ নীচু করিয়া রহিল।

হাসি থামিলে মিঃ মিত্র কহিলেন, "Spit fire! এ যুগের মেয়ে বুঝেছো রণজিত একেবারে spit fire. যাকে বলে St. George's Dragon. Fire Insurance কোম্পানীরা এইবার ফেল হবে—ঘরে ঘরে এইরূপ অগ্নি-উদ্গীরণ—বাড়ীঘর কতক্ষণ টিঁকবে? বুঝেছো? এইবার কোম্পানীগুলো গেল। কাজ বাড়্লো Balmer Lawerie'র (বামার লরি কোম্পানী)। Fire-extinguisherও বেচবে—asbestos roofingও বেচ্বে। লাইনটা ভাল। যদি কিছু ইনভেষ্ট্ কোরতে পার—তবে ত কথাই নেই! যাকে বলে 'the line'!"

রণজিত কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ হইল না। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তাই 'ত!"

মিঃ মিত্র উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "No fears. ভয় নেই, Robert Bruceএর ধৈর্য্য চাই। জান কি কোরেছিল Bruce, ইতিহাস পড়নি?"

রণজিত বলিল, "তা' ত পড়েছি! কিন্তু—"

মিত্র সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "No কিন্তু! যায় প্রাণ থাক মান! পুরুষমানুষ হোয়ে হেরে যেও না। Never say, die. তবে কাজটা কঠিন! পরামর্শ দিতে পারি—যদি fee দাও! দেবে? তোমার বাপেরও পয়সার অভাব নেই। জীবনবাবুর লোহার দোকান এ সুপ্রসিদ্ধ হে। টাটাকোম্পানীর মত! জীবনবাবুর মাথা নড়লে, লোহার বাজারে ভূমিকম্প হয়। একেবারে Quetta তুমি তা'র ছেলে হোয়ে কিছু পার না? Scheme দিতে পারি— কিন্তু অমনি নয়, বুঝেছ? বাপ হোলে কি হবে?—আমি হোচ্ছি businessman, ব্যাপারী! আগে বাপ না আগে ব্যাপারী? প্রথমে করি ব্যবসা, তারপর বিয়ে; তারপর হয় কন্যা। কেমন কি না? তবে? Natural order বলে তো একটা কিছু আছে! বুঝেছো?"

রণজিত বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কোরতে হবে?"

মিত্র সাহেব আবার সশব্দে হাসিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন: "উহুঁ! No hurry! পহেলা মূল্য নির্দ্ধারণ—তারপর বিক্রয়। জীবনবাবুর পুত্র হোয়ে এ সব জানো না! এটা ত গোড়ার কথা। Scheme sell (বিক্রয়) কোরতে পারি— দান কোরে অপদার্থ যুবকের বংশবৃদ্ধি কোরতে সহায়ক হোতে পারি না। Population (লোকসংখ্যা) এমনিতেই বেড়ে যাচ্ছে 'হু' 'হু' কোরে; আমি তাতে আর ইন্ধন যোগাতে যাই কেন? বুঝেছো?"

রণজিত বলিল, "কিন্তু বাবার হাতে পয়সা—"

মিত্রসাহেব উত্তর দিলেন, "ও কিছু না। বাবার হাতে যখন পয়সা তখন বাবার হাতেই বিয়ে। যার পয়সা তারই সব। তোমার হাতে যখন পয়সা আসবে তখন বিয়ে কোরতে এসো। কেমন youngman তুমি? লজ্জা করা উচিত, বুঝেছো?"

রণজিত লজ্জিত বিব্রত ভাবে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিত্রসাহেব একটু অপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইয়ে—ভাবী শ্বশুরের প্রতি যে মনোভাব হয় সেটা কি রকম বোল্‌তে পারো? Have you any idea? বিশেষ এই রকম অবস্থাতে? জলে ঝাঁপ দিতে পারো না, শ্বশুরের কথাতে? আগুনে লাফিয়ে পড়তে? গাছে—তালগাছে চড়তে? একদিক দিয়ে চড়তে অন্যদিক দিয়ে নামতে, আবার অন্যদিক দিয়ে চড়তে, ও এই দিকে নামতে? এই রকম হওয়া উচিত বুঝেছ? তা না হোলে শ্বশুরের মেয়ে থেকে লাভ কি? বুঝেছো? তোমার অন্তত হওয়া চাই। তবেই সাহায্য কোরতে পারি!"

রণজিত পূর্ব্বে মিত্রসাহেবের সঙ্গে কথা কহে নাই এমন নয়; বরাবরই মিত্রসাহেবকে তাহার একটু অসাধারণ মনে হইত; কিন্তু আজ মিত্রসাহেব একেবারে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছেন। রণজিত যদি একটা কথাও বুঝিতে পারে!

মিত্রসাহেবও সম্ভব বুঝিলেন যে রণজিতের মস্তিষ্কে তাঁর বাক্যার্থ প্রবিষ্ট হইতেছে না। তিনি আপনার মস্তিষ্কে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিয়া তাই কহিলেন "Tap! Tap! Come along—চল আমার ঘরে—তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ দাবা-বড়ের চাল। এমন চাল যে বাজীমাৎ হবেই!"

তিনি পথ দেখাইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। রণজিত হতবুদ্ধির মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া মিত্রসাহেবের খাস-কামরা বা অফিসঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"Road to success" (জয়লাভের উপায়)

মিত্রসাহেব খাসকামরাতে গিয়া নিজের টেবলের পাশে নিজের চেয়ারে বসিয়া রণজিতকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, "Sit down, youngman" (হে যুবক, বোসে পড় ")

Youngman বসিল।

মিত্রসাহেব বলিলেন, "এমন মাথা সাফ কোরে ভাবতে সুরু কর। To be or not be. অর্থাৎ বিয়ে কোরবে কি না। যদি কর, তবে Road to success কি জান ?"

রণজিত প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কি ?"

মিত্রসাহেব বলিলেন, "বিয়ে করা মত ?"

রণজিত এইবার খুব জোরে বলিল, "মত ? বিয়ে কোরবই—তার জন্যে কিছুতেই পিছ-পা নই। কোরে তবে ছাড়বো। পরীক্ষা পাশ করি না বলে কি বিয়ে কোরতেও পারবো না ? হুঁঃ !"

মিত্রসাহেব খুসী হইলেন। প্রশংসার সুরে বলিলেন, "That's it—এই তো চাই। এই জন্যেই তো তোমাকে আমি সুনজরে দেখি। Be Brave ; সাহস ব্যতিরেকে সুন্দরী লাভ ঘটে না। বুঝেছো ? কি রকম সাহস জানো ? লুট করবো, খুন জখম কোরবো, যা কিছু অন্য কেউ করে না কোরেছে এইরকম কিছু কোরবো। পিছ-পা হওয়া নয়। কিছুতেই না। বুঝেছো ?"

রণজিত লুঠ, খুন-জখমের নামে একটু দমিয়া গেল। বলিল, "অতটা ? অতটা করার দরকার হবে না কি ?"

মিঃ মিত্র মাথা নাড়িয়া প্রথমত যেন জানাইতে চাহিলেন হয় ত দরকার হইবে ঃ শেষে যেন বিবেচনার পর কহিলেন, "নাও হোতে পারে। কিন্তু তৈরি থাক্‌তে হবে। এখন তৈরি কিনা বল! তবে বুঝবো সাগরিকাকে বিয়ে করবার তুমি উপযুক্ত কি না।"

রণজিত সমস্যাতে পড়িল। দ্বিধাগ্রস্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুন কোরতে হবে? আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।"

মিঃ মিত্রের মুখে হতাশা দেখা দিল। যেন তাঁর বিশেষ কোনও স্থানে কোমল স্থানে তীব্র আঘাত লাগিল। সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, "Fool! কোনও কাজের নয়। Dud! Dude! মেকী লভার (lover)!"

রণজিত এইবার উত্তপ্ত হইল; "কি কোরতে হবে বলুন না শুনি! খুন এখুনি কোরতে পারি—এই ধরুন আপনাকে যদি সাগরিকা বাপ মানে! মানবে? এমন কথা খুন হবার আগে আপনি দিতে পারেন?"

মিঃ মিত্র নিজে খুন হইতে পারেন এই সম্ভাবনাতে বেশ একটু চমকিত হইলেন। শেষে কহিলেন, "বটে! এই তোমার মনোভাব—ভাবী-শ্বশুরের প্রতি। খুন কোরে ফেল্‌তে চাও! Rascal-নিকালো! বেরোও; get out."

রণজিত ভাবিল, না, কথাগুলি ঠিকমত বলা হয় নাই। ভাবীশ্বশুরের প্রতি অনাদর দেখানই হইয়াছে। কিন্তু সে ধাক্কার উপর ধাক্কা খাইয়াছে; তাহার মাথা ঠিক নাই নিজেকে যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া বলিল, "মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে—মাফ কোরবেন। যে রকম আমার মাথার অবস্থা! ভাবুন আপনার এ অবস্থা হোলে আপনি কি কোরতেন! তার উপর আপনি কি ব'লে—সোজা কথাতে কিছুই বলছেন না। ঠাট্টা কোরছেন কি সদুপদেশ দিচ্ছেন ধরতে পারছি না।"

তাহার বিনয়োক্তি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাহিরে যেন একটা হর্ষধ্বনি

হইল। রণজিত বুঝিল যে সাগরিকার টেনিস-পার্টির সভ্যরা আসিয়াছে! সে মনে মনে কল্পনা করিল, কে কে সভ্য; সেই কালোচরণ, সেই প্রাণান্ত বাবু, সেই মিঃ এস. পি. চাকলাদার, বার-এট্-ল; সেই বিবরণ সাগা কেম্ব্রিজ ব্লু, প্রভৃতি। একটু পরে সাগরিকারও সহসা বাক্য-ধ্বনি শুনা গেল—কিন্তু বুঝা গেল না। সারা বাড়ী যেন সরগরম হইয়া উঠিল।

মিঃ মিত্র মন্তব্য করিলেন, "How jolly! যাই, আমিও যাই এক আধ সেট খেলে আসি! কিন্তু উঠিলেন না। উল্টা তীব্র দৃষ্টিতে একবার রণজিতের মুখের দিকে তাকাইলেন। রণজিৎ ঘন শ্বাস লইয়া বলিল, "না আপনি যা' বলে দেবেন আমি তাই কোরতে প্রস্তুত। কিন্তু শেষে যদি সাগরিকা রাজী না হয়। এ' চাকলাদার, আর প্রাণান্ত, আর বিবরণ··· শেষে বাদ সাধ্‌বে না তো? তখন একুল ওকুল দুই-ই যাবে আমার!"

মিঃ মিত্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া লইয়া বলিলেন, "No fears সে কলও আমি জানি। কিন্তু অমনি হবে না। Businessman বুঝেছো। ছেলেবেলাতে স্কুল থেকে পেনসিল চুরি কোরে ভাই-এদের কাছে বেচতুম। তা' না কোরলে আজ আর এই বাড়ী-বাগান হোত না। Sentiment আর business আলাদা জিনিস। এ দুটো এক কোরতে নেই। বুঝেছো?"

রণজিত মাথা নাড়িয়া জ্ঞাপন করিল, সে বুঝিয়াছে।

মিঃ মিত্র উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "That's it—এইবার মাথা সাফ হোয়েছে। তবে বুঝিয়ে বলি। কিন্তু এটা Business secret--ব্যবসার রহস্য প্রচার কোর্‌বে না, তা' আগে প্রতিজ্ঞা কর! দাঁড়াও—কি রকম প্রতিজ্ঞা কোরবে? ও দেবতা টেবতা নেই, ও সবের নামে কিছু হবে না। বরং তুমি লিখে দাও একখানা হ্যাণ্ডনোট—যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরলে তোমায়—অর্থদণ্ড দিতে হবে—Breach of Contract. অবশ্য

হ্যাণ্ডনোটে—প্রতিজ্ঞার কথা থাক্‌বে না, শুধু লিখে দাও "I Promise to pay to…" বুঝেছো? কত দেবে? দশ হাজার? পোনর হাজার? বিশ হাজার? তোমার বাপের তো পয়সার অভাব নেই। আর তুমিও তো এক ছেলে। বোনেদের তো বিয়ে হোয়ে গেছে। তবে আর কি? লিখ্‌তে পার?"

রণজিত হাঁ করিয়া শুনিতেছিল। মিঃ মিত্রের বক্তৃতা শেষ হইলে বলিল, "আপনি? আপনিও কিছু লিখে দেবেন ত?"

মিঃ মিত্র কহিলেন, "নিশ্চয়ই, Business is Business. এতে শ্বশুর জামাতা নেই। তুমিও লিখ্‌বে আমিও ঠিক তাই লিখে দেবো। তা'তে আমার মোটে আপত্তি নেই। যে Contract ভাঙবে তা'রই জরিমানা দিতে হবে—সে শ্বশুরই হোক আর জামাই-ই হোক্। This is Business."

বাহিরে টেনিসের কোর্টে আবার উচ্চহাস্যের রোল উঠিল।

রণজিত মরিয়া হইয়া বলিল, "কাগজ কলম দিন!" সে এক নিশ্বাসে চুক্তি পত্র লিখিল। মিত্রসাহেবও তাহাই করিয়া ফেলিলেন। চুক্তি পত্রের বিনিময় হইল।

মিত্রসাহেব একটু নরম হইয়া বলিলেন, "বেশ সাফ হোয়েছে মাথা। কোথায়ও কিছু আর আট্‌কে নেই বোকামি। এখন কথা হোচ্ছে এই—সাগরিকা তোমাকে চায়?"

রণজিত সখেদে উত্তর করিল, "না!"

মিত্র কহিলেন, "তুমি সাগরিকাকে চাও?"

রণজিত মাথা নাড়াইয়া জানাইল, সে চাহে।

মিত্র বলিলেন, "বেশ! এক পক্ষ চায়—অন্য পক্ষ চায় না। এ ক্ষেত্রে —কর্ত্তব্য—লুঠ!"

রণজিতের মুখ হইতে বাহির হইল, "লুঠ্!"

মিত্র ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হঁ। তুমি শূদ্র না ক্ষত্রিয়? শূদ্র হোলে ভয় পেতে পার; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বিয়ে লুঠ কোরেই হয়। মনে মনে আওড়াও—সাহস ব্যতিরেকে সুন্দরী লাভ হয় না, সাহস ব্যতিরেকে—বুঝেছো? এর নাম auto-suggestion—বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। গিরীন বোস্ না মুকুজ্যের নাম শোন নি? সে এই চিকিৎসা কোরে—বড়-লোক হোয়ে গেল। লাইনটা মন্দ নয়, ভাব্ছি একবার চেষ্টা কোরে দেখ্বো।"

রণজিত দু চারবার ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "কিন্তু কি কোরে লুঠ হবে। এ ত কলকাতা আর পুলিশ!"

মিত্র মুখভঙ্গি করিয়া জবাব দিল, "হুঃ! যাও, যাও, ছোকরা, ঐ গিরীন ডাক্তারের কাছে যাও। বাঙালীর ছেলে—ভয়েই গেল। আরে বাপু, পুলিশের ভয়ে আর কেউ চুরি ডাকাতি কোরছে না? সব সাধু হোয়ে গেছে কুম্ভ মেলাতে! না? তোমাকে দিয়ে বাপু হবে না। বাড়ী গিয়ে প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে কলা-বৌ বিয়ে কর গে। High Society Girl বিয়ে করার সাধ কেন? আরে ছ্যাঃ!"

রণজিত লজ্জানুভব করিল। সত্যইত প্রেমিকের মুখে ভয়ের কথা মানায় না। সে আবার ঢোঁক গিলিয়া, বিষম খাইয়া বলিল, "না—ভয়ের কথা নয়; কথা হোচ্ছে—উপায়! উপায় কি? আজ্ঞে—অর্থাৎ আমি তো আগে কখনো লুঠতরাজ করি নি। ঠিক পথ-ঘাট জানা নেই।"

মিত্র আবার একটু নরম হইলেন। বলিলেন, "আর আমি কি রোজ কোরছি না কি? চাই সাহস! ছাতি! দিল! আমার মনে হয় দরকার হোলে আমি পারি! বুঝেছো? না, তাও বুঝ্তে পার না! এই রকম ভাব চাই, তা' আছে তোমার?"

রণজিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "আচ্ছা !"

মিত্র বলিলেন, "বস্। তবে 'Road to success' খুলে গেছে। এইবার হুড়্হুড়্ কোরে—ঢুক্‌তে পার্‌বে। কিছু ভেবো না। শুধু মনে মনে সাহস ভাঁজ। চাই Boldness—হুঁ ! দুনিয়া ফতে করা যায় —বুঝেছো—সাগরিকা ত ছার্ ! এখন বাড়ী যাও !"

রণজিত বুঝিল না যে মিত্রসাহেব সাগরিকা প্রাপ্তির কি ব্যবস্থা করিলেন। সে যে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে কোনও রকমে—তাহা তাহার ধারণাই হইল না। তাই কহিল, "কিন্তু কি কোরতে হবে আমাকে ?"

মিত্র জবাব দিলেন, "আগে সাহস সঞ্চয় কর। Auto-suggestion কর গে। সাগরিকা কিছু পালাচ্ছে না। দু'চার দিন বাদে এসো—তখন plan বাত্‌লাবো। Scheme—মত্‌লব এখন বলা বৃথা। সব ভেস্তে দেবে। আর—যাকে বলে, মুখটি বুজে থাকা—তাই চাই। 'হাঁ'-টি কোরেছো কি Breach of contract-এ পড়ে যাবে। উদ্ধারের কোনও উপায় থাক্‌বে না। সাগরিকাও যাবে।"

মিত্রসাহেব খাস-কামরা হইতে বাহির হইয়া অন্দরের দিকে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রণজিত চিন্তিতভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে আসিয়া একবার টেনিস্ কোর্টের দিকে চাহিয়া দেখিল। সাগরিকা—মিস্ সাগরিকা টেনিস খেলিতেছে। এক এক দলে তিনজন, নেটের এদিক ওদিকে। ট্রিপলস্। প্রতিবার র‍্যাকেট বলে সাক্ষাত হইলেই হাস্য-রোল। রণজিতের ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হইল। তার পর সে হন্‌হন্ করিয়া —কম্পাউণ্ডের রাস্তা ধরিয়া ফটকের দিকে চলিল।

প্রায় ফটকের নিকট পৌঁছিয়াছে—সাগরিকা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে পশ্চাত হইতে র‍্যাকেটের খোঁচা দিয়া বলিল : "কি, বর, চল্‌লে ?"

রণজিত তাহার দিকে ফিরিতে গিয়া দেখিল টেনিস কোর্টের সবাই তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে। সে আর সাগরিকার দিকে ফিরিল না। হন্ হন্ করিয়া ফটক পার হইয়া গেল। সাগরিকা একবার অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "এই, শোনো!" কিন্তু রণজিত শুনিয়াও শুনিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরিতকি খাঁ

উপরি-উক্ত ঘটনার তিন চার দিন পরে বেলা সাড়ে চারিটা নাগাদ গড়ের মাঠে কার্জন পার্কে বসিয়া তিনটি যুবক নিবিষ্টচিত্তে কোনও একটা বিশেষ গুরু আলোচনাতে মত্ত ছিল। গুরু বিষয় যে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কেন না আর্ট, কি রাজনীতি কি সাহিত্য লইয়া আলোচনা হইলে যেরূপ গণ্ডগোল হয়, সেইরূপ কিছুই ছিল না।

ইহাদের মধ্যে একজন রণজিত ; বয়সে তাহাকেই সব চেয়ে ছোট মনে হয়। অপর দুইটি তা'র চেয়ে কিছু বড়। যে সব চেয়ে বড় সে বেশ সুকান্তি, অন্যটি শ্যামবর্ণ, ইহারা বন্ধু ; প্রায় সর্ব্বক্ষণই একত্র বেড়াইত তাই অন্য বন্ধুরা ইহাদের রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র অভিধান দিয়াছিল। বড়টি রাজপুত্রের মতই দেখিতে ; মন্ত্রী ও কোটালপুত্রের ডাক নামের সঙ্গে রূপের মিল ছিল কি না জানি না—কেননা মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র কি রূপ দেখিতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি কল্পনা করিয়া উঠিতে পারি নাই। বড়টির নাম, অজয় (অজয়ই যথেষ্ট) ; আর অন্যটির নাম, বিনয়।

তিনজনে যখন আলোচনারত, তখন তাহাদের নিকটেই অন্য একজন স-সমারোহে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। তিনজনেই এক একবার দেখিয়া লইল। আগন্তুকের বেশ কোনদেশীয় ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু তাহার পাগ্‌ড়ি দেখিয়া তিনজনেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পাগড়ি ছোট বড় হয় ; পাগড়ির সখ আছে অনেকের ; কিন্তু পাগড়ি এমন বিসদৃশ বড় হইতে

পারে—ইহা কেহ কখনও দেখে নাই। অনুমানও করিতে পারে নাই লোকটির বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হইবে। পাগড়ি সমেত উচ্চতা ছয় ফুট ; বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ। হাতে একটি ছোট লাঠি। চোখ দুটিও ছোট ; দৃষ্টি একটু বাঁকা।

লোকটি নিকটে বসিতেই তিনজনের আলোচনাতে বাধা পড়িল। কতকটা অস্বস্তিতে, কতকটা সন্দেহে। কিন্তু গড়ের মাঠ সাধারণের ; রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র কি কোটালপুত্রের একচেটিয়া নহে। যাহার ইচ্ছা সেই বসিবে, পছন্দ অপছন্দের কোনও অর্থ নাই।

আগন্তুক তাহাদের বিব্রতভাব দেখিয়া বলিল : বাত্ কোরতে যাইয়ে বাবুজিলোক ; হামি আছে তো কি-ই হোয়েছে ? আমি ত সব জায়গাতে আছে। পিণ্ডিসে কোলকত্তা তক্ আছে। বোস্চে, ফিরচে, সব কুচ্ছু কোরছে। তা'তে আটক্ হোচ্ছে কা'র ?" তার এ প্রশ্নের উত্তর তিনজনের একজন কেউ দিতে পারিল না। যে সর্ব্বত্র আছে আর বোসছে আর তার জন্য কার কি আটকাতে পারে ? ভগবানও তো শুনা যায় সর্ব্বত্র আছে তা'তে কা'র ও কিছু আট্কায় ত' নাই।

উত্তর না পাইয়া আগন্তুক সম্ভব খুশীই হইল : সোৎসাহে কহিল, "আপলোক একজায়গামে আছে ; হামি সব জায়গামে। কে-নো ?"

এবারও তিনজনে হার মানিল। ভগবান সর্ব্বত্র আছেন কেন ? না থাকিলে ক্ষতি কি হইত, আর থাকিলেই বা করিতেন কি ?

আগন্তুক বিজয়োল্লাসে কহিল, "হামার নাম হরিতকি খাঁ। আপলোক শুন্ছে এ নাম ? খুব মধুর আছে।"

তিনজনকেই স্বীকার করিতে হইল যে নামে 'মধুর' (প্রসিদ্ধ) হইলেও তিনজনে কেহই তাহা শুনে নাই, কাজেই বিনা উত্তরে চুপ করিয়া রহিল। আগন্তুক আপনার সুবিধা বুঝিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল : "কে-নো ?"

রণজিতের আর সহ্য হইল না, বলিয়া ফেলিল, "কেয়া বক্ বক্ করতা ? সারা গড়ের মাঠমে মরণেকা জায়গা নেই মিলা ? হিঁয়াই আকে মরণা চাই ?"

সঙ্গে সঙ্গে অজয় মন্তব্য করিল, "রস ভঙ্গ The Great. ব্যাটার পাগ্ড়ি কি মনুমেণ্টকেও হারিয়েছে ।"

বিনয় নির্বিরোধভাবে কহিল, "চল, অন্যত্র যাওয়া যাক্ !"

আগন্তুক সমনোযোগে আলোচনা শুনিল ; তার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "হামি সব জান্ছে ; বাংলা বাত বিলকুল সমজ্ঝে ! সব জান্ছে ।"

রণজিত মুখবিকৃত করিয়া বলিল, "তোমরা মাথা জান্ছে । কেয়া জান্ছে ?"

হরিতকি খাঁ উত্তরে শুধু মাথা পাগ্ড়ি শুদ্ধ মাথা নাড়িল ।

বিনয় পুনরায় কহিল, "ওঠ হে ।" রণজিত ভ্রূকুটি করিল, তাহার ভ্রূকুটি করা অভ্যাস পাকা হইয়া যাইতেছিল । যতদিন হইতে সে সাগরিকাকে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে, ততদিন কোনওরূপ মুখভঙ্গি করিলেই, তাহার ভ্রূকুটিতে পরিণত হইত । এখনও তাহা হইল । স-ভ্রূকুটি সে বলিল : "বাপ্পা মারতা হ্যায় ? তোম কোন হ্যায়, ঠিক্ ঠিক্ বাতলাও ; কলকত্তামে কেয়া করতা হ্যায় ? সুদমে রূপেয়া খাটাতা ? হিং বেচতা ? জাফরান্ বেচতা ? না পুলিশকা গোয়েন্দা স্পাই (spy) হ্যায় ? অ্যাঁ ?"

হরিতকি খাঁ মনোযোগে সব প্রশ্নগুলি শুনিয়া যেন মনে মনে ওজন করিয়া লইল ; তার পর বলিল : "হামার নাম হরিতকি খাঁ । হামার নাম সব জানছে । ব্যোবসা কোরছে কি না !"

বিনয় এইবার প্রশ্ন করিল, "কেয়া ? ব্যোবসা কেয়া হ্যায় !"

অজয় জবাব দিল, "রসভঙ্গ দি গ্রেটের ব্যোবসা !"

উত্তরে হরিতকি তাহার অদ্ভুত প্যাটার্ণের জামার পকেট হাত্‌ড়াইতে লাগিল। বাঁ দিকের; ডান দিকের; নীচের; উপরের; বাহিরের; ভিতরের; শেষ অনেক খুজিয়া কোথা হইতে সেই জানে বাহির করিল—একটি হরিতকি। তাহা সামনে ধরিয়া বলিল, "এই চিজ্‌কা ব্যোবসা কোরছে।"

তিন জনের কেহই ঠিক বুঝিতে পারিল না। হরিতকি খাঁ বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া দিল: "খা'কে দেখো, বাবুজি; বড়া আচ্ছা চিজ্‌। খুব বিকতা। শ' শ' মন বিকতা; হর জায়গামে। এমন ব্যোবসা আর নেই আছে।"

অজয় মন্তব্য করিল, "যম'স অরুচি!"

রণজিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল: "ওরে বাবা! তবু ভাল যে বলে নি আদার ব্যোবসা করি!"

বিনয় কহিল, "চল হে চল! এ নম্বর ওয়ান্‌!"

হরিতকি খুব মোলায়েম সুরে বলিতে চেষ্টা করিল: "খুব আচ্ছা চিজ্‌!" তা'রপর অতি সন্তর্পণে হরিতকিটি জামার ভিতর-পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, "এ শ্রেফ পিণ্ডিমে ফলতা হ্যায়; বহুত মিঠা আর আচ্ছা। আর ব্যোবসামে লাভ আছে।"

অজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল হে, চল।" বিনয়ও উঠিল। রণজিত তখনও হাসিতেছে, "ওরে বাবা, বেটা কি ব্যবসাদার! একটা হত্তুকি নিয়ে পিণ্ডি থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত ব্যবসা চালিয়েছে! উঃ! কি মাথা রে, বাবা!"

বিনয় ধমক দিল, "ওঠ্‌, রণজিত।"

রণজিত বহু কষ্টে হাসি দমন করিয়া উঠিল। তিনজনে অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইল।

হরিতকি খাঁ বলিল, "ইয়া! আপলোক যা রহে—চোলে যাচ্ছে? কেঁ—নো? এ তো বোড়ো অন্যায় হোচ্ছে! হামি চলে যাচ্ছে। বাঙালী লোক বড্ড ভোয় (ভয়) পাচ্ছে।"

রণজিত বলিল, "হুঁঃ। বোড্ড ভয় পাচ্ছে! হত্তুকি সিং! বেচেন হত্তুকি, পাগড়ি দেখ না, যেন তরমুজ সিং!" অজয় পুনরায় বলিল, "চল্ রে চল্! ও যম's অরুচির সঙ্গে আর বকিস্ নি।"

তিনজন মনুমেণ্টের মাঠের দিকে চলিল, যাইতে যাইতে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, হরিতকি খাঁ চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, পাগ্ড়িটি সযত্নে পাশে রাখিয়া দিয়াছে ও আকাশের দিকে নিতান্ত কবির মত তাকাইয়া আছে।

বিজয় মন্তব্য করিল, "স্পাই! গোয়েন্দা! না হোয়েই যায় না।"

অজয় স্রেফ বলিল, "যম's অরুচি!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

মনুমেণ্টের মাঠে আসিয়া তিনজনে নিজেদের আলোচনা শেষ করিতে বসিল।

বিনয় একটা প্রশ্ন করিয়া প্রস্তাবনা সুরু করিল: "তোর পিসি কি লিখেছে রে, অজয় ?"

অজয় জবাব দিল, "চিঠি লেখার নিকুচি ! লিখেছে বাড়ী নিশ্চয়ই আসবে, না হোলে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে। কিন্তু সে তো এক মাস হোয়ে গেছে—টাকাও পাঠায় নি—মেসের ম্যানেজার তো এই মাথা নেবে। পিসি না ত', যম's অরুচি !"

রণজিত অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিল; "যম's অরুচি" শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "বেটার কি ব্যবসা ! আর একটু শুনলে হোত। মিঃ মিত্রও কখনো এ রকম ইনভেস্ট্‌মেণ্ট খুঁজে পায় নি।"

বিনয় বলিল, "এখন মিঃ মিত্রের কথা রাখ; তোর দিন নেই রাত নেই, মিত্র, না হয় মিস্ মিত্র ! এদিকে তো বাপের ত্যাজ্যপুত্র, তো'র আবার প্রেম করা কেন ? নিজে আগে রোজগার কর তারপর প্রেম। তা'র ভাবনা ভাবিস্ ?"

রণজিত মুখ খুলিল: "এঃ ! মিঃ মিত্র কি সোজা লোক ভাবিস্ ? পয়সা কম ? না সাগরিকার ভাই বোন্ কেউ আছে ? দাঁড়া না—বিয়েটা হোয়ে যাক্ দেখাবো তখন !"

বিনয় ও অজয় উভয়েই হাসিয়া উঠিল। বিনয় মন্তব্য করিল, "বিয়ে? কা'র? সাগরিকার বিয়ে ত লাখো হোতে পারে—কিন্তু তো'র হবে না। এম-এ পাশ করেছিস্?"

রণজিতের ব্যথার জায়গায় ঘা পড়িল; এম-এ পাশ লইয়া তাহার এই তিন চার বৎসর লাঞ্ছনার সীমা নাই।

বিনয় কিন্তু নির্দয়ভাবে বলিয়া চলিল: "পয়সার ব্যবস্থা কোরতে পারিস্? বাবার কাছে আদায় কোরতে পারিস্? তা হোলে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়!"

রণজিত কহিল, "No hope! বাবা একেবারে Jew. পাকা! এ তিন চার বছর যখনই টাকা চেয়েছি—তখনই শুনেছি, "আগে পাশ কর!" এই এতকাল একই কথা শুনে আসছি। ব্যতিক্রম নেই!"

বিনয় বলিল, "তবে মা'র কাছে যা! বল গিয়ে যে শরীর খারাপ, হাওয়া খাওয়া চাই—এই রকম একটা কিছু।"

রণজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "কোনও ভরসা নেই। কলেজের চ্যারিটি, বিদ্যেসাগরের শ্রাদ্ধ, আশু মুকুয্যে স্মৃতি-ভাণ্ডার, রবীন্দ্রের বিশ্বভারতী, সব হোয়ে গেছে। আজকাল মা'র কাছে চাইলে, বাবাকে দেখিয়ে দেয়; তখন আবার সেই পুরানো কথা, এম-এ পাশ করো। Vicious circle!" তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

অজয় ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "পিসির কথাও তাই। আজ প্রায় বার বৎসর এসেছি কোলকাতাতে; প্রত্যেক বছর ঠিক জুন মাসে লিখে এসেছি, পরীক্ষায় পাশ হোলুম। বিনয়ই ত কত রকম নাম পরীক্ষার নাম বা'র কোরেছে—মাট্রিক, জিওমেট্রিক, ষন্মাত্রিক, এফ-এ এল-এ-এর শ্রাদ্ধ কোরেছি। বেশ পয়সা পাঠাচ্ছিল মাসে মাসে; হঠাৎ যে কি হোল, কে ভাঙচি দিলে—যত সব নিকুচি! কি মুস্কিলই হোয়েছে। হাত

েকেবারে খালি। বিঁড়ি সিগারেটের পয়সা নেই। ধারও জমে গেছে।"

াজিত ও বিনয় ভাবিতে লাগিল।

রণজিত ভাবিয়া বলিল, "মুস্কিল এই যে টাকাপয়সা সব বাবা-খুড়ে াসির হাতে; আমরা যেন দুনিয়াতে কেউ নই। এ অসহ্য। আবার ল এম-এ পাশ না হোলে ত্যজ্যপুত্র কোরবো!"

অজয় বিরক্তস্বরে কহিল, "না, এর চেয়ে প্রয়াগ কি হরিদ্বারে গিয়ে াধু হোলে চোলতো ভাল!"

বিনয় রায় দিল, "ঘাব্‌ড়ালে হবে না। রণজিত তবে আর কিছু দিতে ারবি না। দুশো পাঁচশো জোগাড় কোরতে পারিস্ ত একবার সবাই াইরে গিয়ে দেখ্‌তুম। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' পড়ে দেখেছিস্? একবার হিল্লি-দিল্লী যেতে পারলেই ফতে,—জজ না হোয়ে যাবার উপায় নেই।"

রণজিত মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, সে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

বিনয় তখন ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, "তবে অজয়কে বাড়ী যেতেই হবে। পিসির সঙ্গে বুঝাপড়া যা' হয় একটা কোরতে।"

অজয় উত্তর দিল, "দশ বছর যাই নি—একলা যাওয়া—"

বিনয় বলিল, "তাতে ভালই হোয়েছে। আর একলা যেতে ভয় করে চল্ আমিও যাই। দু'জনে একটা বুড়িকে ঠকিয়ে কিছু আনা শক্ত হবে না।"

রণজিত মন্তব্য দিল, "একটা লটারি-টটারি পেলে—"

বিনয় অজয়কে নাড়া দিল, "তা' ছাড়া উপায় নেই। রণজিত ত অন্তত বাড়ীতে খেতে পরতে পাবে। আমাদের সে উপায়ও নেই। তা ছাড়া ও একেবারে অপদার্থ। বড়লোকের ছেলে হোলে যা' হয়; তবু

যদি ওর বাপ ওকে প্রশ্রয় দিত। একটা পয়সাও কখনো হাত তুলে দেয় নি, তা'তেই এই।"

রণজিত নিতান্ত দৃঢ়সংকল্পভাবে কহিল, "আচ্ছা, তার শোধ আমিও একদিন নেব। Desperate হোয়ে পড়েছি। দু' চার দিনেই একটা কিছু কোরবো। তখন দেখ্‌বি। চিরকাল কিছু আর অপদার্থ থাকবো না।"

সে দিনের মন্ত্রণা প্রায় সমাপ্ত হইল। অজয় ও বিনয় আরও অন্য দু' একটা অর্থাগমের পথ ভাবিয়া দেখিতে গিয়া সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিল—পিসির কাছে যাওয়া চাই। অন্য উপায় নাই।

রণজিত উঠিবার সময় বলিল, "বিনয়ই আছে ভাল। কেউ নেইও ও'র ; পয়সাও চাইতে হয় না। থাক্‌লে বুঝ্‌তো!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অজয়ের পিসি

বিনয় অজয়ের রক্ষক ও গার্ডিয়ান হিসাবে তাহার সঙ্গে চলিল। তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে সঙ্গে না যাইলে অজয় কখনই পিসির বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিবে না। হয়ত হাওড়া ষ্টেশন হইতেই ফিরিবে, না হয়, তাহার দেশের রেল ষ্টেশনে নামিয়া ফিরতি গাড়ীতে কলিকাতায় পৌছিবে। অবশ্য পিসির গাঁ দূর নহে—কলিকাতা হইতে বড় জোর সত্তোর আশি ক্রোশ। রেল ষ্টেশন হইতেও পিসির বাড়ি দুতিন মাইলের উপর। অজয়ের এই পথটুকুও হাঁটিতে কষ্ট হইতে লাগিল; দশ বৎসর অভ্যাস নাই হাঁটার; তবু বিনয়ের জবরদস্তিতে হাঁটিতেই হইল। শেষ পিসির বাড়ি গিয়াও পৌছিল।

পিসি ত' প্রথমত ভাইপোকে চিনিতেই পারিলেন না। যখন চিনিলেন —তখন বলিলেন, "ও! ও! তুই অজু। এসেছিস্? এত বড় হোয়ে এসেছিস্ যে? এ্যাঁ? এ কেমন ছিরি রে! এমন টেড়ি তোর তো ছিল না বাপু, ছেলেবেলাতে; আর এ সেমিজ পরেছিস্ কেন রে? কলকাতাতে বেটাছেলেদের জামা বেচা বন্ধ হোয়েছে না কি? ওমা! আমি ভাবি বুঝি মোল্লা এলো।—চিনবার আর জো নেই এক্কেবারে।"

বিনয় ততক্ষণে পিসির বাড়ী দেখিয়া লইল। একতলা—পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ঘরের সারি—দুই খানা দুই খানা চারখানা ঘর হইবে। ঘরের সামনে বেশ বড় বড় 'রক'। পূর্ব্বদিকের ঘরের 'রকে' দাঁড়াইয়া পিসি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিতেছিলেন। উত্তর দিকে খড়ের ঘর একখানা—সম্ভব

রান্নাঘর। বেশ বড় উঠান। দু তিনটি ধানের মরাইও। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। বিনয় বুঝিল, পিসির অবস্থা ভালই। এখন কিছু বাগাইতে পারিলেই হয়।

অজয় পিসির অভ্যর্থনাতে বিব্রত হইতেছিল। পিসি এইবার অজুকে ছাড়িয়া বিনয়কে লইয়া পড়িলেন : "এটি কে রে, অজু ?"

বিনয় সন্ধিক্ষণ বুঝিল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

অজয় ততক্ষণে পরিচয় দিল, "ও আমার বন্ধু, বিনয়। পাড়াগাঁ দেখে নি কখনো, তাই এসেছে দেখতে !"

পিসি দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিলেন, "আরে গেল, পথ মাড়িয়ে এসে এই অবেলাতে ছোঁয় দেখ্। ওকে তো ভাল মনে হোচ্ছে না, অজু। মুখচোখও চোরের মত। ও বড় সুবিধের ছেলে নয়, অজু। মাথা খাবে তো'র।"

অজয় উত্তপ্ত হইল ; বিনয় বিব্রত। তবু বিনয় কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "পিসিমা, আমাকে দেখেই চটে গেলেন !"

পিসি তীক্ষ্নস্বরে উত্তর দিলেন, "আরে গেল, আবার কথা বলে। কে তো'র সাতজন্মের পিসি !" তারপর অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওরে অজু, ওকে বাবু আমি বাড়ীতে রাখতে পারবো না। তুই বাবু ও'র অন্যত্র ব্যবস্থা কোরে দিস্! এতদিন বাদে এলি তো বন্ধু কেন ? আরে গেল ! আবার বলে পাড়াগাঁ দেখ্তে এসেছি। কেনরে বাপু ! আমরা তোর শহর দেখ্তে গেছি ? এ তো ভাল উৎপাত !—" হয়'ত পিসি আরও আগে বাড়িতেন, কিন্তু দক্ষিণ দিকের ঘর হইতে ডাক আসিল, "জ্যেঠি, তুমি কি ওঁদের বোস্তেও দেবে না, এ কি ? কি রকম বে-আক্কেলে মানুষ ! তোমার ভীমরতি সকলকে না জানালে নয় ? এসো শীগ্গির !" স্বরে আদেশ প্রকাশ পাইল।

বিনয় ও অজয় বিস্মিত পুলকিত হইয়া দক্ষিণ দিকের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

পিসি ইতস্তত করিয়া উত্তর দিলেন, "যাইরে, বাবু; এতকাল পরে অজু এসেছে দুটো কথাও কইব না, তোর জন্যে। এ তো ভাল জ্বালা।" তারপর অজয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন্ "বলি ও অজু, এতদিন পরে এলি, তা'ও পিছনে বন্ধু না নিয়ে এলে চোলতো না? এখন ও বন্ধু নিয়ে বল্‌ত কি করি? ও রকম একটা ছেলেকে কি ঘরে রাখা যায়?"

দক্ষিণ দিকের ঘর হইতে এইবার জোর তলব আসিল, "আবার? এলে এদিকে তুমি? না, গিয়ে টেনে আনতে হবে?"

পিসি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এলুম রে বাপু, তো'র ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে!" কিন্তু গেলেন না; যেন বিনয়কে হঠাৎ নূতন করিয়া দেখিতে পাইলেন; ও অভাবনীয়ভাবে তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিনয় মনে মনে বলিল, "বুড়ি ডাইনি, কিন্তু ডাইনিরও পয়সা থাকে; তা ছাড়া পিশাচ সিদ্ধিও লোকে পয়সার জন্যে করে। যকের ধন—তা'ও তুলতে হয়। সুতরাং ভয় পাবার কিছু নেই। হৃদয় দৃঢ় হও!"

দক্ষিণের একটি ঘর হইতে এইবার একটি ষোল সতের বছরের মেয়ে বাহির হইয়া আসিল ও নির্ব্বাকভাবে কাহারও প্রতি দৃকপাত না করিয়া পিসির হাত ধরিয়া পিসিকে টানিয়া লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। পিসি যাইতে যাইতে বকিলেন, "ভাল বিপদ! নিজের ভাইপো; দশবচ্ছর পরে এলো; তাও দুটো কথা কইতে দিবি নি। তুই কেমন শত্রু।" অজয় ও বিনয়, রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অজয় রকের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যমস' অরুচি! এইবার?" বিনয় বিপর্য্যস্ত ভাবটা

কাটাইবার চেষ্টাতে বলিল, "ব্যস্ত কি? সবুরে মেওয়া ফল্‌বে।" তারপর উঠিয়া গিয়া বন্ধুর বাইরে বসিয়া নীচু গলাতে বলিল, হাল ছাড়্‌লে চল্‌বে না। আরও দেখা যাক্।"

অজয় বিরক্তভাবে কহিল, "একেবারে নিকুচি! তোমার ব্যবস্থা কি হবে? বুড়ি তো পিছনে ফেউ লেগে তাড়াবে। গাঁয়ের নিকুচি কিছু আমি জানি কি? না হোলে—" তাহার আওয়াজ কমিতেছিল, বিনয় আস্তে আস্তে বলিল, "চুপ্!"

দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিল। পিসি ও সেই মেয়েটি যেন উবিয়া গিয়াছে—কোনও রকম সাড়া শব্দ নাই। এদিকে বেলা পড়িতে সুরু করিল; দুইজনেই বসিয়া বসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কি করিবে এ কথা দুজনেই গভীরভাবে আপন মনে মনে চিন্তা করিতেছিল; কোনপথে পিসি-রূপ দুর্জয় শত্রুকে আক্রমণ করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দুইজনেই শেষে অস্থির হইয়া পড়িল। অজয়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, "'যমs' অরুচি! এখানে মানুষে আসে!" তা'রপর উঠিয়া গিয়া যে ঘরে পিসি অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পিসি! ও পিসি!" আহ্বানে সেই মেয়েটি বাহির হইয়া আসিয়া অজয়কে প্রশ্ন করিল, "আপনারা যান্ নি? পিসি তো ঘুমিয়েছে!"

অজয় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বাঁচিয়েছে! শুনে কৃতার্থ। তামাসাটা মন্দ নয়! নিকুচি করে চিঠি লিখ্‌তেই কে বলেছিল, তা হোলে আজ তুমি না—এই যমs' অরুচির মধ্যে!"

সে রাগিয়া রক হইতে উঠানের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

বিনয়ের কিন্তু উঠিবার কোনও উদ্যোগ নাই।

মেয়েটি দুই চার মিনিট কি ভাবিয়া অজয়কে বলিল, "যেতে আমি বলিনি, আপনাদের পিসিও বলেনি!" তারপর বিনয়কেই যেন বিশেষভাবে

উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "পূবদিকের ঘরে যান্ গিয়ে জিরিয়ে নিন্। আমি ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছি! মেজাজ দেখিয়ে তো লাভ নেই!"

বিনয় অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত উত্তর দিল, "আমার বন্ধুর কথা ছেড়ে দিন। ওর মেজাজই আছে শুধু। সেটা ধর্ত্তব্য নয়। আমি ওর হোয়ে মাফ চাইছি।"

মেয়েটি এইবার একটু কোমলভাবে—কহিল, "মাফ চাইতে হবে না কাউকে! আমি কেউ নই। আপনারা গিয়ে পূবদিকের ঘরে' বসুন ততক্ষণ। আমি কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি। যান্।" সে আবার ঘরের ভিতর অন্তর্হিত হইল।

বিনয় এই আদেশের অবাধ্য হইতে পারিল না, সে উঠিয়া অজয়কে লইয়া পূবদিকের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে বিনয় বন্ধুকে আস্তে আস্তে পরামর্শ দিল: "গোলমাল কো'র না, অজয়! পিসিকে যেতে দাও। বাড়ীর গিন্নী ঐ। তা তোমায় বলে রাখ্ছি। সব এরই হাতে; কে ও?"

অজয় মুখ ভার করিয়াই উত্তর দিল, "আমি কি জানি? এই তো দেখ্ছি। উড়োখৈ হবে। এসে জমেছে!"

বিনয় সদুপদেশ দিল, "কিন্তু সাবধান, একে মেনে চলো, অজয়; যেন রাগিয়ে দিয়োনা। বুদ্ধি খেলিয়ে একে হাত কোরতে হবে। পিসি ফিসি কিছু নয়—বেশ স্পষ্টই বুঝ্ছি। পিসি তো কথার তুবড়ি। আসল ঘাঁটি এইখানে!"

অজয় ইহার আর কোনও প্রত্যুত্তর করিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিনয়ের বুদ্ধি খুলিল

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অজয় ও বিনয় বাহিরে পিসির গলা শুনিতে পাইল: "অজু, ও অজু, এ কেমনতর ব্যবহার, বাপু? এতদিন বাদে এলি, তা' পিসিকে হেনস্থা কোরতে এলি কি? নবাবের বেটার মত ঘরের ভিতর বসে রইলি যে বড়! মানুষ কোরলে কে? এত বড় কোরলে কে? কলকাতায় পড়ালে কে? এমন অকৃতজ্ঞ তো দেখিনি—"

অজয় ও বিনয় পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। অজয় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া মন্তব্য করিল, "ঐ নিকুচি দি গ্রেট আস্‌ছে!" বিনয় একখানি সতরঞ্চির উপর চিৎ হইয়া ছিল। পিসির গলার আওয়াজে তা'র বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল: তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাও হে বেরিয়ে যাও, না গেলে এসে পড়্‌বে। তখন আবার সুরু হবে।"

অজয় বিরক্তভাবে জবাব করিল, "ভাল গর্ভযন্ত্রণা। বাঘের মুখে যাওয়া সহজ—"

কিন্তু এইবার পিসির পদশব্দও শ্রুতিগোচর হইল, বন্ধুকে বাঁচাইতে অজয় মনে মনে পিসিকে অভিসম্পাত করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। বিনয় শুনিল বাহিরে পিসি অজয়কে লইয়া পড়িয়াছেন: "চা খেতে শিখেছিস্ না কি? ওই ম্লেচ্ছ পানি না খেলেই নয়? ওরে ও শোভা, শুনেছিস্! অজু আর জাত জন্ম কিছুই রাখেনি। কলকাতায় গিয়ে সব খুইয়েছে। তা' ওর কি দোষ বল্। যে বন্ধু জুটিয়েছে: উঃ!

সে ছোঁড়ার নজর দেখেছিস্ ঘুরছেই ঘুরছে। তাড়িয়েছিস্ তো তা'কে? আমি বেশ বুঝ্ছি ঐ তোর মাথা খেয়েছে। তা' না হোলে তোর তো মতিগতি ভালই ছিল। জানিস্, শোভা,—" পিসির আওয়াজ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল: পিসি দক্ষিণের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। বিনয় মনে মনে বলিল, "দাঁড়া বুড়ি! তো'র ঘাড় ভাঙবো তবে ছাড়্বো!"

সন্ধ্যা আসিল। বিনয় অন্ধকারে সেই সতরঞ্চির উপর শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। তাইত! তাহার থাকা লইয়াই ত বিপদ! ডাইনী বুড়ির নজর এড়ান অসম্ভব। অথচ না থাকিলে নয়। অজয়কে দিয়া কোন কাজই হইবে না। যদি সে চলিয়া যায় অজয়ও পলাইবে তাহার পিছু পিছু। শুধু তাই নয়। কলিকাতায় ফিরিবে কোথায়? তাহার নিজের তো কোনও সংস্থান নাই। এতকাল অজয় ও রণজিতের উপর দিয়াই তাহার জীবিকার্জ্জন হইয়াছে। বন্ধু হিসাবে অজয় ও রণজিত কোনদিনই কোন রকমে বিনয়কে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করে নাই। এখন রণজিত সাগরিকাতে মজিয়াছে; অজয়ের পিসিরূপ শত্রু দেখা দিয়াছে দুর্জয় হইয়া—বিনয়ের কি হইবে? সে তো লেখাপড়া শিখে নাই; পয়সার অভাবে। তবে বুদ্ধি আছে তাহার; বুদ্ধির ব্যবহার করিয়াই চলিয়াছে এতকাল, চলিবেও। একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন তাহাকে করিতেই হইবে।

তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া একটি লণ্ঠন ও গ্লাস একহাতে ও অন্যহাতে একটা রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া শোভা প্রবেশ করিল। লণ্ঠনটি এক কোণে রাখিয়া রেকাবি ও জলের গ্লাস বিনয়ের সাম্নে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও কি ম্লেচ্ছ পাণির ভক্ত নাকি?"

বিনয় শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

শোভা কহিল, "চা-টা খান নাকি? সে ব্যবস্থা আজ হবে না কাল দেখ্‌বো। কষ্ট কোরতেই হবে একটু—উপায় নেই। তবু রক্ষে যে জ্যেঠি জানে না। একটু আড়ালে আড়ালে থাক্‌বেন। আর যদি ভাল চান, তবে কাল সকালেই উঠে কলকাতা ফিরে যান্‌। কেন পড়ে থাকবেন। আজ না হয় ফিরবার গাড়ী নেই—কাল ভোরে তো আছে।" সে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিনয় দেখিল এইবার যা' বলিবার করিবার তাহা বলা ও করা চাই। সুযোগ গেলে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। সে তাই বলিল, "শুনুন একটু!"

শোভা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিনয় কহিল, "আমার থাকা দরকার। বিশেষ দরকার! আর তাই আমি আপনার আশ্রয় চাই। দেবেন না?"

শোভা বেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শুধু প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিনয় বলিয়া চলিল, "পিসিকে আড়াল আপনিই কোরতে পারেন। এ আমি বুঝেছি। আর আমি গেলে, অজয় একটা দিনও থাক্‌বে না। ও'র যা স্বভাব; ধরে রাখা ওকে এখানে মুস্কিল হবে। তবে এ যদি চান যে আমরা দুজনেই যাই, তা'তে যদি আপনার শান্তি হয়, তবে নিশ্চয়ই যেতে হবে।. আপনার অনুগ্রহ ছাড়া তো থাকা সম্ভব নয়।"

শোভার আশ্চর্য্যের ঘোর কাটিল; সে বলিল, "আমি? আমি কে? আমি কি কোরতে পারি? জ্যেঠিই সব; তিনি তাঁর ভাইপোকে রাখেন রাখবেন! না রাখেন, আমি কিছু কোরতে পারি কি?"

বিনয় শক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "পারেন। আমাদের থাকা না থাকা এখন সম্পূর্ণরূপে আপনার দয়ার উপর নির্ভর কোরছে!"

শোভা কিছুক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, তা'রপর বলিল, "আমার এতে কিছু বলবার নেই। আপনি কি বুঝেছেন জানি না।"

সে দ্বিধাগ্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। বিনয় বুঝিল শোভাকে তাহার পক্ষে টানিতেই হইবে। আর পিসির বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। কিন্তু শোভার ব্যাপার সে বুঝিতে পারিল না। কে এ শোভা? পিসির সহিত ইহার সম্পর্ক কি? বুদ্ধিমতী; স্পষ্টবাদিনী; সুন্দরী না হইলেও, কুশ্রী নহে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে আরও কিছু না জানিতে পারিলে, বিনয়ের কর্ম্মোপায় কল্পনা করিতে কষ্ট হইল। সে ভাবিতেই লাগিল। তাহার সামনের রেকাবিতে মিষ্টান্ন অভুক্ত রহিল; জলের গেলাস অস্পৃষ্ট রহিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শোভা আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কখন খাওয়া-দাওয়া হবে? বন্ধুকে পিসি খাওয়াচ্ছে।" তারপর অভুক্ত মিষ্টান্নের প্রতি নজর পড়াতে সে থামিয়া গেল। বিনয় শুইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া ক্লিষ্টস্বরে কহিল, "কেন কষ্ট কোরছেন? কিছুরই দরকার নেই। যে অতিথিকে তাড়াতে পারলে বাঁচেন, তা'র জন্য এত অভ্যর্থনা কি বিদ্রূপ করা নয়? নিয়ে যান্ ঐ আপনার অভ্যর্থনার চিহ্ন পড়ে আছে। দিনটা তো গেছেই উপবাসে—রাতটাও কেটে যাবে; আপনাকে কষ্ট কোরতে হবে না। যা' কোরেছেন তা'র জন্যেই ধন্যবাদ।"

শোভা ভ্রূকুঞ্চিত করিল। একটু চুপ করিয়া বলিল, "এ শহুরে বক্তৃতা। বাড়ী আমারও নয়, আমার বাপেরও না; খেতে আমিও দিইনি। আমার হাতে কিছু নেই। বারবার বলছি তবু বিশ্বাস করেন না কেন? আপনার থাকা না থাকা আপনি জানেন! আপনার বন্ধু জানেন! বন্ধু আপনাকে রাখিয়ে নিতে পারেন না? আমি রাখ্‌বার কে? এমন বাজে কথা তো কোথাও শুনিনি।"

বিনয় কহিল, "আমি ও কথা বিশ্বাসই করি না। কেন বার বার বল্‌ছেন? আমি জানি আপনি আশ্রয় দিলে আমি থাক্‌তে পারি আর

আমার থাকাটা খুব বেশী দরকার। শহর হোতো তো কোনও হোটেলে গিয়ে উঠ্‌তুম, ঝগড়া মিটে যেতো, পাড়াগাঁয়ে অন্য কোথাও গিয়ে জায়গাও পাবো না—আর পেলেও আপনাদেরি বদ্‌নাম।”

শোভা ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিল, “কি এত দরকার শুন্‌তে পাই কি ?”

বিনয় কহিল, “আপনাকে জানাতেই হবে তা’। আপনার হাতেই সব ছেড়ে দেবো। কিন্তু তাড়ালে কি কোরে বল্‌বো। সময় তো চাই। বিশেষ কথা না হোলে এত অপমান সয়েও কে থাকে বলুন ?”

শোভা ভাবিয়া কোনও কিছু সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া শেষে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, “খেতে দিই ?”

বিনয় জিদ্ ধরিল, “আগে কথা দিন যে আশ্রয় দেবেন ? বেশী বিব্রত কোরবো না আপনাকে। আমারও কিছু আক্কেল আছে !”

শোভা অন্যমনস্কা হইয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল। তারপর আস্তে আস্তে চিন্তিতভাবে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে দুই বন্ধুতে আলোচনা হইল দিনের ঘটনার। অজয় বলিল, “কালই খতম্! আমার দ্বারা ও বুড়ির সামনে থাকা চল্‌বে না। Dangerous! ব’কে ব’কে আমার মাথার ভিতর যেন ঝিঁঝিঁপোকার ডাক লাগিয়ে দিয়েছে। কালই ফিরছি আমি। এ নিকুচির ভিতর আর না।”

বিনয় প্রশ্ন করিল, “কিছু জোগাড় হো’ল বুঝি ? কত ?”

অজয় আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিল, “কত মানে ? কি জোগাড় ?”

বিনয় ভালমানুষের মত পুনরায় প্রশ্ন করিল, “টাকার! যা’র জন্যে এত লাঞ্ছনা সহ্য করা গেল !”

অজয় দপ্ করিয়া উঠিল : “টাকা ? পিসির নিকুচির জোগাড়

হোয়েছে। বুড়ি নম্বর ওয়ান্—ওল্ড সোলজার (old soldier). কথা বলে লোককে খুন করে! খুনে! রেডিও পর্য্যন্ত হার মানবে। লাউড স্পীকারে কুলোবে না। বিলিতি ব্রডকাষ্টিঙ্ (Broad-casting) ষ্টেশন হার মানে। সাংঘাতিক!"

বিনয় বলিল, "যাই হোক্, শুধুহাতে ফিরবার জন্যে আসি নি। কিছুতে হাত না লাগিয়ে এ শর্ম্মা নড়ছে না।"

অজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু—! অসম্ভব! ও বুড়ি তো তোকে দেখ্‌লে এইবার কুকুর তাড়া কোরবে। তা' ছাড়া পয়সাতে হাত লাগাতে লাগাতে আমি তো খুন হোয়েই যাবো। এরকম বকুনি সহ্য কোরতে পারে এমন লোক জন্মায়নি। যদি খুনই হোলুম, তো পয়সা কি হবে? ইম্‌পশিবল্ (Impossible)।"

বিনয় বলিল, "উহুঁ! চেপে থাক্‌তেই হবে, অজয়। ছেলেমানুষি করিসনি। কলকাতায় শুধু হাতে ফেরা যাবে না। তা'র চেয়ে এখানে খুন হওয়া ভাল। আমার জন্যে ভাবিস্‌নি—আমি নিজের ব্যবস্থা কোরে নিতে পারবো। তুই শুধু ধৈর্য্য নষ্ট কোরে সব মাটি করিস্‌নি। আমি অমনি বসে নেই—প্ল্যান করে ফেলেছি।"

অজয় কিছুতেই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিল না যে বিনয় কি ব্যবস্থা নিজের করিয়াছে ও কি প্ল্যান তাহার স্থির হইয়াছে। তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই ভাবিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

Desperate রণজিত

বন্ধুদের অভাবে রণজিতের সময় কাটান ভার হইল; সাগরিকার কথা ভাবিয়াই শুধু দিন কাটান যায় না, আর তাহাদের বাড়ীর চারিপাশে পাকা প্রেমিকের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া দিন কাটানও সহজ নহে। রণজিতদের বাড়ী হেদোর ধারে; আর সাগরিকাদের বালিগঞ্জে। দুই একবার গিয়াছিল, না হইয়াছিল সাগরিকার সহিত দেখা না পাইয়াছিল মিঃ মিত্রের সাক্ষাত। মিঃ মিত্রের schemeএর কথাও ভাবিয়াছিল। ভাবিয়া ভাবিয়াই দুই তিনদিন তাহার কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিনে বেলা আটটা পর্য্যন্ত সে শুইয়া রহিল। তারপর চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকা চাহিয়া লইল। হাঁ, চীনে যুদ্ধ চলিয়াছে—কিন্তু রণজিত তাহার কি করিবে? তাহার ইচ্ছাতে আর তো বন্ধ হইবে না, বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিরা ঠিক করিয়াছেন ভূমিকম্প হইতে দিবেন না আর। ভাল কথা, ভূমিকম্প হইলে কি এমন ক্ষতি হইত। যদি ভূমি অচলই থাকে তাহাতে কাহার কি এমন সুবিধা বাড়িয়া যাইবে? লোকসংখ্যা বাড়িবে বই তো নয়। তারপর রণজিত পড়িল জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে ভাঙিতে চাহিয়াছেন—হিন্দুর ষড়যন্ত্র বলিয়া। কথাটা ঠিক, কিন্তু কে কার বিরুদ্ধে এজগতে ষড়যন্ত্র না করিতেছে? রণজিতের ভাগ্য. তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নাই? তার বাপ্, মা, মায় ইউনিভার্সিটি পর্য্যন্ত করে নাই? না হইলে এতদিন এম-এ পাশ করা তার আটকায় কে? হিন্দু ষড়যন্ত্র

না করে, অন্য লোকে করিবে! ষড়যন্ত্র ছাড়ো অন্য কিছু কেউ তো করিবে না। তবে? যাক্! রণজিত বিরক্ত হইয়া পড়িল। আবার লেপমুড়ি দিল। কিন্তু চোখ মুদিবার জো আছে কি? অমনি সাগরিক না হয় তার বাপ। সাগরিকাকে বিবাহ করিতেই হইবে। না করিতে পারিলে উহার অহঙ্কার আরও বাড়িয়া যাইবে। স্ত্রীলোকের অহঙ্কার ভাল নয়, বিশেষত পুরুষের উপর টেক্কা দিবার। কিন্তু উপায় কি? মিত্রসাহেব ত' ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, লুঠ করো। বাপ হইয়া যদি এতটা Liberal হইতে পারে—তবে মেয়েকে হস্তগত করা মুস্কিল কি? নিশ্চয়ই মিত্রসাহেবের পছন্দ হইয়াছে রণজিতকে। না হইলে এতটা অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিবে কেন? কিন্তু রণজিত লুঠ করে কি উপায়ে? সে লুঠ করার কি জানে? তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতেও পয়সা লাগে। অজস্র পয়সা। তারপর পুলিশের হাঙ্গামা। পুলিশকেও কোন্ না ঘুষ দিতে হইবে! এত টাকা ত' দূরের কথা, সে তো' বাপের কাছে ভিক্ষা করিয়া এক টাকাও আর পাবে না। এইরূপ মীমাংসা তো হইয়াই গিয়াছে।

রণজিতের মা বাহির হইতে আওয়াজ দিলেন, "ওরে রঞ্জি, কলেজ যেতে হবে না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত শুয়ে আছিস্—এমন কুড়েও তো দেখিনি।" বলিতে বলিতে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রণজিত লেপ আরও ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া লেপ্টাইয়া লইল।

মা নিকটে আসিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিলেন, "রঞ্জি—আচ্ছা ছেলে বাবু তুই তো। ওঠ্!"

রণজিত মুখ হইতে লেপ সরাইয়া বলিল, "আমার শরীর ভাল নেই! কলেজ যাবো না।"

মা তাহার কপালে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কৈ—কিছুই তো মনে হয় না!"

রণজিত পাশ ফিরিয়া কহিল, "তোমার কিছুই মনে হয় না। তুমি যদি বুঝ্‌বে—তবে ডাক্তার কি কোরতে হোয়েছে? এ বাইরে থেকে বুঝবার নয়। এ আমি দেখিয়েছি ডাক্তার—রামহরি ডাক্তারকে। বলে চেঞ্জে না গেলে সারবে না।"

মা কাত্যায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা কর্ত্তাকে বল্‌ গিয়ে!"

এইবার রণজিত রাগিল: কহিল, "হুঁ:! কিন্তু ভাব্‌ছো যে বল্‌তে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। আজই বোল্‌বো গিয়ে। আমি এইবার মরিয়া হোয়েছি—যাকে ইংরেজিতে বলে desperate. বুঝেছো! চেঞ্জে যাবোই; আর সেজন্যে টাকা আমার চাই-ই কিছু। দু পাঁচ হাজার! না পেলে যে দিকে চোখ যাবে চলে যাবো। যখন কেউ আমার নেই—তখন আর ভাবনা কার জন্যে।"

কাত্যায়ণী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আচ্ছা—এখন কলেজ যাবি না কি? এগ্‌জামিন্‌টা পাশ কর; আমিই চেষ্টা চরিত্র কোরে তোকে না হয় শ' পাঁচেক টাকা দেব। পাশ তো আগে কর্‌!"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। রণজিত লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিল: "ঘুষ দিয়ে পাশ করাতে চাও? সারা জীবনেও তা কোরতে পারবে না। দেখে নিয়ো। এমনি দাও—আমি বদ্যিনাথ, গিরিডি, এলাহাবাদ, নৈনিতাল, মুসুরি সব হোয়ে আসি। শরীর চাঙ্গা হবে; পড়া যাবে। না ঘুষের লোভে আমি কিছুই কোরছি না। এই কোরেই তো আমার মর্‍্যাল (moral) তোমরা খারাপ কোরেছো। বাবাকে টাকার কথা বল্‌লে, অমনি জবাব, "আগে পাশে করো" আবার তুমিও ঐ বুলি ধরেছো। এতে লোকের মর্‍্যালিটি থাকে?"

কাত্যায়ণী উত্তর দিলেন, "তুই বোসে বোসে বক্‌ বক্‌ কর্‌ তবে—" তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

রণজিতের মনে হইল, মা তাহাকে আঘাতের উপর অপমান করিলেন (add insult to injury). সে কিছুকালের জন্য বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া শেষে উঠিয়া কাপড় জামা বদ্‌লাইয়া লইল। তারপর কোথা হইতে একখানি আয়না চিরুনি বাহির করিয়া চুল ঠিক করিয়া লইয়া, পায়ে শ্লিপারটা গলাইয়া বাড়ীর বাহির হইল। আজ সে হেস্ত-নেস্ত করিবেই। বাপের সহিতই বুঝাপড়া করা চাই। মা'র হাতে কিছু নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বানুবৃত্তি—Desperate রণজিত

রণজিতের বাপ জীবনবাবুর দোকান ছিল বড়বাজারে—স্ক্রু, কব্জা লোহার, জালি তার, বাল্‌তি ইত্যাদির। দোকান ছাড়িয়া বেশিক্ষণ তিনি বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। রবিবারও তাঁহার ঘরে মন বসিত না। কাত্যায়ণী বিশেষ বলিয়া কহিয়া মেয়েদের বিবাহের দিনও তাঁহার দোকান যাওয়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় জীবনবাবু দোকানে বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন: টাকার জোরে বড় বড় ভবানীপুরী ব্যারিষ্টারের ঘরে মেয়ে দুইটির বিবাহ দিয়াছিলেন ও ব্যাঙ্কেও বেশ মোটা কিছু জমাইয়াছেন; কেহ বলে পঞ্চাশ লাখ, কেহ বলে পঁচাত্তর লাখ, মোটের উপর সংখ্যাটা এতই গণ্যমান্য যে বাজারে তাঁহার প্রতিপত্তি অসীম, তবে দুঃখ মানুষের সাথী। আজও জীবনবাবুর আক্ষেপ যে মহাযুদ্ধটা অত শীঘ্র শেষ হইয়া গেল। নিশ্চয়ই জার্ম্মাণী ঘুষ খাইয়া লড়াই বন্ধ করিয়াছিল। না হইলে কাইজারকে তাড়ানোর মানে কি? কাইজার থাকিলে যুদ্ধ থামিত? উহুঁ! কাইজার ছিল মরদ, গোঁফের জোরেই তাহা বুঝিতে দেরি হয় না কারহাও। দোকানে যখন কাজের ভিড় থাকিত না, জীবনবাবু এই কথাই মুহুরি বামাচরণের সহিত আলোচনা করিতেন।

রণজিত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাপের দোকানের নিকট কিন্তু কিছুদূরে বাস হইতে নামিয়া দেখিল বাপের সহিত হেস্ত-নেস্ত করিতে চাহিলেও, ঠিক হঠাৎ সামনে উপস্থিত হইয়া বলিবার মত কথা তাহার নাই। তাই সে কি সূত্রে বাপের সহিত কথার সূত্রপাত করিবে, তাহাই

ভাবিতে লাগিল। একেবারে সামনে না গিয়া একটু আড়ালে দাঁড়াইল, তখনও খরিদ্দারের সমাগম নাই। দোকানে শুধু জীবনবাবু, বামাচরণ ও সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ বিনোদ ছাড়া আর কেহই ছিল না। অবসর পাইয়া জীবনবাবু স্থরু করিয়াছিলেন, "ওহে, বামাচরণ,—খবরের কাগজ-টাগজ পড় ?"

বামাচরণ জীর্ণ-শীর্ণ লম্বাটে লোক ; কৃষ্ণবর্ণ ; ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত ; চোখের জ্যোতি এরই মধ্যে কমিয়াছে ; সে হিসাবের খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, "আজ্ঞে, হাঁ তা' কিছু কিছু পড়েছি—"

জীবনবাবু কহিলেন, "তুমি বড় জ্বালাও, বামাচরণ ! খদ্দের নেই, বিক্রি জমা নেই—হিসেব তুমি কি লিখ্‌ছো বলতো ! খাতা লেখার সময় ছিল বটে—যখন যুদ্ধ চলছিলো ! এখন তো সবই শূন্য ! ছাড়ো তোমার খাতা, ছাই লিখ্‌ছো !"

বামাচরণ ম্লানভাবে হাসিয়া খাতা পাশে রাখিল ও চোখ হইতে চশমা খুলিয়া কাপড়ের খুঁটে মুছিতে লাগিল। অন্য কর্ম্মচারী বিনোদ তখন দোকানের ভিতর বসিয়া পকেট হাতড়াইতেছিল, একটা বিড়ির সন্ধানে।

জীবনবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "খবরের কাগজে কি লিখ্‌ছে হে, বামাচরণ ? কাইজার নাকি আবার ফির্‌ছে ?"

বামাচরণ খবরের কাগজ কখনও পড়ে না ; সময় নাই। ডেলি প্যাসেঞ্জারের সময় নাই অপব্যবহারের মত। তবুও মনিবের মনরক্ষার জন্য বলিল, "আজ্ঞে, তাই বটে।"

জীবনবাবু পুলকিত হইলেন ঃ "তবে লাগ্‌বে এইবার কি, বল ? ও বড় সহজ লোক নয় হে, বাঘের বাচ্ছা ! বাচ্ছা অবশ্য নেই আর— ধাড়িই হোয়েছে। এখন তো আর কিছুতেই ছাড়্‌বে না, কি বল ?"

বামাচরণকে বাঁচাইয়া ঘরের ভিতর হইতে বিনোদ বলিয়া উঠিল, "কখ্‌খনো না, কর্ত্তাবাবু! বাঘে ধর্‌লে ছাড়ে? এই্তো সেদিন কাগজে পড়লুম, বাঁকুড়াতে কাকে বাঘে ধরেছে—কৈ ছেড়েছে তাতো পড়িনি! ছাড়লে আর খবরটা দিত না? জার্ম্মাণীর যুদ্ধটা চলতোই—"

জীবনবাবু বিনোদকে প্রশ্রয় দিতেন না, তবু উপস্থিত কোনও প্রকার কাজের ভিড় না থাকাতে বলিলেন, "আরে বাঘের বাচ্চা রাখ তোমার। বাঘে আর কিছু স্ক্রু পেরেক খাবে না। হাজার বাঘ একত্র এসে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নামলেও, লোহার বাজার গরম হবে না। যুদ্ধের কথাটগা কোথাও পড়েছো কি না বল!"

বিনোদ দমিয়া গেল। সত্যই তো সে কিছু পড়ে নাই! কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলিবে আর তিরস্কার পাইবে—তাই চুপ করিয়া গেল; এতক্ষণে বিড়িটা খুঁজিয়া পাইয়া আস্তে আস্তে দোকানের অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

জীবনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "তাই তো—বামাচরণ! কিছুই পড়নি। ট্রেণে আস্‌তে আস্‌তে ভদ্রলোকদের কাছে এক আধখানা কাগজ দেখ্‌তেও পাও তো—না তাও পাও না!"

বামাচরণ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে পড়িনি বটে, তবে যারা পড়ছিল তাদের মুখে শুন্‌লুম, যে বিলেতে খুব হৈ-রৈ চলেছে; উড়ো জাহাজ যা' না কি জলেও ওড়ে—তৈরি হোচ্ছে। লোহা-ইস্পাতের বাজার হয়তো গরম হবে—কাল পালচৌধুরিরাও তাই বোলছিলো!"

জীবনবাবু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "রেখে দাও পালচৌধুরী তোমার! ওদের মুখের উড়ো কথা শুনে বাজার বুঝ্‌তে হবে জীবনবাবুকে! আর ঐ বা তোমার কি রকম গাঁজার খবর! জলে উড়বে জাহাজ! ও কথাই নয়। তবে হাঁ—যুদ্ধটা এইবার লাগা চাই হে। ও তোমার লড়াই

বড় খাসা জিনিস। স্বরাজই বল আর যাই বল ঐ পেরেকের স্ক্রুর জোরেই হবে। কি বল হে?”

বামাচরণের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিনোদ বাহির হইতে বলিয়া উঠিল: “আরে, এ যে ছোটবাবু! তা’ এখানে এমন কোরে দাঁড়িয়ে কেন? দোকানে যান্—বসুন গিয়ে! কি আশ্চর্য্য!”

বামাচরণ ও জীবনবাবু দুজনেরই দৃষ্টি পথের দিকে গেল। দুইজনেই দেখিলেন, রণজিতকে। এতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছিল, বাপের আলোচনাতে বাধা দিবে কি না। বিনোদ তাহাকে আর আত্ম-গোপন করিতে দিল না। তাহাকে আগাইতেই হইল; পলাইতেও বাধা দিল। বিনোদ তাড়াতাড়ি তাহাকে ফুটপাথের উপরই একখানা টুল পাতিয়া দিয়া গেল।

জীবনবাবু বামাচরণের দিকে চাহিলেন, বামাচরণ কর্ত্তাবাবুর মুখের দিকে। তারপর বামাচরণ আবার চশমা পরিল ও রণজিতের দিকে ভাল করিয়া নজর দিয়া দেখিল, তারপর যেন রণজিতেরই খাতিরে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল। রণজিত এইবার সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল: “আমার কিছু টাকা চাই! হাজার দু-হাজার! বিশেষ দরকার!”

জীবনবাবু বিস্মিত হইলেন। যেন এইরূপ কিছু ঘটা জীবনে কখনো প্রত্যাশা করেন নাই, বামাচরণকে প্রশ্ন করিলেন, “কি হে বামাচরণ? তোমার কাজ নেই? হিসেবগুলো কি পড়েই থাক্‌বে? বেশ, তবে থাকুক! যাক্ দোকান উঠে! জীবনবাবুও যাক্! তা হোলেই তো তোমার আশা মিটবে, না?”

বামাচরণ যথাসম্ভব সপ্রতিভ হইয়া তখনই খাতা টানিয়া লইয়া হিসাবে মন দিতে গেল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। কর্ত্তাবাবু বলিলেন, “একে অসময়ে—অতবড় যুদ্ধটা পাঁচভূতে নষ্ট কোরে দিলে—না হোক্

বেশ চলছিলো—তা'র উপর এ রকম কাজের সময় গাফিলি,—এ সবের ফল আর কি হবে বল? অদৃষ্টে যা লেখা আছে।"

রণজিত এইসব কথাবার্ত্তার কিছুই বুঝিতে পারিল না, তবু ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। জীবনবাবু যেন তাহাকে দেখেনও নাই এইরূপ ভাবে রাস্তার জনতা দেখিতে মন দিলেন। বামাচরণ একবার খাতা ও একবার আড়চোখে রণজিতকে দেখিতে লাগিলেন। কাজেই রণজিতকে আবার জানাইতে হইল: "আমার কিছু টাকা চাই—হাজার দু-হাজার ডাক্তার বলেছে ডিহিরি, হাজারিবাগ, কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, লাহোর, পুণা কোথাও যেতে এখুনি!—"

বামাচরণ ও কর্ত্তাবাবুর মনে হইল যে কাণের পাশ দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া গুলি চলিতেছে, সাবধান না হইলে মাথা বাঁচিবে না। তাই দুজনেই সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া রণজিতকে নূতন করিয়া দেখিল। জীবনবাবুর মনে হইল, এইবার একটা কিছু বলা চাই-ই। তাই জিজ্ঞেসা করিলেন, "কি হোয়েছে?"

বামাচরণ উত্তর দিল, "আজ্ঞে, ছোটবাবু এসেছেন, টাকা—দিল্লীতে না কোথায়—"

জীবনবাবু দপ্ করিয়া উঠিলেন, "কি? টাকা? কার কোন্ বাপের টাকা? কোনও শালার বাপের টাকা এ জীবন দত্ত রাখে না। এক পয়সাও না।"

বামাচরণ হতবুদ্ধি হইল। শালার বাপ কেউ একসঙ্গে হইতে পারে কি না—ও কিরূপ হয় তাহার হিসাব করিতে লাগিয়া গেল, শেষে পুনশ্চ ধমক খাইবার ভয়ে রণজিতকে বলিল, ছোটবাবু, বাড়ী থেকেই—"

জীবনবাবু হুঙ্কার দিলেন, "বড় লাখপতি হেয়েছো যে? টাকা বাড়ীতে বসান আছে না—হুকুম কোরছো যে! কোন বেটার বাপের

টাকা বাড়ীতে বসান আছে শুনি! খবরদার! টাকা দিয়েছো কি চাক্‌রী গেছে!”

সম্ভব কথাগুলি একটু জোরেই উচ্চারিত হইয়াছিল। বিনোদ কোথা হইতে বিড়ি ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিল। রাস্তাতে দু’চারজন লোকও দাঁড়াইয়া গেল, রণজিতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বিব্রত-ভাবে উঠিয়া বলিল, “টাকা দেবেন কিনা বলুন; অত হট্টগোলের দরকার কি?”

জীবনবাবুর আর কোনও বাধা রহিল না। চীৎকার করিয়া উঠিলেন: “ওহে বামাচরণ, ডাক পুলিস! এ জোচ্চোর ব্যাটাকে দিক্ হাজতে! ওর চোদ্দপুরুষের বাপের টাকা যে জুলুম কোরতে এইখানে এসেছে। দাও পুলিশে দাও! এখুনি দাও!”

বিনোদ বুদ্ধিমান। সে ব্যাপারটা আর গড়াইতে দিল না। রণজিতের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল দূরে। প্রায় আধমাইল পথ মুহ্যমানভাবে অতিক্রম করার পর, রণজিত হাত ছাড়াইয়া লইল। বিনোদ বলিল, “সর্ব্বনাশ, ছোটবাবু! দোকানে এসেছেন কেন? কি এত দরকার? অ্যাঁ? এখানে বোসে কর্ত্তাবাবু বাজে খরচ কোরছেন? আজ পঁচিশ বছরে তা দেখিনি কখনো! যান্ বাড়ী যান্। মা ঠাক্‌রুণকে ধরুন গে! অ্যাঁ?”

রণজিত এত লজ্জিত হইয়াছিল ও অপমানিত মনে করিতেছিল যে কোনও কথা সে বলিতে পারিল না। হন্ হন্ করিয়া সামনে চলিল।

বিনোদ তাহার দিকে কিছুকাল তাকাইয়া দেখিয়া দোকানের দিকে ফিরিল। যখন নিকটস্থ হইয়াছে শুনিতে পাইল, কর্ত্তাবাবু বামাচরণকে বলিতেছে, “তাই তো হে, লড়াইটা তবে লাগ্‌তে পারে। কি বল?

আঃ! রাখো না ছাই ও হিসেবের বস্তা। কথাটার জবাবই দাও না, কাগজ-টাগজ পড়? বিনোদ কোথায় গেল—সে তো তবু পড়ে—"

বিনোদ দর্শন দিয়া কহিল, "লাগ্‌বে যুদ্ধ—সন্দেহ নেই কর্ত্তাবাবু!"

শুনিয়া জীবনবাবু হৃষ্টমনে কহিলেন, "শুন্‌লে বামাচরণ! শুন্‌লে, না তাও শোন নি? দোকানটা ডোবাবে দেখ্‌ছি তুমিই। একটু খবর-টবর রাখ এখন থেকে—বুঝ্‌লে?"

নবম পরিচ্ছেদ

ফাঁসি কপালে আছেই

বাপের কাছে তাড়া খাইয়া রণজিতের পৃথিবীর উপর ও জীবনের উপর ধিক্কার হইল। মরিয়া সে পূর্ব্বাহ্নেই হইয়াছিল—এখন আর কোনও কিছুতেই আপাতত আসক্তি রহিল না। সে নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মত হ্যারিসন-রোড ধরিয়া কলেজ-ষ্ট্রীটের দিকে চলিল। কলেজ-ষ্ট্রীটে তাহার এক সহপাঠীর সহিত দেখা হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, রণজিত, কলেজ যাবি ত?"

রণজিত মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

সহপাঠী প্রশ্ন করিল, "কেন? কি হোয়েছে?"

রণজিত বিরক্তভাবে জবাব দিল, "রণজিত না গেলে য়ুনিভার্সিটি উঠে যাবে না, ভয় নেই। তোদের জন্যে খোলা থাক্‌বেই। আমার সময় নেই, যাবো না।"

সহপাঠী বুঝিল, রণজিতের মন মেজাজ ঠিক নাই। সে আর দাঁড়াইল না। কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর-মূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইয়া রণজিত পকেটে হাত দিয়া দেখিল, টিপিয়া টিপিয়া গুণিয়া দেখিল, ঠিক সাড়ে সাত আনা পয়সা তাহার আছে, তারপর তাহার মনে হইল, যেন ক্ষুধা ও পিপাসা দুটিই একত্র অনুভূত হইতেছে। অবস্থা খারাপ হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা যে বাড়ে রণজিত তাহা বেশ স্পষ্ট সত্য বলিয়া আজ বুঝিল। এদিক ওদিক চাহিয়া সে 'দিলখুসা' রেস্তোরাঁতে গিয়া প্রবেশ করিল। ভাবিল, কিছু না খাইলে মাথার কাজ ঠিক চলিবে না। মরিয়া তো হইয়াছে, কিন্তু মরিয়া অবস্থাতে কি করা যায় তাহা ভাবিয়া না দেখিলে হয় তো শুধু মরিয়াই হইয়া

থাকিবে—করা কিছুই হইবে না। সে রকম সন্দেহের অবস্থাতে পড়িয়া থাকা কিছু নহে।

চা ও কিছু খাবার জিনিসের হুকুম করিয়া সে একখানা টেবিলের পাশে গিয়া বসিল। দোকানে তখন বড় একটা ভিড় ছিল না। কেবল তাহার পাশের টেবলে একটি আধ-বৃদ্ধ ভদ্রলোক একখানা হাতে 'দৈনিক বসুমতী' লইয়া ও সামনে একপেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছিল। রণজিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই লোকটির হাতের কাগজে একখানা ছবির উপর তাহার নজর পড়িল, ছবিখানা সাগরিকার।

রণজিতের ঔদাস্য ছুটিয়া গেল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় কি কাগজখানা পড়্ছেন না কি?"

ভদ্রলোক মুখ তুলিয়া রণজিতকে দেখিয়া বলিলেন, "সেই রকম তো মনে হোচ্ছে।"

রণজিতের মেজাজ ভাল ছিল না—এ কথা পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। সে বলিল, "একবার দেখতে পারি, বিশেষ আপনি যখন পড়ছেন না।"

ভদ্রলোক এইবার বিরক্ত হইলেন, উত্তর দিলেন, "পয়সা দিয়ে কিনে পড় গে।"

রণজিত পায়ে পা ঠেকাইয়া বিবাদ করিতে চাহে। কহিল: "মশায়ের পড়াশোনা আসে ত? চেহারা দেখে তো মনে হয় না কোনও কালে পাঠশালাতে গিয়েছিলেন। চিরকাল চা-এর দোকানেই কাটিয়েছেন—দেখ্ছি!"

এইরূপ সম্ভাষণ কেহই সহ্য করিয়া উঠিতে পারে না, ভদ্রলোকও পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিলেন, "বেয়াদপ!"

রণজিৎ চট্ করিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া

ভদ্রলোকের হাতে দুইটি পয়সা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাগজের ছবি দেখিতে মন দিল। হাঁ ছবি সাগরিকারই। প্যালেসে সেইদিন সাড়ে পাঁচটাতে সন্ধ্যার সময় "কাতু ও কুতু"র অভিনয়ে সাগরিকা কুতু'র ভূমিকাতে অবতীর্ণা হইবেন, সেই বিজ্ঞাপন।

ভদ্রলোক একটা কাণ্ড বাধাইতেন—কিন্তু তাঁর রকম-সকম দেখিয়া দোকানের ম্যানেজার ও অন্য লোকজন সেইখানে দৌড়াইয়া আসিল দেখিয়া শুধু বলিলেন: "দেখ্‌লে! দেখ্‌লে একবার! অর্ব্বাচীনের গুণ্ডামো দেখ্‌লে! কলিকাল কাকে বলে? দিনদুপুরে অত্যাচার! তাও পাব্‌লিকলি (publicly).—"

রণজিত হাসিয়া ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিল: "উহুঁ। এই সাগরিকাকে দেখেছেন কখনো? চেনেন? নাম শুনেছেন? এর অভিনয় কখনও দেখেছেন? না শুধু লোকের সঙ্গে ঝগড়া কোরেই সারাজীবন কাটিয়েছেন? অর্থ বুঝ্‌তে পারেন। What is art? জবাব দিতে পারেন? খবরের কাগজ তো দেখেন, পড়েন কি? বিজ্ঞাপন কর্ম্মখালির? ছোঃ! আবার মুখ নিয়ে ঝগড়া কোরছেন! দেখুন, দেখুন, এই সাগরিকার কথা কি লেখা হোয়েছে।"

সে উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে সুরু করিল:

"মিস্ সাগরিকা—সাগরিকা মিত্র

প্রাচ্যের কলাদেবী

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কবির নাট্যে বা নাটিকাতে 'কাতু ও কুতু'র—

কুতুর—ভূমিকাতে!—"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া রণজিত ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিল: "শুন্‌ছেন?" তারপর পড়িয়া চলিল, "সাগরিকা, যাঁর অভাবে হলিউডে শৃগাল ডাকিতেছে; যাঁর জন্য ভারতীয় কলা এখনও শ্বাস লইতেছে, কেবল

পুরাতাত্ত্বিকের কেতাবে প্রেতযোনিত্ব পায় নাই—সেই সাগরিকা—কুতু'র ভূমিকাতে।—"

রণজিত পড়িয়া ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "শুনেছেন? তবে? হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে কেন? গিয়ে টিকিট কিন্‌তে পারেন না? হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের এই অবস্থা তো কোরেছেন—"

দোকানের লোকজন হাসি ঢাকিবার জন্য যে যে উপায়ে সম্ভব মুখ আড়াল করিল।

ভদ্রলোক প্রচণ্ড একটা ঘুষি টেবিলের উপর মারিয়া কহিলেন, "বেয়াদপ্! ঝুলবে, ঝুল্‌বে ফাঁসিকাঠে। নিশ্চয়ই ঝুল্‌বে। দেরি নেই তার! চোদ্দপুরুষে জেলের আসামী না হোলে এমন ছেলের জন্ম হয় না।"—ভদ্রলোক হয় ত আরও কিছু বলিতেন; রাগ হইলে বা সাহিত্য-সমালোচনা করিতে বসিলে মানুষে কত কি বলিতে পারে—তাহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু রণজিত বাধা দিল, তাহারও আজ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে বলিল: "বটে! ঠিক জানেন? আপনি তো জিনিয়স্ (Genius) দেখ্‌ছি; দৈবজ্ঞ! কাশির ঠিকুজি-কার্য্যালয় একেবারে! ফাঁসি কপালে আছেই তবে? বাঁচালেন! উঃ! কি আরামই যে হোল শুনে—বল্‌তে পারি না। ধন্যবাদ ম'শায়! কিন্তু আপনি ছুটে গেলেন কেমন কোরে ফাঁসি থেকে?"

ভদ্রলোক নিরুপায় ভাবে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন, "ঝুল্‌বে, ঝুল্‌বে—ঝুল্‌বে! ভগবান থাকে তো ঝুল্‌বেই!"

তারপর সমবেত লোকগুলিকে তিরস্কার করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

দোকানের ম্যানেজার মহাশয় ব্যাপার বুঝিয়াও রণজিতকে ঘাঁটাইতে সাহস করিলেন না। কলেজের ছেলে লইয়াই তাঁর ব্যবসা। তাহাদের

সহিত সদ্ভাব রাখিতেই হয়। বাহিরের অকর্ম্মা বুড়া ভদ্রলোকদের তো এক পেয়ালা চা-এর উপর একখানা তেলেভাজা চপ. পর্য্যন্ত কখনও উঠিতে দেখেন নাই—সুতরাং সেই রকম বৃদ্ধের জন্য কলেজের ছেলের সঙ্গে বিবাদ করা কিছু নহে।

রণজিতকে তাই তিনি বলিলেন, "নিন্, আপনার চা ও খাবার এসেছে। খুব মজাটাই যা হোক্ কোরলেন!"

রণজিতের মনে প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছিল; চা-এর কাপে চিন্তিত-ভাবে চুমুক দিয়া বলিল, "লোকটার কাণ্ড দেখ্লেন! ভাল বল্তে গেলুম, মন্দ হোল! কেন সাগরিকার অভিনয় দেখ্তে গেলে ওর লোকসান হোত? না সেটা খারাপ কাজ হোত? তার চেয়ে খারাপ কাজ জীবনে কখনো করে নি? নিশ্চয় কোরেছে—না হোলে এতকাল কি কোরে বেঁচে আছে? কি বলেন—"

দোকানদার তাহার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা বুঝিয়া জবাব দিল, "তা মশায়, ও থিয়েটার নাচ গান দেখা চাই বৈকি। না হোলে বেঁচে থাকার মানে কি বলুন। দুঃখ ধান্ধা তো লেগেই আছে—জোঁকের মত। তবু এই সব ব্যাপারে জোঁকের মুখে নুন পড়ে। থিয়েটার গান-টান হোচ্ছে নুন! তাই না গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স লাগিয়েছে—ও আবগারির মধ্যে পড়ে। ভদ্রলোক সেকেলে—তাই বুঝ্তে পারে নি।"

রণজিত তখন গভীর চিন্তামগ্ন। দোকানদারের কথার সিকি-ভাগও শুনে নাই। দু' চার মিনিট এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িল ও পকেট হইতে বাকী সাত আনা বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া কাগজখানি লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

দোকানদার কহিল, "সে কি? আপনি তো কিছুই খেলেন না! চল্লেন কোথায়?"

রণজিত হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "ফাঁসির কথা শুনে মনটা খারাপ হোয়ে গেল। ভাগ্যে কি আছে সত্যি কিছু বলা যায় না। ক্ষিধে-তেষ্টা গেছে হঠাৎ!"

দোকানদার ভাবিল, ছেলেটি স্বদেশী দলের। ইহার পক্ষে ফাঁসি যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব ও অচিন্তনীয় নহে। ভদ্রলোক হয় তো আঁচিয়া গিয়াছেন ঠিক-ই। তবু সে বলিল, "তা' বড় জোর তিন চার আনা লেগেছে আপনার—"

রণজিত বলিল, "রেখে দিন সবই। অন্য একদিন এসে বাকী পয়সার দরুণ চা খেয়ে যাবো। তখন হয় তো পয়সা হাতে থাক্‌বে না, অবশ্য যদি ফাঁসি না যাই তার আগে।"

দোকানদারকে আর কথা বাড়াইতে অবকাশ না দিয়াই রণজিত বাহির হইয়া গেল। তারপর ইতস্তত ভাবিয়া দেখিল কোথায় যাইবে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, যে ভবানীপুরে তাহার ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ি আছে—সেইখানেই যাইবে। ভগ্নীপতি নিশিকান্ত ব্যারিষ্টার মানুষ—হয় ত' এই সমস্যাতে একটা সদুপদেশ দিতে পারিবে। সে সজোরে পা' চালাইল, কলেজ ষ্ট্রীট ঘুরিয়া গড়ের মাঠের দিকে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার অনুতাপ হইল, দশ পয়সা বাসের জন্য রাখিয়া চা-এর দাম দিলেই ভাল হইত। বাড়ীতে তো আর ফিরিবেই না। সুতরাং পয়সার অভাবে হাঁটা ছাড়া উপায় কি!

দশম পরিচ্ছেদ

"উহার নাম মুহব্বত্
যাকে বোল্‌ছে ভা-লো-বা-সা"

রণজিত হন্ হন্ করিয়া চলিল। পা চলিল—গড়ের মাঠের দিকে—মন ছুটিল বালিগঞ্জে মিঃ মিত্রের বাড়ীর ঠিকানাতে। কাজেই রাস্তার আশপাশ সব ঝাপ্সা হইয়া গেল। বেলা ১১।০-১১॥০টায় কলেজ-ষ্ট্রীট ও বৌবাজারও রণজিতের কাছে অসার স্বপ্নবৎ হইয়া গেল। মন তাহার সাগরিকাকে ঘিরিয়া রহিল--নিজের অবস্থার কথা মাঝে মাঝে উঁকি মারিলেও সে তখনই জোর করিয়া তাহা দাবাইয়া রাখিল।

হঠাৎ তাহার পিছন হইতে কে ডাকিল, "এহি যে, বাবুজিই তো আছে। চলিয়েছেন কুথায়? গড়ের মাঠে! স্থ খোবর তো?"

গলার আওয়াজে রণজিত চমকিয়া উঠিল, তাহার চিন্তাসূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া তাল পাকাইয়া জট পড়িয়া যাইবার মত হইল। সে পিছন ফিরিয়া প্রথমে দেখিল হরিতকি খাঁ, তারপর হরিতকি খাঁর পাগড়ি। রণজিতের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার মনে হইল পাগ্‌ড়ি ও লাঠি সমেত হরিতকি সেইমাত্র আকাশ হইতে পড়িল।

হরিতকি খাঁ কাজেই কথা চালাইল, "ভালো আছে তো? ওহি দোস্ত দু'জনা ভালো আছে? কুথা যাওয়া হোচ্ছেন?"

রণজিত শুষ্কস্বরে উত্তর দিল এইবার, "জাহান্নমমে!"

হরিতকি খাঁ আরও ঘনিষ্ঠভাব দেখাইয়া কহিল, "হাঃ! হাঃ! তা কবে

ফির্‌ছে ?” রণজিতের একেবারে পাশে আসিয়া চলিতে চলিতে বলিল, “কি হোচ্ছে, বাবুজি ! হামাকে বলো ; হামি সব ঠিক করিয়ে দিচ্ছে। তোমার মুখসে মালুম হোচ্ছে তোমার খুব তক্‌লিফ্, না ?”

রণজিতের পক্ষে এ ঘনিষ্ঠতা প্রীতিকর হইল না। সে কথা এড়াইবার জন্য বলিল, “তোমরা হত্তুকিকা ব্যোবসা কেইসা চলতা হায় ?”

হরিতকি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল ; এ পকেট্ ও পকেট্ করিয়া মিনিট তিন চার সন্ধানের পর বহু কষ্টে সেই হরিতকিটি বাহির করিয়া রণজিতের প্রায় নাকের উপরই তাহা ধরিয়া কহিল, “খাসা চিজ্ আছে ! ব্যোবসা খুব চল্‌তা হায় ! আভি মার্কিটমে সাড়ে তিন শো রূপেয়া কা মাল বেচা। এইসা ব্যোবসা আর না আছে।”

তা’রপর হঠাৎ গলার সুর বদ্‌লাইয়া কহিল, “তা’ তোমার কি হোচ্ছে, বাবুজি ! কি হোচ্ছে ? তক্‌লিফ্ ? এইসা কোন তকলিফ্ আছে যা’ হরিতকি খাঁ না হঠাতে পারছে ? হাঁ ? আছে ?”

দুজনে ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের মোড় ফিরিল। রণজিত ক্রমশঃ হরিতকি খাঁতে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সময় কাটান চাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল, “হামরা খবরমে তোমরা কেয়া হায় ? তোম্ কোন্ হায় ? তোমরা মতলব্ কেয়া হায় ? পুলিশকা আদ্‌মি ? তা’ হামরা পিছুতে কাহে ? কুছ্ মিলতা নেই। ভুল সম্‌জেঝো জী ! হামারা জীবনমেই ধিক্কার লেগেছে। দুনিয়ামে কৈ চিজমে মন নেই। তোমরা মতলব্ হাঁসিল হোনেকা কৈ chance নেই হায় !”

হরিতকি খাঁর মুখে অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা দিল। যেন তাহারও “জীবনমে ধিক্কার” লাগিয়া গেল। তবু সান্ত্বনার সুরে সে বলিল, “রাম কহ, বাবুজি ! পুলিশকা সাথ হামারা কুচ্ছু তাল্লুক না আছে। হামি ব্যোবসা কোর্‌ছে। শুধু তোমরা দুঃখ্খু দেখ্‌নেসে দিলমে কোষ্ট হোচ্ছে,

তাই বোল্‌ছে। এসি উমরকা জুয়ানকো হামি পছন্দ কোরছে। কি হোচ্চে? এগ্‌জামিনমে ফেল্‌ হোচ্ছে না মুহব্বত্‌ হোচ্ছে! যার নাম "ভা-লো-বা-সা!" এঁ্যা?"

রণজিত সকৌতুহলে হরিতকির মুখের দিকে তাকাইল। হরিতকি খাঁর মুখে ত ভালবাসার কথা বলে—ঐ পাগড়িটা কি তবে নকল। এত দুঃখেও রণজিতের হাসি আসিল। সে হাসি চাপিতে চুপ করিয়া রহিল।

হরিতকি মাথা নাড়িয়া বলিয়াই চলিল, "হুঁ! এহি উমরমে মুহব্বত্‌ হোতা। হামেসা হোতা! খাস্‌ কোলকত্তামে খুব হোতা। হামি তো রোজ দেখ্‌ছে! না?"

রণজিত সংক্ষেপে এইবার উত্তর করিল, "হাঁ, হোতা!"

হরিতকি কহিয়া চলিল, "কেঁনো হোতা নেই। উমর তো আছে। বুঢ্‌ডা আদমিকা উমর আছে? বুঢ্‌ডা আদমি বিল্‌কুল খারাপ হোয়ে যাচ্ছে! কিচ্ছু না আছে। যিসকো উমর আছে ওহি মুহব্বত্‌ কোরছে। কেঁনো কোর্‌বে না? এঁ্যাঃ?"

প্রশ্নে ও উত্তরে দুইজনে প্রায় চৌরঙ্গীতে পৌঁছিল। রণজিতের মন্দ লাগিতেছিল না। বলিল, "পার্কে যায়কে বৈঠা যায়—কি বল্‌ছো খাঁ সায়েব!"

হরিতকি খাঁর আপত্তি হইল না। ট্রামের ষ্ট্রাণ্ড পার হইয়া দুইজনে সেই কার্জন পার্কে গিয়া বসিল। রণজিত ভগ্নীপতি নিশিকান্তের কথা ভুলিয়াই গেল।

কার্জন পার্কে বসিয়া রণজিত হাতের কাগজখানি খুলিয়া হরিতকিকে দেখাইয়া বলিল, "এ ছবি দেখা হ্যায়?"

হরিতকি ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাগরিকার ছবি দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, "খুবসুরত্‌! বড়্ডো খুবসুরত্‌!

ইস্‌কী ভা-লো-বা-সা কোরছে তুমি, বাবুজি? হাঁ—লেড়কি বটে! যেইসে কি ইহুদিকা লেড়্‌কি? ঐ তস্‌বিরওয়ালী লেড়্‌কি!”

রণজিত সাগরিকার প্রশংসা অন্য কোন লোকের মুখে শুনিলে রাগিয়া যাইত—কিন্তু হরিতকি খাঁর মুখে প্রশংসা শুনিয়া তাহার আনন্দ হইল। সে হৃষ্টচিত্তে কহিল, “এ ভি তস্‌বির ঠিক নয় তবে অভিনয়, থিয়েটার করতা হ্যায়। আজই প্যালেসমে হোগা থিয়েটার—বিজ্ঞাপন হ্যায়। প্যালেস্ জানতা? ঐ হোয়াইট্ লেড্‌ল’ হ্যায় না? উসকো পাশমে রাস্তা গিয়া, না? ঐহি রাস্তাতে সিধা যায়কে বাঁয়ে যে সিনেমাকা জায়গা হ্যায় না—উসকা নাম প্যালেস্। সাম্‌নেসে মার্কিট জানেকা রাস্তা।”

হরিতকি জবাব দিল, “হামি তো রোজ উধারসে মার্কিট যাচ্ছে!”

রণজিত কহিল, “হাঁ, ঐহি। উঁহাপরই আজ ইসকী থিয়েটার! “কাতু ও কুতু”—খুব আচ্ছা ড্রামা! কুতু’কা পার্ট এ লেড়কী করেগা। কুতু আচ্ছা লাগ্‌তা নেই?”

হরিতকি উত্তর করিল, “বহুত্ আচ্ছা লাগ্‌ছে! তোম ইসকি সাথ মুহব্বত করকে বড় আচ্ছা করিয়েছে, বাবুজি! তা’ থিয়েটারমে যায়েগা তোম? কিস্ বখত্ থিয়েটার হবে? যাচ্ছে তো?”

এইখানেই রণজিতের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। তাহার মুখ যেন হঠাৎ বিরস হইল। সে সংক্ষেপে বলিল, “হাম নেই যাতা। পয়সা নেই হ্যায়! আর যানেকা ভি নেই চাহ্‌তা। ও হাম দেখ্ নেই শেকতা। যিস্‌কো মুহব্বত কিয়া যাতা উসকো রঙ্গমঞ্চমে থিয়েটার করনা দেখা যায় নেই। তা ছোড়্‌কে, আওরত্ ঘরকা থিয়েটার করতা এ হাম পছন্দ নেই করতা। বহুত লোক করতা—কিন্তু হাম করতা নেই। এই লেকেই ত’ ইসকা সাথ হামরা ঝগড়া হোতা। আব হাম শোচ্‌তা ইসকো সাদি কর লেগা। ইসকো বাপ্ ভি রাজী হ্যায়—স্রেফ এহি রাজী নেই হোতা।”

হরিতকি শিশুসুলভ সারল্যে প্রশ্ন করিল, "বাপ্ দেতা তো লেড়কী কেঁনো মানছে নেই? তোম জোর কোরছে না কেঁনো?"

রণজিত কহিল, "হাঁ। উসকা বাপ্ কহ্‌তা, লুঠ লও! লুঠ্‌ই করেগা। তবে মুস্কিল হোতা---"

রণজিত দেখিল ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে। অজ্ঞাতকুলশীলকে এতটা আত্মীয় করিয়া তোলা ঠিক সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়া সে চুপ করিল।

হরিতকি একটু ভাবিয়া বলিল, "ঠিক বাত্! মুস্কিল তো হ্যায়— মগর্ তোম ভি তো জোয়ান আছে, বাবুজী! আর ও কাম ভি তো খুব মুস্কিল না আছে যেতনা তোম শোচছে। হামি তোমারা মদদ্ কোরবে, আগর তোম যাচ্ছে তো। আজই সামকো করবে। আচ্ছা মৌকা আছে। লেড়কীকা বাপ তো ঠিক বোল্‌ছে। আর বোল্‌ছে ইস্ লিয়ে এ বাতসে ঝগড়া পয়দা না হোবে! কেঁ-ম-ন কি না!"

রণজিতের কৌতূহল ও সন্দেহ একত্র বাড়িল। এই হরিতকি খাঁ-র মত্‌লব কি? কিন্তু সে মরিয়া হইয়াছে এই কথা হঠাৎ মনে হইতেই সন্দেহকে চাপিয়া গেল। তবু কথা উল্‌টাইতে বলিল, "খাঁ সাহেব, আপ্ কভি প্রেমে পড়া? কিসি কা সাথ প্রেম কিয়া?"

খাঁ সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। হাসি শেষ হইলে বলিল, "বহুত্। হামার তো সাদি আছে চা'র, আর প্রেম তো কোরছে হাজারো কে সাথ। কেয়া করে, বাবুজি, মজ্‌বুর হোকে কোরছে। হামার সুরত দেখ্‌কে আওরত লোক ছাড়্‌ছে না হামাকে; জবরদস্তিতে মুহব্বত্ করাইচ্ছে। আজকাল ইস্ লিয়ে বাহার বাহার ফিরছে। আওরতকা পাশই যাচ্ছে না। আর উমর ভি তো উতর্‌ছে।"

রণজিত প্রশ্ন করিল, "ও মুহব্বত্ কেয়া হ্যায়, কেইসা হ্যায়? হামারা বৈসা এইসাই হোতা হ্যায়? এ বড় তাজ্জব! না, খাঁ সাহেব?"

হরিতকি বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু মাথাই নাড়িয়া গেল।

রণজিত আবার বলিল, "মুস্কিল হ্যায়, মুহব্বত্ বড় ভারী মুস্কিল হ্যায়। হোতা ভি আচমকা আর ছোড়তা ভি নেই। বুলডগ্‌সে ভি বাড়্‌কে হ্যায়!"

হরিতকি সস্মিতদৃষ্টিতে রণজিতের অনুমোদন করিয়া প্রশ্ন করিল, "তবে আজ সামকে সব এন্‌তজাম ব্যোবস্থা করা যাক্, বাবুজী! লুঠ মারে —কি বোলছে?"

রণজিতের সন্দেহ পুনরায় জাগিয়া উঠিল! সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু! ও সব মাত্ করো, খাঁ সাহেব! পুলিশের হাতমে পড়্‌বে, মারা যাবে। হত্তুকিকা ব্যোবসা মাটি হোয়ে যাবে!"

হরিতকি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মন্তব্য দিল, "বাঙ্গালি বড্ড ডরপোক আছে। তোমরা মুহব্বেত্ ঝুট্ আছে, বাবুজী! তোম সাঁচ মুহব্বত্ কোরছে না! সাঁচ হোতা তো ডর্ আতা কভি? কভ্‌ভি না।" শেষের কথা দুটি হরিতকি যথেষ্ট জোরের সহিতই উচ্চারণ করিল। রণজিতের আত্মাভিমানে ও পৌরুষে গিয়া আঘাত করিল। রণজিত কিন্তু প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

হরিতকি আরও দুই-চারি মিনিট চুপ করিয়া বসিবার পর উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, বাবুজী, হামি চল্‌ছে তবে। যা' শোচ্‌ছিলে তোমকে, তা তোম না আছে। তোমরা সুরতই আছে জোয়ানকা, জোয়নকা দিল নেই আছে। আওরত কি তরহ্ দিল!" সে লাঠি লইয়া উঠিল।

রণজিতের মাথার ভিতর তখন ঝড় ছুটিতেছিল! সাগরিকা—লুঠ্—

পুলিশ—তা'র বাপ্—পয়সা—জেল—ফাঁসি—ফাঁসির পর? না ফাঁসির পর আর আপিল নাই। তাহা হইলে? তাহা হইলে আর ভয় কি? ফাঁসির বরাত যাহার তাহার মন ভয়লেশহীন। সে হরিতকিকে বলিল, "আচ্ছা—হাম রাজী হ্যায়! কিন্তু—"

হরিতকি বলিল, "কিন্তু মিন্তু ছোড়্তে হোবে, বাবুজী। যা কোরছে তা' কোরছে; কিন্তু কেয়া আছে? আজ রাতকো বস্—কাম সাফ করেছে। কেঁ-ম-ন?"—

রণজিত বাধা দিয়া কহিল, "না হয় হোল, কিন্তু রাখেগা কাঁহা উস্‌কো; আর—ও যদি গোল করতা, তব্ কেয়া হোগা? ধর্ ই লেও সাগরিকা সাদি করনে নেই চাহ্‌তা—তব্ কেয়া হোগা। এ সব তো শোচনা চাই। ফস্ করকে এসব কাম করনা ঠিক্ হোতা নেই। আখিরমে পস্তাতে হোতা!"

হরিতকি রাগিয়া কহিল, "তব্ তোম পস্তাও। হামি চল্‌ছে, হামার কাম আছে।" সে দুই পা অগ্রসর হইল।

রণজিত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আরে শুন তো যাও, খাঁ সাহেব।" কিন্তু খাঁ সাহেব শুনিল না আর আপন গো-ভরে পার্ক পার হইয়া, চিৎপুরের রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল।

রণজিতের মনটা বড় অস্থির হইল। এই হরিতকি খাঁকে লুঠ-ফুঠের কথা শুনানো ভাল হয় নাই। পাঠানও হইতে পারে, লুঠের কথাতেই নাচা ওদের অভ্যা-। Frontier রোজই ওরা লুঠ কোরছে—এমন দিন নাই যে একটা না একটা হাঙ্গামা না বাধাইতেছে। তাই তো কি মূর্খামোই করিয়াছে। এখন উপায় কি? সাগরিকাকে সতর্ক করা? তাহা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সে পথেও বিপদ। সাগরিকা হয় তো তাহার কথাই উড়াইয়া দিবে হাসিয়া; হয়তো কাতু'র দলের সামনেই তাহার

অপমান করিয়া বসিবে। মিঃ মিত্রকে জানাইবে? কিন্তু দিনের বেলাতে মিঃ মিত্রকে পাওয়া যাইবে কোথায়? পুলিশে খবর দিবে? না, তাহাতে হাঙ্গামা বাড়িয়া যাইবে—হয় তো উল্টিয়া সমস্ত দোষটা তাহার নিজেরই স্কন্ধে পড়িবে। রণজিত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। আর বসিয়াও থাকিতে পারিল না। হোয়াইটওয়েের ঘড়িতে মোটে পৌনে একটা—নিশিকান্তও নিশ্চয়ই কোর্টে গিয়াছে। অনেক ভাবিয়া মাথা আরও গরম করিয়া রণজিত উঠিয়া চলিল—যেদিকে মন ও পা লইয়া যায় সেইদিকেই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"আমি অকথিতা"

শোভাকে আড়াল দিয়া বিনয় পিসির বাড়ীতেই বাসা পাতিল। এ বিষয়ে ভাগ্যই সুপ্রসন্ন ছিল—কেন না, পিসির গতি-পরিধি দক্ষিণের ঘরের ও রকের মধ্যেই সাধারণত থাকিত; পূবদিকে বড় বাড়িত না। তাহা ছাড়া পিসির গতিবিধি নির্দ্ধারিত হইয়াই গিয়াছিল; সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের উদ্দেশ্যে বহির্গমন—প্রত্যাবর্ত্তন বেলা ১০টাতে; ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ঠাকুর-ঘরে পূজাপাঠ; ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আহার ও নিদ্রা; দিনের বাকী সময়টা কখনও বাহিরে বাহিরে কাটিত কখনও বা কিছু না করিয়া শোভার সহিত গল্পে কাটিত। সন্ধ্যাতে পুনরায় সন্ধ্যাহ্নিক ও পূজা; তারপর জলযোগ ও শয়ন। বয়স যত বাড়িয়া যাইতেছিল, এই বিধি-নিয়ম ততই পাকা হইতেছিল—এখন এক রকম পাকা ও অটলই হইয়াছিল। ইহার ভিতর পূবদিকের ঘরে কে আছে ও আসা-যাওয়া করিতেছে তাহা দেখিবার সময় পিসির ছিল না। বাড়ীর তদারক ও ব্যবস্থা করার ভার ছিল শোভার উপর। শোভা যাহা করিত—তাহার উপর কথা ও কলম চলিত না। যখন শোভার আশ্রয়ে বিনয়ের থাকা সম্ভব হইল, তখন অজয়কেও রহিতে হইল। বিনয় জোর করিয়া কহিল, "শুধু হাতে সে ফিরিবে না।" অগত্যা অজয়কে তাহা মানিতে হইল। কিন্তু ২।৩ দিনের ভিতরই অজয়কে পিসি সবিস্তারে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাকে কলিকাতা হইতে আনান হইয়াছে শোভাকে বিবাহ করিবার জন্য। অজয় শুনিয়া বাঁকিয়া বসিল, "বিবাহ করা তাহার

পোষাইবে না, তা' শোভাই হোক্, আর যেই হোক। ওসব নিকুচির মধ্যে সে নেই।" পিসি শুনিয়া সাড়ম্বরে বলিলেন, "ও কথা বলিস্ নে অজু; দশ বছর বাদে এসে এমন কোরে শেষে পিসিকে হেনস্থা কোরবি? গাঁয়ের সবাই জানে শোভার সঙ্গে তোর বিয়ে; এলেই হবে। এ বিয়েতে আর বন্ধক হোতেই পারে না। যদি বিয়ে না কোরবি তবে শোভাকে বিয়ে কোরবে কে শুনি? ওসব অলুক্ষণে কথা আমি শুন্‌বো না, অজু!" অবশ্য পিসি এত সহজেই বক্তব্য শেষ করেন নাই; বহুদূরে টানিয়াছিলেন জের। কিন্তু অজয় আরও বিরক্তই হইল। শোভা মুখ টিপিয়া হাসিতে সুরু করিল, তাহাকে দেখিয়াই। ইহাতে তাহার বিপদ ও অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল! পাড়াগাঁয়ের নিকুচি তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিল।

তিন চার দিন পরে একদিন প্রভাতে বেলা ৯টার পর নিদ্রাভঙ্গে অজয় বাহিরে আসিয়া চোখ খুলিয়া কিন্তু এক নূতন দৃশ্য দেখিল। শোভা ঝাড়ু হাতে উঠানে দাঁড়াইয়া একটি অন্য স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছে। সে স্ত্রীলোকটির বয়স কত অজয় অত হিসাব করিতে সময় পাইল না, শুধু দেখিল, স্ত্রীলোকটি শুধু সুশ্রী নহে, বেশ সুসভ্যভাবে সজ্জিতা—শহরের মেয়েদের মত, পায়ে জুতা, কথাবার্ত্তাতে খুব স্বাধীন। শোভাও কথা কহিত, কখনও অপ্রতিভ হইত না, কিন্তু এই অপরিচিতার চালচলন বিভিন্ন রকমের। তাহার ভিতর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অজয় তাহাকে দেখিয়া এত আশ্চর্য্য হইল যে হাঁ করিয়া দেখিতেই লাগিল, অপরিচিতা যে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, তাহাও যেন তাহার ধ্যানে পৌঁছিল না। শোভা হাসিয়া অপরিচিতাকে কহিল, "উনিও আপনাদের মত এসেছেন কোলকাতা থেকে! সম্ভব অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমাদের মত পাড়াগেঁয়েদের উদ্ধার কোরতে। আপনাদের মেল হওয়া উচিত। ভাব করুন।"

অপরিচিতা ঈষৎ হাসিয়া অজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা তো হবেই! কি বলেন?"

অজয় কখনও সভ্যসমাজে স্ত্রীলোকের সহিত মিলে নাই—তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় জানিত না; তাই ইহারও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না। এবারও শোভা তাহার হইয়া জবাব দিল, "বল্‌বেন আর কি, তৈরিই আছেন! নিয়ে যান্ না আপনাদের তাঁবুতে। তবু শহুরে লোকের সঙ্গে দুটো কথা বোলে প্রাণটা বাঁচবে। এখানে থেকে তো অস্থির হোয়ে উঠেছেন!"

অজয় অক্ষম রোষে শোভার মুণ্ডপাত করিতে লাগিল মনে মনে।

অপরিচিতা হাসিয়া অজয়কে বলিল, "চলুন না আমাদের তাঁবুতে। চা'র ব্যবস্থা আছে। দুটো কথা কওয়া যাবে সত্যি। মুখ বন্ধ কোরে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। চলুন অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে! আর শুনে রাখুন—আমি অকথিতা। অর্থাৎ অকথিতা আমার নাম।"

শোভা শুধু বলিল, "আপত্তি!" তারপর যেন একেবারে সমস্ত বিষয়ে উদাস হইয়া উঠান ঝাঁট দিতে লাগিয়া গেল। অজয় ও অপরিচিতা পরস্পরকে আর একবার দেখিয়া দুইজনেই একটু হাসিয়া ফেলিল। শোভা ঝাঁট দিলেও, এই ব্যাপারটা তাহার নজর এড়াইল না। সে কিন্তু কোনওরূপে আর নিজের আগ্রহ দেখাইল না।

অপরিচিতা আবার অজয়কে নিমন্ত্রণ করিলেন, "চলুন তবে। শোভার তো দাঁড়াবার সময় নেই। কথাও যা বোল্‌বে, তা'র আধেক বুঝা দায়। চলুন, আমরা পাড়াগেঁয়ে নই—এই অপরাধ হোয়েই যখন গেছে—তখন উপায় নেই। একঘরে হোয়ে থাক্‌তেই হবে। আর একঘরে হোয়ে থাক্‌তেই হয় যদি, তবে সকলে মিলে-মিশে একঘরে হওয়াই ভাল!"

অজয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে, আচ্ছা—চলুন।" শোভা এইবার আবার দু'জনের দিকে ফিরিয়া এক মুখ হাসি হাসিয়া কহিল, "তা হোলে, যাচ্ছেন নাকি নিয়ে? দেখ্বেন—যা'তে মনটন পাড়াগাঁতে টিঁকে থাকে তাই কোরবেন। আমাদের ও সব পড়া শেখা হয় নি।"

অপরিচিতা শুধু মন্তব্য করিল, "তুমি বড় দুষ্ট শোভা! বিকেলে আস্বো?"

শোভা জবাব দিল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু বিকেলে জ্যেঠি ঘরে থাক্তে পারে!"

অপরিচিতা কহিল, "তবু দেখ্বে।" তারপর অজয়কে ডাকিল, "চলুন!" অজয় তখনও ইতস্তত করিতেছিল—কিন্তু তার দৃষ্টি পড়িল শোভার মুখের উপর। অমনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে তড়াক্ করিয়া রক হইতে নামিয়া উঠানে পড়িল ও কহিল, "চলুন—কোথায় যেতে হবে!" সেই অপরিচিতা ও শোভা দুজনেই মুখ টিপিয়া হাসিল। তারপর সেই অপরিচিতা ও অজয় দু'জনেই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

শোভা তখন নিজের কাজের জন্য রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইল। শুধু শুধু দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময় তাহার ছিল না। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে বিনয়কে চা দেওয়া হয় নাই—দুই বন্ধুকে একত্রই চা দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু অজয়ের চলিয়া যাওয়াতে চা-এর কথা সে প্রায় ভুলিয়াছিল। চা তৈয়ার করিয়া সে রান্নাঘর হইতে উঠানে পা বাড়াইয়াছে জ্যেঠি ফিরিলেন। জ্যেঠি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজু উঠেছে বুঝি? চা দিতে যাচ্ছিস্?"

শোভা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি মুখ দিয়া শুধু শব্দ বহির্গত হইল, "হুঁ!"

জ্যেঠি কহিলেন, "কি যে ম্লেচ্ছপনা কোরতে শিখে এসেছে দশবছরে তা ভগবানই জানে! তুই চা-টা তৈরি কোরে রোজ স্নান করিস্ তো? দেখিস্ বাবু, দুজনে মিলে যেন আমার জাতধর্ম্ম মারিস্ নি এ বয়সে!"

শোভা ততক্ষণ পূবদিকের রক পার হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। বিনয় প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া আসিয়া বসিয়াছিল এক কোণে সতরঞ্জির উপর; নীচু গলাতে শোভাকে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার?"

শোভা মুখে আঙুল দিয়া জবাব দিল, "চুপ! পিসি!" তারপর সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পল্লী-সংস্কারের প্ল্যান

অজয় অকথিতার অনুগমন করিতে করিতে গ্রামের প্রান্তে পৌঁছিল। অবশ্য তাহার পিসির বাড়ী হইতে দূরত্ব অধিক নহে– পিসির বাড়ীও প্রায় গ্রামের শেষ দিকেই ছিল, তাই অকথিতা ও অজয়কে কেহ দেখিল না। গ্রামবাসীর কাহারও সহিত অজয়ের সাক্ষাত হইল না। তবু পথে কেহ কোনও কথা কহিল না।

মাঠের একান্তে কতকগুলি গাছের নীচে ছায়াতে একটি মাঝারি ধরণের তাঁবু। অজয়ের জায়গাটি ভারি পছন্দ হইল। দুই একদিন পূর্ব্বে সে এইদিকে আসিয়াছিল, তাঁবুও দেখিয়াছিল, কিন্তু লোকজনের সঙ্গ তাহার ভাল লাগিত না, বিশেষ পল্লীগ্রামের হাওয়াতে তাহার মন আরও সঙ্কুচিত হইতেছিল,—তাই সে আর তাঁবু সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করে নাই। আজ তাঁবু ও তাহার অধিবাসিনী একসঙ্গে তাহার মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করিল।

দুইজনে যখন তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল তখন তাহার ভিতর অন্য একজন লোকও বসিয়াছিল। তাঁবুর ভিতর দুইখানি ক্যাম্প-খাটিয়া, দুইখানি ক্যাম্প-টুল; দু'চারটা বাক্স ও বিছানার বাণ্ডিল, বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান। তাহারই মধ্যে সেই লোকটি বসিয়াছিল, চুপচাপ ও একটি বিঁড়ি ফুঁকিতেছিল। অকথিতার সঙ্গে লোক দেখিয়া—সে কি বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। অজয় দেখিতে পাইল না, কিন্তু দুইজনের চোখে চোখে বার্ত্তা বিনিময় হইয়া গেল। অকথিতা একটি টুল অজয়কে বসিতে

দিয়া বলিল, “বসুন, চা তৈরি করি।” তারপর লোকটির দিকে তাকাইয়া বলিল, “ইনি আমার অতিথি—নাম ?”

অজয় যোগান দিল, “অজয়কুমার !”

অকথিতা আবৃত্তি করিল, “অজয়বাবু ; আর ইনি (তাঁবুর অন্তঃস্থিত লোকটিকে দেখাইয়া) শ্রীযুক্ত গোকুলালোক মাইতি !”

অজয় গোকুলালোক মাইতিকে দেখিল : মুখটা ছুঁচোলো ; নাকটা খুব উঁচু আর বড় ; ঠোঁট পুরু ; দাঁত অপরিষ্কার ; চুল কোঁকড়ান ; খদ্দরের মেরজাই ; ৮ হাতি খদ্দরের ধুতি। গোকুলালোক কিন্তু অজয়কে লক্ষ্যও করিল না। অকথিতাকে বলিলেন, “কি কোরতে এসেছেন ইনি ?”

অকথিতা খুঁজিয়া পাতিয়া একটি ষ্টোভ বাহির করিতে করিতে উত্তর দিল, “আমরাও যে-কাজে, সম্ভব সেই কাজেই—পল্লী-সংস্কারে !”

শুনিয়া গোকুলালোক অজয়কে প্রশ্ন করিল, “কাদের তরফ থেকে আস্‌ছেন ? বড়বাজার মাড়োয়ারি সমিতি ? হাতীবাগান মাহুতসম্প্রদায় ? হাওড়া শ্রমিকসংঘ ? সিমলা সংগঠনী ? ভবানীপুর উদাসী কালচার ? পদ্মপুকুর সত্যাশ্রয়ী ? কালিঘাট রোমাঞ্চ-নিবারণী ? কারা পাঠিয়েছে শুন্‌তে পাই ?”

অজয় ইহাদের কোনটাকেই চিনে না, কাহারও তরফ হইতে আসে নাই। কাজেই জবাব না দিয়া সে দেখিতে লাগিল, অকথিতা ষ্টোভ ধরাইল, জল-এর কেৎলি চড়াইল, ও তারপর চা-এর অন্য সরঞ্জাম বাহির করিতে ব্যস্ত হইল।

গোকুলালোক ছাড়িল না : কহিল, “বুঝছি—কর্ত্তাদের কাজ এ ? দশ কর্ত্তাতে দেশ গেল। এ বারোয়ারি ভূতের শ্রাদ্ধ। যাবে তো একই জায়গাতে সবাই যাবে। শিয়ালের ডাক ও শিয়ালের যুক্তি ! হুঁ ! সব বুঝ্‌ছি। হাড়ে হাড়ে এতদিন বুঝে এসেছি। তা' বলি, প্ল্যান-ট্যান

আছে? পল্লীতে এসে হাওয়া খেলেই তো পল্লীসংস্কার হোয়ে যাবে না! আছে কিছু?"

অজয় এইবার উত্তর না দিয়া পারিল না; একটিমাত্র শব্দে জবাব দিল, "না।"

গোকুলালোক মাইতি এমন মুখ করিল যেন তাহার উদরে পীড়া হইতেছে। মুখ বিকৃত করিয়া কহিল: "নেই? তা' কোরে নেন না কেন? কর্ত্তাদের আশাতে বোসে আছেন? তা হোলে আর কাজ এ জীবনে হবে না। কর্ত্তাদের আছে কি? স্রেফ্ বক্তৃতা দেবার জোর! প্ল্যান্? আরে তা'তে চাই মাথা, মস্তিষ্ক, ব্রেণ। সে জিনিসটা এক এই মাইতিরই আছে—আর কারো নেই। জানেন তা'?"

অজয় সংক্ষিপ্ত ভাবে জানাইল, না।

ইহাতে মাইতি আরও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। গলা উচ্চ করিয়া, উঠিয়া অজয়ের পাশে আসিয়া একটি টুল লইয়া বসিয়া স্থরু করিল: "জানেন না? হুঁ। নূতন আনকোরা কিনা তাই। তিনবছরে বিশ্খানা গাঁ কে সংস্কার কোরেছে? এই মাইতি। চেনা যায় না। গাঁয়ের লোক বলে, "মাইতিমশায়, এটা কি আমাদের গাঁ? এতো গাঁ নেই, এ যে একেবারে মাতৃভূমি!" হবে না কেন? মাইতি তো কর্ত্তাদের আশায় বসে থাকে না। নিজের মাথা খাটিয়েছে। প্ল্যান্ বার কোরেছে। জানেন প্ল্যান্টা কি?"

অজয় দেখিল অকথিতার চা-এর জল গরম হইয়াছে: সে চা তৈরি করিতে উদ্যোগ করিতেছে। মাইতির প্রশ্নের জবাব দিল না।

মাইতি তখন নিজের মুখ অজয়ের কানের খুব নিকটে আনিয়া বলিল, "প্ল্যান হোচ্ছে—সাফ্। এককথাতে যাকে বলে, সব সাফ করো! কিচ্ছু ছেড়ো না। হাল্কা করে দাও, হাওয়া বাতাস খেলুক, বুঝ্ছেন?"

অজয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় অকথিতা বাঁচাইয়া দিল। সে আসিয়া প্রশ্ন করিল: "কত চামচে চিনি দেবো—অজয়বাবু!" অজয় জবাব করিল, "এক!"

অকথিতা মাইতিকেও সেই প্রশ্ন করিল: "আপনাকে মাইতিমশায়?"

মাইতি বলিল, "এঁ্যা? চিনি? দাঁড়াও। আজ হোল কোন্ তিথি? ত্রয়োদশী! কৃষ্ণপক্ষ না শুক্লপক্ষ? শুক্লপক্ষ হয় তো দু' চামচে; আর কৃষ্ণপক্ষ হয় তো দেড় চামচে। বারবেলা পড়ে থাকে তো দেড় আর দুইএর মাঝামাঝি! পাঁজিটা চট্ কোরে দেখে নাও। যেন ভুল কোরো না।" অকথিতা অজয়ের মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া চায়ে চিনি দিতে গেল। অজয় গোকুলালোকের হিসাবে আরও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

অবিলম্বে অকথিতা দুইজনকে দুই পেয়ালা চা দিয়া নিজে এক পেয়ালা লইয়া অদূরে ক্যাম্প-খাটিয়াতে বসিল। চা-এর গন্ধে অজয়ের নিস্তেজ মন একটু একটু করিয়া উদ্দীপিত হইতে লাগিল। মাইতি চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, "আহা! থাক্‌তো আজ সি, আর, দাস বেঁচে!"

অজয় এই আক্ষেপের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে মাইতির মুখের দিকে তাকাইল। অকথিতা প্রশ্ন করিল, "কি হোত তা হোলে মাইতিমশায়? এর চেয়ে ভাল চা সি, আর, দাস আপনাকে খাওয়াতেন নাকি?"

মাইতি আর চুমুক দিয়া কহিল, "না তা' না। সি, আর, দাস বেঁচে থাক্‌তে আমাকে বলেছিলেন: ওহে মাইতি, দেশবন্ধু আমি না, দেশবন্ধু তুমিই। একটু যদি নিজেকে জাহির কোরতে তবে গান্ধিজীও কল্‌কে পেতেন না। ভাগ্যিস্ সরকারি চাক্‌রির দিকে ঝোঁকনি—তা' হোলে এত বড় মাথাটা দেশের কাজে আর লাগ্‌তো না, বিদেশেরই সুসর হোত। ভগবান্ তোমার মতিগতি দিয়েছেন ভাল—তাই রক্ষে। হবে না কেন?

মাইতি জন্মে অবধি কেবল ভেবেছে। ভেবে ভেবে তবে না মাথা বেড়েছে। নিরুপায়ের উপায় এই মাইতি। তা' জানো?" মাইতি স্পর্দ্ধিত দৃষ্টিতে অজয়ের দিকে চাহিল।

অজয় উত্তর দিবার মত কথাই খুঁজিয়া পাইল না। চা পান করিয়া মাইতি বলিল, যাই একবার চট্ কোরে ঘুরে আসি। কতটা সাফ হোল দেখে আসি। ঘরে বোসে গল্প কোরলে তো আর কাজ এগুবে না।" তারপর একখানা মোটা খদ্দরের চাদর মেরজাই-এর উপর চড়াইয়া লইল, একটা পুরাণো হ্যাট মাথাতে লাগাইল ও খুঁজিয়া পাতিয়া একজোড়া পুরাণো শ্লিপার বাহির করিয়া তাহা পায়ে গলাইয়া লইয়া ফট্ ফট্ করিতে করিতে নির্গত হইল। অজয় হাঁফ ছাড়িল।

অকথিতা প্রশ্ন করিল, "বিঁড়ি সিগারেট চাই?" অজয় কাপড়ে মুখ মুছিয়া জবাব দিল, "না।" তা'রপর জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কিনি? কোথায় গেলেন?"

অকথিতা বলিল, "উনি! উনি মাইতি মশাই। দেশের কাজের জন্যে লেগেছেন উঠে পড়ে। কাজ কাজ একটা বাতিক! চুপ কোরে দু'দণ্ড থাকৃতে পারেন না। সম্ভব আগে স্কুল-মাষ্টার ছিলেন!"

অজয় ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি? এর সঙ্গে কি কোরে মিশলেন?"

অকথিতা জবাব দিল: "আমি? আমার কথা ছেড়ে দিন! আমি প্রোপাগাণ্ডা সেক্রেটারী—প্রচার বিভাগের কাজ করি! সামান্য ব্যাপার—পেট চালান কথা।"

অজয় এমনভাবে চাহিয়া রহিল যেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কাজেই অকথিতাকে বিশদ্‌ভাবে বুঝাইতে হইল, "আমাদের সমিতির নিয়ম, প্রত্যেক জায়গাতে দু'জন যাবে, একজন কাজের লোক আর

একজন প্রচার করবার জন্যে। মাইতি মশায় প্ল্যান করেন, কাজ করেন, আর আমি বাড়ী বাড়ী মেয়ে মহলে প্রচার করি। এইবার বুঝতে পেরেছেন? আপনাদের কি ব্যবস্থা?"

অজয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি তো এ সব কাজের জন্যে আসি নি। পিসির বাড়ীতে এসেছি। পিসিই আমায় মানুষ কোরেছে কি না। দশ বছর বাদে এসেছি, কিন্তু আমার মনে হোচ্ছে আপনার সঙ্গে কাজ কোরতে পেলে মন্দ হয় না।"

অকথিতা হাসিয়া কহিল, "না, না, ও কাজও কোরতে চাইবেন না। এ গরীব-দুঃখীদের কাজ—যার অন্য গতি নেই। আপনাদের মত বড় লোকের নয়। যে আপনার বড়লোকী চেহারা গাঁয়ের লোক বিশ্বাসই কোরবে না আপনাকে!"

অকথিতা অজয়কে বড়লোক ঠিক করিয়াছে ও তাহার রূপের প্রশংসাও করিয়াছে বুঝিয়া অজয়ের মনে আত্মপ্রসাদ জন্মিল। সে বলিল, "না, তবু যদি আপনার সঙ্গে কোনও কাজ কোরতে পেতুম—বসে বসে এখানে ভাল লাগ্‌ছে না।"

অকথিতা একটু হাসিয়া মন্তব্য করিল, "আগে শোভাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, পরামর্শ করুন। তারপর দেখা যাবে!"

শোভার সহিত পল্লী-সংস্কার ও তাহার নিজের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা অজয় ভাবিয়া পাইল না, বিরক্তচিত্তে কহিল, "কে? শোভা কে? ওঃ! তা' ওর পরামর্শ কেন?"

অকথিতা উত্তর দিল, "তাকেই ঐ কথা জিজ্ঞসা কোরবেন।"

অজয় কহিল, "শোভার নিকুচি! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, অতি অসভ্য, পাড়াগেঁয়ে! কোন কথাই আমি ওর সঙ্গে কই না। পরামর্শ কোরবো ওর সঙ্গে? নেভার!"

অকথিতা দুষ্টামি করিয়া সম্ভব বলিল, "তাই মনে হোচ্ছে এখন কিন্তু—"

অজয় এ কথাবার্ত্তাতে খুশী হইতে পারিল না। সে মিনতি করিয়া বলিল, "ও-কথা ছাড়ুন!"

অকথিতা একটু ভাবিয়া কহিল, "তা বেশ্! আপনি তো দেখে গেলেন সব; আলাপও হোল। আস্‌বেন যখন খুসী। দেখা যাবে। তাড়া তো নেই? কালই তো আর কোলকাতা ফিরছেন না।"

অজয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তারপর দুইজনে কিছুকাল চুপচাপ বসিয়া রহিল। বাহিরে রৌদ্র চড়িতে লাগিল। অকথিতা শেষে বলিল, "অজয়বাবু, বাড়ী যান্। আমারও আর বসে থাকার সময় নেই। রান্নাবাড়া কোরতে হবে। আপনার কি বলুন বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বেন, শোভা রেঁধে-বেড়ে বসে আছে!"

প্রত্যেকবারই অকথিতা শোভার উল্লেখ করিতেছে কেন অজয় বুঝিতে পারিল না। তবে কি শোভা অকথিতাকে জানাইয়াছে যে অজয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবে? নিশ্চয়ই তাই, অজয় মনে মনে শোভার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল, অপ্রসন্ন মনে সে অকথিতার নিকট বিদায় লইয়া গেল।

অজয় যাইবার মিনিট পাঁচেক পরেই মাইতির পুনরাবির্ভাব হইল। মাইতি চাদর ও টুপিটা একখানা খাটিয়াতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "ও কে?"

অকথিতা তখন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিল, জবাব দিল, "ঐ বাড়ীরই। বুড়ির ভাইপো। বিষয়ের অধিকারী।"

মাইতি বিরক্ত হইয়া মন্তব্য করিল, "ছোঁড়া এই সময়ে কি কোরে এলো। শুভকাজেই ছাই যত বিঘ্ন! কি রকম বুঝছিস্?"

অকথিতা জবাব দিল, "সম্ভব দুচার দিনের ভিতরই হাতের ভিতর এসে পড়বে।"

মাইতি খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ঝঞ্ঝাট নূতন কোরে বাধাতে চাই না, তাই—"

অকথিতা তাড়াতাড়ি বলিল, "না। আর ও সবে না। এমনিতেই ভয়ে আমার দিনরাত ঘুম নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাণ আমার অস্থির হোয়েছে। কৌশলেই কাজ হবে। ঝঞ্ঝাট এ পর্য্যন্ত তো নিতান্ত কম বাধাও নি!"

মাইতি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, "বেঁচে থাকতে হোলে ও-রকম ঝঞ্ঝাট পোহাতেই হয়, আজ কি নূতন নাকি?"

অকথিতা ইহার জবাব দিল না। রন্ধনের ব্যবস্থাতে মন দিল। নূতন নহে সে জানে; কিন্তু সহ্যশক্তির একদিকে যেমন সীমা আছে—অন্যদিকে মানুষের আপনার মনের উপর যথেচ্ছাচারও মানুষে বহুদিন ধরিয়া করিতে পারে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"বিবাহের নির্ব্বাচ"

অজয় দু'চার দিনের ভিতরই অকথিতার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিল, আর সে আকর্ষণ ততটাই তীব্র হইল যতটা শোভার প্রতি বিতৃষ্ণা তীব্র হইল। বিনয় শোভার প্রতি আকৃষ্ট হইল—কিন্তু বিদ্বিষ্ট হইবার মত ব্যক্তি কেহই ছিল না তাহার। শোভা বা অকথিতার মনের কথা জানি না। বৃদ্ধাদের মন কতকটা বুঝা যায়; কিন্তু যুবতী বা কিশোরীর মন বুঝা অসম্ভব।

তবে কি অজয়ের কি বিনয়ের দিন বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল না। বিনয় লুকাইয়া চোরের মত থাকিতে থাকিতে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। অবশ্য পিসি—সেদিক কখনও মাড়াইতেন না; মাড়াইবার সম্ভাবনাও ছিল না। তবু তাহার শঙ্কার অবধি ছিল না। শোভার অন্তরালেও সে শঙ্কা যায় নাই। কখনও কখনও শোভাও তামাসা করিয়া ভয় দেখাইত; কিন্তু বিনয় পরে সেটা তামাসা বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, উপস্থিত আশঙ্কাতে প্রপীড়িত হইত। অজয়ের অস্বস্তি বেশীর ভাগই ছিল পিসিকে লইয়া। পিসি কথা পাড়িলেই, কোন না কোন সূত্রে উঠাইতেন, শোভার সহিত অজয়ের বিবাহ অনিবার্য্য কথাটি। ইহাই তাহাকে উত্তপ্ত করিত—অথচ পিসিকে উত্তর কি দিবে তাহা বুঝিতও না।

অকথিতার সহিত আলাপ-পরিচয় হইবার চারদিন বাদে, অজয় হঠাৎ বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "পল্লীসংস্কার জিনিসটা কি, বিনয়?"

বিনয় আশ্চর্য্য হইল। ভূতের মুখে রামনাম, যে অজয় নড়িয়া বসিতে

চায় না, কষ্ট হইবে বলিয়া খবরের কাগজ পড়ে না, তাহার হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তাই সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কেন?"

অজয় জিদ করিল, "বল না কি। এদিকে তো সবজান্তা বলে নিজেকে জাহির কর।"

বিনয় জবাব দিল, "সে আর কি? এই কটা পচা পুকুর আছে, কত কচুবন আছে, জলে কত কচুরিপানা; মশা কত; সাপখোপ আছে কি না,—এই সব আর কি।"

অজয় যেন ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও experience আছে? কখনো পড়েছো শুনেছো?"

বিনয় সংক্ষেপে বলিল, "না রে বাবু। আমার তো ঘাড়ে ভূত চাপে নি। যা' শুনেছি তাই বল্‌লুম।"

অজয় মাথা নাড়িয়া মন্তব্য করিল, "নিকুচি! ও সব কিছুই নয়। প্ল্যান চাই। প্ল্যান না হোলে কিছুই হ'তে পারে না। আর প্রচার চাই।"

বিনয় অবাক হইয়া অজয়ের মুখের দিকে তাকাইল, অজয় সম্ভব আরও কিছু বলিত, কিন্তু বাহির হইতে পিসির ডাক আসিল, "অজু, ওরে অজু, কি ঘুমুতেই পারিস বাবু! বেলা কি আর আছে! দশ বছর বাদে শুধু ঘুমুতে এলি? পিসিকে এত হেনস্থা কেন রে? পিসি তো'র কি সুখে বিবাদ করেছে?"

অজয় বিনয়ের দিকে চাহিল, তা'রপর পিসিকে অভিসম্পাত করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল, বিনয় ভাবনাতে পড়িল। অজয়ের হঠাৎ পল্লী সম্বন্ধে কৌতূহলের পিছনে কিছু আছে তাহা ধারণা করিল, কিন্তু সে সন্দেহ মাত্র, কিন্তু তাহার বিরক্তি এই হইতেছিল যে—যে কার্য্যের জন্য পল্লীতে আসা তাহা সিদ্ধ হইতে এখনও দেরি—আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও

লক্ষণই নাই। কি করা যায় এবং কত শীঘ্র কোন উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবে ইহাই তাহার চিন্তা হইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শোভা চা ও জলখাবার দিতে আসিল। বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "অজয় কোথায় ?"

শোভা জানাইল, অজয় পিসির সহিত গল্পে মাতিয়াছে, তারপর জুড়িয়া দিল, "আপনিই বা একলা কেন, যান্ না পিসির কাছে ; গল্প কোরতে পেলে পিসি ছাড়বে না।" বিনয়ের মুখ শুষ্ক হইল, মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ ! চলে না আর। এইবার ভাগ্‌বো। আপনাকে অব্যাহতি দেবই। শুধু ভাব্‌ছি—"

"ভাব্‌ছেন আর কি ? ভাবুন কি কোরে ও কবে ফিরতে পারবেন। কতদিন এ রকম কোরে চল্‌বে আর ! না, না, হয় আপনার বন্ধুকে আপনার ভার নিতে বলুন, নয় আপনি যান্ ! কি দরকারে বোসে আছেন তাও তো বলেন নি। তখন তো বল্‌লেন, খুব সাংঘাতিক দরকার—অথচ দেখি না তো কিছুই। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হোলে আমার অবস্থা কি হবে—তা ভেবেছেন ? আপনার বন্ধুকে আপনার থাকার ভার নিতে বলুন।"

বিনয় চিন্তিতভাবে বলিল, "ওর বুদ্ধির উপর ভরসাই যদি থাকবে, তবে আপনাকে বিব্রত করেছি কেন ?"

শোভা নিতান্ত শিশুসুলভ কৌতূহলে বলিল, "সম্ভব খুব বেশী পড়ে মাথা ঐরকম হোয়েছে।—না ?"

বিনয় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "সে তো মা গঙ্গাই জানেন যে লেখাপড়া কোরেছি। সবই তাঁর গর্ভে আছে কি না।"

শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? এ দশবছর তবে কি করেছেন ? খরচ তো পড়ার জন্মেই পাঠান হোয়েছে !"

বিনয় কহিল, "সে আর বলবার কিছু নেই। সে কথা ওর সঙ্গে বুঝাপড়া কোরবেন। আমি শুধু ভাবছি যে ওর দেনার জন্য যে আমি দায়ী হোয়ে এসেছি, ফিরে গেলে শুধু হাতে, কি কোরে পাওনাদারদের সুমুখে হাজির হবো ?".

শোভা জেরা করিল, "দেনা কিসের ? কত ?"

বিনয় যেন কুণ্ঠার সহিতই জবাব দিল, "দেনা ? এমনি হোয়েছে। তা' প্রায় তিন-চার শো হবে। দেখতেই তো পাচ্ছেন লাটসাহেবি চাল। ওকে তো আস্‌তেই দিত না আমি জামিন হোয়ে না দাঁড়ালে !"

শোভা একটু চিন্তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের বন্ধুত্ব কত দিনের ? আপনারা কি একত্রে থাকেন না আলাদা ? ওঁর জন্যে দায়িত্বই বা আপনি নিলেন কেন ? টাকা যে পাবেনই আরো, তা'র আশাই বা করেন কি কোরে ?"

বিনয় এ রকম জেরাতে পড়ে নাই কখনো। বলিল, "সেই জন্যে এসেছি। অবশ্য না টাকা পাওয়া যায়, আমাকেই সব দিতে হবে। আমার অবস্থা এমন ভাল নয়। মা বাপ নেই, কোন কালে ছিলও না সম্ভব। এক বোন ছিল মামারা তা'র বিয়ে দিয়েছিল ; সে কোথায় তাও জানি না। দেখা হয় নি। মামারাও বড় হবার পর আমাকে পথ দেখিয়েছে। সুতরাং দেনাটা আপনি না দেন, দিতেই আমাকে হবে, যদিও আমার কোনও রকম সঙ্গতি নেই। তবু প্রথমতঃ বন্ধুত্ব, দ্বিতীয়তঃ, অঙ্গীকার।"

শোভা বিনয়ের করুণ ইতিহাস ও বলার ধরণে বেশ একটু নরম হইয়া বলিল, "দেব না, তা বলিনি। যে দেনা কোরেছে সে কি ভরসাতে কোরেছে তাই শুধু ভাবছি। লোকের একটা সহজবুদ্ধিও তো থাকে।"

বিনয় হাসিবার চেষ্টাতে বলিল, "সেইটিরই অত্যন্ত অভাব। অজয়ের

নিন্দা আমি কোরছি। মন ওর খুব সরল ও সাফ। তবে ইতস্তত বিবেচনা করার মত শিক্ষা বা ধৈর্য্য ওর নেই।"

শোভা বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া বাহির হইয়া গেল।

অনতিবিলম্বে অজয় প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন। বিনয় তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হো'ল?"

অজয় বিরক্তচিত্তে বলিল, "সেই বিয়ের নিকুচি করেছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত কোরেছে বুড়ি! বলে শোভাকে বিয়ে করতেই হবে। এ কি রকম জবরদস্তি! যত রকম যম'ঽ অরুচি এইখানেই!"

বিনয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আপত্তিটা কিসের তোমার? আমার মতে এতো খুব ভালই হবে। শোভার মত মেয়ে তোমার কপালের জোর খুব সৌভাগ্যের—তা জানো?"

অজয় মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সৌভাগ্যের নিকুচি! সাফ বলে দিয়েছি পিসিকে, কাকস্য পরিদেবনা। কাকেও ওকে ছোঁবে না। বিবাহে আমার অরুচি!"

বিনয় বলিল, "কিন্তু টাকাতে তো অরুচি নেই। শোভার হাতে টাকা তা জানো তো? আর টাকা না হোলে চল্‌বেই না। এটা মোটা কথা!"

অজয় ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে দুই তিন মিনিট চাহিয়া দেখিল; তারপর বলিল, "টাকার নিকুচি! তা বোলে বিয়ে কোরে এই পাড়াগাঁয়ে পচ্‌বো! ইম্পশিবল্ (অসম্ভব)!"

সে এত বিরক্ত হইয়া পড়িল দুনিয়ার উপর যে আর বিনয়কেও সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল একমাত্র সান্ত্বনা সম্ভব অকথিতা। তাই রাত্রি হইয়া গেলেও সে ঝোঁকের মাথাতে বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইল। বিনয় প্রশ্ন করিল, "এত রাতে কোথায়? মাথা গরম না কোরে

ধীরে সুস্থে ভেবে দেখ পিসি খারাপ কথা কিছু বলে নি। বুড়ির আর যাই দোষ হোক্, বুড়ির এ আইডিয়াটা ভালই !"

অজয় বাহির হইল না বটে কিন্তু সে পিসির আইডিয়ার প্রশংসা করিতে নয়, সে শুধু এই ভাবিয়া যে অকথিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সেই মাইতিটাকেও দেখিতে হইবে; মাইতির প্রতি অজয় বিশেষ প্রসন্ন ছিল না।

তাহাকে বসিতে দেখিয়া বিনয় বলিল, "শোন, অজয়, তোমার উদ্দেশ্যটা কি ? কি কোরতে চাও ? কলকাতাতে ফিরতে ? তার জন্যে পয়সা চাই কি না ? সেই জন্যেই এসেছো কি না ? তার কিছু কোরেছো ?"

অজয় জবাব দিল না। সে কি করিতে পিসিকে দশবছর বাদে দর্শন দিয়াছে তাহা সেই ভুলিয়া গিয়াছিল। বিনয় বলিয়া চলিল, "আমি এইবার যাবো। তোমার যাবার ইচ্ছে থাকে তৈরি হও। টাকার ব্যবস্থা করো। তুমি হেথা-হোথা বেড়াবে আর আমি বন্দী হোয়ে কি কোরতে পারি ?"

অজয় উদাসভাবে জবাব দিল, "তার জন্যে তাড়া নেই। আপাততঃ কলকাতা যেতে আমি উৎসুক নই। কলকাতায় নিকুচি আছে কি ?"

বিনয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। অজয় পাড়াগাঁতে এত মজিয়াছে যে কলিকাতাতে ফিরিতে চাহে না—ইহা তাহার নিকট মহা রহস্য ঠেকিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ, তবে আমিই যাই। এই তো ?"

অজয় বিরক্তভাবে জবাব করিল, "তোমার খুসী, থাক্‌তে কে বলেছে ?"

বিনয় অত্যধিক আশ্চর্য্য হইল। তাহার জিজ্ঞাসা করিবার কিছু আর ছিল না, তবু জিজ্ঞাসা করিল, "যদি এইখানে থাক্‌বে, তবে শোভাকে বিয়ে কোরতে আপত্তি কি ? তা নিয়ে এতো ঝগড়াই বা কোরছো কেন ?"

অজয় ইহার উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করিল না। অজয়ের ভাব দেখিয়া বিনয়ের মনে হইল সে একূল ওকূল দুকূলই হারাইয়াছে। সে অত্যন্ত দুর্ভাবনাতে পড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"বিবাহের সব ঠিক। করিলেই হয়।"

রণজিত কার্জ্জন পার্ক হইতে হগ্ মার্কেটের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে সোজা পথে গেল না। সাগরিকাকে সতর্ক করিতে হইবে ও পাঠানজাতি লুঠ ভালবাসে এই দুই ভাবনার মধ্যে পড়িয়া সে চক্রাকারে প্রথম গেল সোজা রেড্-রোডের দিকে, তারপর মাঠ ভাঙিয়া ঘুরিয়া পৌঁছিল একেবারে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ের উপর। হল এণ্ডারসনের দোকানের দিক হইতে উত্তর দিকে যাইবার জন্য যে রাস্তা পার হইতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় পিছন দিক হইতে কে তাহাকে ডাকিল।

রণজিত ফিরিয়া দেখিল, মেঘ না চাহিতেই জল, অর্থাৎ সাগরিকা স্বয়ং। দোকান হইতে কতকগুলি জিনিস ক্রয় করিয়া বাণ্ডিলের একটা বোঝা লইয়া বাহির হইতেছে। সে কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে সাগরিকা তাহাকে দশবার ডাক দিল। এমন কি রাস্তার উপর একটা ছোটখাট জনতাও জড় করিবার চেষ্টা তাহার দেখা দিল। কাজেই রণজিতকে যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত গিয়া সাগরিকার কাছে পৌঁছিতে হইল।

সাগরিকা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার দুইহাতে কতক বা তার বগলের নিচে বাণ্ডিলগুলি ধরাইয়া দিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "চল, এইবার। গাড়ীতে!"

রণজিতের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, "কুলির পয়সা জোটে না?" কিন্তু তাহা না বলিয়া শান্তভাবে গিয়া মোটরের পিছন দিকের সিটে আস্তে আস্তে বাণ্ডিলগুলি তুলিয়া দিল।

সাগরিকা ততক্ষণে মোটরে উঠিয়া ষ্টিয়ারিঙে বসিয়া হুকুম করিল, "এইবার উঠে এসো!" রণজিত উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে সুরু করিল।

গাড়ী চালাইতে চালাইতে সাগরিকা বলিল, "কলেজ ছেড়ে vaga-bond কবে থেকে হোয়েছো? টোটো কোম্পানীর রাস্তায় রাস্তায়?"

রণজিত ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে সাগরিকার সহিত সে নিতান্ত গো-বেচারা প্রেমিকের মত ব্যবহার করিবে---কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "কারুর বাড়ীর রাস্তাতে বেড়াইনি। কোম্পানীর রাস্তা। যার ইচ্ছে সেই টো-টো কোরবে!"

সাগরিকা কহিল, "তা জানি। রাস্তা যে আমার বাপের তা' বোল্‌ছি না। শুধু জান্‌তে চাইছি একেবারে আউট্‌ হোয়েছ কি না। পুরোদস্তুর ভ্যাগাবণ্ড হবার জন্যে কলেজ ও পড়াশোনা জলাঞ্জলি দিয়েছো কি না।"

রণজিত ইহার উত্তর দিল না। সাগরিকা একটা রাস্তার মোড় লইয়া বলিল, "আজ প্যালেসে যাবে?"

রণজিত জবাব দিল, "প্যালেসে আজ কিছুই হবে না।"

সাগরিকা কহিল, "কেন? তা'র মানে? তুমি খবরের কাগজও পড়া ছেড়েছো নাকি? পাছে মা সরস্বতীর সঙ্গে ছোঁয়াচ লাগে? তা বেশ! প্যালেসে আজ একটা কিছু হবে—আমার অভিনয়। তোমাকে তাই নিমন্ত্রণ কোরছি।"

রণজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কিছু হবেনা।"

সাগরিকা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

রণজিত যেন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "মানে? মানে অভিনয় টভিনয় হবেনা। এই!"

সাগরিকা উচ্চৈঃস্বরে হাসিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল রণজিত

ইংরাজি ভাষা শুনিলে চটিয়া যায়। তাই হাসিতে হাসিতে বলিল, "How interesting !"

তাহার হাসি ও ইংরাজি বলার ফল ফলিল, সে বলিল, "আমাকে নামতে হবে। দরকার আছে ! ভয়ানক কাজ !"

সাগরিকা আর একটা মোড় ভাঙ্গিল ; তারপর বলিল, "কাজটা কি শুনি ? কথনো তো শুনিনি তোমার কাজ আছে—কি কাজ ? To set the Thames on fire !"

এইবার রণজিত রুক্ষভাবে বলিল, "বোল্‌ছি আমার কাজ আছে। ও ইংরেজি বক্তৃতা অন্যকে দিয়ো। আমি নামবো !"

সাগরিকা গাড়ী থামাইবার পরিবর্ত্তে, গতি বাড়াইয়া দিল। তারপর কহিল, "নামবার তাড়াতাড়ি নেই। বাড়ী এসে পৌছুলুম বলে। থিয়েটারের শেষে তবে তোমার ছুটি ! Sit quiet"

রণজিত দাঁতের ভিতর দিয়া বলিল, "আর দয়াতে কাজ নেই।" তার পর বলিল, "আমি নাম্‌বোই চলন্ত গাড়ী থেকেই। কে আটকায় দেখি। আমার—"সে নামিতে প্রস্তুত হইল।

এইবার সাগরিকা ভয় পাইল ; রণজিতের যে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান সব সময়ে থাকে না তাহা সে জানিত—তাই রণজিতকে বলিল, "বোসো, ছেলেমানষি কোরো না, জিত্‌।" তাহার স্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে রণজিত আর গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল না। মুখ ভার করিয়া বসিল। গাড়ী সাগরিকাদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল ও একেবারে বাড়ীর সিঁড়ির পাশে গিয়া থামিল। একজন ভৃত্য আসিয়া বাণ্ডিল উঠাইয়া লইয়া গেল।

সাগরিকা রণজিতকে বলিল, "চলো ; স্নানাদি কোরে খাবারের ব্যবস্থা তো আগে ?"

রণজিত গোঁ ধরিল, "না, আমি বেশ আছি।"

সাগরিকা নামিয়া পড়িয়া কহিল, "বেশ থাক্‌লেও নামতে হবে, স্নানও কোরতে হবে, কাপড়ও বদলাতে হবে। চলো, দেরী কোরো না!"

রণজিত কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সে নিজে কিছু ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই সাগরিকা পুনরায় ধমক দিল, "নেমে এসো, বোলছি!" রণজিত আর আপত্তি করিতে সাহস করিল না।

কিন্তু নামিয়া সামনের দালান পার হইতেছে এমন সময় বাহিরে দ্বিতীয় মোটরের হর্ণের শব্দ হইল ও লাফাইয়া তাহা হইতে মিঃ মিত্র বাহির হইলেন। তিনি যেন রণজিত ও সাগরিকাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও তারপর বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো, রণজিত যে! কি খবর! তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল!"

সাগরিকা রণজিতের হইয়া কহিল, "ও সারাদিন খায় নি—টো টো কোরে রাস্তাতে রাস্তাতে বেড়াচ্ছে—আগে নেয়ে-খেয়ে নিক্, তারপর—"

রণজিত দ্বিধাগ্রস্তভাবে বাধা দিল, "কি বল্‌ছেন মিত্র সাহেব—শুনেই—"

সাগরিকা বাপকে বলিল, "কেন? খুব তাড়ার কথা কি?"

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রণজিতকে বলিল, "শীগ্‌গির শেষ কোরে এসো—ততক্ষণ আমি কাপড় বদলে নিই গে। বেলা প্রায় আড়াইটা তিনটা—তার হুঁস্ রেখো। ছয়টাতে প্যালেসে পৌঁছুতে হবে!" সে দ্রুতপদে সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মিত্র সাহেব কন্যা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হ্যালো রণজিত, আজ সাগরিকার অভিনয়, না?"

রণজিত উত্তর করিল, "হাঁ, কিন্তু সেজন্যে না গেলেই ভাল হয়। ওকে

বললে তো শুনবে না। কিন্তু আজ না গেলেই ভাল হয়। যদি একান্তই যায় তবে কি কোরবো ভাব্ছি, পুলিশে খবর দেবো কি—"

মিত্র সাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "Silly, ও থিয়েটারে যাবে তুমি পুলিশ ডেকে বন্ধ করবার কে? তা কি কেউ পারে? এখনি গ্রেফ্তারির ধারাতে পড়ে যাবে। আমার কন্ট্রাক্ট্ মারা যাবে। ও কাজই কোর না। বরং ওর সঙ্গেই যাও। chivalry নেই? তোমার ageএ—উঃ! মনে হোলে এখনও কি না হয়! কি রকম young man তোমরা হে!" তারপর গলা খাট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার parentএর সঙ্গে তোমার কি রকম relation (সম্বন্ধ)?"

রণজিত প্রথমটা বুঝিতে পারিল না এ প্রশ্নের জবাব কি হইতে পারে; পুত্রকে যদি দেশী ভাষাতে জিজ্ঞাসা করা যায় তোমার বাপের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? তবে পুত্রকে বিপন্নই করা হয়।

রণজিত জবাব দিল, "আজ্ঞে, বাপ-বেটার সম্বন্ধ; আর কি কিছু হোতে পারে?"

মিত্র সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন, "My life! আরে ও সম্বন্ধের কথা বল্ছি না। জিজ্ঞাসা কোরছি, তোমার যদি হঠাৎ দরকার হয় তবে তোমার বাপের কাছে পাঁচ সাত হাজার টাকা—yes, টাকাই ধরো—নিয়ে আসতে পারো? এই রকম relationএর কথা বোল্ছি।"

রণজিতের আত্মসম্মানে ঘা লাগিল; সকালের ঘটনা যা সে সাগরিকার নূতন ভাবের রসে ভুলিতেছিল তা নূতন করিয়া মনে পড়িল। অথচ সে কি করিয়া মিত্র সাহেবের ভাবী জামাতা হইয়া নিজেকে ছোট করে বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "সম্ভব না। বাবা আমার পয়সা বিষয়ে বড় কড়া। যাকে বলে perfect Jew তাই।"

শুনিয়া মিত্র সাহেব পুনশ্চ প্রফুল্লিত হইলেন; কহিলেন, "By life

and death, বলেছো ভালো! কিন্তু এ রকম relation হোলে চল্‌বে কি কোরে? এই ধর না—অব্ কোর্স, স্রেফ্ ধরাই—ধরার বেশি তোমাকে কিছুই কোরতে বোলছি না—ধরো—” তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে রণজিতের মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, “আজ খুব সুযোগ! কিছু টাকা জোগাড় করো—” তিনি হাসিয়া চোখ ঠারিলেন ও পকেট হইতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিলেন।

রণজিত কতকটা হতবুদ্ধি হইল। মিত্র সাহেব কি বলেন—তাহা চিরকালই তাহার পক্ষে বুঝা শক্ত!

মিত্র সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা! আচ্ছা! কৈ ডর নেই। কন্‌ট্রাক্ট্ ভেঙো না শুধু। দেখো না perfect Jew'র পকেট থেকে টাকা বার কোরতে পারি কি না। হাঃ! হাঃ! Jessica—না—না—Lorenzo your dad is a perfect Jew—এই না হে! মার্চেন্ট অব্ দি ভিনিসিয়া পড়েছো—না Charles Lambএর না? আমরা স্কুলে পড়েছিলুম, প্যারীমোহন সরকারের কাছে!” তিনি আপন আনন্দে সিগার ধরাইয়া গট্ গট্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

রণজিত চিন্তা-বিপর্য্যস্ত মনে দাঁড়াইয়াই ছিল। তাহার কাছে সমস্ত প্রহেলিকা মনে হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মাথার ভিতর ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল। যখন প্রকৃতিস্থ হইল, দেখিল সাগরিকা সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, “তুমি কি?”

রণজিত ম্লানভাবে হাসিল।

সাগরিকা প্রশ্ন করিল, “কি হোয়েছিল আজ বাড়ীতে? কার সঙ্গে লড়াই? তা' যাক্—এখন চলো স্নানে, না তাও আবার টেনে নিয়ে যেতে হবে? জানো তো আমাকে এখুনি আবার তৈরি হোতে হবে!”

রণজিত আস্তে আস্তে বলিল, "আগে বল বিয়ে কোরবে! না হোলে আমি কিচ্ছুই কোরছি না। এখুনি যাবো! তা ছাড়া আমাকে বাসা খুঁজতে হবে—চাকরি দেখ্‌তে হবে—বাবার সঙ্গে আজ শেষ বোঝাপড়া হোয়েছে। এইবার তোমার সঙ্গেও হোয়ে যাক্! এস্‌পার না হয়—ওস্‌পার!"

সাগরিকা কহিল, "আচ্ছা ওসব কথা পরে হবে—"

রণজিত জবাব দিল, "উঁহু। ল্যাজে বেঁধে যে খেলাবে তাতে রাজী নই। রণজিত কারও তোয়াক্কা করে না! হয় বিয়ে না হয় উস্‌পার—অর্থাৎ রণজিত স্বাধীন!"

সাগরিকা হাসিয়া কহিল, "বিয়ের জন্যে তৈরি তুমি?"

রণজিত উত্তর দিল, "আমি? আমি না তো কে তৈরি শুনি? আজ তৈরি—কবে থেকে—"

সাগরিকা কহিল, "কবে কোরতে পার? আজ? এখুনি? না বাসাটা খুঁজে এলেই আর চাকরিটা জোগাড় হোলেই? বাপের সঙ্গে তো বোঝাপড়া হোয়ে গেছে—তা যাক্! এখন আর বাধা নেই বিয়ের—কি বল? আজই হোতে পারে!"

রণজিত অপ্রতিভ হইল। সত্যই তো সে বিবাহ করিবে কি, তাহার না আছে চাল, না চুলা।

সাগরিকা বলিল, "তবে শীগ্‌গির স্নান-টান কোরে নাও, যাও—বাসা আর চাক্‌রি ঠিক কোরে এসো, ততক্ষণে পুরুত-টুরুত ঠিক করি আমি; আজই সন্ধ্যা-লগ্নেই বিয়ে হোতে পারে, কি বলো?"

বলিতে বলিতে সে এক রকম জোর করিয়াই রণজিতকে পাশের এক স্নানাগারে লইয়া গিয়া তাহাকে বন্ধ করিয়া দিল। বলিয়া দিল, "কাপড় পাঠাচ্ছি। কিন্তু দেরি কোরো না!" রণজিত কিন্তু মাথায় হাত দিয়া

ভাবিতে বসিল। সে পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখে নাই যে সত্যই সাগরিকাকে বিবাহ করার ভিতর অনেক কথা আছে—অর্থোপার্জ্জন, গৃহস্থাপনা প্রভৃতি অনেক কিছুই বিবাহের উপকরণ হিসাবে প্রয়োজনীয়। ভুল তাহার হইয়া গিয়াছে—এখন সংশোধন তাহার কি উপায়ে হইতে পারে? রণজিত হতবুদ্ধি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"কোনও ভয় নাই"

অকথিতা উদাসভাবে তাঁবুর ভিতর বসিয়াছিল। প্রভাতে সে এমন করিয়া বড় একটা বসিয়া থাকে না ; কিন্তু আজ তাহার কেমন শরীর মন ভাল নাই। এতকাল রাত্রে মাইতি তাহার খদ্দরের আবরণের নীচে যে সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছে তাহা অকথিতার পক্ষে নূতন ছিল না, তবে কেন সে নিজেও জানে না তাহা অসহ্য বোধ হইতেছিল। মাইতির সহিত কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে, ভাগ্যের দোষে, তাহার মিলন হইয়াছিল, আর ভাগ্য কেনই এইরূপ তাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছিল ও করিয়াছে, অকথিতা তাহাই ভাবিতেছিল। আশ্চর্য্য এই যে যখন লোক আপনার জীবনযাত্রার ও অস্তিত্বের বিষয়ে সজাগ হয়, যখন জ্ঞান বুদ্ধি সত্যই নিত্য ব্যবহারে লাগাইবার মত প্রস্তুত হয়, তখনই দেখা যায় যে জীবনের ও ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়া গিয়াছে, বিশেষ কিছু আর করিবার নাই—চুপচাপ সহ্য করা ছাড়া। মানুষের পক্ষে ইহা ছাড়া আর অধিকতর পীড়াদায়ক উপহাস কি হইতে পারে? এ উপহাস কে করে, ভাগ্য না দেবতা? অজ্ঞানকৃত কার্য্যই জীবনে প্রবল সংসারে প্রবল হইবে, ঝোঁকের মাথায় যাহা করা যাইবে তাহাতেই জীবনের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে, আর জ্ঞানকৃত কার্য্যদ্বারা তাহার সংশোধনও পর্য্যন্ত করিবার উপায় থাকিবে না? কে এ বিধান দিল?

অকথিতার ঔদাস্যকে ভেদ করিয়া আসিল অজয়ের সম্ভাষণ, "আসতে পারি?"

অকথিতা আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "আসুন! এত সকালে যে? কি ভাগ্য!"

অজয় একখানি টুলের উপর বসিয়া কহিল, "যত সব নিকুচি! ঘরে ঢেঁকাই দায়। তা' মাইতি মশায় কোথায়?"

অকথিতা একটু হাসিয়া বলিল, "তা হোলে মাইতি মশায়কেই দেখ্‌তে এসেছেন?"

অজয় হাত নাড়িয়া বলিল, "Never. দেখ্‌তে এসেছি—ইয়ে—"

অজয় বাক্য সমাপ্ত করিল না। কি রকম একটা লজ্জানুভব করিল।

অকথিতা জিজ্ঞাসা করিল, "চা দিই?"

অজয় উত্তরে কহিল, "চা? হাঁ দেবেন। তবে তাড়া নেই। এই একটা কথা ছিল!"

অকথিতা প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে চাহিল।

অজয় ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইয়ে—মাইতিমশায়—আপনার কে? কেউ হন?"

মুহূর্ত্তের জন্য অকথিতার মুখের উপর দিয়া ছায়া খেলিয়া গেল;—অজয়ের দৃষ্টি ভূমি-নিবদ্ধ না হইলে তাহা ধরা পড়িত। অকথিতা চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল আরও প্রশ্নের। ব্যাপারটা কি ভাল করিয়া না বুঝিয়া জবাব দিতে তাহার সাহস হইল না।

অজয় বলিল—"রাগ্‌ কোরবেন না। অন্য কোনও কথা ভেবে ইয়ে—জিগ্‌গেস্‌ কোরছি না। এমনি কৌতূহল, যদি আপনার অবশ্য আপত্তি objection না থাকে!"

অকথিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অজয়ের মুখ দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইল। না, তাহার মুখে বিরক্তি ও কৌতূহল ও আশা ছাড়া কিছু নাই। সন্দেহ নাই।

সে হাসিয়া কহিল, "আপনার কি রকম সন্দেহ হয় শুনি। কোনও এক রকম—অনুমান তো কোরেছেন নিশ্চয়ই!"

অজয় মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কোনও রকম অনুমান করিতে পারে নাই। শেষে বলিল "তবে জানতে ইচ্ছে করে!"

অকথিতা উত্তর দিল, "কেন? আমার খবরে আপনার কি? এ রকম ইচ্ছে হয় কেন? শোভা শুন্‌লে কি বোল্‌বে এঁ্যা?"

শোভার নামে অজয়ের যেন গা জ্বলিয়া গেল। কহিল, "শোভা? হুঁ! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যমে'র অরুচি!"

অকথিতা তাহার কথাবলার ভঙ্গিতে হাসিয়া কহিল, "ভাগ্যে শোভা শুন্‌তে পায় নি। তা' হঠাৎ আমার উপর আপনার এত টান কেন?"

অজয় সপ্রতিভভাবে ও কতকটা সতৃষ্ণনয়নে অকথিতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

অকথিতা তাহা দেখিয়া সংক্ষেপে জবাব দিল, "মাইতি আর কেউ নয়। দু'জনে একত্র দেশের কাজে এসেছি—এই। এতে আর অন্য কোনও কথা হোতে পারে এমন সন্দেহ কোরছেন কেন? এ রকম হোতে পারে না? কি দোষ দেখ্‌লেন এতে?"

অজয় জবাবে বলিল, "না, দোষের কথা বল্‌ছি না। ইয়ে—এমনিই জিজ্ঞাসা কোরছি—জানেন তো!"

অকথিতা হঠাৎ সুর ও স্বর বদ্‌লাইয়া বলিল, "কিন্তু দেশের কাজে কারা আসে জানেন?"

অজয় অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

অকথিতা বলিল, "যাদের নিজের কাজ নেই। যারা নিজেকে ফাঁকি দিতে চায়, কোনও রকমে নিজের আসল অবস্থা ভুলে থাক্‌তে চায়। কিন্তু এতে অন্তরের ফাঁক ভরে না, বেড়েই যায়।"

অজয় ভাবে দেখাইল যেন সে অকথিতার অন্তরের বাড়ন্ত ফাঁক প্রত্যক্ষ করিতেছে।

অকথিতা শূন্যতার বোঝা নামাইতে যেন কিছু সময় লইল; তারপর বলিল, "অবশ্য দেশের কাজে নিজেকে সমর্পণ করা যায়, যদি দুটো জিনিস মিলে। এক মনের মত সহকর্ম্মী আর টাকা! এ দুটোর জোগাড় হোলে দেশের কাজ করার মত বড় কাজ অবশ্য নেই। কিন্তু এইরকম কোরে—আমরা যেমন কোরছি? —এতো উঞ্ছবৃত্তি, কর্ত্তারা বলেন, 'দেশের জন্যে ভিক্ষে করো।' কিন্তু ভিক্ষে দেয় কে?"

অজয় দেখিল তাহার কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি বলিবে গুছাইয়া উঠিতে পারিল না, তাই কহিল, "হাঁঃ আমিও ভেবে দেখেছি। এ আপনার পক্ষে কি বলে—নিকুচি। পচাপুকুর ভরান, কচুবন কাটা—রামঃ—একে কাজ করা বলে? আরও ধরুন না যদি একটা গাঁয়ে কুড়িটা পচাপুকুর ভরাতে হয় তবে তো একটা পাহাড়ই চাই। কচুই কি ছাই কম! এ সবে কেন—ইয়ে—নিজেকে নষ্ট কোরছেন?"

অকথিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "উপায় নেই তাই!"

"উপায় নেই?" অজয়ের কাছে ইহা অত্যাশ্চর্য্য ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আপনার কেউ নেই, ইয়ে—মা বাপ ভাই খুড়ো জ্যাঠা—ইয়ে—নিকুচি—কিচ্ছু নেই?"

অকথিতা ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল, "কোনও নিকুচি নেই আমার অজয়বাবু!"

হয় তো অকথিতা আরও কিছু বলিত কিন্তু বাধা দিল মাইতি আসিয়া। সেই শোলার টুপি, খদ্দরের মেরজাই ও চাদর, চটি জুতা। প্রবেশ করিয়াই টুপিটা একখানা ক্যাম্পখাটে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিল, "এই যে! কি বলে, রামকেষ্টবাবু, কতক্ষণ এসেছেন? প্রাণটা গেল! একটু চা না হোলে বাঁচে না!" তারপর ধপ্ করিয়া আপনার টুপির পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল। অকথিতা উঠিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিতে গেল।

অজয় বিরক্ত ক্ষুব্ধভাবে তাহার দিকে চাহিল। মনে মনে বলিল, "the great মুণ্ডপাত!"

মাইতির বক্তৃতা সুরু হইল: "গেল, প্ল্যানটাও গেল! একেবারে মাঠেই মারা গেল, বুঝ্‌লেন নীলরতনবাবু!"

অজয় চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

মাইতি বলিল: "বিশখানা গাঁ উদ্ধার কোরেছি, লোকের তাক্ লেগে গেছে। শেষে এইখানে প্ল্যানটা মারা যাবে? কি বলেন, লালমাধববাবু?"

অজয় এতক্ষণে বুঝিল মাইতি তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া এত বক্তৃতা দিতেছে: তাই জবাব দিল, "না, মারা যাবার নয় ও প্ল্যান! আপনি থাক্‌তে প্ল্যান যাবে? যাবার হোলে ও তু নিকুচি একসঙ্গেই যাবে।"

মাইতি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাবে না? মারা যাবে না? কেন যাবে না? কে বাঁচাবে শুনি? বাঁচান দেখি আপনি কেমন বাঁচাতে পারেন—"

সে হাতমুঠি করিয়া আবার তখনি খুলিয়া দিল, যেন প্লানটি সে হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিল। তারপর জুড়িয়া দিল, "বাঁচান—ঠেলা সামলান!"

অজয় ভাবিল, পাগল। তবু কহিল, "মারা গেলেই বা আপনার কি?"

মাইতি যেন এই প্রশ্নের মানে বুঝিতেই পারিল না। একটু কি ভাবিয়া হতাশভাবে আবার বসিয়া পড়িল ও নিতান্ত অসহায়ভাবে অজয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না, আমি আর বাঁচবো না, ধরণীধরবাবু! বাঁচবো না! বেশ বুঝ্‌তে পারছি—আজই না হয় কাল পূর্ব্বাহ্নেই মারা যাবো। বুঝ্‌লেন, যদুনিধনবাবু! তা' না হোলে প্ল্যান মারা যায়! আমার নিজের মাথা থেকে বানান প্ল্যান—"

অকথিতা ইত্যবসরে চা প্রস্তুত করিয়াছিল, এখন এক পেয়ালা মাইতিকে দিল ও অন্য এক পেয়ালা অজয়কে দিল। চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া মাইতি করুণস্বরে বলিল, "আর চা আমাকে খাইয়ো না, অকথিতে। কালই আমাকে দেহত্যাগ কোরতে হবে! এই কৃষ্ণদাসবাবু বলেছেন; উনি বুঝ্‌তে পেরেছেন কি না।" সে চায়ে চুমুক দিল।

অজয়ের এইবার অতিষ্ঠ হইল। অকথিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু অকথিতা মুখ ফিরাইয়া লইল। দিনের আলোও যেন তাহার কাছে এইবার অন্ধকার হইয়া গেল; চা বিস্বাদ লাগিল। সে কোনরূপে চা পান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অকথিতা তাঁবুর কোণ হইতে প্রশ্ন করিল, "চল্‌লেন নাকি?"

অজয় শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

অকথিতা কহিল, "সন্ধ্যে বেলাতে আস্‌বেন। বিশেষ কথা আছে।" অজয় আবার ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানালো, তারপর সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অজয় কিছু দূরে যাইতেই, মাইতি সজীব হইয়া উঠিল। অকথিতাকে বলিল, "আজকালের ভেতর কাজ সারতেই হবে। পুলিশে টের পেয়েছে! এ শা—গাঁয়েও শত্তুর আছে! হাত চালিয়ে নিতে পারবি তো? কতদূর হোল? ছোঁড়া লভ্‌ কোরছে? প্রাণ-দান কোরেছে? চরণে সমর্পণ?"

অকথিতা উত্তর দিল না। ইহাতে মাইতি আরও চটিয়া গেল; কহিল, "হুঁ! ফাঁকির পীরিত কোরলে চল্‌বে না। কাজ বাগান চাই। আর দু'দিন সময়—তা' বলেছি; আবারও বোল্‌ছি! ঢং কোরতে সময় নেই।"

অকথিতা উত্তর দিল, "নিজে করগে যা কর্ব্বার; আমি পারবো না।"

মাইতি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "পারবো না? বড় সাধু এলেন— শ্রীমদ্‌ভাগবৎ একেবারে! কোরতেই হবে, পারতেই হবে! প্রেম কোরতে পারো আর—কাজের বেলাতে ঢুঁ ঢুঁ! চালাকি পেয়েছো—না?"

অকথিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি কিছুই কোরতে চাই না, আমাকে ছুটি দাও তুমি। আমি ভিক্ষে মেগে খাবো এ কাজ আর আমি কোরতে পারছি না।"

তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

মাইতি মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "আবার কান্না! আরে গেল যা! সোয়ামির ওপর পণ্ডিতি! বিয়ে করিনি তোকে? তোর মামারা তোকে আস্ত রাখ্‌তো? বাঁচিয়ে দিয়েছি বলে বুঝি লম্বা লম্বা বচন ছাড়্‌চিস্? রাজার হালে আছিস্ না? জামারে, জুতোরে, কাপড়রে—এরকম ফ্রি লাইফ—যার তার সঙ্গে বেড়ানো মেলামেশা—কোথা থেকে এ সব শুনি? ভিক্ষে মেগে খাবো? তা তুই খাবি মেগে—তোর চোদ্দ পুরুষ ভিখিরি, আমার কি হবে? আমি তো ভিখিরির বংশে জন্মাইনি। বুদ্ধি খাটিয়ে খাচ্ছি—তাতে কোন—শা—র কি?"

মাইতির মুখ চোখ শান্ দেওয়া ছুরির মত এমন ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল যে অকথিতা ভয় পাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আপনার চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

মাইতি হুকুম দিল, "আজ সন্ধ্যেতেই ওকে গেঁথে ফেল্; কালই কাজ হাসিল চাই, পরশু ফর্সা! এর নড়চড় যেন হয় না! তা হোলে আস্তো রাখ্‌বো না—মনে থাকে যেন!"

হুকুম দিয়া আপন কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া মাইতি পরম আরামে খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল।

অকথিতা সেইভাবেই বসিয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"ঘুমের—নেশা ! বা 'রাত কত' ?"

রণজিতকে বহুকষ্টে মানাইয়া—সাগরিকা তৈয়ার হইতে হইতে সাগরিকার দলবল আসিয়া হাজির হইল। সেই কালোবরণ, প্রাণান্তকর, চাক্‌লাদার প্রভৃতি। রণজিতের মন আস্তে আস্তে নরম হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু ইহাদের দেখিয়া আবার একটু কঠিন হইল। বিশেষত যখন ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এক একবার নিকটস্থ হইয়া "হ্যালো রণজিত, হ্যালো রণজিত !" করিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিতে সুরু করিয়াছিল। রণজিতের মুখের ভাব দেখিয়া সাগরিকা দলবলকে হুকুম দিল, "তোমরা এগিয়ে যাও—আমি ঠিক সময়মত পৌছুবো !"

কালোবরণ এই অভিনয়ের প্রধানতম ভূমিকা লইয়াছিল, কাতু'র ভূমিকা, সে বলিল, "আমরা কি ঠিক সময়মত পৌছুতে পারি না ? সে রাইট্‌ নেই ?"

প্রাণান্তের একটা মাঝারি রকমের ভূমিকা ছিল ; কহিল, "আগে পিছে যাওয়াতে ভূমিকা খারাপ হবে না তো ?" চাকলাদারের ছিল, জেনারেল ম্যানেজমেণ্ট—অধিকারীর কাজ। সে কহিল, "Showmen একত্র যাবে ; আগে পিছে যাওয়া indiscipline. I won't allow it. (আমি এ রকম হোতে দেবো না।")

সাগরিকা সকলকে ধমক দিল, "ই য়ুঃ (eh you !) আমি যা' হুকুম কোরবো তাই হবে ! বোল্‌ছি আমি এই ক্রাউডের (ভিড়ের) সঙ্গে যাবো না !"

সকলে একটু দমিয়া গেল; মনঃক্ষুণ্ণও হইল, কিন্তু সাগরিকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস হইল না। সন্দিগ্ধমনে সকলেই রণজিতের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল। ইহাতে রণজিত আরও ইহাদের উপর চটিল!"

সাগরিকা শেষে বলিল, "আমি ও dad একত্র যাবো। আজ dadও যাবে।"

তাহার দলবল ইহা শুনিয়া প্রথমটা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। চাকলাদার শুধু বলিল, "oi see (I see—বুঝেছি)!"

প্রাণান্ত কহিল, "মিঃ মিত্র এবং আর্ট!"

কালোবরণ বলিল, "কি সুখসংবাদ!"

অপর সকলে সায় দিল কিন্তু আর সময় নাই দেখিয়া তাহারা বিদায় হইল। চাক্‌লাদারের গাড়ী ছিল, কালোবরণেরও ছিল, তাহাতেই গেল সব।

সাগরিকা কহিল, "এইবার চট্ কোরে আমি তৈরি হোয়ে নিই রণজিত! একটু ওয়েট কর।"

রণজিত উপরের বারান্দাতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। আজ তাহার মাথার ভিতর বিশ্বজগতের সমস্ত দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধিয়াছে।

হঠাৎ চমকিত হইয়া সে দেখিল মিঃ মিত্র নিখুঁত ইভ্‌নিং ড্রেসে সুসজ্জিত হইয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়িতেছেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিত্রসাহেব চোখ ঠারিয়া বলিলেন, "young Lochinvar!"

রণজিত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মিত্রসাহেব মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, "পড়েছো? আমরা প্যারী সরকারের কাছে পড়েছিলুম, বেশ গল্প!"

রণজিত গল্পের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না।

মিত্র সাহেব কহিলেন, "অঙ্ক কোষ্‌তে পারো, young man? বাপের

সঙ্গে বেটির সম্বন্ধ কি ? আর বাপের সঙ্গে adopted বেটির সম্বন্ধ কি ? দুটো কেসে (case-এ) কতটা তফাৎ ? অর্থাৎ what is the difference payable for what is and what is not ?"

রণজিতের মুখ হইতে বাহির হইল, "এঁ্যা !"

মিঃ মিত্র হাসিয়া বলিলেন, "fool like a youngman." তারপর পদশব্দে ফিরিয়া দেখিলেন, সাগরিকা। সাগরিকা জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে ড্যাড্ (dad) ?"

মিঃ মিত্র চোখ ঠারিয়া রণজিতকে দেখাইয়া বলিলেন, "যেতে হবে। youngmenদের বিশ্বেস নেই। They can waylay you—লুঠে নিয়ে যেতে পারে। Lachinvars"

সাগরিকা হাসিয়া বলিল, "তবে চল !"

তিনজনে গিয়া মোটরে বসিল। মিঃ মিত্র ও রণজিত পিছনের সিটে—সাগরিকা গাড়ী ড্রাইভ করিয়া। মিঃ মিত্র সমস্ত পথটা প্রায় চুপ করিয়াই চলিলেন, কিন্তু অন্য নানারকমে রণজিতকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। কখনও চোখ ঠারিয়া, কখনো বা ঠেলা দিয়া, কখনো কনুইএর গুঁতো দিয়া, কখনও রণজিতের মুখের খুব নিকটে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। অকারণে মিত্রসাহেবের এই উল্লাস রণজিতকে ক্রমশ হতবুদ্ধি করিল।

প্যালেসের সামনে আসিয়া মিঃ মিত্র নামিলেন, সাগরিকাও নামিল, রণজিত বসিয়া রহিল। সাগরিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোল ?"

রণজিত বলিল, "তুমি যাও, আমি গাড়ী আগলাবো !"

মিঃ মিত্র তখন থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে আলাপ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

সাগরিকা কহিল, "কেন ? দেখ্‌বেন না ?"

রণজিত জবাব দিল, "না, দেখ্‌তে পারবো না। তুমি যাও। আমি—আমার অনেক কাজ আছে ততক্ষণ সারি ?"

সাগরিকা দু এক মিনিট ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা। তবে গাড়ী নিয়ে যাও। সাড়ে নয়টাতে ভাঙ্‌বে। ঠিক এসে পৌঁছো যেন—লক্ষ্মিটি ! অনেক কথা আছে, বুঝেছ ?"

রণজিত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাগরিকা দ্রুতপদে থিয়েটার বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

রণজিত গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া কোথায় যাইবে ভাবিতে ভাবিতে ঠিক করিল, বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সন্ধ্যাবেলা শক্ত, চাক্‌রি খোঁজারও সময় নাই, আফিস নিশ্চয় সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথায় যাইবে চিন্তা করিতে করিতে স্মরণ হইল, সে প্রাতে ভাবিয়াছিল ভগ্নীপতি নিশিকান্তের কাছে যাইবে। সুতরাং এখন সেই কাজটা সমাপন করা চলিতে পারে। সাড়ে নয়টার পূর্ব্বেই গাড়ী লইয়া ফিরিলেই হইবে।

সে ভবানীপুরের দিকে গাড়ী ছুটাইল। নিশিকান্তের সহিত পরামর্শ করার অত্যধিক প্রয়োজন।

যখন সে ভবানীপুরে নিশিকান্তর বাড়ী পৌছিল, দেখিল নিশিকান্ত নাই। ভগ্নী কমলা বলিল, "বোস্‌; জিন্ দিয়ে এসেছিস্ না কি ? তাড়া কিসের ?"

রণজিত নিশিকান্তের ঘরে নিশিকান্তের খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তাই বোস্‌ছি। তাড়াই বা তুমি দিচ্ছো কেন ?"

তারপর কমলা পিতামাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলঃ রণজিত উত্তর দিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা কোরে লাভ নেই। দরকার হয় গিয়ে সব খবর নিয়ে এসো। আমার সঙ্গে কারো কোনও সম্বন্ধ নেই। নৈব পিতা ন চ মাতা !" তারপর সে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

কমলা বলিল, "কোথা থেকে আস্‌ছিস্ তুই ? কা'র মোটর ?"

কোনও প্রশ্ন রণজিতের কানে পৌঁছিল না। সে একেবারে চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিত হইল। কমলা তাহার ধরণ দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া কর্ম্মান্তরে গেল।

বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে রণজিত একটু আধশোয়া হইল; তারপর একেবারে শুইল। শুইলে তাহার মাথার কাজ ভাল রকমেই চলে; চিন্তাশক্তি বাড়িয়া যায়, তাই রণজিত শুইয়া ভাবিতে লাগিল: প্রথমে ভাবিল, ঘরে ফিরা উচিত কি না। সিদ্ধান্ত হইল—না। ফের ভাবিল, তবে কি করা যাইবে? প্রাণ ধারণ বলিয়া কিছু তো আছে? সিদ্ধান্ত হইল—কাল দেখা যাইবে, আজ তো আর সময় নাই কিছু করার। তারপর ভাবনা হইল, আজ রাতে কোথায় থাকিবে? অনেক ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিল, এইখানেই ফিরিবে। কমলাকে জানাইতে হইবে। তারপর ভাবিল, সাগরিকা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অভিনয় সুরু করিয়াছে। কি অভিনয় করিতেছে? 'কুতু'? 'কুতু' কে? শুনিয়াছিল বটে—ঐ কালোচরণের মুখে যে নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র অনুকরণে লেখা। 'কচ ও দেবযানী—' যদি হইতে পারে, কাতু ও কুতু কেন হইবে না 'কুহু ও কেকা'ও তো বই এর নাম হয়। কিন্তু 'কুতু'—

রণজিতের সতেজ চিন্তাশক্তি এই কুতুর পাল্লাতে পড়িয়া ঢিমা হইল। কুতু? তা'র মনে প্রশ্ন হইতে লাগিল। তাহার চোখের সামনে অস্পষ্ট-ভাবে ছবি জাগিয়া উঠিল; প্রকাণ্ড রঙ্গালয়; জনতা; আলোকিত রঙ্গমঞ্চ; কুতুর বেশে সাগরিকা—কিন্তু 'কুতু' কি? সাগরিকাই তো কুতু? গান গাহিতেছে কে? সাগরিকা? গানই হইবে—কিন্তু রণজিতের মনে হইল, একটা গুঞ্জন। তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে? রণজিত ঠিক ধরিতে পারিলনা, শুধু পাগড়ির মত উঁচু একটা কি দেখিল মাত্র—কিন্তু মুখখানা তো মিঃ মিত্রের মতই।—

রণজিত ঘুমাইল। সারাদিনের ক্লান্তি, উৎকণ্ঠার পর স্নানাহার ও সন্তোষ—ঘুম আর রাখা গেলনা। কিছু পরে কমলা আসিয়া দেখিল রণজিত ঘুমাইতেছে; সে আর তাহাকে জাগাইলনা। নিশিকান্তও যখন বাড়ী ফিরিল, তখন নিশিকান্তকেও জাগাইতে দিলনা। শুধু বলিল, "ঘুমুক, ছোঁড়া দিনরাত কোথায় ঘুরেছে কে জানে? আমি মাকে ফোনে জানাচ্ছি।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"কোথায় সাগরিকা !"

পরদিন রণজিতের ঘুম ভাঙিল বেলা আট্টাতে—নিশিকান্তের ডাকাডাকিতে : "কি হে নেশাটেশা করেছিলে নাকি ? এতো বাবু সোজা সহজ ভদ্রলোকের ঘুম নয় !"

রণজিত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "রাত কতো ?" নিশিকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রণজিতের ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। ঘরভরা রৌদ্র দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া বলিল, "উঃ ! সকাল যে !"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "চশমা দেবো ; দেখ্‌বে সূয্যি উঠেছে কিনা ? না লণ্ঠন জ্বেলে দেবো ! কি চলেছিলো হে ? এ তো বড় সোজা নেশার ব্যাপার নয়। হুইস্‌কির বাবা দেখি যে।"

রণজিতের মনের ভিতর কি রকম একটা নিরাশার ভয় ইত্যাদির সমযুক্তভাব হইল, তাহা সে বলিতেও পারিলনা, বুঝিতেও পারিলনা। কিন্তু তাহার শুষ্ক বিপন্ন মুখ দেখিয়া নিশিকান্তের মায়া হইল ; রহস্য রাখিয়া সে বলিল, "চল হে, তোমার ভগ্নী চা নিয়ে বোসে আছেন। এলেই অনর্থ বাঁধবে। বকুনির আর শেষ থাক্‌বেনা। সকালের অমৃতধারা বহিয়োনা চলো।" সে একরকম টানিয়া রণজিতকে খাবার কক্ষে লইয়া গেল।

সকালে চায়ের প্রত্যাশাতে বাড়ীর সবাই সেখানে পৌছিয়াছে। নিশিকান্ত ও কমলাকে বাদ দিয়া সেখানে ছিল বীণা ও রাণী—নিশিকান্তেরই

দুই অবিবাহিতা কলেজ-পড়া ভগ্নী, নিশিকান্তের ভাই যোগরাজ, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, আরও দুই একটি। এই সভার ভিতরে তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিশিকান্ত সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "এসেছেন—যার জন্যে এত অপেক্ষা তিনি এসেছেন!" কিন্তু তাহার এতবড় সংবাদে চা-এর মজলিস্ বিশেষ আগ্রহ দেখাইলনা; যেন অন্য ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্যাপৃত। কমলাই সেই ব্যাপারটাকে প্রথমত প্রকাশ করিল। রণজিতকে প্রশ্ন করিল, "শুনেছিস্, রঞ্জি?"

রণজিতের বুক্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কি?".

নিশিকান্ত বলিল, "শুনেছো কিনা তাই জবাব দাওনা হে। কি শুনেছেন তা' পরে প্রশ্ন কোরো!"

কমলা তাহার স্বামীর এই কথাতে কর্ণপাতও না করিয়া বলিল, "কাল রাত্রে সাগরিকা অন্তর্হিত হয়েছে!"

রণজিত ও নিশিকান্তের মুখ হইতে বাহির হইল, "এঁ্যা?" বীণা ও রাণী মুখ টিপিয়া হাসিল। যোগরাজ মন্তব্য করিল, "ঠিক কোরেছে।"

নিশিকান্ত আশ্চর্য্য ভাবটা কাটাইয়া প্রশ্ন করিল, "খবরটা এলো কোথা থেকে?"

বীণা একখানা খবরের কাগজ আগাইয়া দিয়া বলিল, "পড়!"

নিশিকান্ত উচ্চৈঃস্বরে পড়িল। সত্যই গতরাত্রে থিয়েটার ভাঙার পর হইতে সাগরিকাকে পাওয়া যাইতেছেনা। তাহার বাবা মিঃ মিত্র পুলিশে খবর দিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়াছে যে সম্ভব জীবনবাবুর পুত্র রণজিতই সাগরিকাকে লইয়া উধাও হইয়াছে। সাগরিকার মোটরগাড়ীও চুরি হইয়াছে। গাড়ীর নম্বর—। সেই গাড়ীতেই থিয়েটার ভাঙার পর সাগরিকা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল। ইত্যাদি।

রণজিতের মুখ কাগজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক হইতেছিল; তারপর পাঠান্তে সকলের দৃষ্টি তার মুখের উপর পড়াতে সে কি রকম হতবুদ্ধি হইল।

কমলা বলিল "Rot. কার সঙ্গে পালিয়েছে। রঞ্জি তো সারা রাত এখানে পড়ে ঘুমিয়েছে।" তা'র পর রণজিতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও গাড়ী কার? যেটা তুই কাল নিয়ে এসেছিস্?"

রণজিত বলিল, "সাগরিকারই।"

বীণা হাসিয়া কহিল, "রাত্রে বেরিয়ে যান্‌নি তো, রঞ্জিবাবু? ঠিক ঘরেই ছিলেন?" রাণী প্রশ্ন করিল, "এত বেলাইবা হোল কেন উঠ্‌তে? সন্ধ্যে থেকে সকাল আটটা পর্য্যন্ত কেউ ঘুমোতে পারে—তা' তো দেখিনি।"

যোগরাজ মন্তব্য করিল, "যুদ্ধ ও প্রেমের ব্যাপারে সবই fair; বেশ করেছেন। ঠিকানাটা দিন, congratulate কোরে আসি। রাতারাতি কতদূর নিয়ে ছেড়ে এলেন? নিয়েই গেলেন তো ছেড়ে এলেন কি কোরে?"

রণজিত কোনও কথারই উত্তর দিতে পারিলনা। নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "তাইতো হে? সত্যিই কি তুমি এর মধ্যে আছো, নাকি? সাগরিকা—ইয়ে—কি বলো? ও বাড়ী খবর দিই! জোগাড়টা আজই হওয়া চাই, না হোলে—"

কমলা ধমক দিল, "থামো সব। কি ব্যাপারটা রঞ্জি, বল্ তো!"

রণজিত কিছুই বলিতে চাহিল না।

কমলা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "চা খেয়ে মোটর ফিরিয়ে দিয়ে আয়!"

নিশিকান্ত বলিল, "উঁহু! তাতে হাঙ্গামা বাড়্‌বে। ও যদি সাগরিকাকে নিয়ে মোটরে বোসে ফিরে যায়, তবে কোনও হাঙ্গাম নেই। শুধু মোটর নিয়ে গেলে এখুনি পুলিশের হাতে পড়্‌বে কমল! তারা

অমনি ধরে বোস্‌বে কোথায় পেলে, সারা রাত কি কোরেছো—এইরকম খামাকা ব্যস্ত কোরবে।”

কমলা বলিল, “কেন, ও তো এইখানেই ছিল।”

নিশিকান্ত উত্তর দিল, “জজে মান্‌বে না, কমল, জজে মান্‌বে না। তুমি ওর ভগ্নী, আমি ভগ্নীপতি, আর এই সূত্রে এই বীণা রাণী ও যোগ সবারই সাক্ষ্য মিথ্যা হবে। গোল বেড়ে যাবে। এখন তোমার ভাইটির উচিত কাজ হোচ্ছে সাগরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরা। সাগরিকা স্বাধীনা—বয়ঃপ্রাপ্তা, বিদুষী ও বিত্তাধরী সেই ওকে বাঁচাতে পারে!”

শুনিয়া সবাই চিন্তিত হইল। নিশিকান্ত ব্যারিষ্টার মানুষ। আইন জানে। অমন যে জীবনবাবু, তিনিও জামাতার আইন জ্ঞানের উপর ভরসা করেন। কোর্টে প্র্যাক্‌টিস নাই বা হইল; মক্কেলে কবে আইন বুঝে? কিন্তু ঘরের লোকের তো তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

কমলা এইবার রণজিতকে লইয়া পড়িল, “জানিস্‌ তুই সাগরিকা কোথায়?”

রণজিত মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে একেবারে কিছুই জানে না।

যোগরাজ উঠিয়া বলিল, “আসলে সাগরিকাই কাউকে নিয়ে তা'র গাড়ীতে পালিয়েছে। Lucky dog! রণজিত বাবু মাঝে থেকে ফেঁসে গেছেন! লভ্‌ করার ভিতর risk (বিপদ) কম নেই।” সে কলেজ যাইতে প্রস্তুত হইবার জন্য গেল।

কমলা বলিল, “এখন উপায়?”

নিশিকান্ত কহিল, “উপায়? মোটরের নম্বর খুলে নিজেরাই এসো দিনকতক আরাম করি। আমাদের পুরানো গাড়ীর নম্বর প্লেট্‌টা লাগিয়ে নেব রং চং কোরে!”

কমলা ধমক দিল, "সবতাতেই তামাসা এখন করা যায় কি? সাগরিকাই বা কোন্ যমের বাড়ী গেল?"

নিশিকান্ত থাকিতে পারিল না, বলিল, "আহা, সে তো তোমার সতীন নয়, তবে শুধু শুধু যমের বাড়ী পাঠাও কেন?"

তারপর রণজিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কি হে, আরও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না কি? এতবড় হঠকারিতা করার মত মূর্খ কেউ আর ছিল?"

রণজিত উত্তর দিল, "হাঁ, এই কালোবরণ, প্রাণান্ত, চাকলাদার—কে নয়?"

কমলা অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, "বাবাকে ফোন্ করি!"

এইবার রণজিত জাগ্রত হইল, বলিল, "না। কাল বাবার সঙ্গে হেস্তনেস্ত হোয়ে গেছে। আর না।"

শুনিয়া আবার সকলে বিস্ময়াভিভূত হইল। 'বাবার সঙ্গে হেস্তনেস্ত' ব্যাপারটা কি কেহই ঠিক বুঝিতে পারিল না। কমলা বলিল, "কি বোক্‌ছিস্?"

রণজিত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "উহুঁ! ফাঁসি যেতে তৈরি—কিন্তু খবরদার বাবার সঙ্গে আমার কিছু নেই।"

বীণা ও রাণী দুজনে মুখ ফিরাইল, হাসিতে। রণজিত উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "আমি চল্‌লুন।"

নিশিকান্ত হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল: "বোস হে। চঞ্চল হোয়োনা। ভেবে দেখা যাক্!"

কমলা রাগিয়া উঠিয়া গেল। নিশিকান্ত বলিল, "যাবে কোথায়? সাগরিকাকে খুঁজতে? না বাড়ী? এমনভাবে তেড়ে উঠে পড়লে যেন বাইরেই রাস্তার ওপর সব সমস্যার মীমাংসা পড়ে আছে। কি

ব্যাপারটা ভেঙে বল শুনি? দেখি কিংকর্ত্তব্য স্থির করা যায় কি না।"

রণজিত পুনরায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, "সম্ভব সাগরিকা লুঠ হোয়েছে। এতক্ষণে হয় তো পেশোয়ারের দিকে চলেছে। সকালে কোনও গাড়ী আছে পেশোয়ারের?"

বীণার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ওমা, সে কি?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "সে একটা বাঘের মত কিছু; বড় বড় দাঁত; এই লম্বা লেজ; ছোট ছোট মুখ; আর ছোট ছোট চোখ; দেখ্‌তে চাও তো ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় একলা বুকে হেঁটে যেও! মাথায় সরষের তেলের পিদ্দিম নিয়ে।"

তারপর রণজিতকে প্রশ্ন করিল, "তোমার এরকম ধারণা হবার হেতু কি? কোনদিন সিনেমাতে এইরকম দেখে এসেছিলে কি?"

রণজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "উঁহু। আমার মন বোল্‌ছে। না হোলে সাগরিকা গেল কোথায়?"

রাণী মন্তব্য করিল, "তাও বটে! এটা তো ভাবা দরকার ছিল আগে! তার engagement book এর পাতা দেখ্‌লে হয় তো ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে।"

নিশিকান্ত অলক্ষ্যে ভগ্নীকে দেখিয়া রণজিতকে বলিল, "শুনেছো তো হে? এই মহিলারা এক অন্যকে বিশ্বাস করেন না। হয় তো পুরুষদেরও না। তাই ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র ও পাঞ্চজন্য নিনাদ, তা থাক্‌। ওদেরই জয়জয়কার হোক্‌। এখন কথা হোচ্ছে এই যে ধরা যাক্‌, সাগরিকা লুঠ হোয়েছে, কিন্তু সে অবস্থায় তোমারই বা কি কাজ আর আমারই বা কি? কাজ যদি কারও থাকে তবে হয় রবার্ট ব্লেকের আর বড় জোর দীনেন রায়ের!—"

রণজিত আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। মূহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া লইল যে হরিতকির কথাটা নিশিকান্তকে জানাইবে কি না। শেষে ঠিক করিল, বলাই উচিত। নিশিকান্ত ব্যারিষ্টার—তায় একেবারে অকেজো, অবসর-প্রাপ্ত। তবে মক্কেলে না থাকিলেও দেশ বিদেশে সে অনেক ঘুরিয়াছে। তাই শেষে সে আবার বসিয়া হরিতকির সংবাদ সমস্ত বিশদভাবে দিল। শুনিয়া নিশিকান্ত বলিল, "বটে! এই! আচ্ছা! এর ভিতর এত?"

রাণী মন্তব্য করিল, "মাথা খারাপ হয়েছে, রঞ্জিবাবুর। স্বপ্ন দেখ্ছেন।"

রণজিত সজোরে উত্তর দিল, "নিশ্চিতই সেই হরিতকি না হত্তুকি সিংএর কাজ। না হোয়ে যায় না। কিন্তু করি কি? তাকে পাই কোথায়? বড়ই সমস্যা হোল! আবার গাড়ীখানা?"

নিশিকান্ত মাথা নাড়িয়া কহিল, "হুঁ! ঘোরতর!"

বীণা বলিল, "লুকিয়ে বোসে থাকুন। বাড়ী থেকে দুদশ দিন বেরুবেন না। হত্তুকি সিং আপনাকেও শেষে ধরতে পারে। মতলব কি তাতো বুঝা যাচ্ছে না। এইরকম কোরে ছেলে মেয়ে নিয়ে কি বিশ্বভারতী বানাবে না কি?"

নিশিকান্ত কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কমলা আসিয়া তাড়া দিল: "আজ আর কোর্টে যেতে হবে না? বসে গল্প কোরলেই হবে?" তারপর রণজিতকে হুকুম দিল, "যা, গাড়ী সাগরিকার বাপের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যা। কলেজ নেই? পড়াশোনা নেই? সব হোয়েছে সমান!"

রণজিত অস্বস্তির সহিত উঠিয়া পড়িল। নিশিকান্ত স্ত্রীকে একবার বলিল, "ওকে না খাইয়ে তাড়াবে?"

কমলা উত্তর দিল, "হাঁ; বাড়ী যাক্!"

দুইজনে উঠিয়া পড়িল। রণজিত নিশিকান্তকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "বাড়ী ফাড়ি আমি যাচ্ছি না, যাবোও না। এখন যাবো অজয়দের মেসে। তারপর এস্‌প্লানেডের চারদিকে ঘুরে দেখ্‌বো। হত্তুকি সিংকে চাই-ই। তুমি ঐ দিকে আস্‌তে পারবে? এই ধর তিনটা নাগাদ! আর আমার কথা কাউকে বোলো না।"

নিশিকান্ত পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিল কমলা আছে কিনা; তারপর আস্তে আস্তে বলিল, "আচ্ছা।"

রঞ্জিত সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বলিল, "কিছু টাকাও এনো। আমার কাছে কাণাকড়িও নেই। বাপ-মার ত্যাজ্যপুত্তুর কি না।" সে থামিয়া গেল।

নিশিকান্ত ফিরিতেই দেখিল, কমলা। কমলা প্রশ্ন করিল, "দেখ, ওকে প্রশ্রয় দিয়ো না তুমি। এমনিতেই বেয়াড়া হোয়ে গেছে। তোমার বুদ্ধি আর দিতে হবে না ওকে, ওর একলার বুদ্ধিই অনর্থ ঘটাতে যথেষ্ট।"

নিশিকান্ত পরম নিশ্চিন্তভাবে কহিল, "রাম! আমি ওকে প্রশ্রয় দেবো? সে সন্দেহ কোরনা একেবারে। আমি ওকে সুবুদ্ধিই দিচ্ছিলুম, যে বাড়ী যাও হে। তোমার পিতৃদেব হয়তো ভাব্‌ছেন।" সে বলিতে বলিতে একটি কক্ষের ভিতর অদৃশ্য হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"টাকা তোরই"

অকথিতার যে টাকা দরকার তাহা বুঝিয়া অজয়ের ইচ্ছা হইল যে সে যদি লাহা কোম্পানী হইত তবে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু আপাতত যখন সে তাহা নহে তখন টাকার ব্যবস্থা কি উপায়ে হইতে পারে। তাহার মনে ঝড় উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অজয়—যাহার মনের ভিতর কখনো কোনো মতলব জোগাইতনা—সেই অজয় একটা অভিসন্ধি স্থির করিল। তাই পিসিকে জানাইল: "ইয়ে বিয়ের নিকুচি নিয়ে তো প্রাণান্ত কোরে তুলেছো, কিন্তু টাকা চাই যে কিছু। কলিকাতাতে দেনা পড়ে; সেগুলোর কি নিকুচি হবে। তা'ছাড়া ন্যাংটো গেলে বিয়ে হবে নাকি? জামাকাপড়ও কিছু চাইতো! না? শুনেছো ন্যাংটো হোয়ে কেউ বিয়ে করেছে?"

পিসিকে বলিতে হইল, ন্যাংটো হইয়া গিয়া কেহ বিবাহ করে নাই। তারপরে পিসি কহিলেন। "তুই বা ন্যাংটো হোয়ে বিয়ে কোরবি কেন? আমার টাকা নেই? যা' দরকার হয় শোভার কাছে চাইলেই তো পারিস্!" অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ! চাওয়া ফাওয়া won't do (চলবেনা)। দেবে তো দাও; আজই কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করি।"

পিসি শোভাকে সংবাদটা দিলেন: "ওরে ও শোভা, শুনেছিস্?" তারপর অজয়কে হাসিমুখে বলিলেন, "তা অজু, দুদিন পরে তো ওর কাছে চাইতেই হবে—এখন থেকে না হয় অভ্যেস-টা কোরে রাখ্লি। টাকা ওরই হাতে!" অজুর মুখ হইতে প্রথমে বাহির হইল, ধ্যেৎ! তারপর

"ওসব চল্‌ছেনা। টাকা আমার হাতে দাও। কারো কাছে চাওয়া আমার দ্বারা হবেনা—সে যেই হোক্! আর কি বলে হিসেব টিসেব তুমি নাও তো? কেবল বকাওস্ কোরতেই পারো না আর কিছু পারো?"

পিসি ইহাতে আরও হাসিলেন, তাঁহার ব্যাপারটা বড়ই হাস্যকর মনে হইল; বলিলেন (শোভার উদ্দেশে) "ওরে শোভা, তুই বাবু টাকা দে, আর হিসেবও দিয়ে যা। বাড়ীর কর্ত্তাঠাকুর এসেছে। চুরিটুরি কোরে থাকিস্ তো এই বেলা ঠিকঠাক্ বলে যা! নিশ্চয়ই এতদিনে কিছু খেয়েছিস্!"

অজয় কিন্তু ব্যাপারটা পরিহাসের ছলে যে বলে নাই ইহা পিসি বুঝিতে চাহিলেননা। তাই এই সব রসিকতাতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বুঝিল, শোভাকেই ধরিতে হইবে—পিসিকে দিয়া হইবেনা। তাই সে হঠকারিতা করিয়া শোভাকেই এ সম্বন্ধে জেরা করিতে অগ্রসর হইল। তাহার পক্ষে এ কার্য্য বিশেষ লজ্জাকর; স্ত্রীলোককে যাচিয়া কোনও কথা বলা। কিন্তু হায় সাধে কবি লিখিয়াছেন, প্রেম মানুষকে দুঃসাহস দেয়। অজয়কে তাই প্রেম দুঃসাহসই দিয়াছিল। সে ঠিক না বুঝিলেও, আমরা বুঝি ব্যাপারটা তাহাই।

শোভা তখন একলাই ছিল; পিসি সম্ভব দুইজনকে বিরলে কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ দিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। অজয় কিছুক্ষণ শোভা যে ঘরে বসিয়াছিল তাহার সামনে দিয়া দুই চারিবার পায়চারি করিল, কি উপায়ে কথাটা পাড়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। শোভা মুখ নিচু করিয়া আপনার কাজেই রত রহিল। হয়তো বা মনে মনে হাসিতেছিলও।

অজয় যখন কিছুই খুঁজিয়া পাইলনা তখন সিধা বলিল, "টাকা চাই আমার। পিসি বলে গেল তবু কেউ শুন্‌তে পায়না?"

শোভা শুনিতে লাগিল। বাধা দিতে চেষ্টাও করিলনা। অজয় নিজেকে উত্তপ্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়া কহিল, "হুঁ! যেন নিজের টাকা! আর মেয়েছেলে হ'য়ে হিসেব জানেনা—টাকা নিয়ে কি কোরবে?"

কে কাহাকে বলিতেছে। অজয় দেখিল প্রথম-পুরুষে বক্তৃতা বা প্রশ্ন ঠিক জায়গাতে সব সময় পৌঁছায়না। উত্তম মধ্যম চাই। উত্তম পুরুষ যে সে নিজে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু ছিলনা; কিন্তু শোভা মধ্যম পুরুষ কিনা তাহা ভাবিবার কথা। তবু মরিয়া হইয়া অজয় বলিল, "ইয়ে—ভাল নিকুচি—শুন্‌তে পাওনা? সময় বুঝে কালা? ওসব চল্‌ছেনা। টাকা-কড়ি সব কোথায়, এখুনি আমার হাতে দাও! পিসি বলে গেল না? তবে? টাকা কার শুনি?"

শোভা আপন মনে কাজ করিয়াই চলিল। কর্ণপাত করিয়াছে বা করিতেছে অজয়ের কথাতে তাহা মনে হইলনা। অজয় বিব্রত, ক্রুদ্ধ হইল। ইহা অপমান ছাড়া আর কি? কিন্তু কি করিবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা। ক্রমশঃ রাগ অজয়ের চড়িল। পুরুষ উত্তম হইলেই চড়ে। সে বলিয়া বসিল, "কারো নিজের বাপের টাকা তো দিতে হবেনা। পিসির টাকা আমারই প্রাপ্য। হক্ আমারই। উড়ে এসে জুড়ে বোসলে তার হক্ হোয়ে যায়না।"

শোভা এইবার নড়িল। আঁচল হইতে চাবি খুলিতে যাইয়া থামিল ঃ বলিল, "পিসির সামনেই দেব। আমার বাবার টাকা নয়—তা' জানি। কিন্তু সে কথা ভুলে গালি দেওয়া ভদ্রতা নয়;—"

অজয় বুঝিতেছিল, এতটা বাড়িয়া যাওয়া ঠিক হয় নাই। কিন্তু উত্তর না দিয়া পায়চারিই করিয়া চলিল।

একটু পরে পিসি ফিরিলেন। অজয়কে হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিরে

অজু, হিসেব টিসেব বুঝে নিলি ; ও অভাগীর বেটী কত টাকা সরিয়েছে তার হিসেব আছে ? আজ সব বুঝে নেতো বাপু।"

শোভা এইবার চাবির গোছা ছুঁড়িয়া অজয়ের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তা বোলে বাপ তুলে গাল শুন্‌তে তো পারবোনা। এই চাবি তোমার সুমুখে দিলুম, জ্যেঠি। আর আমি কিছু জানিনা।"

এই কাজটা ও কথাগুলি শোভা খুব সহজভাবে করিল ও বলিল, কিন্তু পিসি ইহাতে ভয় পাইলেন, অজয়ও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। পিসি অজয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "তা, বাবু, রাগ কেন ? দিতে তো হবেই। হাজার হোক্—বেটাছেলে। দশ বছর পরে ঘরে এসেছে। আর ও নিলেও যা, তুই নিলেই তা।"

শোভা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল : "থামো তুমি !"

অজয় পিসির কাছে উৎসাহ পাইয়া কহিল, "হাঁ। টাকাতো আমারই প্রাপ্য ; পিসি বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে। আর তা যদি না হবে, তবে ডেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল ? এতকাল এসেছিলুম আমি ভাগ বসাতে ? না কারও কাছে চেয়েছিলুম ? যত সব নিকুচি !"

শোভা একবার উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। পিসি ভাইপো উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে অজয় চাবির গোছা উঠাইয়া বলিল : "রাগ দেখনা। রাগ হোয়ে থাকে ঘরের rice (ভাত) বেশি কোরে খাবে। কি বল, পিসি ? চলো কোথায় টাকা আছে দেখিয়ে দাও। আজই না হয় কালই কলকাতা যেতে হবে। আর—"

পিসি আপন মনে কহিলেন, "তা-হোলে পুরুত ঠাকুরের কাছে ফর্দ্দটাও চেয়ে আনি। কি বলিস্ ?" অজয় বলিয়া উঠিল : আগে তো কোথায় টাকা দেখিয়ে দাও। তার পর সে নিকুচি হয় আন্‌তে যেও। ও পুরুত টুরুতের হাঙ্গামা কোরোনা।"

পিসি অবাক্ হইলেন ; পুরুত না হইলে বিবাহ হইবে কি উপায়ে ? বলিলেন, "সে কি রে ? পুরুত চাই, ফর্দ্দ চাই, লোক খাওয়ান চাই— তবে তো বিয়ে। গাঁয়ের দশজনকে তা বলে রেখেছি, তারা তো আস্‌বেই। আর এত দিন ধরে বলেছি যে অজু এলেই শোভার বিয়ে দেব। সব ঠিক। আর তুই বলিস্ কিনা যে পুরুত চাইনা। পুরুত চাইনা তো কি খৃষ্টান চাই ? কি ঘেন্না !"

অজয় কহিল, "আচ্ছা, বাপু, তুমি নিয়ে এসো পুরুতের চোদ্দ পুরুষকে ধরে ; আমার তাতে আপত্তি নেই। এখন টাকা কোথায় দেখাবে নাকি ?"

পিসি বক্ বক্ করিতে করিতে টাকার বাক্স দেখাইতে অজয়কে কক্ষে- লইয়া গেলেন। অবশ্য তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ সাহস হইতেছিলনা, কিন্তু অজয়কেও রাগাইতে সাহস হইতেছিলনা। কি জানি যদি রাগিয়া কোথাও চলিয়া যায় বা বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। বেটা ছেলের উপর বিশ্বাস নাই—বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে কি পরে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিনয়ের উপর কাজের ভার

শোভা বড় রাগিয়াই চাবির গোছা ফেলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার মনে বড় সন্দেহ হইল। অজয়ের মুখে টাকার কথা সে শুনে নাই। প্রথমত ভাবিল যে হয়তো বিনয়ই উহাকে উস্‌কাইয়া দিয়াছে। তারপর কেমন মনে হইল, না, ইহার ভিতর আরও কথা আছে। চাবি অজয়ের হাতে দেওয়া ভাল হয় তাই। তাই সে সময় পাইয়া এ বিষয়ে বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেল। গিয়া দেখিল, বিনয় যথানিয়ম মেঝেয় সতরঞ্চির উপর শুইয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছে।

শোভাকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কি হোয়েছে ?" শোভা বলিল, "একটা কথা আছে।" তারপর বিনয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, "বন্ধুকে টাকা নিতে জোর কোরতে কে উপদেশ দিয়েছে ?

বিনয় তখনি জবাব দিয়া উঠিতে পারিলনা।

শোভা পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কি মতলবে এসেছেন আপনারা শুনি ? একটা বুড়ি ও একটা মিন্‌সে পড়ে আছে—তাদের যথাসর্ব্বস্বের উপর নজর কেন ? আমাদের পথে বসাতে পারলেই খুব খুসী হবেন ?"

বিনয় হতচকিত হইল। বলিয়া উঠিল, "সে কি ?"

শোভা উত্তরে কহিল, "কথা কিছু জানেননা, না ?"

বিনয় মিনতির কণ্ঠে বলিল, "সত্যি শপথ কোরছি, আমি আপনার কথা বুঝ্‌তেই পারছিনা। টাকার কথা অজয়কে বলে লাভ নেই বলেই

আপনাকে বলেছি। তা' ছাড়া, আপনার সঙ্গে অজয়ের বিবাহ হবে শুনেছি—মাঝখানে পড়ে ওকে ওর নিজের সর্ব্বনাশ করাতে যাবো কেন? এটা তো ঠিক যে ও নিজে উপার্জ্জন কোরে জীবিকা-নির্ব্বাহ কোরতে পারবেনা! আমি তো যাবোই—আমার আর এর মধ্যে জড়িয়ে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। সে কথাও‌তো জানিয়েছি।"

শোভা একটু চুপ করিয়া বলিল, "আপনি পরামর্শ দেন নি; তবে নিশ্চয় অন্যে দিয়েছে। এরকম পরামর্শ ছাড়া অন্যভাবে আপনার বন্ধু কাজে নামবেন না।"

বিনয় চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই! কিন্তু—" তারপর সে যেন হঠাৎ মনে করিয়া কহিল, "মাঝে হঠাৎ ও দেশোদ্ধারে পল্লীসংস্কারে ঝুঁকেছে বলে মনে হোচ্ছিল। তার ভিতর তো কিছু নেই?"

শোভা উত্তর দিল, "সম্ভব।"

বিনয় আরও কিছু শুনিবার প্রত্যাশায় মিনিট দুই-তিন অপেক্ষা করার পর বলিল, "তা হোলেই হোয়েছে! টাকা কি দিয়েছেন?"

শোভা উত্তর করিল, "টাকা কি আমার বাপের যে দোব না? পিসি-ভাইপো যখন একদিকে আমি কি কোরতে পারি?"

বিনয় শুধু মন্তব্য করিল, "মুস্কিল বটে!"

শোভা একটু ভাবিয়া বলিল, "আমার মতে আপনি একটু খোঁজ কোরে দেখুন। অবশ্য এতে আপনার কষ্ট হবে কিন্তু বন্ধুর মঙ্গলই তো চান আপনি, না?"

বিনয় জবাব দিল, "যা' আপনি হুকুম কোরবেন আমি তাইতেই রাজী, তবে আমি দুঃখী মনে রাখবেন। কপর্দ্দকহীন ভিখারী। প্রাণই শুধু দিতে পারি আপনার সেবাতে—"

শোভা ধমক দিল, "বড় বড় কথা রাখুন। এ আমার ঠিক ভাল মনে

হোচ্ছে না। কোথাও গোল আছে। আপনাকে আমি পঁচিশ টাকা দিচ্ছি। আপনি যান্ গাঁয়ের পশ্চিমে মাঠের দিকে তাঁবু আছে। তাইতে কতক লোক এসেছে; ছেলেমেয়ে একত্র; তারা পল্লী সংস্কারের ধুয়া ধরেছে। সম্ভব আপনার বন্ধু তাইতে মেতেছে।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "আমাকে কোরতে হবে কি ?"

শোভা উত্তর করিল; "ওটা জোচ্চোরের দল মনে হয়। খোঁজ নিতে হবে তাই কি না। তারপর ব্যবস্থা হবে। আপনি পুরুষ মানুষ না? কি কোরতে হবে ভেবে ঠিক কোরতে পারেন না ?"

বিনয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, সম্ভব হোলে পঙ্গুও গিরি ডিঙ্তে পারে। ঘরের ভিতর বসে আছি বলে যে স্ত্রীলোকই সাব্যস্ত করেন নি, এ জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু জিজ্ঞাসা কোরতে পারি কি, এত মাথাব্যথা আপনার কেন? কা'র জন্যে? টাকার না অজয়ের? টাকা তো এখনো যায় নি, তবে—"

শোভা সপ্রতিভ হইয়া ধমক দিল, "থামুন, কোলকাতার লোকের সঙ্গে বচনে পারবার জো নেই। কিন্তু যা' বললুম, কোরতে পারবেন ?"

বিনয় উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই। অন্ততঃ চেষ্টার ক্রটি হবে না প্রাণ থাক্তে। তা খোঁজ নেবার পর কি কোরতে হবে ?"

শোভা জানাইল: "খবর এনে দেবেন, তখন বোলবো। জ্যেঠি কখন বাড়ী থাকে না তাতো জানেন; সেই বুঝে এসে খবর দেবেন। শীগ্গির খবর চাই; দুই-এক দিনের মধ্যেই। আর খেয়াল রাখ্বেন জ্যেঠির সামনে যেন পড়বেন না।"

শোভা টাকা আনিতে গেল। বিনয় প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিছু পরে শোভা ফিরিয়া বিনয়ের হাতে পঁচিশ টাকা দিয়া বলিল, "এটা আমার নিজস্ব টাকা। আপনি ইচ্ছামত খরচ কোরতে পারেন। আর নেই, থাক্লে দিতুম।"

বিনয় হাত পাতিয়া লইয়া কহিল, "স্ত্রীলোকের কাছে টাকা নিতে পুরুষের অবমান বোধ করা উচিত—কিন্তু নিরুপায় হোয়ে নিচ্ছি। কাজ অন্য উপায়ে হবার হোলে কর্ত্তুম। অপরাধ নেবেন না।"

শোভা বাধা দিল, "আবার বক্তৃতা! ডাকবো জ্যেঠিকে?"

বিনয় জিভ্ বাহির করিয়া কহিল, "না, তার দরকার হবে না। আপনি তাড়ালেই যথেষ্ট—প্রথম দিন এসেই তা' জানিয়েছি।"

শোভা একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "তবে আসুন; জ্যেঠি ঘুমিয়েছে।"

বিনয় নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। এত নিঃশব্দে গেল যে শোভা তাহার পদশব্দ প্রতীক্ষা করিয়াও শুনিতে পাইল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অজয়ে বদান্যতা

অকথিতার নিমন্ত্রণ রাখিতে অজয় সন্ধ্যার সময় পুনরায় তাঁবুতে গেল। মোটকথা অকথিতাকে ছাড়িয়া থাকিলেও অজয় তাহাকে ছাড়া কাহারও কথাও ভাবিতে পারিত না। (পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাহারা প্রেমে পড়িয়াছেন কখনও তাঁহাদের কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই) জ্ঞানীর পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। আর যাহারা পড়েন নাই (বিবাহিত অবিবাহিত সকলের কথাই বলিতেছি) তাঁহাদের বুঝান বৃথা; তাঁহাদের উচিত, অবিলম্বে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। কেন না বিলাতি ভাষায় প্রবাদ আছে: It is never too late to mend. (জোড়তাড় দিবার সময় একেবারে যায় না।)

তাই অজয় অব্যবস্থিতচিত্তে সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁবুতে গিয়া দেখা দিল। গিয়া দেখিল তাহার দুই চক্ষুর বিষ মাইতি নাই, কিন্তু অকথিতা বিমর্ষমুখে বসিয়া। তাহার বুঝিতে দেরি হইল না, কিছু ঘটিয়াছে। তাই প্রশ্ন করিল, "কি হোয়েছে ?"

অকথিতার ম্লানমুখে হাসি ফুটিল সামান্য। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিল না।

কাজেই অজয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে হইল: "ইয়ে—কিছু নিকুচি ঘটেছে নাকি ?"

অকথিতা উত্তরে অজয়ের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিল: "শুনে কি হবে ? সবার সব কথা কি শুনবার মত ?"

অজয় অতটা জানিত না। তাই আপনার সাফাই দিতে কহিল, "তবু— আমার জানা চাই।"

অকথিতা বলিল, "কেন? শুনে দরকার নেই। কেন আপনি পরের কথাতে এত কৌতূহল দেখাচ্ছেন?"

অজয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল: "পর? আমি পর? এঁা? কি বুঝ্‌লে শেষে?" তারপর কহিল, "নাইতিটার দাঁত ভেঙে দেবো! ওর নিকুচি বা'র কোরছি!"

অকথিতা হাসিবে কি রাগিবে বুঝিতে পারিল না।

অজয় বসিয়াছিল, উঠিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই ব'কেছে? ওর রফারফা কোরে দেবো এখুনি! ও মনে করেছে কি?"

অকথিতা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি? আমার জন্যে কি দুজনে লড়াই কোরবে না কি?"

অজয় উত্তর দিল: "নিশ্চয়ই। এখুনি। তার বক্তৃতা দেবার আর জায়গা নেই। বিলকুল nothing ছাতু-কোরে দেবো; গোড়া থেকেই বুঝেছি ও যম's অরুচি। পাকা অরুচি!"

অকথিতা ভয়ভীতা হইয়া উঠিল; আস্তে আস্তে কম্পিতস্বরে ডাকিল "অজয়বাবু!"

তাহার চাহনি ও আওয়াজে অজয়ের উদ্যত ক্রোধ নমিত হইল।

অকথিতা অত্যন্ত নরম সুরে বলিল "অজয়, দোষ কারো নয়, দোষ আমার কপালের! তা না হোলে—"

অজয় চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অকথিতা বলিল, "ইচ্ছা করে কোথাও চলে যাই— বহুদূরে যেখানে কোনও রকম হাঙ্গামা নেই, কোনও জায়গাতে—যেখানে শান্তি পাওয়া যায়।"

অজয় কহিল, "তাই আমারও মনে হয়। এ দেশে থাকার কোনও মানে হয় কি? Nothing."

অকথিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু হাত-পা বাঁধা—একাকিনী—সহায়-সম্বলহীনা—ভয় করে!"

পুরুষমানুষ চিরকালই নারীকে রক্ষা করার অভিমান রাখে; নারী ভয় করিতেছে বলিলেই পুরুষ অমনি যতবড় নিবুর্দ্ধির কাজ হোক করিয়া বসে—অবলা নারীকে রক্ষা করিতে। পৃথিবীর গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই হইবে; he-man-এর আত্মাভিমানের শেষ নাই। তাই অজয় নির্ভয় দিতে অকথিতাকে জানাইল, "কিছু ভাবনা নেই। আপনি যা চাইবেন, তাই হবে। এ নিকুচি এমন আর শক্ত কি?"

অকথিতা তাঁবুর বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল; বাহিরে সন্ধ্যার ধূসরতা নামিতেছে প্রায় সীমাহীন মাঠের উপর। শীতের হাওয়াতে বাহিরে বেড়াইতে যাওয়ার লোভ সংবরণ করা দায় হইতেছিল। অকথিতা বলিল, "চলো, অজয়, যাবে বেড়াতে? আর ভেতরে বসে থাক্‌তে মন চায় না। তা ছাড়া এখুনি মাইতি এসে পৌছুবে—"

মাইতির নামে অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল: ব্যগ্রভাবে বলিল, "চল—"

দুইজনে মাঠের মধ্যে সরুরাস্তা দিয়া ঘুরিয়া গ্রামের দিকে চলিল। অকথিতা কথা কহিতে কহিতে চলিল: "আঃ! এখানে বেশ আরামে কাট্‌ছিল। কিন্তু তবু মন হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে। অনেক কিছু জীবনে ছাড়তে হয়েছে—কিন্তু কেউ কেউ সোজা সুখী হোয়ে ওঠে; কোনও রকম দুঃখ বোধ হয় না তাদের! না? যেমন তুমি!"

অজয় যেন অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল; উত্তর করিল না।

অকথিতা বলিল, "বেশ; ওদিকে মাইতির বক্তৃতা শেষ হয় না। এমন তোড় যে সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না; আর এদিকে তুমি কথা

জবাবও দেবে না। না এ তোমাদের ছুজনেরই পোষাবে। একজন বক্তৃতা দেবে আর অন্যজন শুনে যাবে। আমাকে পালাতেই হবে।”

অজয়ের হুঁস্ হইল; কহিল, “একটা কথা ভাব্‌ছিলুম কিনা?”

অকথিতা: “কি এমন গভীর সমস্যা যে এই মাঠের মধ্যে না ভাবলে চলে না। মাইতির প্ল্যান আর তোমার সমস্যা—”

অজয় বলিল, “মাইতি না। ভাবছিলুম, টাকা আমার আছে। চল —কোথাও যাই চলে! শুধু তুমি ও আমি! আনি টাকা?”

অকথিতার ঠিক উত্তর তখনই মুখে আসিল না। অজয় বলিল, “এমন জায়গাতে যাওয়া চাই যেখানে ও মাইতিটা পৌঁছুতে না পারে। গেলে দু'-আধখানা কোরে কেটে ফেল্‌বো। ওর নিকুচি damn কোরবো।”

অকথিতা ধীরকণ্ঠে কহিল, “যেতে? যেতে তৈরি, অজয়! কিন্তু শেষে ঠকাবে না তো?”

অজয় ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, “Never. বিশ্বাস না হয় টাকা তোমার হাতেই এনে দেবো কাল; কালই রাতে চল। আমি তৈরি হবো!”

অকথিতা বসিয়া পড়িল মাঠের উপর; অজয় হঠাৎ ভাবিল, কাজটা বড় তাড়াতাড়ি ঘটিয়া গেল। কিন্তু অপেক্ষা করার মত মনোভাবও তাহার ছিল না। সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অকথিতা মৃদুস্বরে বলিল, “অজয় ঠিক তো? এ তো স্বপ্ন নয়? আমি যে বিশ্বাস কোরে উঠ্‌তে পারি না।”

অজয় তাহার পাশে বসিয়া তাহার বাম হাত উঠাইয়া লইয়া কহিল, “এই স্পর্শ কোরে তোমাকে—আর ইয়ে—”

অকথিতা কহিল, “থাক্ শপথ কোরতে হবে না। আমি তৈরি! তবে কাল রাতে নয়। ও মাইতিটার চোখের উপর দিয়ে গেলে ও তোমারও বদনাম রটাবে আমারও। তার চেয়ে কাল রাতের শেষাশেষি

এসো। চারটা নাগাদ এইখানেই—আমি অপেক্ষা কোরবো। টাকার ব্যবস্থা যা হয় কোরো তুমি!"

অজয় বদান্যতা দেখাইয়া কহিল, "টাকা কালই সকালে এনে দিয়ে যাবো। তুমি ব্যবস্থা কোরে নিয়ো, অকথিতে।"

অকথিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, "উঁহু! ওসব আমি জানি না; আমি তোমাকে পেলেই সন্তুষ্ট। টাকার ভাবনা তোমার!"

অজয় কহিল, "নিকুচির টাকা! আমার যা' তোমারই—এ তো Æsop's Fables-এ আছে! কাল সকালেই দিয়ে যাবো—বস্!—"

অকথিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঁচালে। ঈশ্বর মিলিয়ে দিয়েছেন। তুমি আমার প্রাণদাতা, অজয়।—আমি এই চেয়ে এসেছিলুম—ভাবতে শিখে অবধি। কেন যে এই সামান্য জিনিসও এতকাল পাই নি। তা যাক্, আজ তো পেয়ে গেছি! না? তুমি আমায় ভালবেসেছো? সত্যি?"

অজয় চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল অকথিতার সুরে আনন্দ ও ব্যথা দুই রহিয়াছে। সে যেন কাঁদিয়া আপনার আনন্দ জানাইবার চেষ্টা করিতেছে।

অকথিতা বলিল, "হয় তো কাল সকালে উঠেই ভুলে যাবে সব। সেই ভাল? না। এসব রাত্রের অন্ধকারে—আবা অন্ধকারে—সত্য হোয়ে ওঠে; দিনের আলোতে আর কিছু থাকে না। তুমিও ভুলে যাবে কাল, না? তাই যেও! ভুলে যেও! কিন্তু আজ রাত্রে এখন মনে হোচ্ছে তুমি আমায় ভালবেসেছো, অজয়। তাই যথেষ্ট, না?"

অজয় বলিল, "আমি কাল সকালেই টাকা এনে দেবো! তারপর চল—কতদূর যেতে পারো—শেষ পর্য্যন্ত। The End-এর পাতা পর্য্যন্ত!"

অকথিতা তাঁবুর দিকে ফিরিল। অজয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছু পথ আসিয়া—দূরে তাঁবুর আলো দেখা দিল।

অকথিতা বলিল, "অজয়, ফিরে যাও। আমি যেতে পারবো এইবার। আর পারো তো ভুলে যেও সব!"

অজয় দাঁড়াইয়া রহিল।

অকথিতা কহিল, "যাও!"

অজয় দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি তাঁবুতে গিয়ে ঢুক্‌লে, আমি যাবো। ততক্ষণ দেখি।"

অকথিতা আর কোনও কথা কহিল না। ধীরপদে তাঁবুর দিকে চলিল। তাঁবুর নিকটে পৌছিয়াছে এমন সময় আর একজন—মাইতি—তাহার সহিত মিলিল। অজয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

মাইতি অকথিতাকে সম্ভাষণ করিল; "কাজ বাগিয়েছিস্? কালই হাঁসিল হওয়া চাই!"

অকথিতা উত্তর দিল না। যেমন চলিতেছিল, চলিল।

মাইতি রুক্ষস্বরে কহিল, "ইস্! গলে গেছিস্ যে। ছোঁড়ার সুন্দর চেহারাতে না কি?"

অকথিতা এবারও উত্তর করিল না।

মাইতি বলিল, "কথাবার্ত্তা কি হোল শুনি। প্রায় তিন ঘণ্টা ধোরে তো প্রেম করা হোল—তারপর আসলটা কি?"

অকথিতা অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "কাল তোমার পেলেই তো হোল! কেন শুধু শুধু বিরক্ত করো। এ কাজে কি নিজে ইচ্ছে কোরে আমি হাত দিয়েছি? তোমার সে বোধও নেই যে—এটা কতদূর হৃদয়হীনের কাজ! ভগবান্ যে তোমাকে কোন রকম সঙ্কোচ লজ্জা কি মানুষের মত

মনোভাব দেয় নি, এইজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দাও! কিন্তু অপরের ওপর জুলুম কোরো না।" তার গলার স্বর ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল।

মাইতি ব্যঙ্গস্বরে কহিল: "বটে! একদম, যীশুর চেলা। হোঁ-হুঁ-হুঁ! কেঁদেই গেল! আরে মোলো! হোয়েছে কি শুনি? বোকা থাক্‌লেই দুনিয়াতে চালাক লোক তাকে খাদ্য বানায়। এতে তোর তো মানুষ হোয়ে যাবার কথা; তোর বাপের ভাগ্যি এমন ট্রেনিং দিচ্ছি! তা না হুঁ-হোঁ-হুঁ! মিনি পয়সাতে চোখের সামনে প্রেম কোরতে দিচ্ছি—তবু হয় না!"

অকথিতা ইহার উত্তর দিল না। তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল।

মাইতি পিছনে পিছনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "এদিকে আমি সবাইএর সঙ্গে লড়ে বেড়াই। জানিস্ তা! পুলিশের লোক ফিরতে সুরু কোরেছে। আজ বিকেলে এইদিকে একটা ছোঁড়া ফির্‌ছিল। দেখেই বুঝেছি, বাবা! দিয়েছি দূর থেকে এক ইট্ কষিয়ে—বাছাধন পালিয়েছে তো—কিন্তু কাল সকাল পর্য্যন্ত টেঁকা দায়!"

অকথিতা চমকাইয়া উঠিল: "কখন্?"

মাইতি মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল: "কখন? প্রেম কোরলে কি সময়ের জ্ঞান থাকে? কাজ হাসিল কাল না হোলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন। মেরে এইখানে পুঁতে রেখে যাবো। দুটোকেই এক-গাড়ে!"

অকথিতা আর কিছুই শুনিতে চাহিল না।

মাইতি কিছুক্ষণ তাঁবুর বাহিরে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া যেন কি শুনিতে লাগিল। কোথাও কোনও রকম সন্দেহের কারণ আছে কি না। তারপর সতর্কভাবে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁবুর দরজা ফেলিয়া লাগাইয়া দিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"ব্যাপার গুরু হে !"

বেলা তিনটা নাগাদ নিশিকান্ত এসপ্ল্যানাডে ট্রাম-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। রণজিত সকালে তাহার গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার পর অনেক কিছু ঘটিয়াছে—তাহাতে তাহার মনের ও চিন্তাবৃত্তির যথেষ্ট পরিচালনা ঘটিয়া গিয়াছে।

একটু দাঁড়াইয়া দেখিতেই দেখিল রণজিত হন্‌হন্ করিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে ! সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রণজিত আসিতেই তাহাকে বলিল, "চল, কোনও একটা দোকানে ঢুকে চা-এর টেবলে বসা যাক্ গে ! চা-টা খাবে তো ?"

রণজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "খেতে পারি। কিন্তু এখন না। সে ব্যাটা এসে পৌঁছুতে পারে ! এখন ঘণ্টা দুই-ই নজর রাখ্‌তে হবে। এইদিকেই ঘোরে !"

নিশিকান্ত বলিল, "তাই তো ! চল, তবে। কোথায় বোস্‌বে !"

রণজিত জানাইল, সে বসে নাই কোথাও—কেননা তাহাকে দেখিলে হত্তুকি সিং হয় তো গা-ঢাকা দেবে; তাই সে সকাল হইতে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে চারিপাশে।

নিশিকান্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্যালককে দেখিল; বলিল, "আচ্ছা ! তখন থেকে এর চার পাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছ ? খাওয়া-দাওয়া—"

রণজিত কহিল, "সে হবে'খন। এখন চল—" তা'রপর নিশিকান্তকে লইয়া সে গেল মনুমেণ্টের দিকে।

নিশিকান্ত আপত্তি করিল, "কিন্তু আমার দ্বারা চক্র খাওয়া হবে না রঞ্জিতবাবু! মাথা ঘুরবে। বস্‌বার জোগাড় দেখ!"

রণজিত্‌ বিরক্তভাবে কহিল: "সকাল থেকে এতক্ষণ তো বোসেই ছিলে—ছিলে না? তবে একটু ঘুরতে ভয় পাও কেন? মাথা ঘুরে যাবে না—ভয় নেই! মাথার স্ক্রু (screw) তো ঢিলে নেই। তবে?"

নিশিকান্ত আর তর্ক না করিয়া এক জায়গাতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "শোন হে, ছোক্‌রা! ব্যাপার গুরু! প্রথম নম্বর—তোমার পিতাঠাকুরের কাছে খবর পৌঁছেচে, ঐ মিত্তিরই বলেছে যে তুমি নিশ্চয়ই এর ভেতর আছো—পুলিশে এই খবর দিয়েছে। কি রকম বুঝছো?"

রণজিত অবাক হইয়া কিছুক্ষণ রহিল; তারপর কহিল, "এঁ্যা! আমি! হাঁ, তা' কাল সন্ধ্যেতে ও আমি আর সাগরিকা তিন জনে ঐ মোটরে গিয়েছিলুন বটে! কিন্তু তা বোলে এই ব্যাপারে আমি আছি? কি কোরে ঐ মিত্তির জান্‌লে?"

নিশিকান্ত কহিল, "আরও আছে। ব্যস্ত হও কেন? মিত্তির এত রেগেছে যে তোমাকে জেলে না দিয়ে ছাড়্‌বে না। কন্যাপহরণের লোক! বটে কিনা। এ রকম হওয়া স্বাভাবিকই।"

রণজিত মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বটে কি? কন্যা ও'র কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে নিশিদা। ঐ প্রথমে আমাকে বলে, সাগরিকা যখন মানছে না তখন লুঠ করে নাও হে।"

নিশিকান্ত বলিল, "তারপর তুমি নাকি তা'র কাছে কত টাকা দেবার চুক্তি কোরেছিলে, কি কোরেছিলে, সে কথাও তোমার বাবা-মশায়কে জানিয়ে মিত্তির বলেছে সে ধনে প্রাণে যাবে, যদি-না তোমার বাপ তাকে অন্তত দশ হাজার দেয়। যদি দশ হাজার পায় তবে তোমাকে জেলে দেবে না; তোমার নামটা বাঁচিয়ে যাবে—না হোলে এমন প্রমাণ

নাকি তার হাতে আছে যে তোমার জেল্ অনিবার্য্য। তোমার পিতা-ঠাকুর তো অগ্নিবৎ। একেবারে আজ কোর্টেই এসে হাজির। বল্লেন, সে লক্ষীছাড়ার বাপের শ্রাদ্ধ কোরবো। অত্যন্ত অস্বাভাবিক ইচ্ছা—কিন্তু তবু রাগের মাথায় এমন হোয়েই যায়—"

রণজিত দাঁতে দাঁত ঘষিল মাত্র, কোনও কথা বলিতে পারিল না।

নিশিকান্ত বলিল, "মোটের উপর ব্যাপার সঙ্গীন। এ'র মধ্যে সাগরিকা ছাড়া আর সবারই কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে।"

রণজিত মন্তব্য দিল, "সেই হতুকির কাজ এই। তাকে খুঁজে বা'র করাই চাই; প্রথম কাজ—এই।—কিন্তু পাই কোথায়?"

নিশিকান্ত বলিল, "সেও সমস্যা। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা—তোমাকে নিয়ে কি করা যায়? কি কোরবে ভাব্‌ছো? আমি তো তোমার পিতাঠাকুরকে বলেছি মিত্তিরকে কিছু দিয়ে ঠাণ্ডা কোরতে। না হোলে পুলিশের হাত থেকে তোমার তো ছাড়ান নেই। কিন্তু তাঁর তোমার উপর বিশেষ কোনও রকম টান দেখলুম না। সোজা বলে দিলেন, "যাক্ গে; তার গোষ্ঠীশুদ্ধ যাক্; তার বাপ চোদ্দপুরুষ যাক; জীবন দত্ত কিছুই কোরবে না তাদের জন্যে। সুতরাং ব্যাপার বড় সুবিধার নয়।"

রণজিত কহিল, "আমিও চাই না! ফাঁসিতে যেতে তৈরি! আমার কি? কিন্তু সাগরিকা—"

নিশিকান্ত বলিল, "তাড়া নেই। সাপে ব্যাঙ গিলে রাখ্‌তে পারে না—সময় লাগে। তুমি আমার মতে গা-ঢাকা দাও দিনকতক। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া দিনাজপুর বগুড়া নিদেনপক্ষে কৃষ্ণনগর খসে পড়ো। কোলকাতাতে আর না। বরং চুল-ফুলগুলো ছেঁটে সাহেবি পোষাকটা রপ্ত করে নাও। আর বেকার নও, পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট নও—তা প্রমাণ করার জন্যে না

ইন্‌সিওরেন্সের দালাল হোয়ে যাও। আমার জানা-শোনা আছে—কালই ব্যবস্থা কোরে দিতে পারি।”

রণজিত কহিল, “কিন্তু ততদিনে সাগরিকা—”

নিশিকান্ত উত্তর দিল, “আহা, আমি কি চোখ বুজে থাক্‌বো? কক্ষনো না। তোমার চেয়ে আমি সে ব্যবস্থা ভালই কোরতে পারবো হে। ভয় নেই—খবর পেলে তোমাকেই জানাবো—নিজে তাকে misappropriate কোরবো না। কিন্তু প্রধান চাণক্যীয় নীতি—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বাপ তোমার স্বনামধন্য পুরুষ—সুতরাং ভয় নেই; শুধু তুমি আপনি বাঁচ। বিশেষ যখন পিতৃগৃহে স্থানাভাব, আর শ্বশুরগৃহ নাই, আমার গৃহ নিরাপদ নয় যতক্ষণ তোমার ভগ্নী আছেন। এ ক্ষেত্রে—”

রণজিত কহিল, “কিন্তু ভেবে দেখি। এখন কলকাতা ছেড়ে যাঁওয়া উচিত কি না। আর গেলে, তুমি একা সব দিক বজায় রাখ্‌তে পারবে কি না। আমি ও পুলিশ টুলিশ গ্রাহ্য করি না।”

নিশিকান্ত হাসিয়া বলিল: “ওহে, তোমার না হয় এখন মাথা ও রক্ত গরম, কিন্তু ভয় তো তোমার নয়, ভয় এই যে আমিও মারা পড়্‌বো—আর একটা কেলেঙ্কারি হবে। গোঁয়ার্ত্তুমি কোরো না। তা ছাড়া তোমার হত্তুকি সিং যে এতদিন কালোজিরে খাঁ হয়নি তারই বা কি প্রমাণ? কিসের পিছনে ঘুরছো তুমি? আর বা'রই বা কি উপায়ে কোরবে? এ সব কথা তলিয়ে দেখো, বুঝেছ?”

রণজিত দেখিল, কিছু অযুক্তির কথা নয়। কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল যে কলিকাতা ছাড়িলে তাহার সমস্তই হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। অবশ্য নিশিকান্তকে সে সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করিতে পারে ত মন যেন সায় দেয় না।

নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল : "কোথায় থাক্‌বে? কিছু ব্যবস্থা হোয়েছে? রাত কোথায় কাটবে?"

রণজিত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "অজয়দের মেসে গিয়ে শোব'খন। তারা কেউ নেই।"

নিশিকান্ত : "অজয় কে?"

রণজিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিল অজয় ও বিনয়ের এবং মেসের ঠিকানাও বলিয়া দিল।

নিশিকান্ত বলিল, "বেশ তবে তাই যাও। চল একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্‌গে। রাত্রে বেশ কোরে ঘুমিয়ে মাথা ঠিক কোরে নেবে। তার-পর কাল—না হয় তোমাদের মেসেই বারটা নাগাদ কোর্টে যাবার নাম কোরে পৌঁছে যাবো। মোটের উপর দুচার দিন গা ঢাকা দেওয়া মন্দ হবে না—বলেই মনে হয়।"

রণজিত তবুও মনস্থির কোরে উঠ্‌তে পারলে না। কলিকাতার বাহিরেও সে কখনো যায় নাই; কোথায় বর্দ্ধমান বাঁকুড়া কোরে সে বেড়াবে। তাও আবার একা একা; সঙ্গে পুলিশের ভয়, বাপের কাছে তাড়া খাওয়ার ভয়; কি নাই? সর্ব্বোপরি সাগরিকার দুর্ভাবনা। কাজেই বলিল, "আচ্ছা, ভেবে দেখি। তুমি এসো কাল কিন্তু; আর দিদিকে কি বাবাকে যেন কিছু জানিয়ো না।"

নিশিকান্ত কহিল, "রামঃ! আমিও যে তা হোলে আইনে ফেঁসে যাবো। আসল মাল—মোটরকার তো আমারই ঘাড়ে ঝুলিয়েছ ভায়া। পুলিশে টের পেলে আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না। এখন চল।" দুইজনে উঠিয়া একটা ভদ্রগোছের চায়ের দোকানের উদ্দেশে চলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পিসির আশা পূরিল

বিনয় যাইবার দুইদিন পরের ঘটনা।

প্রভাতে উঠিয়া পিসি যথানিয়ম স্নানে গেলেন; শোভা আপনার কাজে লাগিয়া গেল। কাজ তাহার ইদানীং হঠাৎ বাড়িয়াছিল, বিনয় থাকিতে। কিন্তু দুইদিন সে চলিয়া যাওয়াতে তাহার কাজের উৎসাহও কমিয়াছে; কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে। অজয় আছে বটে, তবে হয় সে নিজের ঘরে; না হয় পিসির কাছে; না হয় বাহিরে বাহিরে কাটাইত; শোভার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কমই; কম কেন মোটেই ছিল না। অজয় যেন হাওয়াতে চলে; মানুষ বলিয়া শোভাকে গ্রাহ্য সে করে না।

শোভার কাজ আস্তে আস্তেই চলিতেছিল। জ্যেঠি বাড়ী ফিরিলে সে স্নানে যাইবে। জ্যেঠি স্নান করিয়া ফিরিতে দুই ঘণ্টা—কাজেই শোভারও তাড়া নাই। তবু দুই ঘণ্টা কাটিয়াই গেল। জ্যেঠি ফিরিলেন—শোভা স্নানের জন্য চলিয়া গেল। স্নানে তাহার ২০ মিনিটের বেশি লাগে না; ঘাটে গিয়া একটা ডুব দিয়া আসা বৈ তো নয়। ফিরিয়া সে অজয়ের জন্য চা-প্রভৃতি তৈরি করিয়া অজয়ের কক্ষের দিকে গেল। এটা প্রত্যহই করিতে হইত, কিন্তু আজ ঘরের দরজাতে টোকা দিতে গিয়া দেখিল, দরজা খোলা। উঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিল, কেহ নাই। ভাল করিয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিল, অজয় নাই। এত সকালে অজয় বড় উঠে না—মোটে তো নয়টা হইবে; সে ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে হাসিয়া ফিরিল।

অজয় অকথিতাদের তাঁবুতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়াছে—শোভার বুঝিতে বাকি রহিল না। শোভা চা লইয়া ফিরিয়া গেল ; নিজে চা একটু মুখে দিয়া দেখিল, নষ্ট হইবে কেন? তারপর রন্ধনের কাজে মন দিল।

কিছু পরে পিসি ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া হাঁক দিলেন, "ও শোভা, এখনও অজুকে চা দিলি না। রোজই তোকে মনে করিয়ে দিতে হবে? কি পোড়ার মন, বাবা। বাছা দশ বছর পরে ফিরেছে! তা' তোর জ্বালাতে একটা দিনও ও'র ভাল কাট্‌লো না।"

বকিতে বকিতে পিসি পূব দিকের ঘরের দরজাতে পৌঁছিয়া ডাকিলেন, "ওরে অজু, এ তোর কি রকম আক্কেল! বেলা তিন প্রহর হোতে চল্‌লো, এখনও ঘুমুচ্ছিস্? এ কি ছিষ্টিছাড়া ঘুম।" সাড়া শব্দ না পাইয়া পিসি যা কখনো করেন না, আজ তাই করিলেন, অর্থাৎ দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। সেইখান হইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন: "দেখেছিস্, শোভা, অজু কোথায় বেরিয়েছে। সাত সকালেই বেরিয়েছে। দিনরাত টো টো কোরে বেড়ায় কোথায় ও? তোর জন্যেই বাড়ী থাকে না—তুই আবাগী ওকে দু চোখে দেখ্‌তে পারিস্ না। হিংসেতে ম'লি। বিয়ে কোরে থেঁত্‌লোবে যখন—তখন বুঝ্‌বি!"

কিন্তু শোভার উত্তর নাই। সে মুখ টিপিয়া হাসিতেই লাগিল। ভাগ্যিস্ পিসি এখনও ভাইপো'র গুণের কথা সব শোনে নাই!

পিসি রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুই দেখেছিস্ রে? কখন গেছে অজু?"

শোভা জবাব দিল, "না।"

পিসি মন্তব্য করিলেন, "তা দেখ্‌বি কেন? তোর কি দেমাকের শেষ আছে? বাছা দশ বছর বাদে এলো—একটা খোঁজও তো রাখ্‌তে হয়।—"

শোভা বলিল, "তোমার রাখাতেই যথেষ্ট—আমাকে আর দরকার নেই। তোমারই তো ভাইপো—টো টো কোরবে না তো কি কোরবে?"

পিসি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ভাইপোই তো! বানের জলে তো ভেসে আসেনি বাছা! তা বোলে তুই বাড়ী বোসেও কোন খবর রাখিস্ না—এ কি রকম লা? আচ্ছা মেয়ে তো!"

বকিতে বকিতে পিসি আবার নিজের ঘরে গেলেন। শোভা জ্যেঠির সহিত এতকাল ঘর করিয়াছে তাই সে জ্যেঠির বকুনির ভিতর যে কিছুই নাই তাহা জানিত। বাক্যজালে জ্যেঠি তাহাকে ধরিতে পারিতেন না, তাই তিনি শোভাকে ভয় খাইতেন।

কিছুক্ষণ পরে জ্যেঠি ঘর হইতে চিৎকার করিলেন, "ওরে ও শোভা! শোভা রে!"

শোভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দৌড়িল। এ চিৎকার যে স্বাভাবিক নহে তাহা তাহার কাছে ধরা পড়িতে এক মুহূর্ত্তও লাগিল না। জ্যেঠির ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরে ছত্রাকার করিয়া জিনিসপত্র ছড়ান, মায় বিছানা পর্য্যন্ত, আর মাঝখানে জ্যেঠি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া।

শোভা বুঝিয়া লইল, কি ঘটিয়াছে। সে একবার একটি বিশেষ স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল; সেখানে ক্যাসবাক্স নাই। সে চুপ করিয়া রহিল।

জ্যেঠি হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "অজু! শোভা অজু কোথায়?" তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

শোভা চট্ করিয়া বলিল, "কোথায়? কলকাতায় যাবার নাম কোরে তো বেরিয়েছেন।"

পিসি উচ্চারণ করিলেন, "বাক্স!"

শোভা হাসিয়া বলিল, "বাড়ীর কর্ত্তা নতুন বানিয়েছো। আমি চুরি করি এই ভয়ে অন্য কোথাও ভাল কোরে রেখেছেন গো—যাতে চুরি আর না হয়; আমাকে তো বিশ্বাস নেই তোমাদের পিসি-ভাইপোর!" তার-পর জিনিস-পত্র যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "কি তম্বি! কর্ত্তা বটে, জ্যেঠি! বলেন কি, হিসাব দাও। আমি চুপ কোরে থাকাতে বল্‌লেন, "চুরি না কোরলে হিসেব দিতে ভয় কেন? আমি বলেছি, বেশ কোরেছি, চুরি কোরেছি। বলা হোল, আচ্ছা, দেখাচ্ছি, চুরি করাচ্ছি। এমন জায়গাতে বাক্স রাখ্‌বো, কারও মরা বাপের ক্ষমতা হবে চুরি কোরতে! বুঝেছ? ভাইপো দশ বছরে খুব হুঁসিয়ার হোয়েছে তোমার!"

শুনিয়া জ্যোঠি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার হতবুদ্ধির ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। হাসিয়া কহিলেন, "আরে ছুঁড়ি, ভিতরে ভিতরে এতো হোয়ে গেছে! আর আমাকে একটা কথাও বলিস্‌ নি। এত ঘটা, হ্যাঁ?" তিনি এইবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন।

শোভা বলিল, "আজ কলকাতা যাবার তাড়া কেন, তা' যদি জানতে?" পিসি হাসি থামাইয়া বলিলেন, "কি? কেন?" শোভা বলিল, "বাপ্‌! যেই বলেছি যে শুধু শুধু যেন টাকা নষ্ট না হয়, আর অমনি ধমক্‌: 'পিসি যা' বলেছে, ফর্দ্দ দেখিয়েছে, তাই আন্‌বো; তোমার কি? মেয়েছেলের আবার বুদ্ধি? যা কর্ব্বার তা আমার জানা আছে। তোমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত তর্ সইল না। বল্‌লেন, পিসি ভট্‌চাজ্যির ফিকিরে পড়ে যাবে—দেরি কোরলে ট্রেণ পাবো না।"

পিসি উৎসাহিত হইয়া উত্তর দিলেন, "বেশ কোরেছে, বড় যে তোর দেমাক্‌ কি না! এইবার বিয়েটা হোয়ে যাক্‌, তোর কি হাল করি দেখ্‌বি!"

শোভা মুখ ঝাঁমটা দিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা! তোমার ভাইপো, তুমি সব সহ্য কোরতে পার, আমি কেন কোরবো?"

পিসি ঝগড়ার গন্ধে মাতিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌বো লো দেখ্‌বো। মেয়েছেলের বাড় কিছু নয়। ও সব থেঁতো হোয়ে যাবে।"

শোভা উত্তর দিল, "দেখো; আমার সঙ্গে কিছু হোলে আমি বাড়ীতে কাক-চিলও বোস্‌তে দেবো না।"

পিসি কোঁদল করিলেন, "না দিবি না, তোর বাপের বাড়ী কিনা তাই দিবিনা। নিশ্চয়ই বোস্‌বে; হাজারো, লাখো কাক-চিল বোসবে, শোবে; তোর কি? অজুকে বলে দেবো, সে বসাবে তবে ছাড়বে।"

শোভা বুঝিল, জ্যেঠি এইবার কতকটা সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু সে যে কাণ্ড হঠাৎ করিয়া বসিল তাহার ফল কে ভোগ করিবে ও কি হইবে। তবু উপায় নাই; জ্যেঠিকে বাঁচাইতেই হইবে। যে টাকার উপর ভরসা করিয়া জ্যেঠি বাঁচিয়া আছে, তাহা যে গিয়াছে এ সন্দেহও জ্যেঠির পক্ষে অসহ্য হইবে। তাই সে বলিল, "চলো এখন, রান্নাঘরে যাবে? এখানে বোসে তোমার সঙ্গে ঝগড়া কোরবো তো রান্না কোরবে কে? তোমার ভাইপোটির গুণের কথাই বা কত কই, বল।"

জ্যেঠি কৌতূহলভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেনঃ বলিলেন, "আমর্ ছুঁড়ি—তলে তলে এতো! উপরে রাটুকুও নেই—এর মধ্যে এত হোল কখন শুনি? আমার চোখে ধূলো!"

শোভা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "হবে না কেন? ও অজু, ও অজু, কোরে মাথাটা ভাইপোর খেয়েছে কে শুনি? আমি?"

সে আরও কত মিথ্যা কহিতে হইবে তাহার আন্দাজ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। জ্যেঠি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া 'রকে'র

উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আ কপাল! কলিকাল! না, এমন বেহায়াপণা যে বাপের জন্মেও শুনিনি! ভাঙ্‌ছি তোদের গুমর! যাচ্ছি ভট্চাজ্যির কাছে!"

শোভা রান্নাঘর হইতে জবাব করিল, "যাওনা, তোমার ভট্চাজ্যির ভয়ে আমরা মরে গেলুম আর কি?"

জ্যেঠি সত্যই ভট্চাজ্যির বাড়ীতে ছুটিলেন।

শোভা এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হঠাৎ নিজেকে একেবারে সহায় ও শক্তিহীন বলিয়া অনুভব করিল। জ্যেঠিকে তো বাঁচাইয়াছে কিন্তু তাহার নিজের কি হইবে? এই বিপদে তাহার মনে হইতে লাগিল কেবল বিনয়ের কথা, সেই একটিমাত্র লোক তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু বিনয়ের দেখা নাই। সে নিজে তো আর ছুটিয়া গিয়া মাঠে দেখিয়া আসিতে পারে না যে—তাঁবু আছে কি না, অকথিতা আছে কি না। আর দেখিয়াই বা সে কি করিবে। টাকা গিয়াছেই ধরিয়া লওয়া যাক্। ভবিষ্যতে কি হইতে পারে? তাহাদের যে পথ ছাড়া গতি নাই।

তাহার দুশ্চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল। রান্নাঘর হইতেই শোভা দেখিল, অজয়।

শোভা তাহাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল; এতক্ষণ যে কল্পনার উপর তাহার মন চলিতেছিল, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইল। অজয় অকথিতার সহিত তবে যায় নাই; হয়তো শুধু টাকাটাই হস্তান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু সেও তো কম আস্পর্দ্ধা নহে।

অজয় বিনাবাক্যে আপনার ঘরে গেল; ঘর হইতে দুই-তিন মিনিট পরে—আবার বাহিরে রকের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পিসি!"

শোভার আর সহিষ্ণুতা রহিল না। সে রুক্ষকণ্ঠে ডাক দিল, "শুনুন!"

অজয় তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শোভা তাহার রকম দেখিয়া নিজেই বাহিরে আসিয়া অজয়ের একেবারে নিকটে গিয়া কহিল: "বাক্স কোথায় ?"

অজয় অন্যদিকেই চাহিয়া রহিল। শোভা বলিল, "হয় টাকা ফিরিয়ে নিয়ে আসুন না হয় যান্ আপনিও। লজ্জা করে না এইরকম কোরে আস্‌তে? কাকে দিয়ে এসেছেন টাকা? অকথিতা কে? দু'জনে পালাবার মতলব কোরেছেন? তা যান্—কিন্তু গরীবের যথা-সম্বল নিয়ে কেন ?"

অজয় ইহার উত্তর না দিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "পিসি কোথায় ?"

শোভা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া চলিল, "আমিই যাবো তার কাছে চলুন!"

এইবার অজয় শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল, "অকথিতা নেই, তাঁবুও নেই!"

শোভা আকাশ হইতে পড়িল। "নেই?" শোভা এইবার কি করিবে? অজয় তাহাকে টাকা দিয়াছে, আর অকথিতা ও তাহার দল টাকা লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। উদ্ধারের আর উপায় নাই। এখন পিসি আসিয়াই অজয়কে দেখিবেন, টাকার কথা উঠিবে, সব বেফাঁস হইয়া যাইবে। শোভা যে এতগুলি মিথ্যা কহিয়াছে—তাহার কোনও ফল হইবে না। শোভা যেন অকূল পাথারে পড়িল।

সে নিতান্ত বিভ্রান্তভাবে রান্নাঘরের দিকে দুই এক-পা আগাইয়া দাঁড়াইল। অজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এখন কি করা উচিত? জ্যেঠি জান্‌তে পেরেছে যে টাকা আপনার কাছে। আমি বলেছি যে আপনি কলকাতাতে গেছেন, জিনিসপত্র কিন্‌তে। এখন—"

অজয় সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "কিন্তু কলকাতাতে আমি তো যাইনি!"

শোভা উত্তপ্ত হইয়া কহিল, "গেছেন; আমি বলেছি যে আপনি

গেছেন। কি কোরে জান্‌বো আপনি যান্‌নি? তাই বলেছি বাজার কোরতে গেছেন।"

অজয় প্রশ্ন করিল, "বাজার? আমি? কিসের বাজার?"

শোভা বলিল, "হাঁ—বাজার। আপনি নিজে বিয়ের বাজার কোরতে গেছেন—আমার সঙ্গে বিয়ে। কিন্তু সে তো বলেছি। এখন কথা হোচ্ছে পিসি এসে জিগ্‌গেস কোরবে: ফিরে এলেন কেন? বাজারই বা কেন করেন নি? তার জবাব কি দেবেন?"

অজয়ের মুখ দেখিয়া বুঝা গেল যে—কোনও রকম প্রশ্নের কোনও রকম উত্তর তাহার—নাই।

শোভা তাই উত্তরটাও দিয়া দিল: কহিল, "বোল্‌বেন, ট্রেণ পাওয়া গেল না। ট্রেণ তো এরকম অনেক সময় ধরা যায় না, তবে?"

অজয় ইহাতে সায় দিল, "হাঁ, তা ধরা যায় না। ট্রেণ তো দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে নয়। তা' পিসি যদি টাকা কি বাক্স চায়? ওখানেই তো নিকুচি!"

শোভা পরামর্শ দিল: "বল্‌বেন, আপনার কাছেই আছে। কিছুতেই ভাঙবেন না যে নেই।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "কিন্তু টাকার কি হবে? আমাদের চল্‌বে কি কোরে? উপার্জ্জনের চেষ্টা করুন, যান্! যা কীর্ত্তি কোরেছেন!"

অজয়ের মন এইবার দমিয়া গেল। শোভা যতক্ষণ তাহাকে দোষস্খালনের রাস্তা দেখাইতেছিল, সে যেন মুক্তির পথ দেখিতেছিল; এইবার বিপন্নের মত বলিল, "ইয়ে, আমি কি কোরবো? এ তো বড় great গণ্ডগোল!"

শোভা দৃঢ়স্বরে কহিল, "হাঁ, তাই কোরতে হবে। পুরুষমানুষ না?"

শোভার কথার মধ্যেই পিসি ফিরিলেন, চিৎকার করিতে করিতে:

"ওরে শোভা, ভট্‌চাজ্যি কি বলে জানিস্? পরশুই বিয়ের তারিখ। অজুকে—" তারপর অজয়কে সম্মুখে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। একটু সময় লইয়া বলিলেন, "ওরে তুই বাজার এখনও কোরতে যাস্‌নি; আর আমি যে পরশু বিয়ের ব্যবস্থা করে এলুম। লোকজন সব বলে এসেছি।"

অজয় শুষ্কমুখে উত্তর দিল, "তা' ট্রেণ ফেল্ হোলে কি হেঁটে যাবো?"

পিসি বলিলেন, "তোর বাপু কোনও বুদ্ধি নেই; ট্রেণ কি কোরে ফেল্ কোর্‌লি? এত পাশ কোরলি, আর একটা ট্রেণ ধরতে পারলি না। কি ঘেন্নার কথা।"

অজয় বলিল, "আরো ট্রেণ আছে; গেলেই হবে। এতো গোল কোরছো কেন?"

পিসি রকের উপর উঠিয়া বলিলেন, "কিন্তু ওখানা তো গেল। ওটাই বা ফেল কোর্‌লি কোন বুদ্ধিতে? এখন বিয়ের কি বাজার হবে? শেষে কি ন্যাংটা হোয়েই বিয়ে কোরবি?"

পিসি নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

শোভাকে উদ্দেশ করিয়া একটু পরে বলিলেন, "হাঁরে, ওলো ছুঁড়ি, বলি বিয়ে কার? নাকে যে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিস্। তা আমার কি? তোদের বিয়ে হোল না হোল তো আমার কি?" অজয় বেগতিক দেখিয়া আপনার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল; দেখিয়া পিসি বলিলেন, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্ শুনি, অজু! ট্রেণ কি ঘরের মধ্যে বসে। ট্রেণ তো ইষ্টিশনেই মেলে। তোর কি ইচ্ছেটা যে গাঁয়ের লোক আমাকে দেখে হাসে?"

অজয় বিব্রতভাবে কহিল, "এই যে এখুনি যাই।"

শোভা রান্নাঘর হইতে বলিল, "বিয়ের তো এখনও দেরী দু'দিন জ্যেঠি।

বাজার কলকাতা শহরে একবেলাতে হয়। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। ওঠো, যাও, মুখে জলটল দাও। বোসে বোসে বোক্‌লেই তো সব হবে না। যাও—ওঠো।”

শোভার হুকুমের উপর কথা বলা জ্যেঠির পক্ষে কঠিন; তিনি বুঝিতেন যে কখন শোভার কথা উপেক্ষা করা চলে, কখন চলে না। তাই অগত্যা উঠিলেন। অজয় কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া উপস্থিত হইল, রান্নাঘরের দরজাতে। তারপর নানারকম আড়ম্বর করিয়া শেষে শোভাকে বলিল, “ইয়ে, কিন্তু টাকা?”

শোভা এত আশ্চর্য্য কোনওদিন হয় নাই, বলিল, “টাকা? আমি কোথায় পাবো?” অজয় ইতস্তত করিয়া কহিলঃ “তা হোলে বিয়ে হবে না?” শোভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “তা আমি কি জানি? যেখান থেকেই হোক্ টাকার জোগাড় করে নিয়ে আসুন, বিয়ে হবে বৈ কি।” অজয় ইহার উত্তরে লম্বা পা ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ

রণজিত অজয়দের মেসেই আশ্রয় লইল ; মেসের অধিকারী তাহাকে চিনিতেন ; তাই তাহার বন্ধুরা না থাকিলেও ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। রণজিত সারাদিনের শ্রান্তির পর শুইয়া পড়িল ; ম্যানেজারকে বলিল, "খাবার সময় খেতে দেবেন, মশায় ; এখন আমি শুচ্ছি।"

কত রাত তাহার খেয়াল ছিল, হঠাৎ ডাক শুনিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, বিনয়। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন এলি ? অজা কোথায় ?" বিনয় জবাব দিল, "সে আসেনি। কিন্তু তুই এখানে কেন ?"

রণজিত বলিল, "সে অনেক কথা বোলছি। আপাতত খাওয়া দাওয়া হোয়েছে কি, না ? খিদে পেয়েছে।"

বিনয় ম্যানেজারকে ডাকিয়া খাবার পাঠাইতে বলিল। তারপর রণজিতের পাশে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?

রণজিত উদাসভাবে কহিল, "সাগরিকা নেই !"

বিনয় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোয়েছিল ? মারা গেছে না কি ? কবে ?"

রণজিত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "মারা যাবে কি দুঃখে ? যত অলক্ষুণে কথা তোর ? সাগরিকা—"

বিনয় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রণজিত জিজ্ঞাসা করিল, চিনিস ? সেই হত্তুকি সিংএর কথা মনে আছে ?"

বিনয় সংশোধন করিয়া দিল, "হরিতকি খাঁ!"

রণজিত গম্ভীরভাবে বলিল, "সেই এর গোড়া! একবার ব্যাটাকে পেলে হয়!" বিনয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না।

রণজিত কৃতসংকল্প হইয়া শেষ উক্তি দিল, "ব্যাটাকে ধরতে হবে!"

ম্যানেজারের সহিত ভৃত্য আসিয়া দুইজনকে খাবার দিয়া গেল! দুইজনে নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিল। তারপর ঘরের দুইখানি তক্তপো'যে দুইজনে শুইল।

রণজিত কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবার সঙ্গে cut-off করেছি। তাতে দুঃখ নেই; আমি না কোরলে বাবাই কোরতো, কোরতো কেন কোরেছিলই। এখন কথা হোচ্ছে সাগরিকার। সম্ভব তাকে চাবাগানে পাঠিয়েছে।"

বিনয় নিরুত্তরে—আপনার কথা ভাবিতে লাগিল।

শোভার কথামত সে তাঁবুর কাছে গিয়াছিল কিন্তু মাইতির ঢিল খাইয়া আর অগ্রসর হয় নাই। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে ইহারা দেশ-সেবী নয়; কিন্তু তবু কলিকাতায় গিয়া একবার সন্ধান লইয়া আসিবে। তাই সে আসিয়াছে; সমস্ত কংগ্রেসীর ও অন্যরকম সভাসমিতির সন্ধান করিয়া তবে পুলিশে খবর দিবার ব্যবস্থা করিবে।

রণজিত শুধাইল, "কি ভাব্‌ছিস্?"

বিনয় জবাব দিল, "শো এখন; কাল সকালে কথা হবে। বড় ঘুম পাচ্ছে!"

পরদিন প্রভাতে বেলা ৯টার সময় দুইজনের ঘুম ভাঙিল। বিনয় প্রথমে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তনের পর বাহিরে যাইতে উদ্যম করিল। রণজিত উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?" বিনয়—সংক্ষেপে বলিল, "একটু কাজ আছে।" রণজিত মন্তব্য দিল, "কাজ তোর

সংসারে কিছু নেই বিনয়, আমারও নেই। শুধু শুধু চাল মারিস্ নি। এখন আয় বুদ্ধি খেলা যে সাগরিকার সন্ধান কি কোরে হোতে পারে। চারটা নাগাদ নিশিদা আস্‌বে; এলে তখন তাকে তো একটা জবাব দিতে হবে! ততক্ষণ চা-টা খাওয়া যাক্!"

বিনয় কহিল, "তুই ভেবে দেখ, আমি আস্‌ছি একবার। বিশেষ কাজ! বারটা নাগাদ এসে পৌছুবো'খন।"

পাছে রণজিত আবার তাহাকে ধরে তাই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রণজিত চটিল। এরূপ বন্ধু থাকার কি দরকার? কিন্তু যখন বিনয় মানিল না, তখন আর উপ য় কি? সে চা চাহিয়া পান করিল, তারপর আবার শুইল, ও অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা বারটার সময় নিশিকান্ত আসিয়া তাহাকে উঠাইল, "বা! এতো খুব মজা! বেলা বারটা পর্য্যন্ত ঘুম।"

রণজিত উঠিয়া বলিল, "এসেছো, নিশিদা! তোমার জন্যেই অপেক্ষা কোরে কোরে ঘুমিয়েছি। কি ব্যাপার বল?"

নিশিকান্ত বলিল, "ব্যাপার আবার কি, পুরাণো, তবে খুব ঘোরালো হোচ্ছে। আমি তো এই একটা ইনসিওরেন্স ও একটা ইনভেষ্টকোম্পানীর এজেন্সি এনেছি চেয়েচিন্তে; তৈরি হোয়ে বেরিয়ে পড়। শুভস্য শীঘ্রং আর কি?"

বিনয় আসিয়া পড়াতে নিশিকান্ত চুপ করিল। রণজিত পরিচয় দিল, "ও বিনয় আমার বন্ধু। তুমি বল কি বলছিলে!"

নিশিকান্ত কহিল, "বটে? এই বিনয়? তা' বোল্‌তে হয়।" সে উঠিয়া বিনয়ের সহিত কোলাকুলি করিয়া বিনয়কে বিব্রত করিল। নিশিকান্ত ব্যারিষ্টার; বড়লোক; নামই তাহার মাত্র শোনা ছিল; হঠাৎ এমন ঘনিষ্ঠতার আশা তাহার কখনও হয় নাই।

নিশিকান্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সে বলিল, "বসুন !"

নিশিকান্ত রণজিতের পাশে বসিয়া বলিল,"একটা বড় জোর-খবর আছে হে। সাগরিকা।—" সে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থামিয়া গেল।

রণজিত অতিষ্ঠ হইয়া প্রশ্ন করিল, "সাগরিকার কি ? তোমার কেমন বদ অভ্যেস নিশিদা, কোনও কথা চট্ কোরে বল্তে পারোনা।"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "বলছি।" তারপর পকেট হইতে ঐ তারিখেরই একখানি সংবাদপত্র বাহির করিল।

রণজিত ও বিনয় দুইজনেই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিল।

নিশিকান্ত খবরের কাগজের পাট আস্তে আস্তে খুলিয়া সেখানি সোজা করিয়া একটা পেন্সিলাঙ্কিত জায়গা দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'পড়।' বিনয় ও রণজিত দুইজনেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা পাঠ করিল :

বাংলা বানান সমস্যা

(মিস সাগরিকা লিখিত)

সম্পাদকীয় মন্তব্য। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ আমরা ডাকযোগে পাইয়াছি। নিরুদ্দেশ হইয়াও মিস্ সাগরিকা আমাদের ও বাংলা ভাষাকে ভুলিতে পারেন নাই। বুঝা যাইতেছে যে তিনি নির্জ্জনবাসে দেশের বড় বড় সমস্যাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত পড়িয়া রণজিত ও বিনয় নিশিকান্তের মুখের দিকে চাহিল। নিশিকান্ত উপদেশ দিল, "সবটাই দেখ হে পড়ে—কিছু শিখ্‌বে।"

বিনয় ও রণজিত আবার পড়িতে গেল, কিন্তু প্রবন্ধ যথেষ্ট বড় বলিয়া শেষে ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না।

নিশিকান্ত কাগজখানি ফিরাইয়া লইয়া তাহা ভাঁজ করিতে করিতে বলিল, "বেশ খাসা লিখেছে। শেষটা চমৎকার। লিখেছে যে

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত শুধু বানান সমস্যা সমাধান নয় ; ভাষাটাও বদ্‌লাতে হবে ; ভাষা পুরাণো ও বানান নূতন, এ যেন 'old wine in new bottle'—বেশ্ লিখেছে। বিদুষী বটে !"

রণজিত জিজ্ঞাসা করিল "খবরের কাগজওয়ালার কাছে সাগরিকার সন্ধান পাওয়া যাবে। চলো।" সে উঠিয়া পড়িল।

নিশিকান্ত বলিল, "তারা যে চিঠি পেয়েছে তাতে কৃষ্ণনগরের ছাপ ছিল।"

রণজিত কহিল, "তবে কৃষ্ণনগরই চলো।"

বিনয় মাথা চুলকাইয়া বলিল, "কিন্তু এও তো হোতে পারে যে ভুল ঠিকানা পুলিশকে দেবার চেষ্টাতে কৃষ্ণনগর থেকেই এ চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছিল।"

নিশিকান্ত বলিল, "সমীচীন কথা।"

রণজিত কহিল, "তবুও দেখা চাই। যখন এ ছাড়া অন্য ব্যবস্থা আর নেই তখন—"

নিশিকান্ত রায় দিল, "বেশ্ তুমি যাও। ইনসিওরেন্সের দালালি নিয়েই যাও। কেউ বড় সন্দেহ কোরবে না ; কেন না দালাল সর্ব্বত্রই যায় অবাধ গতি, যতক্ষণ না মেরে তাড়ায়। কি বল হে, বিনয় ?"

বিনয় তৎক্ষণাৎ সায় দিল, "হাঁ।"

রণজিত বলিল, "কিন্তু কথা হোচ্ছে এখানেও তো নজর রাখ্‌তে হবে। হত্তুকি সিং এদিকেও কোথাও থাক্‌তে পারে—লুকিয়ে কোথাও।"

নিশিকান্ত বলিল, "তার জন্যে আর কি ? বিনয় তো আছেই আমিও রইলুম। যা' করবার বিনয়কে বোলে যাও—কি বল হে, বিনয়বাবু ?"

বিনয় এই ব্যাপারে নিজেকে জড়াইতে চাহিতেছিল না। তাহার

হাতে অনেক কাজ। সকাল হইতে বারটা পর্য্যন্ত সে সব কংগ্রেসের আফিসের নিকট খোঁজ করিয়াছে। সকলেই অস্পষ্টভাবে জানাইলেন যে পল্লীসংস্কারে যাহারা গিয়াছে সবাইকেই তাঁহারাই পাঠাইয়াছেন, ও বিনয়কেও উপদেশ দিলেন, "তুমিই বা বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন হে, লেগে যাও।" সে ভাবিয়াছিল, আর একবার চেষ্টা করিয়া যথাকর্ত্তব্য পুলিশে খবর দিবে। কিন্তু রণজিতের ব্যাপারে তাহার ছাড়ান পাওয়া মুস্কিল হইল।

রণজিত তাহাকে উপদেশ দিল, "খুব নজর রাখবি। বুঝ্লি বিনয়। ক'লকাতার রাস্তা গলি কিছু যেন বাদ পড়ে না। সকালে উঠেই বেরুবি; টালা থেকে টালিগঞ্জ, এণ্ড ব্যাক্; সারাদিন আর দিন দশ এইরকম কোরলে নিশ্চই কোথাও না কোথাও সে ব্যাটার দেখা পাওয়া যাবে।"

বিনয় মৃদু আপত্তি করিল, "কিন্তু ধর আমি যখন টালাতে সে তখন টালিগঞ্জে; আমি টালিগঞ্জ পৌঁছুলুম সে এসে পৌঁছুলো টালাতে। তা হোলে দু'জনের সাক্ষাত হবার কোনও উপায়ই তো হবে না।"

রণজিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সবটাতেই তুই মাথা খেলাস্নি। যা বলি যদি করিস্ দেখা হবেই। যাবে কোথায়?"

নিশিকান্ত কহিল, "হাঁ হে বিনয়, তাই কোরো। টালা টু টালিগঞ্জ এণ্ড ব্যাক্ এই আর কোরতে পারবে না। ইয়ংম্যান হোয়ে? তারপর রণজিতকে কহিল, "কোনও ভাবনা নেই। ওকে দিয়ে ঐ কাজই আমি করাবো। বিশ্বাস কোরে এখন যাবার জন্যে প্রস্তুত হও। তোমার বাপ্ আমার পিছনে তোমার খোঁজের জন্য এমন লেগেছেন যে তোমাকে অজ্ঞাতবাসে রাখা দায়। টাকাকড়িও এনেছি। আজই এই মুহূর্ত্তে যাত্রা করো, মাভৈ বলে।"

রণজিত বলিল, "রোজ চিঠি দিবি বিনয়; আমি গিয়েই ঠিকানা দেবো

কিন্তু, যেদিন চিঠি না পাবো সেইদিনই ফিরে আসবো। ফাঁসি যেতে তৈরি—কিন্তু সাগরিকাকে খুঁজে বা'র করাই চাই। কোথায়—কৃষ্ণনগরে তাকে হয় তো নিয়ে গেছে—"

নিশিকান্ত বাধা দিয়া বলিল, "সে ঠিক বা'র আমরা কোরবোই। তোড়-জোড় বড় কম আমরাও কোরছি না। টাকা আর এজেন্সির কাগজপত্র নিয়ে তুমি রওনা হও হে। ফাঁসি গেলে খোঁজ নিয়ে—আর লাভ কি? তার চেয়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে যদি তাকে বা'র কোরতে পার তবে তো ঠিক knight এর মত কাজ হবে। প্রেমিকজগতে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে—হোলেই বা বাপের ত্যজ্যপুত্তুর!"

বিনয় রায় দিল, "প্রেমের চাইতে বড় কিছু নেই।"

নিশিকান্ত কহিল, "ঠিক!" তারপর—রণজিতকে বিনয় ও নিশিকান্ত মিলিয়া কৃষ্ণনগর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। অবশ্য এত তাড়া নিশিকান্তের ছিল কমলার হুকুমে। কমলা নিশিকান্তকে বলিয়া দিয়াছিল, যে দিনকতক না হয় রণজিতকে বাহিরেই পাঠাইয়া দেওয়া যাউক্। গণ্ডগোল কমিলে সে যেন ফিরিয়া আইসে। বলা যায় না, পুলিশে যদি তাদের নাগাল পায়, তবে তাহাকে জেরা তো করিবেই, মাঝখান হইতে মোটর গাড়ীর ফ্যাসাদে পড়িয়া তাহারাও লাঞ্ছিত হইতে পারে। এই কার্য্যে নিশিকান্তের উৎসাহের অবধি ছিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

'বন্দিনী সাগরিকা'

সাগরিকা কোথায়? এক রণজিত ব্যতীত আরও কি কেহ এই কথা ভাবিতেছিল বা আলোচনা করিতেছিল? হাঁ করিতেছিল। বাংলার কলা-গগনের চন্দ্রিকা যদি কোনও কারণে কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে তবে কি কাহারও মতি স্থির থাকে? সাগরিকার অন্তর্ধানও সেইরূপ সারা শহরে মহা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, আবালবৃদ্ধবণিতা ইহা লইয়া মস্তিষ্ক ব্যবহার বা অপব্যবহার করিতেছিল। কিন্তু কেহ-ই স্থির করিতে পারিল না, সাগরিকার এই গোপনীয় আত্মগোপনের স্থান কোথায়? যখন আবার "দেশীয় মঙ্গলাতে" তাহার বাংলা-সংস্কৃতির প্রবন্ধ বাহির হইল, তখন পুনরায় সকলে আলোচনা করিতে লাগিল, নিশ্চয়ই দেবী সাগরিকা নিভৃতবাসের জন্য গিয়াছেন—হয় তো সাধনাতে রত আছেন কোথাও। পুলিশের লোকও এই প্রবন্ধ পড়িয়া চমকিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে রেজলিউশন পাশ হইল, আগামী বৎসর কমলা-মেডেল দেবীকেই দেওয়া হইবে যদি ইতিমধ্যে তিনি কলা ও বিদ্যার সাধনা শেষ করিয়া লোকালয়ে ফিরেন।

সাধারণ লোকেই যখন এইরূপে নানাবিধ আন্দোলনে প্রবৃত্ত, মিঃ মিত্র তখন যে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ কি? মিত্র সাহেব সেইদিন বা সেই কালরাত্রি হইতেই কিরূপ বিমনা হইয়াছেন। পুলিশের লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "সাগরিকা আপনার কে?" মিত্র সাহেব উত্তর দিলেন, "How's that?" পুলিশ পুনরায় তাহাদের প্রশ্ন সবিস্তারে জ্ঞাপন করিলে মিত্র সাহেব চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,

"Oh dear! সাগরিকা ছিল light of my eyes (চক্ষুর-আলো) soul of my body, (দেহের আত্মা), joy of my home (গৃহের আনন্দ), সাগরিকা আমার কে? What a question! পুলিশের লোক এমনই মূঢ় হয়! সন্ধান দিতে পারে না। এখুনি আমি গভর্ণরকে জানাবো; তাতেও না হয় গভর্ণর-জেনারেল আছে, তাতেও না হয়, সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্; শেষ Crown, মায় Their Majesties এর কাছে পর্য্যন্ত যাবো।"

পুলিশের লোকে ভীত হইল; প্রশ্ন করিল, "কাকেও কি আপনার সন্দেহ হয়? কার সঙ্গে গেছেন স্ব-ইচ্ছাতে? বাড়ীর জিনিসপত্র গহনা-টহনা খোয়া গেছে?"

মিত্রসাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "Silly. আজ থেকে তিন দিন সময় দিলুম, এর মধ্যে যদি পুলিশে সাগরিকার সন্ধান না করতে পারে—তবে দেখ্‌বো, পুলিশ-systemই উঠাবো। গভর্ণর—গভর্ণর জেনারেল—সেক্রেটারি-অব্-ষ্টেট্—দেয়ার (Their) ম্যাজেস্‌টিজ্—এরা কি কোর্ত্তে আছেন?"

পুলিশ লজ্জিত অপদস্থ হইয়া ফিরিল। কোথায় সাগরিকা? যে সংবাদপত্রে সাগরিকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেখানে সম্পাদককে জেরা করিয়া জানিল, প্রবন্ধ ডাকে আসিয়াছে; ডাকে কৃষ্ণনগরের পোষ্ট-আফিসের ছাপ। পুলিশের লোক কৃষ্ণনগর ছুটিল: সারা কৃষ্ণনগরে খবর ছড়াইল, প্রশ্ন উঠিল, "মিস্ সাগরিকা কোথায়?" কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে নানারূপ জনরব ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না।

এদিকে মিঃ মিত্র জীবনদত্তের দোকানে ফোন্ করিলেন: "হ্যালো, জীবনদত্ত কোথায়?" জীবনবাবু তখন মুহুরীর সহিত গত মহাযুদ্ধ কেন হঠাৎ থামিয়া গেল তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন। ফোন্ পাওয়াতে

তাহা তুলিয়া কহিলেন, "কে? কি ব্যাপার? কোথায়ও কিছু লাগলো না কি? কে হে? জবাব দাও না কেন?"

মিত্র সাহেব বলিলেন, "Look here—জীবনদত্ত কে? তারই সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই।"

জীবনবাবু জবাব দিলেন, "কে হে? জীবনদত্ত না তো কি—আমি জীবনদত্ত না তো তুমি? বড় বেহায়া তো হে! আমি আমি—জীবনদত্ত; আমার চোদ্দপুরুষ জীবনদত্ত; ছাপ্পান্ন পুরুষ জীবনদত্ত! তুমি সন্দেহ করবার কে তাতে শুনি?" মিত্র সাহেব কহিলেন, "I see, তা' তোমার এক ছেলে আছে রণজিত? সে আমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তার নামে এখনও কিছু বলি নি পুলিশের কাছে কিন্তু বলতে পারি। তোমার নাম ডুব্‌বে। চোদ্দ পুরুষ যাবে। কিছু ফয়সালা করো তো চেপে যেতে পারি। দশহাজার টাকা দিতে পার? তুমি তো টাকার কুমীর—a dragon of money হেঁ—হেঁ—হেঁ—"

জীবনবাবু জবাব দিলেন, "বটে! দশহাজার টাকা? জীবনদত্ত দেবে? কে হে তুমি? তোমার মেয়েকে চুরি করেছে রণজিত? বেশ কোরেছে? পাঁচশ'বার কোরবে। সাতশ'বার কোরবে? তোমার চোদ্দ পুরুষের যত মেয়ে আছে চুরি কোরবে—তুমি রুখ্‌বে কেমন কোরে শুনি? বেয়াদপ্, পাজি কোথাকার!"

মিত্র সাহেব কহিলেন, "তবে পুলিশে খবর দিই। Damn you কোরে দেবে। তোমার ছেলে তো জেলে যাবেই, তুমিও যাতে যাও তার ব্যবস্থা কোরছি। জোচ্চুরি কোরে পয়সা কোরেছ—মনে নেই বুঝি? বাপ জোচ্চোর বলেই তো বেটা চোর! waugh!"

এইবার জীবনদত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। সজোরে ফোন্ নামাইয়া চিৎকার করিলেন, "বেয়াদপ্! পুলিশের ভয় দেখান? জীবনদত্তকে পুলিশের

ভয়! দেখাচ্ছি!" তিনি তখনই হাইকোর্টে ছুটিলেন, জামাতার কাছে, দোকানের লোক হতবুদ্ধি হইয়া গেল, অমন যে বিনোদ তাহারও মুখ দিয়া 'রা' বাহির হইল না।

জীবনদত্ত নিশিকান্তকে বার লাইব্রেরিতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "সেই আবাগীর ব্যাটা কোথায়? সেই চোদ্দপুরুষের কলঙ্ক—সে কোথায়, নিশি? তার বাপের শ্রাদ্ধ কোরে আজ ছাড়্‌বো।" নিশিকান্ত বুঝিল, শ্বশুর মহাশয় প্রিয়পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবু অজ্ঞান শিশুর মত কহিল, "কে? কার কথা জিজ্ঞেস কোরছেন?"

জীবনদত্ত কহিলেন, "রঞ্জি—সেই হতভাগা—নাম কোরলেও পাপ হয় ছোঁড়ার—কোথায় সে? কি কোরেছে?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "তা তো জানি না। সে ঘরে নেই? আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি বহুদিন। শুন্‌লুম বটে না কাল না পরশু কবে গিছলো, কোথা থেকে একখানা মোটরকারও এনে রেখে গেছে। কিন্তু তারপর আর তো কিছু জানি না। শুনছি বটে—কোথায় কার মেয়েকে—"

জীবনদত্ত বাধা দিয়া বলিলেন, "ঐ? ছুঁচোটাই ফোনে বল্‌ছিল কথা। ঠিক্ তবে। তা' বেশ কোরেছে। ছুঁচোর মেয়ে নিয়েছে। বলে কিনা দশহাজার টাকা দাও তো রঞ্জিতকে বাঁচাতে পারি পুলিশের হাত থেকে। কি রসিকতা! রঞ্জি বাঁচে না বাঁচে আমার কি? তার চোদ্দপুরুষের কি? বেয়াদপের একশেষ!"

নিশিকান্ত বলিল, "তাইতো ব্যাপারটা তবে বড়ই গণ্ডগোলের হোয়েছে দেখ্‌ছি!"

জীবনদত্ত বলিলেন, "তা বলে ছুঁচোটাকে টাকা দিতে হবে নাকি?

এ তো বড় মজা! তোমাদের আইনে কি বলে? ওকে এমনি কলে ফেলা যায়না?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "হাঁ, ফেলা যেতে পারে, লেখাপড়া কিছু থাকলে। কিন্তু তা' তো নেই, তা'ছাড়া এটা বড়ই কেলেঙ্কারির কথা—"

জীবনদত্ত জামাতার উপর ভরসা রাখিতেন। কহিলেন, "হুঁ? তা' কি কোরতে চাও হে! দেখ্‌বে এই ছুঁচোটা কে? না হয় একবার দেখনা—কি দাঁড়ায়! তার—"

জীবনদত্ত এরূপ সমস্যাতে কখনো পড়েন নাই—কাজেই কি করা যায় বা বলা যায় যেন ভাবিয়া পাইলেন না, নিশিকান্ত আশ্বাস দিল, "আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি, বুঝেছি ব্যাপারটা কি রকম।"

জীবনদত্ত অনেকটা সুস্থির হইলেন; কহিলেন, "আমাকে দেখায় পুলিশের ভয়। আরে গেল, জীবনদত্ত পুলিশকে ভয় খায়! এত বড় মহাযুদ্ধটা হোয়ে গেল, জীবনদত্তের কিছু কোরতে পারলেনা—। না হে বাবাজি যাও এই ছুঁচোটার কান ধরে এই আদালতের কাঠগড়াতে দাঁড় করানই চাই—যত পয়সা লাগে। জীবনদত্ত দুপাঁচ হাজার খরচ কোরলে মারা যাবেনা।"

নিশিকান্ত জানাইল "আজ্ঞে হাঁ যাবো আজই!"

জীবনদত্ত বিদায় লইলেন। নিশিকান্তের নিকট ব্যাপারটা কেমন সন্দেহের মনে হইতে লাগিল, তবে তখন তাহার রণজিতকে গাড়ীতে উঠাইবার জন্য যাইবার কথা ছিল—এই জন্য তখনকার মত মিঃ মিত্রের সহিত দেখা করার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল। কিন্তু তবুও ফোনে একবার আলাপ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলনা।

ফোনে মিত্রকে পাইয়া সে প্রশ্ন করিল; "মিঃ মিত্র নাকি? আমি নিশিকান্ত ব্যারিষ্টার—"

মিঃ মিত্র জবাব দিলেন, Yes ! "কি চাই ?"

নিশিকান্ত : "জীবনদত্তের কাছে কি চেয়েছেন ? Blackmail করার মতলব নাকি ?"

মিত্র রাগিয়া জবাব দিলেন, "Damn you ! তুমি কে হে—বড়ই অসভ্য তো !"

নিশিকান্ত উত্তরে জানাইল ; "হাঁ। ফের এ সব চেষ্টা কোরলে জেলে যেতে হবে—তা জানেন ?"

মিত্র সাহেব দাঁতে দাঁত ঘষিলেন, "বটে ? জীবনদত্ত বলেছে ? না তুমি মাঝখান থেকে তোমার আইনের জ্ঞান দেখাচ্ছো ?" নিশিকান্ত ব্যারিষ্টার ! আরে গেল, I can eat a dozen of you and have to spare (অমন অনেক দেখেছি) ।"

নিশিকান্ত : "তা দেখ্‌তে পারেন। আদালতের কাঠগড়াতে যে আপনি বহুবার উঠেছেন তা আমি বিশ্বাস করি !"

মিত্র সাহেব ফোনের যোগ কাটিয়া দিলেন। নিশিকান্ত অবাক হইল এই ভাবিয়া যে সে এইরূপে মিত্র সাহেবকে চটাইল কেন ? তাহার চটাইবার ইচ্ছা ছিলনা। সত্যই রণজিতের নামের সঙ্গে সাগরিকার নাম যদি জড়াইয়া যায় তবে একটা কেলেঙ্কারির সীমা থাকিবেনা। তাহার নিজের বাড়ীতেই যে সাগরিকার মোটরকার পড়িয়া আছে ! কিন্তু তবু। নিশিকান্ত কি করিবে বুঝিয়া পাইলনা ; তবে সে ঠিক বুঝিল, মিত্র সাহেব চট্‌ করিয়া রণজিতের নাম পুলিশে দিবেন না।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হইল। কন্যাপহরণের জন্য মিত্রমশায় তত ব্যস্ত নহেন, অথচ রণজিতকে বাঁচাইতে টাকার জন্য ব্যগ্র। নিশিকান্তের মনে খট্‌কা লাগিল, তবে তাহার মনে কোনরকম আক্ষেপ হইলেও, সে বুঝিল মিত্র সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভাল হয় নাই। এই ঘনিষ্ঠ

ষড়যন্ত্রের আভাস হইতে ষড়যন্ত্রের তথ্য আবিষ্কার করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল মাত্র।

এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া নিশিকান্ত রণজিতকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে শিয়ালদহের দিকে যাত্রা করিল। কোর্ট হইতে রাস্তাতে বাহির হইয়া সে মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, শুনিল রাস্তায় এক খবরের কাগজ বিক্রয়কারী ছোকরা হাঁকিতেছে, "সাগরিকা! বন্দিনী মিস্ সাগরিকা! খবর টাট্‌কা! পড়ে দেখুন!" নিশিকান্ত তাহাকে ডাকিয়া একখানি কাগজ কিনিল। উপরের পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা, "বন্দিনী সাগরিকা!" কিন্তু ভিতরের সমস্ত এদিকওদিক দেখিয়া কোনও কিছু প্রথমটা পাইলনা, শেষে এক কোণে দেখিল একখানি পত্র ছাপা হইয়াছে ও তাহার উপরেও মোটা অক্ষরে লেখা—'বন্দিনী'। নিশিকান্ত পড়িয়া দেখিল :

প্রিয় সম্পাদক মহাশয় :—

আমি মিস সাগরিকা কোনও বিশেষ সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়া নিভৃতবাস করিতেছি এমন নহে। এ সংবাদ কে দিয়াছে? কোথা হইতে পাইলেন? আমি বন্দিনী। কে আমাকে বন্দী করিয়াছে? জানিনা। কোথায় বন্দিনী? জানিনা। শুধু এই জানি যে আমি বন্দিনী। তাই কারাবাসের নির্য্যাতন মাঝে মাঝে লাঘব করি—সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া। আর কিইবা করিতে পারি?—ইতি সাগরিকা।

নিশিকান্তের কাছে ইহার সমস্তটাই প্রহেলিকার মত মনে হইল। এইরূপ চিঠিই বা মধ্যে মধ্যে কোথা হইতে আসিতেছে। কে লিখিতেছে? সাগরিকা নিজে না অন্যে? কিন্তু সেই সময় ট্রাম আসিয়া পড়াতে নিশিকান্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—ও ট্রামে বসিয়া কাগজখানি পকেটে পূরিল। রণজিতের ট্রেণ ছাড়িবার আর বড় দেরি ছিলনা।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গুরুজীর কৃপা

রণজিতকে কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া বিনয় ও নিশিকান্ত যে যাহার বাড়ীর দিকে ফিরিতে উদ্যত হইল। নিশিকান্ত বলিল, "ওহে বিনয়, দোতলা বাসের ছাদে বোসে কলকাতার হাওয়া খেয়েছো কখন? চল, খাইয়ে দিই। তা' ছাড়া বন্ধুটি তোমাকে কাজ দিয়ে গেছে টালা-টালিগঞ্জ কোরতে; এই সহজ কাজটা তো করা চাই। চলো।" সে বিনয়কে লইয়া টালিগঞ্জের এক বাসের ছাদে উঠিয়া বসিল।

বাসের ছাদে বসিয়া বিনয়—সময়মত বলিল, "আমিও সম্ভব ক'লকাতা ছেড়ে যাবো, নিশিদা। কালই!"

নিশিকান্ত বিস্মিত হইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল, "কাজ ভাল কোরবেনা হে। বিশেষ কিছু কি? অর্থাৎ না গেলেই নয় এমনতরো! অর্থাৎ কিনা তোমারও love affair নাকি?"

বিনয় সম্ভব একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিশিকান্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হুঁ! বুঝেছি! প্রেম বদ্ জিনিস্—তবে তোমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারোনা। কথা এই যে—তোমাকে তো রণজিত রোজ চিঠি দিতে বলেছে, না দিলে সে নিজেই এসে পৌঁছুবে; তার কি ব্যবস্থা হবে?"

বিনয় উত্তর দিল, "ব্যবস্থা আপনি যা হয় কোরবেন!"

নিশিকান্ত কহিল, "আমার উপর অনেক ঝঞ্ঝাট পড়ে গেছে হে। আমাকে আর ডুবিয়োনা। এর উপর প্রেমিকের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখার ঝুক্কি নিতে হোলে মারা যাবো। আমরা প্রেম বল্‌তে লেখালিখি বুঝিনা,

বুঝি মারামারি, রক্তারক্তি, হ্যান্ করেঙ্গা, ত্যান্ করেঙ্গা, মাথা উড়ায়েঙ্গা এই রকম কিছু !—"

তাহার পিছন হইতে কে বলিল, "ঠিক ! ঐখানেই গুরুজীর কৃপা ! একেবারে নির্ঘাত।"

নিশিকান্ত ও বিনয় উভয়ে পিছনে চাহিয়া দেখিল: একজন গেরুয়াধারী মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি, চওড়া কপাল— মহাপুরুষ ! তাহাদের ফিরিতে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, "গুরু তো রামদাস ! বলে গেছেন এই দিনে এই তিথিতে এইটিই ঠিক ঘট্‌বে—ফলম্ শুভম্ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে।

নিশিকান্ত হাত জোড় করিয়া গুরুজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল, "জয় গুরুজী ! তা ভগবান্ কোথায় চলেছেন ? আর অধমদের কথাতে কর্ণপাত কোরে এত দয়াই বা হঠাৎ কেন দেখালেন। এ দাস তো বুঝ্‌তে পারছে না।"

ভগবান্ উত্তর দিলেন, গুরুজীরই কৃপা। প্রেমের কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ণে পৌঁছে যায়। গুরুজী প্রেমাবতার। কলিতে প্রেমই সিদ্ধযোগ— বিয়োগও আপনাদের মতে, কেননা খুনোখুনি রক্তারক্তিতে যোগাযোগ ঘটে যায়—আসামী পুলিশে—সেটাও কম কথা নয়।"

বিনয় ও নিশিকান্ত অবাক হইল।

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "নিশিবাবু, গুরুজীর কৃপায় কথা আপনার জানা নেই নয়। তা' বাসে বোসে সময় হবেনা বেশি বলবার। সংক্ষেপেই বলে যাই। সমাহিত হোয়ে শ্রবণ করুন; কিন্তু আপনি ব্যারিষ্টার মানুষ—আগে একটা আইনের প্রশ্ন কোরে নিই— জবাব দিন।"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "সবই তো ধ্যানে জেনেছেন দেখ্‌ছি ভগবান্— আইনের প্যাঁচটুকুও নিশ্চয়ই জানেন, শুধু দাসকে ছলনা কোরতে এই রকম প্রশ্ন তুল্‌ছেন !" তাহার গলার স্বর যেন কান্নাতে ভিজিয়া

একেবারে গরম হইয়া গেল। ভগবান্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে শ্রবণ করুন ঃ

"দুরাত্মাদের যৌবন আসে,—অর্থাৎ যৌবনে লোক দুরাত্মা হোতে পারে কিনা এ তত্ত্বের আলোচনা না কোরেও বোলতে পারি যে কোনও লোক গোড়া থেকে দুরাত্মা হোতে পারে ও তারও যথাক্রমে, অর্থাৎ সে বেঁচে থাক্‌লে—যৌবনাবস্থা আসে!"

নিশিকান্ত হাত জোড় করিয়া কহিল, "ভগবান্, এই রেটে টিকাটিপ্পনি-সমেত বক্তৃতা অমূল্য, কিন্তু বাস তো নর্থপোল পর্য্যন্ত যাবেনা, আর আমাদের টিকিটও মোটে ভবানীপুর পর্য্যন্ত, নর্থপোল পর্য্যন্ত নয়—সুতরাং কৃপা কোরে—সংক্ষিপ্ত হোন্!"

ভগবান্ আবার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ঃ "আচ্ছা! তা মনে কর এইরূপ একজন ব্যক্তি যৌবনে কোনও বিবাহিতা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হোয়ে পড়ে; আর সেই নারীটিও তাই। উভয়ে যুক্তি কোরে গৃহত্যাগ করে। বৎসরান্তেই ধর—উভয়ের একটি কন্যাসন্তান হয় ও তারপর নারী মৃত্যুমুখে পড়ে। লোকটি কন্যাটি ও তার সমস্ত বিষয় এক বন্ধুর হাতে সমর্পণ কোরে—সন্ন্যাস লয়। ধরা যাক্, সম্পত্তি প্রচুর না হোলেও যথেষ্ট। দেশবিদেশে তীর্থপ্রবাসে লোকটির উপর গুরুজীর কৃপা ঘটে। কৃপালাভান্তে গুরুর আদেশে লোকটি যখন আটদশ বৎসর বাদে গৃহে ফিরল, তখন না তাকে কন্যা চিনে, না চিনে বন্ধু। কিন্তু গুরুজীর কৃপাতে লোকটির এই জ্ঞান হ'ল যে কন্যা ও টাকা উদ্ধার করা চাই। কিন্তু বন্ধু তখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত—কন্যারও উপর আইনসঙ্গত অধিকার নাই। উদ্ধারের উপায় কি? এখন গুরুজীর কৃপা ছাড়া কিছু আছে কি? গুরুজীর কৃপাই পথ দেখিয়ে দিলে। লোকটি দেশসেবাতে লেগে গেল। শুধু Servants of India Society নয়, একেবারে Real

Man and Maid-Servants of India, Bengal Limited, চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। শুধু তাই নয়—"

বাস ভবানীপুর হরিশ মুখার্জি রোডের সামনে পৌঁছিল। নিশিকান্ত কহিল, "ভগবান্, আজ এইখানেই যবনিকা পতন করুন। বাকীটা দাসের গরীবখানাতে এসে পদধূলি দিয়ে শুনিয়ে যাবেন! তারপর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "জয় গুরুজী!"

ভগবান্ তখন একটু নিরাশ হইলেন। শেষে বলিলেন: "সব কথারই মারপ্যাঁচ, নিশিবাবু। কিন্তু যা ঘটে তাই সত্য। শনি মঙ্গলবারে—মিথ্যাভাষণ—নিষিদ্ধ।"

নিশিকান্ত ও বিনয় উঠিল। নিশিকান্ত বলিল, "কিন্তু নেশার পক্ষে বড়ই সুসিদ্ধ।" দুইজনে নামিয়া গেলেও যাইবার সময় ভগবান্‌কে তাহার গৃহের সন্ধান দিয়া গেল।

রাস্তাতে নামিয়া বিনয় কহিল, "লোকটি জোচ্চোর! আমার হত্তুকি সিংএর কথা মনে পড়্ছে। সে-ই ভোল্ বদ্‌লায় নি তো!"

নিশিকান্ত একটু ভাবিয়া উত্তর করিল: "ওর যদি কোনও রকম মতলবই থাকে—ও আস্‌বে হে। ঠিকানা দিয়ে এসেছি। তা' এখন তোমার গাঁয়ে যাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা হবে হে? সত্যিই যাবে?"

বিনয় কহিল, "যেতে হবে—সেও একটা বিপদের কথা!"

নিশিকান্ত একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "বলো এইবার শুনি কি। কথাবার্ত্তা কইবার পক্ষে এ রকম জায়গা ভারী সুবিধের। ডাইনে, বাঁয়ে সব দিক খোলা! ভোঁ দৌড় দাও, না হয় আস্তে হাঁটো। কোনও অসুবিধে নেই। আর পথের লোকও ভাবে যে খুব Serious কথাবার্ত্তা! একটা নূতন রকম importance পাওয়া যায় হে!"

বিনয় তখন অজয়, শোভা, ও অকথিতার সম্বন্ধে সমস্ত বিবৃত করিয়া শুনাইল।

শুনিয়া নিশিকান্ত বলিল, "ইস্! এযে সাগরিকা রাণীকেও ছাপিয়ে যায়! কি বোল্‌লে, পল্লীসংস্কার! তাইতো হে ভাবিয়ে তুল্‌লে। এত ব্যাপারও দুনিয়াতে ঘট্‌ছে তবে? কি আশ্চর্য্য! আমরা ভাবি খবরের কাগজওয়ালারা যা' বলে তার বেশী কিছুই বড় ঘটে না।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "থানাতে খবর দিই?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "যদি বিশুদ্ধ পল্লী-সংস্কারই হয় হে—কোনও রকম—Criminal Informationতো নেই। তাই ভাব্‌ছি। সময় নেই—না হোলে দেখে আসতুম মহাত্মাদের!"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি কোরবো?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "Watch. লক্ষ্য রাখো গে। বেশি কাছে যেও না। আর পারো তো গাঁয়ের লোকদের ক্ষেপিয়ে দাও গে। তা হোলে তারা পালাতে পথ পাবে না। তবে এর মধ্যে আবার Ladies আছে বোল্‌ছ সেই তো মুস্কিল কি না। Genuine, আসল হোলেও হোতে পারে।"

বিনয় কহিল, "তবে আমি ফিরেই যাই। আপনি এখানে যা হয় কোরবেন। অবশ্য রণজিতের জন্য সব করা। আমার তো মনে হয় সাগরিকা গেছে ভালোই হোয়েছে। রণজিতের ফাঁড়া কেটেছে।"

নিশিকান্ত মাথায় যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "গুরুজীর কৃপা!"

বিনয় চলিয়া গেল। নিশিকান্ত ক্লান্তমনে ও দেহে নিজের বাড়ীর দিকে চলিল। কিন্তু মন তাহার ব্যস্তই রহিল—নানাপ্রকার সমস্যার ভিতর।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শোভা শক্ত মেয়ে

অজয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। শোভাকে বিবাহ করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, ইচ্ছা দূরের কথা, শোভার দিকে চাহিলেই তাহার একপ্রকার অহেতুকী বিরক্তি হইত; কিন্তু ঘটনাচক্র ক্রমশই প্রবল হইয়া তাহাকে ঐ বিবাহেই বাধ্য করিতেছে বুঝিয়া সে আরও বিক্ষুব্ধ হইল।

পিসি বিবাহের দিনও ধার্য্য করিয়াছিলেন; নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন সবাইকে; কাজেই অজয়কে রাত্রিতে দেখিয়া তার বকুনি বাড়িল: "বলি, শোভা, ব্যাপার কি? বিয়ে হবে না? অজু বাজার যাবে না? তোদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?"

শোভা বিব্রত হইল। অজয়কে পিসি বলিলেন, "কালিতো যা'না ক'লকাতাতে, অজু! বিয়ের বাজার তো কোরতে হবে একটা। তোর কি সে আক্কেলও নেই! অবাক্ করলি বাবু!"

অজয় নিরুপায় হইয়া বাহিরে বাহিরে কাটাইবার ব্যবস্থা করিবে ভাবিতে লাগিল।

শেষে শোভা জ্যেঠিকে বলিল, "তুমি যাও অন্য ব্যবস্থা কর তো—বিয়ের বাজারের জন্যে বিয়ে আটকাবে না। এখান থেকে যা' যা' জিনিস দরকার তার জন্য হাটে গিয়ে বলে এসো। ভাইপোকে তোমার ঠেলে ঠুলে পাঠাচ্ছি, ব্যস্ত হোয়োনা। হিসেবী লোক—খরচার হিসেবটা হোক্ তো আগে। তাই নিয়ে সারাদিন গেল!"

পিসি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "কত দরদ বাছার আমার! নিজের বিয়েতে টাকা খরচ কোরবে না তো কি আমার শ্রাদ্ধে কোরবে? তুই বকিস্ নি, শোভা!" তিনি গজ্ গজ্ করিতে করিতে হাটের দিকে গেলেন।

শোভা তখন অজয়কে বলিল, "যান্, কিছু ব্যবস্থা করুন এইবার; না হোলে মান থাক্‌বে না! বিয়ে হবেই—আর তার ব্যবস্থা কোরতে হবে।"

অজয় গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "আমার দ্বারা কিছু হবে না!"

শোভা দৃঢ়স্বরে কহিল, "হোতেই হবে। লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে? জোচ্চোর ঠগ্ কোথাকার!"

অজয় ফোঁস করিয়া উঠিল, "টাকা আমার, কারও—ইয়ে—বাপের নয়।"

শোভা কঠিনদৃষ্টিতে অজয়ের দিকে তাকাইয়া ঘৃণাভরে নিজ কক্ষের দিকে গেল। অজয় তখনই বাড়ী ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পড়িল। কিন্তু কার্য্যত তাহা করিবার পূর্ব্বেই পিসি ফিরিলেন এবং অজয়কে কহিলেন, "এখানে যা বল্‌বার বলে এসেছি তুই যা' অজু। একটা ট্রেণ ফেল কোরেছিস্, এইবার সব গুলোই কোরবি। তোর জন্যে শেষে ট্রেণ মেলাই দায় হবে সবার। এমন তো অনাছিষ্টি কাণ্ড কখনো দেখিনি, বাবু!"

অজয় উঠানে নামিয়া বলিল, "হাঁ, এই যাই!"

শোভাও ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "ব্যস্ত হোয়ো না জ্যেঠি! বিয়ে হবে না।"

মিনিট দুই জ্যেঠির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অজয়ও থামিয়া দাঁড়াইল।

শোভা কহিল, "যদি বেশি নীড়বীড় করো তবে জলে ডুবে মোরবো তা' বলে দিচ্ছি।" তারপর সে অন্তরালে গেল।

কিছুকাল পিসি ভাইঝি একে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর পিসি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হোয়েছে, অজু? শোভাকে কি বলেছিস্ তুই? তুই কি একেবারে আক্কেলের মাথা খেয়েছিস্? এখন?"

ভাইপো শুষ্কমুখে কহিল, "কি আবার নিকুচি বোল্‌বো?"

পিসি উপদেশ দিলেন, "ও অজু, তুই একবার ভাল কোরে বলে কোয়ে দেখ, বাবু। ও বড় শক্ত মেয়ে। 'না' বল্‌লে 'হাঁ' করান আমার মরা বাপেরও ক্ষমতাতে নেই। দেখ, লক্ষ্মিটি, বলে কোয়ে। না হোলে আমার মুখ হেঁট হবে।"

অজয়ের মুখ অন্ধকার হইল। পিসি আস্তে আস্তে ঠাকুরঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তাঁর বকুনি হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া গেল। অজয় বিপদে পড়িল। প্রথমত রাগের মাথাতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু রাগ পড়িয়া যাওয়াতে বাহিরে মাঠে মাঠে কি রাস্তায় রাস্তায় অভুক্ত ফিরার মধ্যে কোনও লোভনীয় ব্যাপার দেখিতে পাইল না। সে দুইচারি বার শোভার কক্ষের সামনের 'রকে'র উপর পায়চারি করিল গলার আওয়াজ দিল—কিন্তু ভিতর হইতে কোনও সাড়াশব্দ আসিল না।

পিসি ঠাকুরঘর হইতে বুঝিলেন, অজয়কে দিয়া কিছু হইবে না। তিনি নিজেই আবার আসিলেন। শোভার ঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত মিনতির সুরে বলিলেন, "ওলো শোভা, দোহাই তোর, আমার মুখ ডুবুসনি, মা। আমি যে এই গাঁয়ে মাথা তুল্‌তে পারবো না। তুই তো বুঝিস্ সব। অজয় বেআক্কেলে বলে তুই-ও হবি? তুই-ও আমার মুখ চাইবি না? আমি যে তোর ভরসাতেই আছি।"

শোভার সমস্ত রাগ একমূহূর্ত্তেই গেল। সে সহজকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, জ্যেঠি, তাই হবে। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। তোমার ভাইপো দয়া করে যদি বিয়েই করেন, আমি কোথাকার কে, আমি কোন্ সাহসে 'না' বোল্‌বো, বল।"

পিসি সদর্পে বলিলেন, "তুই কোথাকার কে? ও'র বাপের ভাগ্যি যে—তুই ওকে বিয়ে কোরতে রাজী হোয়েছিস্। ও কি বলেছে শুনি?"

শোভা মাথা নাড়িয়া কহিল, "কিছু না, জ্যেঠি। শুধু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে শহুরেদের পছন্দ হয় না। তা যাক্, সব ঠিক হবে ব্যস্ত হোয়ো না তুমি।" সে ঘরের বাহিরে রকের উপর অজয়ের নিকট গিয়া বলিল, "শুনুন, বিয়ে হবেই। এ বিয়ে আর নড়চড় হোতে পারে না। আমার যা' দুই একখানা গহনা আছে দিচ্ছি, নিয়ে যান। ট্রেণভাড়ার টাকাও গোটা পাঁচেক দিচ্ছি। কাল বাজার করে দুপুরের মধ্যে ফেরা চাই। পরশু বিয়ে তা' যেন মনে থাকে।" সে নিজের হাত হইতে চুড়ি ও তাগা ও গলা হইতে হার খুলিয়া দিল, ও অজয়ের হাতে ৫৲ টাকা দিল। অজয় বিনা বাক্যে তখনই গৃহত্যাগ করিল। শোভা গিয়া রান্নাঘরে রান্নার ব্যবস্থাতে প্রবৃত্ত হইল। সে যে কি রকম বিপদে নিজেকে সমর্পণ করিতে যাইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবারও সাহস তাহার হইল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশিকান্তের দৌত্য

বিনয়কে বিদায় দিবার পরদিন নিশিকান্ত সকালে চায়ের টেবিলে খবরের কাগজে আবার পড়িল ঃ—

মিস্ সাগরিকার আক্ষেপোক্তি

জগতে বন্দী কে নয়? কেউ লোভের বন্দী; কেউ মোহের; কেউ মদের; কেউ কিছুর। আমি প্রেমের বন্দিনী। তাই বন্ধনে আমার মুক্তি; মুক্তিতে বন্ধন। মন আমার আকাশগামী; তাই দেহ কক্ষবদ্ধ হইলেও ক্ষতি কি! কিন্তু কার প্রেম? কে আমাকে এত প্রেম করে? জানি না। না জানাই রোমান্স। অজানার সঙ্গে যার হৃদয় বিনিময় হোয়েছে তার মত দুঃখীও নেই সুখীও নেই।

ইতি সাগরিকা

সম্পাদকীয় টীকাতে লেখা ঃ ইহা ডাকযোগে আসিয়াছে। ডাকের মোহর 'ঝাড়্সিগুড্ডা'। সাগরিকা নির্ব্বাসনে কি কোথায়?—সম্পাদক।

কমলাও পড়িয়াছিল; বীণা ও রাণীও বাদ যায় নাই। বীণা রায় দিল, "মরণ আর কি?" রাণী কহিল, "ঢং! কমলা কেবল নিশিকান্তের দিকে একবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইল।

নিশিকান্ত চিন্তিতভাবে বলিল, "বেশ তাল পাকাচ্ছে। কিন্তু চিঠি সাগরিকার নয় মনে হচ্ছে!"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "তাই মনে হয়। এ ষট্চক্রের ব্যাপার

ভেদ না হোলে কিছুই বলা যায় না। তবে মনে হয় যে এতটা আত্ম-বিজ্ঞপ্তি সাগরিকাদেবীর নয়। কিন্তু কে কোন উদ্দেশ্যে কোরছে বুঝা যায় না আপাতত।”

রাণী বলিল, “কিন্তু হোতেও তো পারে। সাগরিকাদেবীর গতিবিধি মতিগতির ধ্যানধারণা করা দেবেরও অসাধ্য! আমরা তো ছার মানুষ!”

ইহার আলোচনা নিশিকান্ত করিল না। সে চিন্তিতভাবেই টেব্‌ল্ হইতে উঠিল ও তারপর বেশভূষা করিয়া বাহিরে যাইতে ব্যস্ত হইল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় সকালে?”

নিশিকান্ত উত্তরে জানাইল, “শ্বশুরমশায় একটা কাজ দিয়েছেন, দেখি। কমলা বিশ্বাস করিল না তবে আপত্তি করিলও না।

নিশিকান্ত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মিত্র সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে বালিগঞ্জে চলিল। পূর্ব্বদিন টেলিফোন-যোগে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাল্‌টাইয়া কিরূপে একটা রফা করা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

মিত্র সাহেব বাড়ী ছিলেন; খবর পাঠাইতে বেহারা আসিয়া নিশিকান্তকে অফিস্‌রুমে বসাইল। কিছু পরে সাহেব নিজেই আসিলেন; একবার নিশিকান্তকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “কি চাই?”

নিশিকান্ত জবাব দিল, “একটু ধীরে সুস্থেই কথাবার্ত্তা কোরতে হয়, মিঃ মিত্র। তার আগে কালকে যে টেলিফোনে আমাদের আলাপ হোয়েছিল তা' ভুল্‌তে হবে!”

মিত্র সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, “কথাবার্ত্তা? টেলিফোনে? আমি তো কোনও কথা কইনি। কাল? অসম্ভব। কাল আমি বরাবর গিয়েছিলুম, সেখানে একটা মাইন-এ কাজ হবে; কোম্পানী খুলতে

হবে ; শেয়ার বেচ্‌তে হবে ; আমার কি ঘরে বোসে থাক্‌বার সময় আছে। ব্যারিষ্টর ট্যারিষ্টর হোলে হোত—হোঃ হোঃ হোঃ।"

মিঃ মিত্র প্রাণ খুলিয়া হাস্যধ্বনি করিলেন।

নিশিকান্ত একটু অপ্রতিভ হইল। সে বিস্মিত হইল বটে—কিন্তু ভাবিল যে এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

তাই সে কাজের কথা পাড়িল, "আপনি জানেন যে রণজিত আমার শালা।"

মিঃ মিত্র ভাবিবার ভঙ্গিতে কহিলেন, "রণজিত ? রণজিত ? দাঁড়ান—হাঁ হাঁ ঐ সাগরিকার লভার তো। ও ছোকরা is a dear. খুব লুকিয়েছে ! ব্যাপারটা অবশ্য নভেলের দিক দিয়ে বেশই, কিন্তু পুলিশের ঝগড়া ! অন্তত আমাকে যদি জানিয়েও যেত, রামকান্তবাবু—"

নিশিকান্ত বলিলেন, "আমার নাম নিশিকান্ত—"

মিঃ মিত্র যেন প্রথমটা ঠিক ধরিতেই পারিলেন না ; তারপর বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Oh me ! awful memory ! তা' যা বোলেছেন। নিশিবাবু, ছোকরার dash আছে। আমার কাছে পয়সাও কিছু ধারে। সে সামান্য—দশবার হাজার—বিলেত যাবো বলে দুই সাল আগে নিয়েছিল। কিন্তু সে কিছু নয়—সাগরিকার জন্যে দেওয়া। কিন্তু ভাবছি পুলিশের হাতে গিয়ে Scandal হবে। ভারী Scandal ! আমার তো ভাব্‌তেই মাথা কাটা যায় ! কিন্তু এমন আমার ব্যবসা যে ভাব্‌বারও সময় নেই ; তাই সম্ভব মাথাটা বাঁচিয়ে রেখেছি।"

মিঃ মিত্র আবার হাসিলেন। নিশিকান্ত ভাবিল এমন যে সরল রসিক লোক, ইহার ভিতর প্যাঁচ টঁ্যাচ নাই কিছু। ইহাকে সন্দেহ করা উচিত হয় নাই।

তাই নিশিকান্ত জানাইল, "কিন্তু মিত্র সাহেব, রণজিত তো এ'র

মধ্যে নেই, এ আমি নিশ্চিত জানি। সে ছোকরার কোন দোষ এর মধ্যে নেই।" মিঃ মিত্র আকাশ হইতে পড়িলেন, "তাই নাকি? তবে? তবে সাগরিকা কার সঙ্গে গেল? কোথায় গেল? আর কারো সঙ্গে তো তার ভাব নেই? রামকান্তবাবু, ও আপনার শালারই কাজ—পরোক্ষেই হোক্ আর অপরোক্ষেই হোক্।" মিত্র সাহেব এমন হাসি হাসিলেন যাহার অর্থ অনেক রকম ও অনেক কিছু হইতে পারে।

নিশিকান্ত কহিল, "কখনো না, মিত্রসাহেব। এ আমি হলফ্ কোরে বোলতে পারি।"

মিত্র সাহেব মুরুব্বিয়ানার সহিত উত্তর দিলেন, "দেখুন ইয়ে, সদাব্রতবাবু, আমি ব্যবসাদার মানুষ। একটা পাইপয়সার এষ্টিমেট ভুল হোলেই সর্ব্বস্বান্ত। আমার ভুল হয় না। আমি জানি। প্রথম ধরুন—সাগরিকার গাড়ী ছিল ঐ রণজিত ছোকরার কাছে; গাড়ী নেই। দ্বিতীয়ত, দেখুন আমার কাছে সাক্ষীও আছে—যারা এর ভেতরে আছে, যাদের দিয়ে আপনার শালা এই কাজ করিয়েছে। পাকা না হোলে কোনও রকম সন্দেহে এরকম কথা বলা কেন, কোনও কথা বলা ব্যবসাদারের চলে না। বড় ঝঞ্ঝাট। Exchangeএর কাজ তো হাইকোর্টের কাজ নয়; share market-এ কাঁচা কথার কারবার চলে না।"

নিশিকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না যে সে সত্য কহিতেছে কি মিত্র সাহেব সত্য কহিতেছেন।

রণজিত যে তাহাকে মিথ্যা ধোঁকা দিয়াছে এ তো মনে হয় না। রণজিতের হাবভাবে তাহা কিছুতেই ভাবা যায় না। কিন্তু মিত্তিরও যাহা কহিতেছে তাহা যে একেবারেই অসার তাহাও মনে লাগে না। আজ-কালকার ছেলে-ছোকরাদের কিছু বুঝিবার জো নাই। প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া সবই করিতে পারে।

তাই সে মিত্র সাহেবকে কহিল, "দেখুন ব্যাপারটা কি তা' বুঝ্‌তে পারছি না।"

মিঃ মিত্র হাসিয়া জবাব করিলেন, "Young peopleদের ব্যাপার; an affair আর কি। তবে শালাটি আপনার এর মধ্যে আছেই। আমি বোলছি। পুলিশ সন্দেহ করেছে—তবে আমি বিশেষ কিছু বল্‌তে পারিনি। I like the boy—হাঁ, কথাটা ঠিক। তা'ছাড়া এই ব্যাপারটা উঃ! market-এ যে কি বিপদ হোয়েছে তা' কি বোল্‌বো? সবাই জিজ্ঞেস করে, কৈ হে সাগরিকার খবর কি? কি কোরছে? এমন মেয়ের খবর রাখ না? কার উপর সন্দেহ? এই সব। শুন্‌তে শুন্‌তে মাথা হেঁট হোয়ে যায়। সন্দেহের কথা কাকে বলি! আপনাদের তো শুন্‌তে হয় না। বলুন না। awful! দেখি পুলিশে আর দুচার দিনের মধ্যে এর কিনারা না কোরতে পারলে, কাজেই সন্দেহ ব্যক্ত কোরতে হবে। কিন্তু এর পরে এই শহরে মুখ দেখান ভার হবে। বুঝ্‌লেন, শ্যামকান্তবাবু!"

মিত্র সাহেব এমন মুখভঙ্গি করিলেন যে ইতিমধ্যেই তাঁর মুখ দেখান ভার হইয়াছে, ও ভারের চোটে তাঁহার মুখের স্বাভাবিক অবস্থা রাখা অসম্ভব হইয়াছে।

নিশিকান্ত গভীর চিন্তাতে পড়িল। বলিল, "তাইতো, মিত্রসাহেব! করা যায় কি?" তারপর প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, এই যে বাংলা কাগজে সাগরিকার চিঠি বেরুচ্ছে, এটা কি? এ বিষয়ে আপনার কি ধারণা? একি সত্যি সাগরিকার?"

মিত্র সাহেব জবাব দিলেন, "আমিও ঠিক্ বুঝি না। সম্ভব নয়। এ কোনও ধূর্ত্তের কাজ! কিন্তু কি মতলবে তা বুঝি না।"

নিশিকান্ত আবার একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "আপনার নামে

রণজিতের বাপকেও কে Blackmail কোরে টাকা আদায় কোরতে চেয়েছিল ! তা' জানেন আপনি ?"

মিত্র সাহেব উত্তর দিলেন, "রণজিতের বাপ ! তার বাপ আছে নাকি ? শুনিনি তো ! As a matter of fact, সুশান্তবাবু, আমি ও সব ছেলেমেয়ের ব্যাপারের কিছুই জানি না। কার বাপ আছে, কার নেই—এ সবে আমার কি দরকার !' আমার Business-এর হাত থেকে ছাড়ান পাবার উপায় নেই ; এক মিনিটও সময় পাইনা ওসব অবান্তর কথার জন্যে ? তা' কি হোয়েছে বোল্‌লেন ? রণজিতের বাপকে কে কি কোরেছে ?"

নিশিকান্ত কহিল,"আপনার নামে ফোন্ কোরে Blackmail করেছে।"

মিত্র সাহেব বলিলেন, "বটে ? এ তো বিষম ব্যাপার ! এর মানে ভেতরে ভেতরে একটা বড় রকমের চক্রান্ত আমাদের বিরুদ্ধে হোচ্ছে। তাই তো ! এ তো তা হোলে পুলিশের হাতে দিতেই হবে। সব facts place কোরতেই হবে তাদের হাতে। না হোলে জীবন-সংশয়। life, honour সবই যাবে ! না ?"

মিত্র সাহেব এমন ভাব দেখাইলেন যে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর life, honour সব যাইবার মত হইয়াছে।

কিন্তু নিশিকান্তের ছিল ইহাতে আপত্তি। পুলিশের হাতে সব facts যাহাতে না যায় তাহাই করিতে হইবে। সে মিত্র সাহেবকে প্রশ্ন করিল, "পুলিশের হাতে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই ? দেখুন না ভেবে ?"

মিঃ মিত্র হতাশভাবে কহিলেন, "উহুঁ ! মান যায় ! Honour Bright যায়। share-market শেয়ারের বাজারে মুখ থাক্‌বে না। আমার নাম কোরে Blackmail ? এ তো বড় ভয়ানক কথা।"

তারপর একটু চোখ মুদিয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উঃ ! বুঝেছি।

There it is ! এও ঐ চক্রান্তকারীদেরই কাজ। রণজিতের employee, রণজিতের সাথীদের। কাজ তো কোরেছে, টাকা চাই ; কি কোরে টাকা পাই, না এইভাবে ! বুঝেছি। তা' আমি তাদের খুঁজে বা'র কোরতে পারি—কিন্তু ঐ গোল কোরেছে আপনার শালা ! Scandal-এর ভয়ে কিছুই কোরতে পারছি না।"

নিশিকান্ত কহিল, "ব্যাপার ঘোরতর !"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "কিছু না। সব সিধে কোরে দিতে পারতুম ! শুধু আমার সময় নেই ; আর কেলেঙ্কারির ভয়, তাই মনে হয়—" তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

নিশিকান্ত অপেক্ষা করিল।

মিঃ মিত্রের ভাবনা সমাপ্ত হইলে বলিলেন, "মনে হয়—কিছু খরচ কোরতেই হবে, রাধাকান্তবাবু ! দুষ্ট লোকের মুখে চাপা দেবার অন্য ঔষধ নেই। বিশেষ এ ক্ষেত্রে। তবে তাদের একটু বেগও দেওয়া চাই। ভেবে দেখি !"

নিশিকান্ত উঠিল ; বলিল, "ভেবে দেখুন—আমাকে কোনও সময়ে খবর দেবেন। সাগরিকা যে বড় একটা চক্রান্তে পড়েছে সন্দেহ নেই—আর বেশ নূতন রকমের ফের। কিন্তু তবুও পুলিশের দ্বারা যে কিছু হবে তা বোধ হয় না। পুলিশ এ রকম ব্যাপার কখনও দেখেনি—শোনেও নি, সম্ভব।"

মিঃ মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন ; বলিলেন, "Dirty affair—কিন্তু উপায় নেই। ছোকরা ভাগলো কোথায় ? জানেন ? সম্ভব জানেন, না ? তা' না বলুন, কিন্তু কাজটা এখন হাসিল হোলেই হয় ! পুলিশের হাতে সখ কোরে যাওয়া নয়—বাধ্য হোয়েই। না হোলে পুলিশে কি না পারে ? আপনাকেও জড়াতে পারে এই ব্যাপারে ! নয় কি ?"

নিশিকান্ত হাসিবার চেষ্টা করিয়া জবাব দিল, "তা পারে।"

মিত্র সাহেব কহিলেন, "এ সব ঝগড়াতে আমার মাথা খেলে না। হাঁ, Business হোত দেখতুম। তা' দেখুন, শ্যামকান্তবাবু, কিছু শেয়ার কিন্‌বেন, বরাকর মাইন্‌স-এর। খুব প্রস্‌পেক্‌ট্‌স্‌। কয়লার খনি তো নয়, লোহারও; দুটোতে মিলে ফল্‌বে সোনা। বুঝ্‌লেন? কিছু ইনভেষ্ট করে ফেলুন। শেয়ার বাজারে পড়্‌লে আর পাবেন না। কি বলেন?"

নিশিকান্ত উত্তর করিল, "পরে জানাবো। এ ঝগড়াটা তো আপাতত শেষ হোক্‌।"

মিঃ মিত্র তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ—এ আবার বড় ঝগড়া! দু'দশ হাজার দিলেই হবে। আর কি করা যাবে। শুধু ভাব্‌ছি সাগরিকার নির্য্যাতন হোচ্ছে। তা' পয়সা দিলেই তারা ঠাণ্ডা হবে।"

নিশিকান্ত দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল, "কারা?"

মিত্রসাহেব বলিলেন, "ঐ হতচ্ছাড়ারা। পুলিশের হাতে যখন case দেবেন না, তখন ওদেরই তো পেট ভরাতে হবে। gangsters যত, রণজিত ছোকরা ভাল দলে মেশে নি। যতই চেষ্টা করুক আলাদা কতক্ষণ থাক্‌বে? জড়িয়ে পড়বেই; তখন আপনিও যাবেন, তার বাপও, আর আমার তো কথাই নেই, মুখ হেঁট হোচ্ছেই—একেবারে মাটিতে গিয়ে পৌঁছুবে আর কি।"

নিশিকান্তের সহিত হাত মিলাইয়া মিত্র সাহেব তাহাকে বিদায় দিলেন।

নিশিকান্ত বিমূঢ়ের মতই মিত্র সাহেবের সন্নিধান ত্যাগ করিল। মিত্রসাহেবকে সে বুঝিতে পারিল না। ভাবিয়াছিল যে মিত্তির বড় মতলবী হইবে; নিশ্চয়ই পাকা খেলোয়াড়; গিয়া দেখিল, কতকটা পাগল

আর কতকটা বালক। কি বলে ও কি বলিতে চায় কিছুই বুঝা যায় না। এই ব্যক্তিই যে ফোনে Blackmail করিয়াছে তাহা নিশিকান্তের বিশ্বাসই হইল না। ভাবিল, মেয়ের শোকে হয় ভদ্রলোক এইরূপ বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছে না হয় এইরূপই বরাবর। কিন্তু কথা হইতেছে রণজিতের! সত্যিই কি সে ইহার ভিতর জড়াইয়াছে আর বাহিরে নিরপেক্ষ ও নির্দ্দোষ আপনাকে দেখাইতে চাহিয়াছে? নিশিকান্তকেও তবে সে ঠকাইয়াছে? নিশিকান্ত একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না, কেন না সন্দেহ জিনিসটা এমন বদ্ যে একবার মনের মধ্যে ঢুকিলে তাহা ক্রমশই অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

"বিবাহ কপালের কথা"

অজয় যখন গহনা লইয়া গৃহত্যাগ করিল, তখন তাহার মনের অবস্থা অত্যন্ত অস্থির; ভাবিল, এ নিকুচি ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। সন্ন্যাসী হওয়াই উত্তম। বুদ্ধদেব তো রাজার ছেলে, সব ছেড়ে কেন সন্ন্যাস নিয়েছিল ? এই নিকুচির ঠেলাতে। তাই 'নিকুচি'র ঠেলাতেই সে চলিল, রেল ষ্টেশনে। সেখানে তাহার খেয়াল হইল, তাহার থাকিবার একটা জায়গা থাকা চাই অন্তত সেইরূপ জায়গার একটা ধারণা থাকা উচিত, না হইলে টিকিট কিনিবে কি উপায়ে ? কলিকাতাতে কি সন্ন্যাসী হওয়ার ঠিক ব্যবস্থা আছে ? অজয় ভাবিয়া দেখে নাই। দু'চার মহাপুরুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়াছেন শুনিয়াছিল কিন্তু কোনও মহান্ সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনে নাই। তবে. বেলুড়মঠ আছে বটে। সন্ন্যাসের চারাগাছ পোঁতা হয় সেখানে;—ফসল হয় কিনা সে শোনে নাই বটে, তবে আবাদের উৎসাহ আছে। অজয়ের মনে এই বেলুড়মঠের কথা জাগিতেই অজয় কলিকাতার টিকিট কিনিয়া বসিল। ষ্টেশনের ভিতর গিয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতে করিতে কলিকাতা হইতে ট্রেণ আসিয়া পৌছিল ও তাহার ভিতর হইতে বিনয় নামিল দেখিতে পাইল। তাহার প্রথম প্রবৃত্তি হইল, পলায়নের। পকেটে গহনা ও ট্যাঁকে টাকা—বিনয় এখুনি প্রশ্নে প্রশ্নে তাহাকে ব্যস্ত করিবে; শেষ পর্য্যন্ত হয় তো তাহার বেলুড় যাওয়ার সংকল্পও নষ্ট করিবে। কিন্তু এতকালের বন্ধু; বিদায় না লইয়া যাওয়াও যায় না; ভবিষ্যতে হয়তো সন্ন্যাসের মধ্যে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাতও হইবে না। তাই অজয় বিনয়কে ডাকিল।

বিনয় তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? কোথায়? ষ্টেশনে কি কোরছিস্?"

অজয় বলিল, "ক'লকাতা যাবো। তুই যে ফিরে এলি?"

বিনয় তাহার বন্ধুর শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সে পরে বোল্‌ছি. এখন তুই ক'লকাতায় যাচ্ছিস্ কেন, শুনি?"

অজয় উত্তর দিল, "পিসি বড় ঝগড়া বাধিয়েছে। শোভাকে বিয়ে কোরতে বলে! আমার দ্বারা ও সব হবে না। তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে থাকাও অসম্ভব। আমি সন্ন্যেসি হবো। রামকৃষ্ণ মিশনে যাবো। অনেকে তো গেছে, আমিও যাবো। ভেবে দেখ্‌লুম, আমার এ রকম পোষাবে না।"

বিনয় হাসিয়া ফেলিল; কহিল, "যত আজগুবি কথা, বিয়ে কোরবি না কেন? চল্ ফিরে। বিয়ে কোরতেই হবে। সত্যি এ তোর পক্ষে ভাল হবে; এতে অমত করিস নি।"

অজয় মাথা নাড়িয়া উদাসভাবে জবাব দিল, "উঁহুঁ। আমার ইচ্ছে নেই।" তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, "বিনয়, তুই যা, বিয়ের সব ঠিক, বিয়ে তুই-ই কোরে নে। শোভা ক'খানা গহনা দিয়েছে, বেচে বিয়ের বাজার করার জন্য। তুই সেগুলো নিয়ে, যা' ইচ্ছে করগে। আমি চল্‌লুম। আমার দ্বারা ও নিকুচি হবে না।"

বিনয় জবাব দিল, "কেন হবে না তা বুঝ্‌তে পারি না। না, না, অজয়, ছেলেমানুষি করিস্ নি; চল্ ফিরে। না হয় চল, কলকাতাতে দু'জনেই। বাজারপত্র করে নিয়ে আসি। তোকে ছেড়ে দেবো না।"

অজয় বিপদে পড়িল। বিনয়ের হাত হইতে ছাড়ান পাইবে কিসে ভাবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কলিকাতাগামী ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। বিনয় তাড়াতাড়ি টিকেট কিনিয়া আনিয়া অজয়কে লইয়া ট্রেণে উঠিল।

সারা ট্রেণে অজয় ভাবিতে লাগিল। কলিকাতাতে পৌঁছিয়া বিনয়ই গহনাপত্র বেচিয়া যাহা কিছু কিনিবার কিনিল। পরদিন অজয়কে লইয়া গাঁয়ে ফিরিল; মুহূর্ত্তের জন্যও সে অজয়কে কিছু করিবার অবকাশ দিল না।

পিসি বিনয়কে দেখিয়া বলিলেন, "ওরে অজু, আবার ওকে এনেছিস্?" অজয় আজ দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, এনেছি। আমার বিয়েতে আমার বন্ধু আস্‌বে না?" অজয়ের গলার স্বরে পিসি একটু দমিয়া গেলেন। পাছে অজয় শেষ মুহূর্ত্তে আবার বাঁকিয়া বসে, তাই পিসি বিশেষ জিদ্ আর করিলেন না। কালই বিবাহ—আজ বরের সহিত ঝগড়া করিতে পিসির সাহসে কুলাইল না।

পর দিন সকাল হইতেই পিসি সারা বাড়ী গরম করিয়া তুলিলেন। "ওরে শোভা, তুই অবাক্ কোরলি! যার বিয়ে তার ঘুম নেই; পড়ে পড়ে আটটা পর্য্যন্ত ঘুমুবি? বলি একটু গা' ঘামা না। আমার কি সাতশো চাকর আছে না লোকজন আছে যে ব্যবস্থা কোরবে? আমি স্নানে যাচ্ছি; পথে সব—বোলে কোয়ে আস্‌বো; এখনি লোকজন সব আসা সুরু হবে। একদিনে গায়ে হলুদও বিয়ে এ কি সোজা কথা?"—বকিতে বকিতে পিসি বাহির হইয়া গেলেন।

শোভা উঠিল, আজ সত্যই তাহার আলস্য হইতেছিল, জ্যেঠি তাহাকে ডাকিয়া গেলেন, কিন্তু সে উঠিয়াই বা কি করিবে? বিয়েও যেমন, ঘটাও তেমন! তাহার হাসি আসিল। তা যেমনই বিয়ে হোক্—তবু ক'নেকেই যে খাটিয়া-খুটিয়া, সব জোগাড় করিয়া নিতে হয়—আর হবু-বর ঘরে মজা করিয়া শুইয়া থাকে—এ কখনো সে শোনে নাই। নাঃ—আজ সে কাজ করিবে না। চুপচাপ বসিয়া না হয় শুইয়া থাকিবে।

কিন্তু শুইতেও পারিল না। তাই রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই বিনয় বাহির হইল, ও হাসিয়া বলিল, "সুপ্রভাত!"

শোভা উত্তর দিল, "বড় সাহস যে! জ্যেঠিকে ডাক্‌বো—"

বিনয় বাধা দিল, "উঁহুঁ! বাইরে যেতে দেখেছি! এখন আমার উপর হুকুম করুন—"

শোভা বলিল, "কৈ কি কাজ কোরেছেন শুনি? যা' বলেছি তার কি হোল? ঐ জোচ্চোরগুলোর খবর পেয়েছেন? এদিকে সর্ব্বস্বান্ত কোরে গেছে যে। আপনার বোকা বন্ধুটির মাথায় কাঁটাল ভেঙে খেয়েছে।" বিনয় প্রশ্ন করিল, "তার মানে?" শোভা সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বিনয় হতবুদ্ধি হইল: তাহার অমন জাঁকের বুদ্ধির জোর একেবারে গেল!

শোভা বলিল, "যাক্! যা কপালে ছিল হোয়েছে। ভবিষ্যতও যে কি তা জানিনা। আপাততঃ—"

বিনয় কহিল, "হাঁ, আপাতত কপালে বিয়েই লিখেছে। কিন্তু তাইতো; অজয়টা যে এমন হাঁদা তা কখনো জানিনি। আমার ইচ্ছে কোরছে আজই বেরিয়ে পড়ি—তাদের যেখানে পাই খুঁজে বা'র করি।"

শোভা বলিল, "আজ না।"···বিনয় কি মন্তব্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় পিছন হইতে অজয়ের গলা শুনিল: "বিনয়, আজ যাস্‌নে; এ নিকুচি কে সাম্‌লাবে?"

অজ্ঞাতসারে শোভার হাত মাথার কাপড় টানিয়া দিতে গেল; বিনয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যার নিকুচি সেই সামলাবে; সারা জীবনই হবে সামলাতে!"

অজয় উত্তর করিল, "বুঝেছি! কিন্তু আজ যাওয়া চল্‌বে না। পিসিকে ভয় নেই।" তারপর শোভাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "যেতে দিও না। ওকে রাখ্‌তেই হবে।" তারপর এদিক ওদিক দেখিয়া বলিল, "একটু চা চাই!" তারপর শোভা চলিয়া গেল রান্নাঘরের দিকে

দেখিয়া সে রকের উপর বসিয়া পড়িল ও একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পকেট হইতে পড়িতে বসিল। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ বিনয়কে বলিল : "বিনয়, এ কি ?"

বিনয় তাহার হাত হইতে খবরের কাগজ লইয়া নির্দ্দিষ্ট অংশে পড়িল :

সাধনার পথে

(মিস্ সাগরিকার নিকট হইতে ডাকযোগে প্রাপ্ত)

শহরের হাওয়ার বাহিরে মুক্তি ও বন্ধন দুইটি—যেমন গুটিপোকা ও প্রজাপতির উদ্ভব একই জায়গাতে, যেমন বাতশ্লেষ্মা ও চোরা সান্নিপাতিক একত্র। ওরে মন, তুই বিহঙ্গ না গুবরে পোকা ? তুই এরোপ্লেন না কূপমণ্ডুক ? মনের তত্ত্ব বুঝা যায় না। হাজার কেন লাখো ফ্রয়েড ও লাখো গিরীন বোস্ ডুবে যায় মনের অতলে ; মনকে দেখা যায় শুধু মনের খিড়কি দিয়ে।…আজ আমার মূল্য নির্দ্ধারণ হোয়েছে। দশ হাজার ! বাংলা দেশের মধ্যে আমাকে দশ হাজার দিয়ে—কারামুক্তি দেবে কে ? কিন্তু দশ হাজার টাকা আমার দাম যে নির্দ্ধারণ কোরেছে তার মত মূর্খ নাই।

সাধনার পথে টাকা কড়ির হিসাব করা বৃথা। কোথায় পথ ? কোথায় আলো ?

বন্দিনী সাগরিকা

সম্পাদকীয় : এই সাহিত্যিক রচনা যে আধুনিকতম ও সেইজন্য মিস্ সাগরিকা লিখিত ইহাতে সন্দেহ আমাদের নাই। দুঃখের বিষয়—ইহার ভাব বিশ্লেষণ আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা পূরা ও পাকা মডার্ণ। মডার্ণত্বের ছাপ ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। জল ও তেল দিলেও সে ছাপ উঠিবে না।

বিনয় পড়িয়া কহিল, "আশ্চর্য্য !"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি ?" বিনয় যতটা সংক্ষেপে হয় ঘটনাটি যেমন রণজিত ও নিশিকান্তের কাছে শুনিয়াছিল জানাইল। শুনিয়া অজয় শিহরিয়া উঠিল ঃ কহিল, "ইস্! হাঁ! রণজিত তবে ফেঁসেছে! তাইতো—বিনয়! কিছু তো করা উচিত তার জন্যে। তা' খুঁজে বেড়ালে কি হয়? কোথাও না কোথাও তো দেখা পাওয়া যাবেই! এ তো সত্যি মগের মুলুক নয়—যে উবে যাবে।"

শোভা চা লইয়া আসিল ও চা দিয়া গেল। দুই বন্ধুতে আরও হয়তো আলোচনা হইত, কিন্তু পিসি আসিয়া পড়িলেন ঃ "ওরে অজু! এখনও গা' দুলিয়ে বেড়াচ্ছিস্? বলি আজ যে বিয়ে তাও কি মনে করিয়ে দিতে হবে বার বার? এখুনি সারা গাঁয়ের লোক এসে জড় হবে।"

অজয় কহিল, "সারা গাঁ কেন পিসি সারা দেশের লোক একত্র হোলেও আজ আমি স্রেফ্ বিয়ে ছাড়া আর কিছুই কোরছি না। যা' করবার এই বিনয়কে বল।"

পিসি রাগিয়া বলিলেন, "কিছু কোরবি না তো যা' ঘরের ভিতর যা'। তারপর আর একটু পরে রায়েদের বাড়ীতে গিয়ে আজ থাক্‌বি। বর-বৌ এক বাড়ীতে বিয়ের দিন থাক্‌তে নেই, বুঝ্‌ছিস্? আমি বোলে এসেছি। রায়েদের ছেলেরা এখুনি নিতে আস্‌বে তোকে!"

অজয় শুধু বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "যম'স অরুচি!"

একটু পরে রায়েদের বাড়ীর ছেলেরা আসিল ও পিসির তাড়নাতে অজয় ও বিনয় রায়েদের বাড়ী গেল। তারপর পিসির বাড়ীতে বিবাহের গোলযোগ লাগিয়া গেল। গায়ে হলুদ আসিল ও গেল ; অতিথি অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রভুত্ব ও আদেশের বহর বাড়িয়াই চলিল। উদ্যোগ পাট—

পূর্ণ উদ্যমে চলিল, বিকাল হইতে না হইতেই দুই চারজন পুরুষের সমাগম ঘটিল। সন্ধ্যাতেই লগ্ন এ কথা পিসি ও ভট্টাচার্য্য বারম্বার সবাইকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে—বরকে সাজাইয়া আনিতে লোক গেল। কিন্তু অজয় নাই। বিনয় ছিল—সে কহিল: "অজয় বাহিরে গিয়াছে, ফিরিবে। সম্ভব মুখ হাত ধুইতে কি স্নান করিতে গিয়াছে।"

আরও আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা গেল—অজয়ের দেখা নাই, সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পিসি চিৎকার করিলেন, "ঐ অমঙ্গুলে বন্ধু না কি ওটাকে যখনই এনেছে তখনই বুঝেছি একটা অনর্থ ঘট্‌বেই!" চারিদিকে লোক ছুটিল! মাঠ ঘাট ভাঙিয়া পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনও তরফই বাদ গেল না। কিন্তু অজয়ের খবর নাই। ক্রমে লগ্নও আসিয়া পড়িল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন উত্তপ্ত হইলেন; পাড়ার সকলেই উৎকণ্ঠিত, উত্তেজিত হইল। লগ্ন উত্তীর্ণ হইলে জাতঃপাত হইবে। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "বরের বন্ধুকে ডাক!"

বিনয় আসিল। সকলেই তাহাকে লইয়া পড়িল। তার জাতি কি, কুল কি, শীল কি, এইরূপ প্রশ্নে তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া শেষে তাহাকেই সকলে ধরিয়া বসিল, "তোমাকেই তবে বিয়ে কোরতে হবে, বাপু। তা' বোলে তো মেয়ের জাত যেতে পারে না।" বিনয়ের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল কিনা আমরা জানি না, তবে সে প্রতিবাদ করিল না।—

পিসি তখন ভিতরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, "ওরে শোভা, বলিনি আমি? ঐ অনামুখোর মতলব ভাল নয়। ওর মুখ চোখ দেখিস্‌নি শান দেওয়া ছুরির মত। অজুর মাথা ওই খেয়েছে এবার তোরও খাক্। আমি নিশ্চিন্ত হই। মর্ এখন ওকেই বিয়ে কোরে!"

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রণজিতের জীবন-সংগ্রাম

রণজিত কৃষ্ণনগরে গেলে কি হইবে তাহার মন পড়িয়া ছিল চৌরঙ্গির চারি পাশে। তাই সে নিশিকান্ত ও বিনয়ের সমস্ত উপদেশই প্রায় ভুলিয়া গেল, কৃষ্ণনগর পৌঁছিতে পৌঁছিতে। নিশিকান্ত তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, নাম বলিবে, আর, ডাটা (R. Dattah); জাতি মালাকার; পেশা—Left-Handed Insurance কোম্পানীর এজেন্সি ও Everlasting Investment Co-র দালালি। নিশিকান্ত তাহাকে এই মর্মে কার্ড, ফর্ম, ও কাগজপত্র সব দিয়া দিয়াছিল। সে একটি পূরা বাণ্ডিল!

কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়া সে উঠিল ডাক-বাংলোতে, সেখান হইতে উপদেশ স্মরণ করিয়া সে গেল থানাতে ইনস্‌পেক্‌টরের সহিত দেখা করিতে। ইনস্‌পেক্‌টরবাবু বাঙালীই, বয়স প্রায় ৩৫।৩৬; বেশ হুঁসিয়ার ও রাশভারী।

রণজিত যাইয়া নমস্কার করিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কে? কি চাই?"

রণজিত কার্ড দিল, "আর, ডাটা! এজেণ্ট এণ্ড ব্রোকার!"

ইনস্‌পেক্‌টর এক দৃষ্টি দিয়া কহিলেন, "দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যান্‌। দেরি কোরবেন না! এণ্ড কথাটিও না।"

অন্য সময় হইলে রণজিত এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষেপিয়া যাইত; কিন্তু এখন নরম করিয়া কহিল: "আজ্ঞে—"

ইনস্‌পেক্‌টর বলিয়া উঠিলেন, "বস্‌! এখনি ফাটকে দেব।

কোলকাতা থেকে এসেছো—এই চার্জই যথেষ্ট। ভদ্রলোক হোতেই পার না। যাও, ফিরতি গাড়ী আছে কোলকাতার। খসে পড়ো ভাল চাওতো।"

বহু কষ্টে আত্মসংযম রক্ষা করিয়া রণজিত বাহির হইয়া যাইতে যাইতে শুনিল ইনস্‌পেক্‌টরবাবু বলিতেছেন: "বাঘের ঘরে ঘোগ্‌! ওঝার কাছে ভূত? অ্যাঁ? পুলিশের কাছে দালালি?"

রণজিত ডাক্‌-বাংলোতে ফিরিল ম্লানমুখে। ডাক-বাংলোর খানসামারও দয়ার উদ্রেক হইল তাহার মুখ দেখিয়া। পরামর্শ দিল, "প্রথমে জজ্‌ সাহেবদের কাছে যেতে হয়, তারপর ডিপ্‌টিবাবুদের, মুন্সেফবাবুদের ও উকীলবাবুদের কাছে। দু' একজন কলেজী প্রফেসররও আছে। থানাতে কেন গিছ্‌লেন, বাবু?"

রণজিত কিছুক্ষণ ভাবিয়া দেখিল। হাঁ, কিছু অভিজ্ঞতা তাহার চাই। যদি সাগরিকাকে বিবাহ করিত, তবে তো এতদিনে তাহাকে এই রকম যাহা হয় কিছু করিতেই হইত। আর সাগরিকাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ সে করিবেই—তাহাতে ভুল নাই। সাগরিকার স্মৃতিতে তাহার মন বেশ একটু বিচলিত হইল; আপনাকে ভুলাইবার চেষ্টাতে সে একজন নামজাদা উকীলের বাড়ীতে গেল—যদি কাজ হয় কিছু।

কার্ড পাঠাইতেই উকিলবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, বেশ সৌখীন। পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর শাল। পায়ের নূতন ফ্যাসানের স্যাণ্ডাল; মুখে গড়গড়ার নল। তাহাকে দেখিয়াই উকিলবাবু বিনা-ভূমিকাতে বলিলেন, "কেসটা (case) কি রকম? কোরেছিলে কি? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিছ্‌লে? না কাগজ-কলমে? কার কোর্টে পড়েছে? তা' যার কোর্টেই হোক্‌, ফি লাগ্‌বে

আমার কুড়ি, মুহুরীর পাঁচটাকা, আর আমার ছেলে জুনিয়র, আট টাকা। আগাম দাও!"

রণজিত একটু সাহসের সহিত কহিল, "আজ্ঞে, কেস্‌টেস্ তো নেই। আমি ইনসিওর—"

উকীলবাবু আপাদমস্তক রণজিতকে দেখিয়া লইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "No time (সময় নেই)। তবে তোমাকে সাহায্য কোরছি। কলেজে যাও। প্রফেসরগুলো এদিকে পণ্ডিত হোলে কি হবে, আসলে হাঁদা। ফি বছরই দুচারটা জোচ্চোরের পাল্লাতে পড়ে ফেঁসে যায়, তবু চৈতন্য হয় না। তোমার জন্যে তাই হয় তো এখনো field আছে। যদি পরে আইনে ফেঁসে যাও—আমার কাছে এসো। কিন্তু আটত্রিশ টাকা নিয়ে এসো—বাঁচাতে চেষ্টা কোরবো। এখন যাও। সময়ের দাম আছে।"

রণজিত সবিনয়ে "যে আজ্ঞে" বলিয়া উঠিল। ভাবিল, "যাই, একবার কলেজের মাষ্টারই দেখি!"

খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে একজন সাহিত্যের অধ্যাপকের বাড়ী গেল। কার্ড পাঠাইতেই ভদ্রলোক গায়ে কোঁচার খুঁট জড়াইয়া নিজেই বাহিরে আসিয়া মহা সমাদরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বৈঠকখানাতে একখানা তক্তপোষ মাদুর ঢাকা ও একখানা কাঠের হাতল-ভাঙা চেয়ার। চেয়ারে রণজিতকে বসিতে দিয়া নিজে তক্তপোষের উপর উবু হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিগারেট্ খান?"

রণজিত জবাব দিল, "না।"

অধ্যাপক—বয়স সাতাশ আঠাশ হইবে—কহিলেন, "খাবেন, বুদ্ধি খুল্‌বে। টেনিসন খেতো; মিলটন খেতো;···খাওয়া চাই। বলেন তো চাকরটাকে পাঠাই—দুটো কাঁচি-মার্কা কি হাওয়াগাড়ী চট্ কোরে আনুক।"

রণজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, ধন্যবাদ, দরকার নেই !"

অধ্যাপক যেন ক্ষুণ্ণ হইলেন ; কহিলেন, "তবে থাক্। চাকরটাকে তামাকই দিতে বলি।" তিনি চাকরকে তামাক দিতে আদেশ করিলেন।

তামাক আসিলে তাহাতে টান দিতে দিতে বলিলেন, "কত টাকা এ রকম এজেণ্টগিরি কোরে পান ? শ' দুই ? না তারো বেশি ?"

রণজিত উত্তর দিল, "আজ্ঞে, যে যেমন কাজ করে সে সেই রকম পায়। এ তো বাঁধা-বরাদ্দ কিছু না, শুধু মেহনত্ !"

অধ্যাপক আবার কিছুকাল তামাক টানিয়াই চলিলেন ; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা—আপনারা তো পাকা ব্যবসাদার ! কলকাতার সব খবরই রাখেন ! বোল্‌তে পারেন টেক্‌সট বুকের নোট লিখ্‌লে কত রোজগার হয় ? বাংলা নভেল লিখ্‌লে কি বেশি পাওয়া যায় ? কোন্‌টাতে দু' পয়সা বেশি হয় ?"

রণজিত জবাব দিল, "দুটোই লিখুন। ঘরে বোসে মেয়েরা পড়্‌বে নভেল, আর মেসে বোসে ছেলেরা নোট।"

অধ্যাপক একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "তাই কোরতুম—কিন্তু ছাপাবার লোক পাই না। নিজে ছাপাতে বড় খরচ। নোটে লোকসান হোলে স্ত্রীর চুড়ি ক'গাছা যাবে—না হয় বালাটা তাগাটা পর্য্যন্ত ; নভেল সেই সঙ্গে হোলে, হারগাছাও। তখন 'কান্তা' ও 'কান্তারে' তফাৎ থাক্‌বে না ; ঘর-বা'র একাকার হবে।"

একটু থামিয়া কহিলেন, "ক'লকাতাতে ফিরে একটু আমার জন্যে চেষ্টা কোরবেন—একজন প্রকাশক ঠিক কোরতে। লাভ চাই না ; শুধু ছাপাবে যা' লিখ্‌বো। আজকাল লেখা সহজ হোয়েছে ; বানান ভুল নেই, ব্যাকরণও নেই ; মূল-নকলের মারামারি নেই ; সময় সব দিক দিয়ে ভাল

লেখার পক্ষে। শুধু প্রকাশক পেলেই—হয়তো লিখে লিখে, পাব্লিসিটি-অফিসরও হোতে পারি। দেখ্‌বেন, বুঝ্‌লেন ?"

রণজিত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু ইন্‌সিওর করাবেন নাকি ?"

অধ্যাপক হাসিলেন ; কহিলেন, "করাতে অনিচ্ছা নেই, কিন্তু গৃহিণীর মতটা নিতে হবে। দরকার তাঁরই বেশী। আমার তো পটল তোলারই দরকার বেশি ; কিন্তু বাধা-বন্দোবস্তের দরকার তাঁরই। সেইজন্যে গহনা-পত্রের ফর্দ, বুঝেছেন ?"

রণজিত জানাইল, বুঝিয়াছে ও বিদায় লইয়া হাঁফ ছাড়িল।

ডাক-বাংলোতে ফিরিয়া সে খানসামার কাছে শুনিল যে একজোড়া সাহেব মেমসাহেব আসিয়াছে। তবে সাহেবের কথা খাঁটি সাহেব নহে—মেকী, রণজিত তাই বিশেষ ঔৎসুক্য না দেখাইয়া ভাবিতে লাগিল—এইবার সে কলিকাতায় ফিরিবে কি না। কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া খানসামাকে খবরের কাগজ কিনিতে পাঠাইল—যে কাগজে সাগরিকার চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি বাহির হইত।

খানসামাকে পাঠাইয়া সে বারান্দাতে এক ইজিচেয়ারে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, এমন সময় পিছন দিক হইতে কে আহ্বান করিল ঃ "হ্যালো, গুড্ মর্ণিঙ !" রণজিত ফিরিয়া দেখিল, একজন দেশী সাহেব। খাকী সার্টস্, লম্বা খাকী মোজা, খাকী টুপি, সার্টের উপর টুইডের কোট, হাতে লিক্‌লিকে একগাছা ছড়ি।

রণজিত উঠিয়া জবাব দিল, "হাঁ, গুড্ মর্ণিং !"

সাহেব তখন আওয়াজ দিলেন, "বোয়, (Boy) ইটার ডুসরা কুরসী লাগাও !"

বোয় একজন আসিল ও কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আর একখানা

আরাম-কেদারা রাখিল। সাহেব হুকুম করিলেন, "টিসরা কুরসী লাগাও!"

বোয় তিসরা কুরসী আনিয়া বারান্দাতে পাতিয়া দিল।

সাহেব তখন আদেশ করিলেন, "আভি যাও, খানা লাগানে। জলদি খানা চাহিয়ে। হামারা খুব জবরদস্ত কাম হ্যায়!"

বোয় (Boy) চলিয়া গেল। সাহেব তখন পকেট হইতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিয়া রণজিতের দিকে আগাইয়া দিলেন।

রণজিত কহিল, "Thanks, no, আমি ওসব খাই না।"

সাহেব বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, "No? My God! Not smoke? No cigar? My God." তারপর ইজিচেয়ারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া নিজেই সেই চুরুটটি ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

"সরপুরিয়ার রপ্তানি-কারবারে লাভ কত ?"

একটু পরে খানসামা আসিয়া রণজিতের হাতে কাগজ দিল। সাহেবকে উপেক্ষা করিয়াই রণজিত তাড়াতাড়ি কাগজ খুলিয়া চোখ বুলাইল। এক জায়গাতে দেখিল লেখা আছে :

(সাগরিকা দেবী হইতে ডাকে প্রাপ্ত)

"আর কতকাল অপেক্ষা করাবে ? শীঘ্র এসো ! শত্রুহস্তে দুর্গেশনন্দিনী কতকাল বাঁচিবে ?

ইতি—সাগরিকা"

সম্পাদকীয় : চিঠি শীলমোহর বাঁকুড়ার অন্তর্গত পতিতুণ্ডি গ্রামের। পুলিশে ইহা নোট করিয়াছে। অদ্যাপি সাগরিকা দেবীর খোঁজ নাই। তবে শুনা যাইতেছে কলিকাতার কোনও ধনীপুত্র ইহার সহিত জড়িত আছে।

পড়িয়া রণজিতের রং ফিকা পড়িয়া গেল। দেখিয়া সাহেব উঠিয়া বসিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্, এই নেটিভ পেপারগুলো তো খুব লেখে ! না ?"

তারপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন : Excuse me, মাফ্ কোরবেন, আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমার নাম পি, আর, পিল। ঘোড়ামারি State আছে—সেখানকার ডাইরেক্টর অফ ইনডাস্ট্রিজ্। বড় ভারী State. সতের থেকে সাতাশ gunএর স্যালুট !"

রণজিত তখন কাগজ পড়িয়া উন্মনা হইয়াছিলঃ বলিল, "অ্যাঁ! What? কি বোল্‌ছেন?"

সাহেব আবার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন।

শুনিয়া রণজিত বলিল, "সুখী হোলুম। আমার নাম, আর, ডাটা। মালবারি হিন্দু, settled in Bengal. আমি Everlasting Investment Co. ও Left-Handed Insurance Co.র Director. (ডাইরেক্টর)।"

সাহেব উৎসাহে ও আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "My God! When Directors meet—উঃ! এ অনির্ব্বচনীয়!" তারপর সাহেব সজোরে রণজিতের হাতটা নাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু তার এই উৎফুল্লতা ভঙ্গ করিয়া মিহি গলাতে কে দূর হইতে ডাক দিলঃ "ডারলিং (Darling), আরে ডারলিং"...সাহেব তখনই রণজিতের হাত হইতে হাত সরাইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রণজিত যে দিক হইতে আওয়াজ আসিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে সে আপনার চোখ্‌কে বিশ্বাস করিতে পারিল না। দূর হইতে মেমসাহেবকে যেন অনেকটা সাগরিকার মত দেখিতে লাগিতেছিল, তাই সে চমকিত হইল।

মেমসাহেব নিকটে আসিলে সাহেব মহা আড়ম্বরে পরিচয় করাইয়া দিলেন, "Mrs. Pil (পিল)—Mr. ডাটা।"

মেমসাহেব স্নিগ্ধহাস্যে ঘাড় নত করিলেন; রণজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাইল।

রণজিত বলিল, "আপনার মুখের সঙ্গে আমার জানা একজনের মুখের বড় মিল—"

মুহূর্ত্তের জন্য সাহেব-দম্পতীর মুখের উপর একটা ছায়া পড়িল; কিন্তু

রণজিত তাহা বুঝিতেও পারিল না। কিন্তু মেমসাহেব কহিলেন, I see. তা' আমিই তো সেই পরিচিত ব্যক্তি নই? দেখুন, ভাল কোরে।" সাহেব হাসিলেন—চেষ্টা করিয়া—হোঃ হোঃ।

রণজিত জবাব দিল, "সত্যই। মিথ্যে নয়!"

মেমসাহেব সাহেবকে কহিলেন, "Darling (ডারলিং), তোমার যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা আজ! আর পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করার দিন ঠিক করবে। ভুলো না। সময় হোয়েছে।"

সাহেব উঠিয়া পড়িলেন, "Oh yes." (ঠিক্); ভুলে মেরেছিলুম আর একটু হোলে!" সাহেব তিন লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন (ডিউটি) কর্ত্তব্য পূরা করিতে। যাইবার সময় রণজিতকে বলিয়া গেল, "আপনারা টক্ (talk) করুন"—ও শিস্ দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে শীঘ্রই অদৃশ্য হইলেন।

সাহেব যাইতেই মেমসাহেব একখানি easy chair-এ বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "বসুন, গল্প করা যাক্!" রণজিত বসিলে, বলিলেন, "তা' আমি তো আপনার পরিচিত নই? আর তা হোলে কে সে? affair of heart, নাকি? অ্যাঁ! অবশ্য আপত্তি থাকলে বোলতে হবে না।"

রণজিত রক্তিমমুখে বলিল, "না। আপত্তি আর কি? তাঁর নাম, সাগরিকা!"

মেমসাহেব অবাক হইবার ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "I see. তা' সাগরিকা আমার পিসির-বাপের ছোট ভাইএর মেয়ে। আপনি তো তবে dear—একেবারে নিকট সম্বন্ধ বোল্‌লেই হয়। তাই মিল্ দেখে চম্‌কেছেন। কিন্তু সাবধান, প্রেমে আমার সঙ্গে যেন পড়বেন না। আমি সাগরিকার আত্মীয়া মাত্র—সাগরিকা নই।"

রণজিত উচ্চারণ করিল, "ধ্যেৎ।"

মেমসাহেব কহিলেন, "ধ্যেৎ হোলেই ভাল। তা এখানে কি কোরে সাগরিকার সন্ধানে এসে পড়লেন? সাগরিকা এদিকে আছে কে বোল্‌লে?"

রণজিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মেমসাহেব সমবেদনার সুরে বলিলেন, "ভয় নেই। যতদিন সাগরিকাকে না মেলে, ততদিন আমি আছি। চলুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের কাজ এখানে দুই-তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।"

রণজিত প্রশ্ন করিল, "কি কাজ!"

মেমসাহেব বলিলেন, "Stateএর কাজ। কৃষ্ণনগরের কত রকম মিঠাই আছে তার ফর্দ্দ কোরে, তাদের থেকে কি লাভ হোতে পারে, কত বড় মার্কেট, এই সব খবর নেওয়া। ষ্টেটের Industry বিভাগ বাড়ানো হোচ্ছে। তা' ছাড়া একটা প্রাইভেট্ উদ্দেশ্যও আছে।"

রণজিত কৌতূহলী হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

মেমসাহেব কহিলেন, "কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া বিখ্যাত। ম্যানুফাকচার কোরে আফ্রিকা ও য়ুরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানি করা যায়—বিলাতী টফির মত। হল্যাণ্ডের cheese (চীজের) মত কোরে। এতে ভারতে উটজ-শিল্পের প্রচার হবে। গেল বছরে বিলেতে ট্রেড-কমিশনরের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হোয়েছে। তাই থেকে রোজই প্রায় ট্রেড-কমিশনরের তার আসে, কি হোল? মস্ত বড় লাইন, মাঠে মারা যাচ্ছে, যা' হোক্ ব্যবস্থা কর। ভাবছি এই গ্লাসগো'র Exhibition-এ পাঠাবো কিছু—বাজারের হাওয়া বোঝা যাবে। সাহেবও হয়তো কোনদিন কোথাও ট্রেড কমিশনর হোয়ে যাবে, তখন তো কথাই নেই।"

রণজিত অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। মেমসাহেব একটু দম লইয়া

কহিলেন, "দেখুন না, বিলাতে, য়ুরোপে, এমেরিকাতে, ও আফ্রিকাতে মাথা পিছু একজনের এক-একখানা সরপুরিয়া ধোরলেও, কত রপ্তানি হবে? তা ছাড়া চাহিদা বাড়্‌বে। একখানা খেয়েই কিছু জিভ্ মরে যাবে না; বিজ্ঞাপনও দেবো। ভেবে রেখেছি State-এর হাতে এটা দেবো না; নিজেরাই চালাবো। কিছু টাকা ঢাল্‌লে বেশ ভাল সরপুরিয়ার কারখানা লেগে যাবে। শতকরা ১০০৲ টাকা তো ছার, ২০০৲ টাকা, ৪০০৲, ৫০০৲ টাকাও হোতে পারে। শুনেছি ক্রোর ক্রোর টাকার আচার মোরব্বা বিক্রি হয়। শুধু চাই একটু মডার্ণ ব্যবস্থা। ও শালপাতার ঠোঙা চল্‌বে না। তবুও একেবারে বেশী ইনভেষ্ট কোরতে চাই না। দু পাঁচ হাজারই যথেষ্ট হবে স্নুরু স্নুরু।"

রণজিত উৎসাহিত হইল; বলিল, "নিশ্চয়ই। এটা যে এতো কাল মাথায় কারো ঢোকে নি এই বড় আশ্চর্য্য!"

মেমসাহেব কহিলেন, "কতকটা ঢুকেছে! ভীমনাগের সন্দেশ আর দোয়ারীর রসগোল্লা বিলাতে যাচ্ছে। এই বেলা সরপুরিয়াটা ক্যাপচার করা চাই। তাই খবরটা গোপন রাখ্‌বেন। আপনি নিতান্ত আপনার লোক বলেই জানালুম এই schemeটা। ফাঁস কোরে আমাদের যেন ফাঁসাবেন না। বুঝেছেন?"

রণজিত মাথা নাড়িয়া জানাইল সে কাহাকেও কিছু বলিবে না। "শুধু একটি সর্ত্ত"—সে কহিল।

মেমসাহেব কহিলেন, "কি আপনিও আবার সর্ত্তটর্ত্ত স্নুরু কোর্‌লেন কেন? আমি ওসব সর্ত্ত কোরতে পারবো না।"

রণজিত কহিল, "আচ্ছা, পরে বোল্‌বো।"

সে দূর হইতে সাহেবকে ফিরিতে দেখিয়াছিল। একটু বাদে সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন ও হাঁক পাড়িলেন, "বোয়, খানা! জলদি!"

বোয় আসিয়া জানাইল, খানা-কামরাতে খানা দেওয়া হইয়াছে। মেমসাহেব রণজিতকে বলিলেন, "চলুন, মিঃ ডাটা, খানা খাবেন।" রণজিত আপত্তি জানাইতেছিল, মেমসাহেব তাড়া দিলেন, "কথাটি নয়। আত্মীয় না? যা বোলবো কোরতে হবে!" তারপর সাহেবকে জানাইলেন, "Darling, ইনি সাগরিকার লভার!"

সাহেব যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন। ছড়ি ফেলিয়া দুই হাতে রণজিতকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বটে! My God! এই! বোল্‌তে হয় আগে! উঃ! gone, went, gone."

তিনজনে খানা-কামরার দিকে চলিলেন। সাহেব আগে; তার পিছনে মেমসাহেব; শেষে রণজিত খানা-কামরার দরজাতে দাঁড়াইয়া সাহেব কহিলেন: "ওহে লভার—দেখো যেন আমার মাথায় কাঁটাল ভেঙে খেয়ো না। তুমি যে dangerous. সাগরিকাকে হাত করেছো—তোমার অসাধ্য কিছুই নেই।"

খানা খাইয়া সাহেব আবার বাহিরে গেলেন, অনেক কাজ। মেমসাহেব রণজিতকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনিও কি যাবেন নাকি?"

রণজিত জানাইল, তাহার বাহিরে যাইবার তাড়া নাই, মেমসাহেব বলিলেন, "বেশ হোয়েছে তবে। চলুন সাগরিকার গল্প কোরবেন।"

রণজিত ও মেমসাহেব বাহিরের ইজিচেয়ারে গিয়া বসিলেন।

রণজিত বলিল, "গল্প করার কিছু নেই। সাগরিকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক হত্তুকি সিং তাকে গুম করেছে। বড়ই আশ্চর্য্য। কলকাতা শহরের মধ্যে এই কাণ্ড।"

মেমসাহেব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? এতো আশ্চর্য্য! কবে? কতদিন হোল?"

রণজিত বলিল, "প্রায় পাঁচ সাত দিন হোল। বড়ই মুস্কিল।"

মেমসাহেব মন্তব্য করিলেন, "সম্ভব সে নিজেই গেছে। ঠিক জানেন যে অন্যে নিয়ে গিয়ে গুম কোরেছে?"

রণজিত জবাব দিল, "সন্দেহ নেই।"

মেমসাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। রণজিতও কিছুকাল নিঃশব্দে থাকার পর কহিল, "কি যে করা যায়!"

মেমসাহেব তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলেন, "অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। যেখানেই আছে, ডুদিন পরে নিশ্চয়ই জানা যাবে। ভেবে কি লাভ। পুলিশে থানাতে খবর দেন নি?"

রণজিত এ সংবাদ জানিত না। তবু বলিল, "পুলিশে তো লেগেছেই খোঁজে; কিন্তু তাতে ফল কি হবে জানি না। সাগরিকাকে ফিরে পাওয়ার ভরসা বড় কম। আমি তাই ভাবছি, আমিই বা ফিরে কি কোরবো? এমনি ঘুরে ঘুরেই কটা দিন কেটে যাবে!"

মেমসাহেব আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ফিরে পাওয়া যাবে। কোন ভয় নেই। ততদিন চলুন আমাদের সঙ্গে।"

রণজিত বলিল, "যেতে পারি—কিন্তু যদি পার্টনার কোরে নেন?"

মেমসাহেব সস্মিতদৃষ্টিতে কহিলেন, "কিসের পার্টনার? লাইফের নাকি?"

রণজিতের মুখ রক্তবর্ণ হইল, বলিল, "না, ব্যবসারই প্রথমে হোক্। ঐ আপনার সরপুরিয়ার কারবারে। অবশ্য আপাতত আমার কাছে বেশি কিছু নেই; শ' ডুএক টাকা বড় জোর হবে, তবে পরে দেখবো চেষ্টা-চরিত্র করে আরও ইনভেষ্ট কোরতে। আপনার আপত্তি নেই তো?"

মেমসাহেব কহিলেন, "আছে।"

রণজিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

মেমসাহেব উত্তর দিলেন, "তা কি সবাইকে সব বলা যায়? ধরুন খুব

বেশি লাভ হবে, সেই জন্যে অংশীদার চাই না। সবাই তো নিজের স্বার্থ প্রথমটা দেখ্‌বে। সেইজন্যেই ধরুন।"

রণজিত বলিল, "বেশি ভাগ চাই না। আমার capital (মূল্যধন) এত বেশি নয় যে তাতে সব লাভই আমার শেয়ারে (অংশে) পড়বে। আমি শুধু চাই পার্টনারশিপ্‌!"

মেমসাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কেন ?"

রণজিত জানাইল, তাহার ইচ্ছা। মেমসাহেব মৃদু হাসিলেন ; তারপর কহিলেন, "দেখুন capital আমি যতো ইচ্ছে পেতে পারি—"

কিন্তু রণজিত তাহাকে কথা সমাপ্ত করিতে দিল না, কহিল, "তা পারেন, কিন্তু আমি পার্টনার হবই। এই নিন টাকা"—সে পকেট হইতে ২০০৲ টাকা বাহির করিয়া মেমসাহেবের কোলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল।

আসিবার সময় নিশিকান্ত তাহাকে ২৫০৲ টাকা দিয়াছিল, তাহা হইতে প্রায় ২০৲ টাকা খরচ হইয়াছে ; বাকি ৩০৲ টাকা আন্দাজ নিজের কাছে রাখিয়া সে মেমসাহেবকে দিয়া কহিল, "পার্টনারশিপ পাকা হোয়ে গেল !"

মেমসাহেব নোট উঠাইয়া ফিরাইয়া দিবার ভঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবসা কোরতে নেই—শেষে গোলযোগ বাধে। আপনি ফিরিয়ে নিন্‌ আপনার টাকা।"

রণজিত মানিল না। মেমসাহেব কহিলেন, "পরে যদি আমি অস্বীকার করি ?"

রণজিত কহিল, "কোরবেন। আপত্তি নেই।"

অগত্যা মেমসাহেব এই হঠকারী যুবকের টাকাটা হাতের মুঠায় পূরিলেন। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না, আপনি মজাবেন আমাকে দেখ্‌ছি !"

রণজিত উত্তর ইহার কিছুই দিল না। আরও কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে করিতেই সাহেব ফিরিয়া হাঁকিলেন, "বোয়, (Boy) Tea জল্‌দি।" তারপর রণজিতও মেমসাহেবকে দেখিয়া কহিলেন, "ওহে যুবক, তুমি নিশ্চয়ই আমার মাথাতে কাঁটাল ভাঙবার চেষ্টা কোরছো! তুমিই আমার অপমৃত্যুর কারণ হবে। Oh my god!"

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তা' আমি কি কোরবো। এতদিনে মনের মানুষ পেয়েছি। আমি এ কথা ঘোষণা কোরে দিচ্ছি।"

রসিকতাতে রণজিতেরও মুখ খুলিল, সে বলিল, "তা পাকা-কাঁটাল মাথায় কোরে বেড়ান কেন?"

সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিল "Oh Love! প্রেম অন্ধ। ও Jove, তুমিই কি কম কাঁটাল ভেঙেছো?"

বোয় চা আনিতে সাহেবের নাটক বন্ধ হইল। চা পান করিয়া রণজিত বলিল, "আমি এইবার একটু ঘুরে আসি!"

মেমসাহেব কহিলেন, "কিন্তু দেরি হয়না যেন। আমি একলা থাকতে পারবোনা।"

সাহেব কাতরস্বরে বলিল, "Oh! এরি মধ্যে। আমি একেবারে নস্যাৎ অর্থাৎ নস্যি হোয়ে গেছি। বিল্‌কুল কিছুনা? গেল, কাঁটাল ভাঙার ফলে মাথা গেল আমার! My poor brains!"

রণজিত হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা হেথা-হোথা ঘুরিয়া, অব্যবস্থিত মন লইয়া সে যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সে কি করিবে তাহারই বিচার করিতেছিল। কিন্তু কিছুই ঠিক হইলনা। ডাক্-বাংলোতে ফিরিয়া সে সাহেব দম্পতীর কাহাকেও না দেখিয়া খান-সামাকে প্রশ্ন করিল, "সাহেব কাঁহা?"

"সাহেব মেমসাহেব, হুজুর, চলে গেছে বিকালেই চারটাতে !" খানসামা উত্তর করিল।

রণজিতের বিশ্বাস হইলনা ; বলিল, "ধেৎ ! 'তা' কখনো হয় ?"

খানসামা জানাইল, তাহাই হইয়াছে।

রণজিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, "কখ্খনো না। একেবারে হোতেই পারেনা। বিকেলে ট্রেণ আছে কোনও ?"

খানসামা জানাইল, অসংখ্য ট্রেণ ষ্টেশনে যাতায়াত করিতেছে—সারাদিনই।

রণজিত ছুটিল। যদি ষ্টেশনে গিয়া ধরিতে পারে। কিন্তু সে সেখানে কুলি হইতে ষ্টেশন মাষ্টার সকলকে প্রশ্ন করিয়াও জানিতে পারিলনা, সাহেব মেমসাহেব কোন্ দিকে কখন গিয়াছে। সে হতাশ্বাস হইয়া ডাক্-বাংলোতে ফিরিল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সাগরিকা-সংবাদে নিশিকান্তের উদ্বেগ

নিশিকান্তের মনের অস্বস্তি মিঃ মিত্রের নিকট হইতে ফিরিয়া বাড়িয়াই গেল। শ্বশুর মহাশয়কে জানাইল, যে টাকা দিলে পুলিশের হাতে কেস্ যাইবেনা সত্য, কিন্তু টাকা দিবার বিষয়ে তাহার সঙ্কল্প স্থির হয় নাই,। জীবনবাবু শুনিয়া কহিলেন, "না হে বাবাজি কাউকে বিশ্বাস নেই। তা লোকটাকে দেখ্‌লে কেমন? ধাপ্পাবাজ, না? বেয়াদপ্?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "না, তা মনে হোলনা। লোকটাকে এমনিই তো সোজা সরল বোধ হোল।"

জীবনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "সেই মেয়েটা? সে সরেছে? গেল কোথায় সে? আর—রণজিত! পেলে তার খবর?"

নিশিকান্ত জানাইল, সে কোনও খবর কাহারও পায় নাই। জীবন-বাবু বলিলেন, "পেলে বোলো, তার চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ কোরে তবে আমি জলগ্রহণ কোরবো! বেয়াদপ্! জানো আমার কাছে ঐ দিনই এসেছিল টাকা চাইতে—বলে দু'চার হাজার দাও। যেন ব্যাটার বাপের টাকা! গচ্ছিত রেখেছে! নিশ্চয়ই এই সব ভিতরে ভিতরে কোরছিল। তাই না চার বছর লাগে একটা এগ্‌জামিন পার হোতে!"

নিশিকান্ত বিস্মিত হইল। রণজিত যে বাপের কাছে হঠাৎ দুচার হাজার টাকা চাহিয়া বসিয়াছিল ইহাতে তাহার মনের খট্‌কা বাড়িয়া গেল। তবে মিত্র সাহেবের সন্দেহ বা সন্ধান সত্য হইতেও পারে। রণজিতই লোক লাগাইয়াছে--তাহা না হইলে টাকার জন্য কেন বাপকে বিরক্ত করিবে!

জীবনবাবু শেষ বলিলেন, "আচ্ছা, চেক্ তুমি নিয়ে যাও বাবাজী। যা

ভাল হয় কোরো। তবে দেখো পুলিশের হাঙ্গামে যেন না পড়তে হয়। সেই লোকটা তা হোলে ভাল? তবে ফোনে কে কথা কয়েছিল?”

নিশিকান্ত স্বীকার করিল, সে জানেনা। উত্তর দিল, “একটু কোথাও ধাঁধা আছে। কিন্তু এও হোতে পারে সেই বদমাসগুলোই এই রকম কোরছে। আমি মিত্তির সাহেবকে ফোন কোরেছিলুম, আমার সঙ্গেও ফোনেও ভাল কথাবার্ত্তা ক’ননি। তবে মিত্তির সাহেব বল্‌লেন, তিনি এ সব জানেনই না।”

জীবনবাবু মন্তব্য দিলেন, “ধাপ্পাবাজি! তার বাড়ীর ফোনের নম্বরেইত ‘কল্’ (call) কোরেছিলে হে।”

নিশিকান্ত কহিল, “তা কোরেছিলুম,— তবে অন্য কেউ হয়তো রিসিভ কোরেছিল; তিনি তো ছিলেন না বল্‌লেন।”

জীবনবাবু বলিলেন, “হুঁ!” তারপর চেক্ দিয়া কহিলেন,—“দেখে শুনে, বুঝেসুঝে দিয়ো। ধাপ্পাবাজিতে যেন ফেঁসোনা, বাবাজি। তুমি বুঝদার লোক! সেই আবাগীর বেটা হোতো তো তার বাপের শ্রাদ্ধ কোরতুম। যেতো জেলে ঠিকই হোত। কেন যে তোমার আমার মাথা ব্যথা তা জানিনা।”

নিশিকান্তও জানিতনা। সে চেক লইয়া বিদায় গ্রহণে উদ্যত হইল। জীবনবাবু প্রশ্ন করিলেন, “যুদ্ধের কোনও লক্ষণ দেখ্‌ছো, বাবাজি! লাগবে বোলে মনে হোচ্ছে? চীনে তো লেগেছে, স্পেনে লেগেই আছে, আর একটু ফলাও হোলেই তো ঝগড়া মিটে যায়।”

নিশিকান্ত জবাব দিল, “কিন্তু সবাই চেষ্টা কোরছে লড়াইটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে—”

জীবনবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ঐ দেখনা নূতন মত সব। আমাদের আমলে এ সব ছিলনা। আরে বাপু লড়াই লাগ্‌বে তো ভাল

কোরেই হোক্—কুরুক্ষেত্র বেধে যাক্! রামায়ণ মহাভারত কিছু একটা হোয়ে যাবে। বড় বড় যুদ্ধ না হোলে—কি পেরেক-স্ক্রু'র টান পড়ে? তা' না—ইট্ ছোঁড়াছুঁড়ি—ওতো পাঠশালার ছেলেদের লড়াই—মরদের নয়।"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "তবে লাগ্‌বে। কিছু বলা যায়না। সবাই তৈরি হোয়ে আছে। ব্যাপার ভাল নয়।" জীবনবাবু সানন্দে বলিলেন, "তাই বল! তোমরা লেখাপড়া শিখেছো হে, বিলেতফিলেত দেখে এসেছো—তোমরা তো' জান্‌বেই। ঐ নূতন মতটতগুলো কোনও কাজের নয়। তাই তো আজও ভাবি যে অত বড় মহাযুদ্ধটা হঠাৎ কেন বন্ধ হোয়ে গেল? এত বড় অভাবনীয় কাণ্ড ঘটেছে, শুনেছো? আরে লড়াই বন্ধ হোয়ে গেল তো থাক্‌লো কি? এখন সব না খেয়ে শুকিয়ে মোরছে কিনা? তার চেয়ে লড়াইএ মরা ভাল নয়?"

নিশিকান্ত সম্মতি জানাইয়া গেল। পর পর দুই দিন মিঃ মিত্রের কাছ হইতে দিন দুইবার সংবাদ আসিতে লাগিল, সাগরিকার।

নিশিকান্ত প্রথমে শুনিল, সাগরিকার তরফ হইতে চিঠি আসিয়াছে। তারপর সাগরিকার চিঠিও মিত্র সাহেব পাঠাইয়া দিলেন। নিশিকান্ত পড়িল, সাগরিকা লিখিতেছে :

"রণজিত কোথায়, ড্যাডি? সে আমাকে এমন কোরে বন্দী কোরে পুলিশে ধরা পড়ার ভয়ে লুকিয়েছে? এত বড় কাওয়ার্ড (কাপুরুষ)! আমি কোথায় লিখ্‌তে পারছিনা—কিন্তু রণজিতকে খুঁজে বলো যেন সে আমায় উদ্ধার করে! অত্যন্ত urgent (জরুরী)।

সাগরিকা"

পরদিন পুনশ্চ মিত্তির সাহেব ফোন্ করিলেন নিশিকান্তকে: "কি ব্যবস্থা করি? মার্কেটে যে মুখ দেখাতে পারিনা, করা যায় কি? রণজিতের খোঁজ কি?"

নিশি উত্তর দিল, কোনও খোঁজ নাই।

মিত্র সাহেব কহিলেন, "ছোকরা ডুবিয়েছে। বিলকুল—এই Sink—Sunk—Sunken. কার কি? গুণ্ডা ভাড়া কোরে পয়সা দেয়নি—এখন তারা আমার পিছনেও লেগেছে। মেয়ে আমার,—কাজেই দায় আমার! কিন্তু আর যে রাখ্‌তে পারিনা। পুলিশের হাতে কেস্ দি? কি বলেন?" নিশিকান্ত উদ্বিগ্ন হইল। প্রশ্ন করিল, "কিন্তু রণজিত যে এর মধ্যে আছে তার প্রমাণ কিছু আছে?"

মিত্র সাহেব যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "প্রমাণ! হাজার, লাখ! অকাট্য প্রমাণ! সেই গুণ্ডারাই প্রমাণ! তাছাড়া সাগরিকার এই চিঠির কপি পাঠাচ্ছি, দেখো পড়ে।" একটু পরে সাগরিকার নূতন কপি লইয়া মিত্র সাহেবের লোক আসিল। নিশিকান্ত পড়িল:

"Daddy, পেলে রণজিতকে? তার লোকে আমাকে উদ্ব্যস্ত কোরছে। যদি দুই তিন দিনের মধ্যে আমাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা না করো তবে আত্মহত্যা কোরবো। আর পারছি না।—সাগরিকা।"

নিশিকান্ত এইবার বিচলিত হইল। কমলার সহিত পরামর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না। কেননা কমলা তখনই বলিয়া বসিবে, "তোমার এতে মাথাব্যথা কেন?" অনর্থক কোর্টে যাওয়া ছাড়িয়া নিশিকান্ত যে রণজিতের, শ্বশুরের ও নিজের মাথা বাঁচাইতেই এই কাজ করিতেছে—তাহা কমলা বুঝিবে না। তা ছাড়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে শেষে সাগরিকা হয় তো আত্মহত্যাই করিবে—তখন আর পুলিশের হাত হইতে কেস্ বাঁচাইতে পারা যাইবে না। আর চিঠি দুইখানি সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তবুও তাহার মন স্থির হইল না।

পরের দিন মিত্র সাহেবের নিকট হইতে ফোন্ আসিল, Last-minute message (শেষমুহূর্ত্তের খবর) হে, সাগরিকার চিঠি

পাঠাচ্ছি। অবিলম্বে ব্যবস্থা করো—উপদেশ—advice চাইছি কেস্ পাঠাবো কি না।”

সাগরিকার চিঠি আসিল ও সঙ্গে একটু সংবাদপত্রের টুকরা। চিঠিতে সাগরিকা লিখিয়াছে :

এই শেষ খবর। কাল সন্ধ্যের মধ্যে আমার ব্যবস্থা না কোরলে—আত্মহত্যা! এরা দশহাজার টাকা চায়? আমার দাম কি তাও না? কোথায় রণজিত? Coward! Craven fool!—সাগরিকা।” সংবাদপত্রের টুকরাতে লেখা ছিল :—

“বাংলাদেশের নরনারি—”

“নির্য্যাতনে রক্ষা করিবার শক্তি বাংলা দেশে কাহারও নাই। বাঙালী শক্তিহীন! ভাত খাইয়া বেরি-বেরি হয়, শক্তি হয় না। এ শক্তিহীনতার দেশে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। হয়ত ফিরিবই না। বৃথাই এই দেশের আর্ট; বৃথাই ইহার সাহিত্য; এতকাল শুধু বালুর উপর আবাদ করিয়াছি। বালিতে ফসল ফলেনা। তাই, হে শক্তিহীনের দেশ, বিদায়!

—সাগরিকার—

সম্পাদকীয়—: এই—‘বাণী’—ডাকযোগে পাইয়াছি। ডাকের ছাপ উলুবন, সাঁওতাল-পরগণা। বাণী পাঠান্তে আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। পুলিশ করিতেছে কি? কত কাল আর নাকে সরিষার তৈল দিতে রহিবে? সরিষার তৈল মহার্ঘ হইল যে!

নিশিকান্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিশেষ বিচলিত হইল না, সংবাদপত্রের বাণীতেও না, কিন্তু মিত্র সাহেবের নিকট লিখিত চিঠিতে হইল। সেই সাগরিকা—যাহার নামে বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতা রসের পুলকে

উৎফুল্ল হয়, সেই সাগরিকার এইপ্রকার অবসান হইবে, ইহা সে স্বভাবতই কল্পনা করিতে পারিল না। সে মিত্র সাহেবের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইল।

মিত্র সাহেবের বাড়ী যাইবার জন্য সে পথের মোড়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, পিছন হইতে কে আওয়াজ দিল: "গুরুজীর কৃপা।"

নিশিকান্ত ফিরিয়া দেখিল সেই বাসের উপরে দৃষ্ট মহাপুরুষ। সেও যুক্তকরে কহিল, "যে আজ্ঞে! চলেছেন কোথায়? বড় যে এলেন না এ অধমের বাড়ীতে?"

"গুরুজীর কৃপাতে হোয়ে উঠেনি। অপরাধ নেবেন না! দেশসেবা বড়ই পরিশ্রমের কাজ। Men and Women's Servants Co. সভ্য অনেক, কাজও অনেক। ভেবেছিলুম, যাবো কিছু চাঁদার জন্যে।"

নিশিকান্ত প্রশ্ন করিল, "অধমকে বঞ্চনা কোরবেন শেষে? পদধূলি পর্য্যন্ত দেবেন না?" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "আচ্ছা, ভগবান্, আপনি তো সিদ্ধপুরুষ—ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান নখদর্পণে! একটা প্রশ্ন আপনাকে নিবেদন করবার ছিল।"

কথাটা হঠাৎ তাহার মনে উদিত হইল।

ভগবান্ হাসিলেন কহিলেন, "পথের তেমাথাতে দাঁড়িয়ে? তা' জায়গা প্রশস্ত। তেমাথা—ত্রিশঙ্কু—ত্রিশূল—ত্রিকলা। পছন্দ আছে আপনার। উত্তম শাস্ত্রসিদ্ধ স্থান—চেষ্টা কোরলে সিদ্ধপীঠ তৈরি করা যায়। প্রশ্নটা কোরে ফেলুন!"

নিশিকান্ত হাতজোড় করিয়া কহিল: "দিব্য দৃষ্টি দিয়া দেখুন, ভগবান! সব সত্য প্রকাশ সিদ্ধ হোয়ে যাবে—চোখের সামনে। অধমের উক্তি বৃথাই হবে। শুধু প্রশ্ন হাঁ? কি, না?"

ভগবান্ হাসিয়া কহিলেন: "সত্য এক, মিথ্যা বহু; তাই বহু মিথ্যার

সঙ্গে দু'একটা সত্য বেরিয়ে যায়—কিছু অপরাধ নেবেন না সে জন্যে। যে কাজে যাচ্ছেন, তা করে ফেলুন ; কৃতকর্ম্মের মার নেই।"

নিশিকান্ত কহিল, "কিন্তু পাপী মনের সন্দেহ যায় না যে !"

ভগবান্ কহিলেন, "গুরুজী বলেছেন, সন্দেহের জন্ম অজ্ঞানে ; প্রকৃষ্ট হোলেই সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। তারও দেরি নেই। যখন শ্বশুর মহাশয় প্রস্তুত, জামাতার আপত্তিতে দু'গ্রহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, না ?"

নিশিকান্ত এইবার চমৎকৃত হইল। কিন্তু মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, "দিব্যদৃষ্টির মানেই এই। যান্, কার্য্য সিদ্ধি হবে। তিথি ভাল অফলা হবে না।"

নিশিকান্ত হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিল, "প্রভু, তা হোলে সাগরিকা কোথাও তাও দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখুন !—"

ভগবান্ হাসিয়া অন্তর্হিত হইলেন অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "আবার দেখা হবে !"

নিশিকান্ত হতচকিতের মত সম্মুখে যে বাস্ পাইল, না দেখিয়া তাহাতেই চড়িয়া বসিল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

আকস্মিক

শোভার বিবাহ ঘটিয়াই গেল, কিন্তু পিসির মুখ ভার ও গম্ভীর হইয়াই রহিল। বিনয়কে আর তাড়ান যায় না—শোভার ভয়ে; কিন্তু মনে মনে তিনি চটিয়াই রহিলেন। বিনয় শোভাকে বুঝাইল, "তা' রাগ হবার জ্যেঠির তো কারণ আছে। এতদিনের আশা ও সঙ্কল্প—তোমার হয় না?"

শোভা ভ্রূকুটি করিল: "আর বুদ্ধি দেখাতে হবে না। মতলব তোমার গোড়া থেকেই বদ্ ছিল, তা না হোলে ভদ্রলোকের বাড়ীতে অমন কোরে এসে কি থাকে?"

বিনয় জবাব দিল, "দোষ স্বীকার কোরছি, কিন্তু অজা ষ্টুপিড গেল কোথায়? দেখি কাল কোলকাতাতে গেলে, ধরে নিয়ে আসি। তাকে দেখ্‌তে পেয়ে হয় তো পিসির প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে; তোমারও কতকটা—"

শোভা কহিল, "জ্যেঠিকে ডাক্‌বো? দেখ্‌বে?"

বিনয় জবাব দিল, "দোহাই! আজকের দিনটা গা ঢাকা দিয়েই কাটাবো—কাল পলাতক হবো।

শোভা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "শুধু তাইতেই হবে না। এদিকে গৃহ শূন্য। কাল পরশু সব টাকার তাগাদা হবে। তখন?"

বিনয় অন্ধকার দেখিল। তার জীবনের আশা ছিল যে সে ধনী হইবে; অগাধ, অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হইবে, বিবাহ করিতে যদি হয়

তবে ধনীগৃহেই করিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সে কহিল, "দেখ্‌বো চেষ্টা কোরে কি হয়!"

শোভা বলিল, "চেষ্টাতে চল্‌বে না। কিছু চাই-ই। আমার আর গহনাপত্র নেই যে চালাবো। এই বুঝে যাও।"

বিনয় বুঝিয়াই গেল। শোভাকে পাইয়া তাহার মনে তৃপ্তিই হইয়াছিল সুতরাং অর্থচিন্তাকে সে সহজে গ্রহণ করিতে পারিল। পরদিন সে কলিকাতা পৌঁছাইল। গিয়া মেসে প্রথমেই দেখিল, রণজিতকে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই? ফিরেছিস্? কেন? সাগরিকার খোঁজ হোল?"

রণজিত শুইয়া ছিল, বিরক্তভাবে জবাব দিল, "বক্ বক্ করিস নি। আমাকে ভাব্‌তে দে।"

বিনয় কিন্তু ভাবিতে সময় দিল না। কেননা সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "অজা নেই?"

রণজিত ইহার উত্তর করিল না। বিনয় একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "শুন্‌তে পাস্ না? তোর হোল কি? নিশিদার কাছে গেছলি?"

রণজিত উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আমি যা' কোরতে বলেছিলুম, করেছিলি?"

বিনয়ের মনে পড়িল; বলিল, "কি? টালা টু টালিগঞ্জ তো? রোজ। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত শুধু ঐ করেছি ক'দিন রে। শেষে ব্যাটাকে ধর্‌তে না পেরে বিরক্ত হোয়ে চলে গিছলুম।"

রণজিত কহিল, "মিথ্যেবাদি! কিছু করিস্‌নি। ম্যানেজারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। নিশিদা'ও কিছুই করেনি। সব স্বার্থপর। সমস্ত জগত স্বার্থপর! কাকেও বিশ্বেস নেই! আমি মরি কার ক্ষতি? সাগরিকা মরে কার যাবে? কারও নয়!"

বিনয় উত্তর দিল না। রণজিত আবার শুইয়া পড়িয়া আপন মনেই বলিল, "আচ্ছা।"

বিনয় আর তাহাকে ঘাঁটাইল না। দুইজনে চুপচাপ রহিল। দ্বিপ্রহরে দুইজনে মেসের ভাত খাইয়া এক এক ঘুম দিল। বিকালে উঠিয়া বিনয় কহিল, "অজা?"

রণজিত জবাব দিল, "চুলোতে। অজা অজা করিস্‌নি বোলছি। একে আমি জ্বলে মোরছি নিজের জ্বালাতে। উনি এলেন, অজা! অজা! কোরতে—ষ্টুপিড্‌!"

বিনয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রণজিত তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "কোথায় যাওয়া হবে শুনি? দিব্যি তো জামাইবাবুর মত জামাকাপড় পরা হোচ্ছে দেখ্‌ছি!"

বিনয় জানাইল, সে বেলুড় মঠে যাইবে।

রণজিত কহিল, "কেন? সেখানে কি? মোচ্ছব হোচ্ছে নাকি?"

বিনয় বলিল, "তবে চল্‌না কোথায় যাবি! চল্ নিশিদার কাছেই যাই। ঘরে বোসে লড়াই কোরে কি লাভ?"

রণজিত কহিল, "কারো কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই! নিজেই খুঁজে দেখ্‌তে হবে! সেই হতুকিকে ধোরতে হবে!"

বিনয় কিছু আর বলিল না। দুইজনে তৈয়ার হইয়া মেস হইতে বাহির হইয়া কলেজ স্কোয়ারের দিকে চলিল। কোনও বিশেষ স্থানে যাইবার রণজিতের আগ্রহ ছিল না। তাই শেষে কলেজ স্কোয়ারেই প্রবেশ করিল। দেখিল এক জায়গাতে ভিড় লাগিয়াছে। দুই জনেই ভাবিল, দেখা যাক্ কি। ভিড়ের ধারে গিয়া শুনিল কে বক্তৃতা দিতেছে:

"কত লোক এই তীর্থযাত্রায় গিয়ে মারা যায় তা জানেন? কোথা

থেকে জান্‌বেন? ঘরে বোসে মজা কোরছেন তীর্থের খোঁজ রাখ্‌বেন কেন? আপনাদের তীর্থতো এক স্ত্রীর অঞ্চল। কিন্তু একবার যদি বাইরে অন্তত হাওয়া খাবার নাম কোরেও কোনও তীর্থে যান্ দেখ্‌বেন, দেশের নরনারীর কি দুর্দ্দশা! কুম্ভমেলার এতো নাম কেন? না, কুম্ভীরের পেটে তীর্থযাত্রী স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিবাদে যায় তাই। গয়াতে গেলে পিতৃপুরুষ তো ছার নিজের ও অধস্তন ছাপ্পান্ন পুরুষেরও পিণ্ডি দেওয়া হোয়ে যায়। তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কষ্ট রেলের সফর। মানুষ কয়লাও নয় ময়দাও নয়; যে টন্ হিসেবে যাবে; তবু যায়। এ সবের প্রতিকার কোরতেই এই কোম্পানী খোলা হোয়েছে। হ্যাণ্ডবিল্ দেখুন।

বক্তা থামিল। অচিরেই দুইচার জন ব্যক্তি হ্যাণ্ডবিল বিতরণে লাগিয়া গেল। বিনয় ও রণজিতের হাতেও একখানা আসিয়া পৌছিল। রণজিত পড়িয়া দেখিল:

"দি তীর্থযাত্রী কোম্পানী লিমিটেড্।"

"দি কাশিবাস ট্রাষ্ট্ লিমিটেড্।"

"দি প্রয়াগ এণ্ড হরিদ্বার কুম্ভ সোসাইটি লিমিটেড্।

মূলধন প্রত্যেক কোম্পানীর এক লাখ টাকা। শেয়ার প্রতি ১০্ টাকা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মাইতি এণ্ড কোম্পানী, রেজিষ্টার্ড অফিস—১।২।৩।৪ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট্। শেয়ারের জন্য সত্বর আবেদন করুন। বিলম্বে বিফল-মনোরথ হইবেন।

মিনিট পনের এইরূপ বিজ্ঞাপন বিতরণে কাটিবার পর বক্তা আবার সুরু করিলেন: "এ কাজ লাভের জন্যে নয়। এ দেশসেবা। যে স্বদেশভক্ত সে আজই এই মুহূর্ত্তেই শেয়ার ক্রয় কোরবে। আর যে নয়, আচ্ছা—তার কথা আর নাই বা বোল্‌লুম্।"

রণজিতের মনে হইল যেন এ গলা তাহার শোনা। সে আরও একটু

ভিতরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াতেই, শ্রোতাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, "রথ না দোল, ঠেলাঠেলি কিসের ?" অন্য একজন কহিল, "মিঠাই বিলি হোচ্ছে না হে, ছোকরা !"

তৃতীয় একজন মন্তব্য দিল, "ইস্, তীর্থ যাবে নাকি ? এই বয়সেই এত ধর্ম্মে মতি ! সবাইকে হার মানাবে দেখ্‌ছি।"

বিনয় বেগতিক দেখিয়া রণজিতকে টানিয়া দাঁড় করাইল ; রণজিতের মুখ চোখ দেখিয়া তাহার ভয় হইল যে একটা কিছু না করিয়া বসে সে। তাহার গোঁয়ারতুমির তো অন্ত নাই।

রণজিত ভিড় হইতে বাহিরে একান্তে গিয়া বিনয়কে বলিল, "নিশ্চয়ই সেই জোচ্চোর !"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কে ? হত্তু কি ?"

রণজিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু ! সেই সরপুরিয়া সাহেব। আজ, দাঁড়া, ব্যাটাকে তামাসা দেখাবো। সরপুরিয়া রপ্তানি বা'র কোরবো আজ !"

বিনয় কিছুই বুঝিল না। তাই বলিল, "শোন্, চেঁচামেচি করিস্ নি। কি হোয়েছে ঠাণ্ডা হোয়ে আমাকে বল্। তোর পিছনে এমনিতেই পুলিশ আছে—একটা হাঙ্গামা বেধে আছে, আবার নূতন কিছু ফ্যাসাদ বাধাস্‌নি।"

রণজিত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "কিন্তু দু'ঘা ওকে দিতেই হবে ; তা' জেলেই যাই আর ফাঁসিই যাই। আমাকে ঠকান।" তারপর সে কৃষ্ণনগরের ডাক্-বাংলোর ঘটনা খুলিয়া বিনয়কে শুনাইল।

শুনিয়া বিনয়ের মনে একটা ঘোরতর সন্দেহ হইল। তাহার মনে হইল অজয়ের 'অকথিতা' ও রণজিতের মেমসাহেব—ইহাদের ভিতর ভেদ নাই। সে উঁকি মারিয়া এইবার একবার বক্তাটিকেও এক নজর দেখিয়া

লইল। তাহার সন্দেহ আর রহিল না। এই ব্যক্তি বেশ বদ্‌লাইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার আকৃতি বদ্‌লাইতে পারে নাই।

সে রণজিতকে পরামর্শ দিল, "গোল করিস্‌নি। আমি ও'র সব খোঁজ নিচ্ছি। তুই যদি নিশিদার কাছে না যেতে চাস্‌ তবে মেসে ফিরে যা। আমি ও'র সন্ধান নিতে যাবো।"

রণজিত মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "সন্ধানে কি হবে? ধরে উত্তম মধ্যম দিলেই হবে! জোচ্চোর!"

বিনয় উত্তর দিল, "উত্তম মধ্যম রাস্তাতে এরকম দিয়ে একটা গোল করার চেয়ে সময় সুবিধা বুঝেই করা চাই। তুই যা।"

ইতিমধ্যে সভা ভঙ্গ হইল। বিনয় রণজিতকে মেসে পাঠাইয়া সেই বক্তার উপর নজর রাখিয়া চলিল। কিন্তু বক্তা বৌবাজারের মোড়ে আসিয়া কোথায় জনারণ্যে মিশিয়া গেল সে বুঝিতেও পারিল না। নিরাশ হইয়া সে হাতের বিজ্ঞাপন পড়িল ও তাহাতে ঠিকানা দেখিয়া সেই ঠিকানার খোঁজে চলিল।

অনেক খুঁজিয়া ১।২।৩।৪ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের বাড়ী মিলিল। একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর চারিটি অংশ, চার নম্বর। একটি একটি করিয়া বিনয় সব অংশের দরজার দিকে দেখিতে দেখিতে শেষের অংশের দরজার উপর একখানা 'তীর্থযাত্রী লিমিটেডের' হ্যাণ্ডবিল দেখিয়া সে দরজাতে ধাক্কা দিল।

প্রথমত কোনও সাড়া শব্দ আসিল না। বিনয় দুই তিন মিনিট পরে আবার করাঘাত করিল। এইবার ভিতর হইতে আসিয়া একজন দরজা খুলিয়া দিল।

বিনয় দেখিল, একটি স্ত্রীলোক। চোখ বেশ বড়; রূপ না থাকিলেও, সুশ্রী; —কিন্তু তাহার চাল চলনে একটা ক্ষুণ্ণভাব, একটা ক্লিষ্টতা।

বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া যেন দরজা বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও থামিয়া গেল ও প্রশ্ন করিল, "কাকে চান? কে?"

বিনয় এইবার আওয়াজ শুনিল ও তারপর আরও ভাল করিয়া স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে গিয়া, তাহার মুখ হইতে বাহির হইল: "দিদি!"

স্ত্রীলোকটি যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল; যেন পড়িতে পড়িতে কোনও রূপে আপনাকে সামলাইয়া লইল। বিনয় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে মেয়েটির নিকটে গিয়া পুনরাবৃত্তি করিল, "দিদি? তুমি? হাঁ, তুমিই তো!"

মেয়েটি ততক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে। কম্পিতস্বরে বলিল, "না, না, আমি কারও দিদি নই, আমার কেউ নেই। তুমি যাও! এখান থেকে যাও শীগ্‌গির!" তাহার স্বরে আর্ত্ততা প্রকাশ পাইল।

বিনয় কঠিনস্বরে কহিল, "আমার ভুল হয় নি, দিদি। আমি বিনয়। তোমাকে আমি ভুল্‌তে পারি না, আর তুমি আমাকে ভুল্‌বে এ কথা হয়? আমি বিশ্বাসই করি না।"

মেয়েটি তবুও আর্ত্তস্বরে বলিল, "না, না, বিনু, আমি তোর কেউ নই। তোর দিদি মরেছে। একেবারে মরেছে। তুই যা'। এত দিন যখন দিদি মরেছে জান্‌তিস্—আজও তাই জেনে যা!"

বিনয় দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, "আগে বোস্‌তে জায়গা দাও—তারপর মরেছো কি বেঁচেছো বুঝ্‌বো! উঃ! আজ দশ বার বৎসর হবে না দিদি? সেই তোমার বিয়েয়—"

দিদি ইহার জবাব দিতে পারিল না। শুধু কাঁদিতেই লাগিল।

ত্রয়োত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

"এই শেষ"

নিশিকান্ত মনে মনে মহাপুরুষের কথা ভাবিতে ভাবিতে সারা রাস্তা বাসে গিয়া চমক ভাঙিলে দেখিল প্রায় শ্যামবাজারে পৌঁছিয়াছে। সে তখন খেয়াল করিল, যাইতে হইবে তাহাকে মিত্তির সাহেবের বাড়ী বালিগঞ্জে, ভুলে শ্যামবাজারে আসা তাহার ঠিক হয় নাই। বাসের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে নামিয়া পড়িল, ও অন্য বাসে আরোহণ করিয়া বালিগঞ্জে পৌঁছাইল অনেক দেরিতে। তখন মিত্তির সাহেব বাড়ী ছিলেন না।

নিশিকান্ত বেহারাদের জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কখন ফিরবে? কোথায় গেছেন?"

বেহারা জানাইল, সাহেব আফিসে গিয়াছেন—ফিরিবেন চারটা পাঁচটাতে।

নিশিকান্ত মিত্তির-সাহেবের আফিসের ঠিকানা চাহিল—কিন্তু বেহারারা দিতে পারিল না। তাহারা কেহই ঠিক জানে না, সাহেবের দফ্‌তর কোথায়।

নিশিকান্ত বলিল, "আচ্ছা, মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস কোরে আয়, বিশেষ দরকার!"

বেহারা জানাইল, মেমসাহেব নাই। মিস্‌-সাহেব হারাইয়া যাইবার পর হইতেই মেমসাহেবের রোগ বাড়িয়া যায়, তাই মেমসাহেবকে হাওয়া বদ্‌লাইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে আজ দশ-পনের দিনের কথা।

কোনদিক হইতেই মিত্তির সাহেবের কোনও খোঁজ না পাইয়া—

নিশিকান্ত গৃহে ফিরিল। ফিরিবার পথে ফিরিওয়ালারা চিৎকার করিতেছে শুনিল : "মিস্ সাগরিকার নোতুন খোবর! মিস্ সাগরিকার নোতুন খবর!!"

নিশিকান্ত একখানা কাগজ কিনিয়া পড়িল :—

(মিস্ সাগরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত)

...বিদায়, বন্ধু! আজই বোধ হয় শেষ দিন!—ইতি—

সাগরিকা!

সম্পাদকীয় : আমরা এই মেসেজ (message) ডাকে পাইয়াছি। এখনও সাগরিকা দেবীর উদ্ধারের উপায় আছে—কিন্তু আজিকার সূর্য্য অস্তমিত হইলে তাহাও থাকিবে না। চিঠির উপর যে শিলমোহর আছে তাহা হইতে বুঝা যায় সাগরিকা দেবী—গোপালপুর অন্ দি সি-তে (Gopalpur on the sea-তে) আপাতত আছেন। পুলিশে সংবাদ দিয়াছি ও অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছি।

নিশিকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার বাড়ী যাওয়া হইল না। পথেই নামিয়া একটি দোকান হইতে মিত্তির সাহেবের বাড়ীতে ফোন্ করিল :

"হ্যালো! হ্যালো! সাহেব হ্যায়? মিত্তির সাহেব?"

উত্তর পাইল, "সাহেব ফিরে নাই।"

"হ্যালো! কৈ চিঠিপত্র সাহেবের হ্যায়? কৈ আদ্মি বোলানে আয়া?"

উত্তর : "না।"

নিশিকান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া কমলার হাতে সংবাদ-পত্র দিতে—কমলা তাহা পড়িয়া বলিল, "এই নিয়েই বুঝি আজকাল

ফিরছো ? কোর্টে যাওয়া তাই ছেড়েছো ? তোমার কি শুনি, সাগরিকা মরে আর বাঁচে ?”

নিশিকান্ত বলিল, “আমার আর কি ? তোমার ভাইটি যাবে পাগল হোয়ে—আর শেষে পুলিশের হাতে আমিও ফাঁস্‌বো—কেন না তারা একদিন তোমার ভাইকে খুঁজে বার কোরবেই, আর তার মোটর গাড়ীখানা আমার বাড়ীর গ্যারেজে পড়ে আছে। আর কি ?”

কমলা কহিল, “পৈ পৈ কোরে বোল্‌লুম, গাড়ী দিয়ে এসো, দিয়ে এলে না কেন ? যত রকম হাঙ্গামে তুমি জড়িয়ে থাক্‌তে ভালবাসো। কাজে নেই অকাজের রাজা !”

নিশিকান্ত চুপ করিয়া রহিল, এ যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত বোবার শত্রু নাই।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “রণজিত কোথায় ? খবর পেয়েছো ?”

নিশিকান্ত কহিল, “না।”

কমলা নিরতিশয় বিরক্তির সহিত বলিল, “যত বয়স হোচ্ছে তোমার, বুদ্ধি শুদ্ধি ততই খারাপ হোচ্ছে। দেখো তো ছেলেটাকে কোথায় পাঠালে।”

নিশিকান্ত উত্তর দিল না। এমন সময় ফোন্ বাজিয়া উঠিল। নিশিকান্ত যাইতেই পাইল মিত্তির সাহেবকে : মিত্তির সাহেব উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, “রাধাকান্তবাবু ?”

নিশিকান্ত উত্তর দিল, “রাধা নয়, নিশি !”

সাহেব বলিলেন, “ঐ একই। আমি এই মুহূর্ত্তেই পুলিশের হাতে সব দিচ্ছি। কাগজ পড়েছেন আজকের ? আর দেরি করা যায় না।”

নিশিকান্ত কহিল, “আমি আপনার বাড়ীতে গিছ্‌লুম—এই সম্বন্ধে কথা কইতে—কিন্তু—”

মিত্র সাহেব বলিলেন, “উঁহুঁ ! I am a business-man.

(ব্যবসাদার লোক) আর দেরি করা উচিত নয়। আপনাদের feelings বাঁচাতে দেরি কোরে শেষে মেয়েটাকেই হারাতে বসেছি।"

নিশিকান্ত ব্যগ্রস্বরে কহিল, "আমি এখুনি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। কোথায় দেখা পাবো আপনার ?"

মিত্তির সাহেব উত্তর দিলেন, "সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। আজই, হয় সেই গুণ্ডাদের না হয় পুলিশকে খবর দিতেই হবে। এখুনি আসুন আমার বাড়ীতে।"

নিশিকান্ত তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া পুনরায় মিত্র সাহেবের গৃহে ট্যাক্সি লইয়া উপস্থিত হইল।

সে আফিস ঘরে প্রবেশ করিতেই মিত্তির সাহেব বলিলেন: "আমার সব যেতে বসেছে। I am a ruined man. মেয়েও যায়; ব্যবসাও যায়। খবরের কাগজ পড়ে আমার হাত পা আড়ষ্ট হোয়ে গেছে। পুলিশে ফোন্ কোরেছি—এলো বলে বোসুন।" মিত্তির সাহেব সত্যই বড় উত্তেজিত।

নিশিকান্ত বসিয়া বলিল, "পুলিশ—"

মিত্তির সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, "শুনুন, (Look here) সে গুণ্ডার দল এসেছিল—I mean তাদের leader. তারা টাকা পেলে বলেছে সাগরিকাকে ছেড়ে দেবে—আর রণজিতের নামও নেবে না। আমি তাকেও আস্‌তে বলেছি। এখন কথা হোচ্ছে—হয় তাকে নিয়ে সাগরিকাকে উদ্ধার, না হয় পুলিশের হাতে তাকে দেওয়া—কোনটা পছন্দ করেন ? আপনি কি বলেন—কেলেঙ্কারি ভাল, না কিছু অর্থদণ্ড দেওয়া ভাল ?"

নিশিকান্ত উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়—প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়িধারী, হাতে একটা ছোট লাঠি, খুব জোয়ান গোছের একটা পাঞ্জাবী কি

পেশোওয়ারী আসিয়া মিত্তির সাহেবকে অভিবাদন করিল, "ভালো আঁছে, বাবুজি! হামি আস্‌ছে!"

মিত্তির সাহেব নিশিকান্তকে চোখের ইসারা করিয়া জানাইলেন যে এই ব্যক্তিই সর্ব্বকর্ম্মী। নিশিকান্তের মনে পড়িল, রণজিতের কথা ও হত্তুকি সিং।

আগন্তককে মিত্র সাহেব বসিতে বলিয়া প্রশ্ন করিলেন: "পাত্তা আছে, আগা সাহেব, হামি পুলিশকো ভি রিঙ্‌ কিয়া হ্যায়। এলেই তোমকো পাকড়ায়কে দেগা তো কেয়া করেগা?"

আগন্তক হোঃ হোঃ করিয়া এমন হাসিল যে তাহাতে মিত্র সাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল, নিশিকান্তও চমকিত হইল। হাসি থামিলে আগন্তক কহিল, "আরে, এ কেঁমোন বাত্‌ হোল? হামিকে তো পুলিশ্‌ ধোরবে না, হামিকে কোনো দিন ধোর্‌ছে না; ঐ রণ্‌জি বাবুজি ধরা পড়্‌বে! ঐ যাবে জেলে। আর লেড়কীও পাবেন না।"

নিশিকান্ত প্রশ্ন করিল, "রণজিবাবু কি কোরে ধরা পড়্‌বে?"

আগন্তক জবাব দিবার পূর্ব্বে নিশিকান্তকে একবার দেখিয়া লইল। তারপর তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "রণজি বাবুই সব কোর্‌ছে—আমরা তো কুচ্ছু না। কৃষ্টনগরসে এসেছে কলকাতামে ফিরে। সে এই জন্যেই তো! হাঃ! হাঃ!"

নিশিকান্ত আশ্চর্য্য হইল। যখন কৃষ্ণনগরের খবরও এরা জানে তখন নিশ্চয়ই এরা রঞ্জি'র লোকই।

মিত্র সাহেব নিশিকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "Devil take it, শুন্‌লেন তো?"

আগন্তক বলিল, "হামার কেয়া কোরবে পুলিশ্‌!"

নিশিকান্ত কহিল, "তোমরা বাতকে পর্‌মাণ্‌ কৈইসা হোগা!"

আগন্তুক জবাব দিল, "ঝুট্ হামি নেই বোল্‌ছে। ও তো বাবু সাহেব লোকগা পেশা আছে; বকীল ব্যালিষ্টর কো, হামি কভি নেই ঝুট্ বোল্‌ছে।"

নিশিকান্ত মিত্তির সাহেবকে প্রশ্ন করিল, "তা হোলে ?"

মিত্তির সাহেব আগন্তুককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন: "আচ্ছা এই বাবুজি আর হাম যায়েগা তোমরা সাথ—তোম লেড়কীকো দে দেওগে আর হামি রূপৈয়া দেগা। নেই তো লেড়কীকো হিঁয়া লেকে আও—পয়সা লে যাও। বিলকুল honest deal আছে।"

পাগ্‌ড়িধাড়ী জবাব দিল, "তা হোতে পারছে না। টাকা পহেলা চাই; তব্ লেড়কী মিল যায়েগা। ঔর নগদ চাহি। ও চেক্‌ফেক্ লেতা নেই। ঔর চালাকি না কোর্‌বে।"

মিঃ মিত্র ও নিশিকান্ত পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।

পাগ্‌ড়িধারী উঠিয়া পড়িল; বলিল, "টাকা দেবেন তো দিয়ে ফেলবেন্। নেহি তো হামি চোল্‌ছে। আভি পুলিশ আস্‌ছে, উন্‌সে তো মিলনা নেহি হ্যায়। এনগিজ্‌মেণ্ট আপলোককি সাথই থা।"

মিঃ মিত্র তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এই যে লে যাও-বাবা। স্বস্তি পেতে দেতা হ্যায় নেই তোম।" তারপর নিশিকান্তকে বলিলেন, "কৈ ?"

নিশিকান্ত বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া বলিল, "টাকাতো আমি আনিনি। বাড়ীতে আছে !"

মিত্র সাহেব কহিয়া উঠিলেন, "বস্। Lost. পুলিশ—পুলিশ—" তিনি পুনরায় থানাতে ফোন্ করিতে উদ্যত হইলেন।

পাগ্‌ড়িধারী হাসিয়া কহিল, "তবে আপলোক পুলিশকেই সব কোরছেন, হামার দরকার নেই আর—"

সে অন্তর্হিত হইল।

মিত্র সাহেবের ফোনের উত্তরে থানা হইতে ইনস্পেক্টর, দারোগা, সিপাহী প্রভৃতি সবাই অবিলম্বে পৌঁছিয়া গেল।

মিঃ সাহেব উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "Lost. এইমাত্র গেছে। পাকড়াও! জল্‌দি পাকড়াও! নেই তো আমি এখনি ফোন্ কোরবো গভর্ণরকে, গভর্ণর জেনারেলকে, সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্‌কে —"

ইনস্পেক্টরবাবু কহিলেন, "কাকে ?" তিনি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে নিশিকান্তের দিকে চাহিলেন।

নিশিকান্ত উঠিয়া বলিল, "ব্যাপার গুরু। চলুন বোল্‌ছি। মিঃ মিত্র উত্তেজিত হোয়ে পড়েছেন হঠাৎ। আমার নাম নিশিকান্ত—ব্যারিষ্টারি পেশা! আমি আসামী নই—ভয় নেই।" ইনস্পেক্টর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন ; মিত্র সাহেব তখনও উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "Lost. পাকড়াও, জল্‌দি পাকড়াও।"

নিশিকান্ত মিত্তিরসাহেবকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, মিত্তিরসাহেব। আমি এখুনি ব্যবস্থা কোরছি এঁদের সঙ্গে গিয়ে!"

মিত্তিরসাহেব উত্তরে অসহায়ের মত চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "Lost, হরেকান্তবাবু, আপনি যাবেন না। বসুন একটু। আমার nerves গেছে—চলে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি যাচ্ছে।" সাহেব নিশিকান্তের হাত ধরিয়া বসাইলেন!

অগত্যা নিশিকান্তকে বসিতে হইল। বসিয়াই সে ইনস্পেক্টর সাহেবকে আগন্তুক পাগড়িধারীর সব কথা শুনাইল, তারপর বলিল, "কিন্তু একে ধরার ব্যবস্থা এখুনি করা চাই। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন তো? তা'তে যা' সংবাদ বেরিয়েছে তা' বড়ই দুঃসংবাদ।"

ইনস্‌পেক্‌টর জানাইলেন, পুলিশের চেষ্টার ত্রুটী নাই ; যেখান যেখান হইতে চিঠি সংবাদপত্রে পৌঁছিয়াছে, সন্ধান করা হইয়াছে ও হইতেছে ; দুঃখের বিষয় কোনওরূপ আর খবর পাওয়া যায় নাই।

নিশিকান্ত কহিল, "তবে ? ইতিমধ্যে যদি মিত্র আত্মহত্যাই করেন বা কিছু করেন, তার কি হবে ?"

ইনস্‌পেক্‌টর জানাইলেন, সে ক্ষেত্রে পুলিশ নিরুপায়। তারপর তিনি জানিতে চাহিলেন, "যে লোকটি এসেছিল এখানে ভয় দেখাতে সে কে ? কি রকম দেখ্‌তে ? কোনও রকম যদি বর্ণনা দিতে পারেন তবে দেখি তাকে খুঁজে বার কোরতে পারি কি না।"

নিশিকান্ত বলিল, "চেহারার বৈশিষ্ট্য আছে কিনা বুঝ্‌তে পারলুম না। তবে পাগড়িটা অস্বাভাবিক বড়। আর দেখে মনে হোল সে আপনাদের গ্রাহ্যই করে না।"

নিশিকান্ত ইচ্ছা করিয়াই সেই পাগড়িধারীর পরিচয় দিল না।

ইনস্‌পেক্‌টর কহিলেন, "এইরূপ বর্ণনাতে কিছুই বুঝা যায় না।" তারপর মিত্রসাহেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কিছু বোল্‌তে চান ?"

মিত্রসাহেব অসহায়ভাবে নিশিকান্তের দিকে চাহিয়া ফোঁপাইয়া উঠিলেন, "Lost !"

নিশিকান্ত সান্ত্বনা দিল, "ব্যস্ত হবেন না। ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু—"

মিত্রসাহেব ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "আমাকে বাধ্য কোরনা সব বোলতে ! আমি—" তারপর অসহায়ভাবে চুপ করিয়া গেলেন।

নিশিকান্ত বিব্রত হইল ! মিত্রসাহেব ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করিতেছেন।

ইনস্‌পেক্‌টরকে বলিলেন, "আপনি যান্। আমি এঁকে একটু সুস্থ কোরে যাচ্ছি। কথা কইবো সবিস্তারে।"

ইনস্‌পেক্‌টর সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

মিত্রসাহেব আক্ষেপ করিলেন, "Lost রাধাকান্ত, তুমি কেন আমাকে বল্‌তে দিলে না সব কথা? আমার মেয়ের কি হবে? এঁ্যা? আজ সূর্য্যাস্তের পর যে সে আর বেঁচে থাক্‌বে না। Oh! Lost!"

নিশিকান্ত কহিল, "ব্যস্ত হবেন না।"

মিত্রসাহেব বলিলেন, "আর হবো না!" তারপর উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিলেন, "তোমাদের কি? তোমাদের ভাবনা নেই! Heartও নেই। যাও, যাও, get out, আমার সুমুখ থেকে যাও!"

নিশিকান্ত বেগতিক বুঝিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। মিত্তির সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়া আক্ষেপ করিতেই লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

"মিথ্যার যাদুঘর"

নিশিকান্ত বাড়ী ফিরিতেই দেখিল তাহার বৈঠকখানা জুড়িয়া বসিয়া আছেন, মহাপুরুষ, গুরুজীর কৃপা। আর তামাকের ধোঁয়াতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সারা রাস্তা সে ভাবনাতে আসিযাছে, কাজটি ভাল করিয়াছে কিনা ইহারই বিচারে। মিত্র সাহেবের শোকের যথেষ্ট কারণ আছে—কিন্তু মিত্র সাহেবকে সে প্রথম দর্শনাবধি শিশুই ভাবিয়াছে। লোকটার একেই মাথার ঠিক নাই, তাহার উপর এই বিপদ্। নিশিকান্তের মনে একটা উদাসভাব আসিয়া গিয়াছিল। মিত্রসাহেবের উপর তাহার একটা করুণার ভাব হইতেছিল আরও এই চিন্তাতে যে মিত্রসাহেব এত সহ্য করিয়াও রণজিতের নাম পুলিশের কাছে জানান নাই। জানাইলে আর কিছু হৌক আর না হৌক,রণজিত ও নিশিকান্ত দুইজনেই জড়াইয়া পড়িত। তাই তাহার একবার মনে হইল যে এইবার সুযোগ পাইলেই একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। গুণ্ডাদের সহিত রফাই করা ছাড়া অন্য উপায় নাই তাহা সে বুঝিল।

বাড়ীতে 'গুরুজীর কৃপা'কে দেখিয়া সে যেন একটা গুরুভার হইতে একটু স্বস্তি পাইল। বলিল, "ভগবান্ যে! কতক্ষণ?"

ভগবান কহিলেন, "আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত! গুরুজীর কৃপাতে দেশকাল সব খেয়ে বসে আছি। আর কি?"

নিশিকান্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বটে? তা ভাল কোরেছেন। দুনিয়ার সেরা জিনিসই খেয়ে বোসে আছেন।"

ভগবান্ বলিলেন, "তা' যা' বলেন ! কার্য্যসিদ্ধি হোল ?"

নিশিকান্ত মাথা নাড়াইয়া জানাইল, না।

ভগবান্ মন্তব্য করিলেন, "শক্ত ! মিথ্যার যাদুঘর ভাঙা শক্ত ! গুরুজী বলেছেন, দুনিয়াতে মিথ্যারই যখন কারবার তখন সত্যরূপ হাতুড়ি দিয়ে তা ভেঙে দরকার নেই। ও একদিন আপনিই যাবে ! গুরুজীর দিব্যদৃষ্টিতে পরশপাথর কি পাথর বলে ভুল হোতে পারে ?"

নিশিকান্ত উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ভগবানের আশ্রম কোথায় এখানে ?"

ভগবান্ জবাব দিলেন, "যত্রতত্র, আসমুদ্র ভূমণ্ডলম্ ! ঘটে ঘটে ভগবান্ এতো শোনা কথা। ভুলে যান বিভ্রান্তিতে। আত্মস্থ হোন্ ; দিক্জ্ঞান আপনি হবে।"

নিশিকান্ত বলিল, "কৈ আর সে জ্ঞান হোল ?" তারপর প্রশ্ন করিল, "সাগরিকার সন্ধান রাখেন ?"

মহাপুরুষ কহিলেন, "সেইজন্যই গুরুজীর কৃপাতে এখানে এসেছি। দেশসেবা মানুষের সেবা ; গরুরও নয়, মোষেরও নয়—তা লাহোরের কশাইখানা তুলেই দিক আর রাখুক ! সাগরিকা দেবী সুস্থ শরীরে আছেন কোনও ভয় নেই !

নিশিকান্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কি কোরে জান্লেন ?"

ভগবান উত্তর দিলেন, "গুরুজীর কৃপাতে ! বিলাতী বিদ্যাতে আপনার দিব্যদৃষ্টি ঘুলিয়ে দিয়েছে, তাই। এ বিষয়ে বিশদ্ বিবৃতি নিষেধ। তবে ভেবে দেখুন যে সাগরিকা দেবীর লিখিত যত কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোয়েছে—তা' তার নাও হোতে পারে। কুচক্রীর চক্রে সংসার চক্র চল্ছে, আর সামান্য সংবাদপত্রের চাকা চল্তে পারে না ? তা' যাক্। উপস্থিত আমার ভিক্ষা—Men and Women Servants' Society'র

জন্য কিছু চাঁদা! আপনারা যদি পৃষ্ঠ-পোষণ না করেন,—দুর্বৃত্তের পৃষ্ঠ-পোষণ সাধুরাই করেন—জীবে দয়া এই নীতিতে—তবে যাই কোথায়?”

নিশিকান্ত প্রশ্ন করিলেন, “আপনাদের সোসাইটি করে কি?”

ভগবান্ উত্তর দিলেন, “ত্বয়া হৃষিকেশেন—; যা' প্রবৃত্তি করায় তাই। জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, পকেটমারি, নির্ব্বোধের আরও বোধহরণ ও জ্ঞানীকে সতর্কীকরণ! অনেক অদ্ভুতকর্ম্মা একত্র করেছি—সময়ে জান্‌বেন।”

নিশিকান্ত কি একটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভগবান হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, “ইস্, বেলা অনেক হোয়ে গেল। আপনি ক্লান্ত যে! যান্ বিশ্রাম করুন। আর কথাটি নয়। আবার আস্‌বো। মিথ্যা ভাব্‌বেন না। সাগরিকা দেবীর প্রত্যাবর্ত্তন হবে; পারেন তো শ্যালকটির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিবেন। যে আপনার শ্বশুরমহাশয়, ‘যেন অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলিতরু!’ একেবারে গৃধ্র শকুনি কাক-বক সমাচ্ছন্ন। কাছে এগুবার জো নেই, কিন্তু শ্যালকটি সুবোধ বালক। দুইজনের পরস্পর প্রীতিও আছে। আর কিছুই থাক্‌বে না, তবে ভয় নেই। গুরুজীর কৃপাতে সব ঠিক হোয়ে যাবে! আসি!”

নিশিকান্ত কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহাপুরুষ বাহির হইয়া গেলেন।

সে চুপচাপ বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। অকাজে হাত দিয়া তাহার চিন্তাশক্তি যে খুব প্রখর নহে তাহা বুঝিল। তাহার চেয়েও অনেক বড় বুদ্ধিমান কলিকাতা মহাক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল শ্বশুর-দত্ত চেকের কথা—যাহা লইয়া সে মিত্রসাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেয় নাই। পকেটে হাত দিয়া দেখিল তাহা নাই। অন্য পকেটগুলিও দেখিল, তাহা নাই। Bearer cheque ও তাহার সংখ্যার কথা কিছুই তাহাতে লিখিত নাই। তাহার হুঁস্ হইল, হয়তো কোথাও পড়িয়া গিয়াছে; না হয়ত লইয়া যায়

নাই। তবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে ব্যাঙ্কে ফোন্ করিল যে যতক্ষণ না সে আরও সবিশেষ খবর জানাইতেছে, তাহার শ্বশুরের নামের কোনও চেক্ যেন ভাঙাইয়া দেওয়া না হয়, কিন্তু ব্যাঙ্কওয়ালা জানাইল, প্রায় ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে একব্যক্তি শ্বশুরমহাশয়ের চেকে ৫০ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে ; ব্যাঙ্ক শ্বশুরমহাশয়কে ফোন্ করিয়াছিল ও টাকা দিবার আদেশ পাইয়াছিল।

নিশিকান্ত কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা ফোন্ কোরেছিলেন ?"

কমলা উত্তর দিল, "হাঁ। দুবার কোরেছিলেন বাড়ী নেই বলাতে আর কিছু বলেন নি।"

নিশিকান্ত মাথায় হাত দিয়া বসিল। বোকা সে বনিয়াছে জীবনে অনেকবার, কিন্তু এরূপ বনে নাই। শ্বশুরমহাশয়কে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া, আর কমলা যখন জানিতে পারিবে তাহাকেই বা কি বলিবে ? অথচ কখন কে তাহার পকেট হইতে চেক্ উঠাইয়া লইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। রাস্তার লোক না অন্য কেহ ?

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মাইতির দম্ভ

বিনয়ের বাপ-মা মারা গিয়াছিল যখন বিনয় ও প্রতিভা ছিল প্রায় শিশু; বিনয় পাঁচ ছয় বৎসরের, আর প্রতিভা প্রায় নয় দশ বৎসরের। দুইজনেই পালিত হইয়াছিল মাতুলালয়ে ;—কিন্তু এ অবস্থাতে লালন-পালন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মারণ ও তাড়না। তবু প্রতিভা ছিল বুদ্ধিমতী; নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া ভাইকে বাঁচাইয়া চলিত; মামার বাড়ীর আদরের আতিশয্য হইতে আত্মরক্ষা করা দুরূহ হইলেও, ভাইটিকে তাহা বুঝিতে দিত না। এইরূপে বিনয় হইল তের চৌদ্দ বৎসরের ও প্রতিভা সতের আঠার বৎসরের।

প্রতিভার বিবাহের জন্য মাতুলগৃহের কেহই উৎকণ্ঠা না দেখাইলেও, প্রতিভা অবিবাহিতা রহিয়াছে ইহা লইয়া হইত তাহার লাঞ্ছনা—যেন দোষ তাহারই। প্রতিভা লাঞ্ছনাকে গ্রাহ্য করিত না; মাছের জলে ডুবার ভয় নাই। শেষে যখন মাতুলপক্ষ দেখিল যে নানাবিধ লাঞ্ছনাতেও প্রতিভা আপনার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছে না, তখন কোথা হইতে তাঁহারা ধরিয়া আনিলেন মাইতিকে। মাইতি'র আসল নাম ও ঘর কেহই জানিত না। কিন্তু মাইতি ছিল বড়ই চতুর; যে উপায়েই হোক সে মাতুলপক্ষের নিকট এই বিবাহের জন্য অনুমতি পাইল ও এক শুভই হোক আর অশুভ মুহূর্ত্তেই হোক, প্রতিভার সহিত মাইতির বিবাহ হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে বিনয় দেখিল মাতুলগৃহে বাস করিতে হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতটা মজবুত হওয়া চাই ও মন যতটা শক্ত হওয়া দরকার

তাহার তাহা নাই ; তাই সে মাতুলালয় হইতে পলাইল। প্রথমে গেল প্রতিভার খোঁজে ; দিদির আশ্রয়েই বড় হইয়াছে, তাহার অভাব তাহাকে বড়ই কাতর করিয়াছিল। কিন্তু দিদির যে ঠিকানা সে জানিত, সেখানে কাহারও দেখা পাইল না। দিদির দেখা তারপর হইতে পায় নাই। সে তখন পথে পথে ফিরিতে ফিরিতে রণজিতের চোখে পড়িল ; রণজিত লইয়া গিয়া তাহাকে অজয়ের মেসে তুলিল।

এতকাল পরে প্রতিভাকে পাইয়া বিনয় কহিল, "তুমি যতই কেন বল না দিদি যে তুমি আমার কেউ নয়, আমি মান্‌ছি না, বুঝেছো? তবে কেন আমাকে অস্বীকার কোরছো?"

প্রতিভা ম্লানমুখে উত্তর করিল, "বিনু, তুই এত বড় হোয়েছিস্, তোর কাছে পরিচয় দেবার মত আমার কিছু নেই ; শুন্‌লে তুইও ঘৃণা কোরবি ও শোনাতেও আমার লজ্জার অবধি নেই। আমাকে দিদি বলিস্ নি ; আমার লজ্জা তুই বাড়াস্ নি আর। যা তুই এখান থেকে। তোর দিদি মোরেছে।"

বিনয় মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "মোটেই না। দিদি তুমি যাই হও —আমি বিনুই, তোমার সেই ভাই, যাকে নিজে না খেয়ে খাওয়াতে, আমি জানি তুমি ঠিক তাই আছো। আমি যাচ্ছি না আর তোমায় ছেড়ে—সে ভয় নেই।"

প্রতিভার মুখে একটা নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। সে বলিল, "বিনু, যে লোকের হাতে পড়েছি তার সঙ্গে তোর বন্‌বে না। সে লোক ভাল নয়। আমি চাই না যে সে এসে তোকে দেখে—"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আমিও তাকে দেখেছি, সেও আমায় দেখেছে। তুমি ভয় পেও না, দিদি। তার হাতের ঢিলও খেয়েছি। জানো?"

প্রতিভা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি? কোথায়? কবে?"

বিনয় কোথায় টিল খাইয়াছে শুনাইতে লাগিল; প্রতিভার মুখ শুকাইয়া গেল; শেষে বিনয় কহিল, "দিদি, শোভার সঙ্গে আমার বিয়ে হোয়েছে, জান? অজয় বিয়ে করে নি, কোথায় চলে গেছে খবর নেই। এইবার তার সন্ধানে যাবো। কোথাও তাকে ধোরতে হবে।"

প্রতিভা চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া বলিল, "কেষ্টনগরের ব্যাপারও যে আমারই বন্ধুর, জানো দিদি? তুমি এই রকম কোরেই আমার কাছে এসে পড়েছো।"

প্রতিভা কাতরকণ্ঠে বলিল, "বিনু, কেন এলি তুই? কে তোকে ফের দিদির কালামুখ দেখাতে পাঠালে?"

বিনয় জবাব দিল, "ভগবান যাদের একত্র পাঠিয়েছিলেন দিদি, তাদের আলাদা কোরবে কে? তারা একত্রই থাকবে।"

প্রতিভা কি কহিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ সদর দরজা দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল স্বয়ং মাইতি। মাথায় একটা পাগড়ি এলোভাবে জড়ানো; হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ; পরণে গেরুয়া ও চটিজুতা।

মাইতি বিনয়কে দেখিয়াই ভীত হইল; ব্যাগ ফেলিয়াই দুই লাফে পুনরায় বাড়ীর বাহিরে পৌঁছিল। বিনয় হাসিয়া উঠিল; তারপর দৌড়াইয়া বাহিরের দরজাতে গিয়া ডাকিল, "আসুন মাইতিমশায়, পুলিশ ডাকি নি।" কিন্তু মাইতি শুনিল, পুলিশ! সে আর দাঁড়াইল না। গলি পার হইয়া কোথায় উধাও হইল, তাহা বিনয় বুঝিতেই পারিল না। সে ফিরিয়া বলিল, "দিদি, মাইতিমশায় যে আমাকে দেখে পালালো!"

দিদি উত্তর করিল, "যাক্। 'যার নিত্যকর্ম্ম যেরকম, তার

জীবনযাত্রাও সেই রকম। ভয় ওকে ছাড়্বে না। শুধু আশ্চর্য্য ও জেলের বাইরেই আছে। কিন্তু ও যদি জেলে যায়, তবে আমারও তো বাইরে থাকা উচিত নয়।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "তা তো নয়; কিন্তু ওঁকে ফিরিয়ে আনা যায় এখন কি কোরে?"

প্রতিভা ইহার উত্তরে বলিল, "ও'র কথা থাক্ বিনু, তুই নিজের কথা বল্। কি করিস্? কোথায় থাকিস্? কবে শোভার সঙ্গে বিয়ে হোল? সব বল্।"

বিনয় বলিল, "করি না কিছুই, তবে কোরতে হবে এইবার; থাকি মেসে। এতদিন অজয় ও আমি একত্রই থাক্তুম; শোভার সঙ্গে বিয়ে হ' তিন মাস মাত্র হোয়েছে—অজয়ের সঙ্গেই হবার কথা ছিল, তবে সে বিয়ের দিনই পালিয়ে গেল; এই তো তোমার প্রশ্নের জবাব হোল।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "অজয় বিয়ে কোর্লে না কেন?"

বিনয় কহিল, "তা জানি না। তার পছন্দ হোল না বলে।"

প্রতিভা নির্ব্বাক হইয়া কিছুকাল বসিয়া রহিল; তারপর বলিল, "বিনু, অজয়ের পিসির টাকা তো আমার হাতছাড়া হোয়েছে; আমার তো কিছুই নেই যে তা দিয়ে পূরিয়ে দেবো। শোভা নিশ্চয়ই গাল দিচ্ছে আমাকে—কিন্তু আমার অবস্থা তো বুঝ্ছিস্। আমার অধঃপতনের জন্য কে দায়ী তা জানি না—কিন্তু ভগবান্ জানেন যে আমার উপায় নেই।"

বিনয় জানাইল: "ভেবো না, দিদি, সে কথা। তোমার দেনা যা তা' আমি যতটা জানি স্বীকার কোরে নিয়ে শোধ কোরবো। শুধু ভাবি পাইতিমশায় এত রাস্তা থাক্তে এ পথে তোমাকেই বা নামালে কেন আর নিজেই বা নামলে কেন?"

প্রতিভা বলিল, "আমি সব কথা ঠিক জানি না, বিনু; নিজে মার

খাবার ভয়ে এই কাজ করি—কিন্তু আমার যতদূর সন্দেহ হয়—একটা বড় দল আছে এই ব্যাপারে আর একজন চাঁইও আছে—কি নাম ঠিক মনে নেই। এ কারবার আজ নূতন নয়, বহুদিন থেকেই চল্‌ছে এদের। লোকও একজন নয়। তার বেশি আমি জানি না।"

বিনয় কহিল: "এ রকম আছে তা জানি; কিন্তু তোমার আর এর মধ্যে থাকা হবে না, দিদি। কালই আমি একটা ব্যবস্থা কোরে তোমাকে নিয়ে যাবো। পারো তো, আর মাইতিমশায় রাজী হয় তো, ওকেও এ রাস্তা ছাড়াও। সোজা পথে কি উপার্জ্জন হয় না?"

প্রতিভা সম্মতি জানাইল। বিনয় তখন বলিল, "আমি আসি দিদি, আজ।"

প্রতিভা তাহার দিকে চাহিল মাত্র, তাহার মুখ দিয়া কোনও রকম শব্দ বাহির হইল না।

বিনয় কি ভাবিয়া আবার বলিল, "আমার মেসের নম্বর—মির্জাপুর ষ্ট্রীট; মনে রেখো। যদি দরকার হয় কিছু, তখনই খবর দিয়ো, বুঝেছো। ম্যানেজারের নাম—"

প্রতিভা শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিয়াছে।

বিনয় চলিয়া গেল।

প্রতিভা বসিয়াই রহিল। আজ তাহার এতদিনে মাঝে মাঝে জ্ঞান হইতেছে—বুঝি মুক্তির পথও হইতে পারে; তার বহুবার এই মাইতির কাছ হইতে ছুটিয়া পালাইয়া আত্মরক্ষা করিবার—যে ইচ্ছা হইয়াছে আজ তাহা সে পূর্ণ করিতে পারিত; কিন্তু কেন করিল না? সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কোন্ অক্ষমতার জালে তাহার মনপ্রাণ আবদ্ধ হইয়াছে সে বুঝিতেও পারিল না; শুধু নিরাশ হইয়া অসহায়ভাবে বসিয়াই রহিল।

কতক্ষণ এই রকম বসিয়া ছিল খেয়াল ছিল না, তাহার সম্মুখে কখন মাইতি আসিয়াছে তাহাও সে জানিতে পারে নাই। হঠাৎ মাইতির কর্কশকণ্ঠে সে চমকিত হইল : "হতচ্ছাড়ি, ও কে? কেন আমার হুকুম ছাড়া এখানে কেউ আসে? ওকে তো চিনি! ও পুলিশের লোক!"

প্রতিভা কহিল, "চেনো তো জিগ্যেস কোরছো কেন? যে কাজ কর পুলিশের লোকের সঙ্গে আরও বেশি যে ঘনিষ্ঠতা হয় নি এই রক্ষে।"

মাইতি জবাব দিল, "ঘনিষ্ঠতা করাচ্ছি; ওঠ্! এখুনি তৈরি হ'। আর না এ বাড়ীতে। চল্! হাঁ কোরে বোসে আমার কি শ্রাদ্ধ কোরছিস্?"

প্রতিভা উত্তর দিল, "আমি কোথাও যাবো না। ঐ পুলিশের লোক বলে গেছে যদি পালাই তবে এবার পেলে জেলে দেবে। তা' ছাড়া তুমি যে এসেছো—তোমার নজরে পড়ে নি যে গলির ওপরে কি কোথাও নিশ্চয় পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে? তোমাকে ওরা ছাড়বে যে পালাবে?"

মাইতির মনে এ সন্দেহ যে হয় নাই তাহা নহে; সে গলিতে ঢুকিবার সময় সতর্কতার সহিতই আসিয়াছে, কাহাকেও দেখে নাই। কিন্তু সে কাহাকেও দেখে নাই বলিয়া, তাহাকে কেহ-ই যে দেখে নাই এ ধারণা করার কোনও যুক্তি ছিল না। তাই তাহার মুখে ভয়ের চিহ্ন প্রস্ফুটিত হইল। সে বলিল, "তোর যে বড় মুখ দেখ্ছি। আগে বলিস্ নি কেন, পাজি, যে পুলিশে নজর রেখেছে। তোর আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে হঠাৎ, না? যাই হোক্—চল্! মোরবো তো তোকেও মার্‌বো! চল্ বোলছি।" মাইতি প্রতিভার কেশাকর্ষণ করিয়া হুকুম করিল, "বেয়াদপ্ মেয়েছেলে, মেরে হাড় ভেঙে দেব।"

প্রতিভা ইহার উত্তরে কেবল উচ্চৈঃস্বরে হাসিল। মাইতি ইহাতে যতটা রাগিল, ততটা ভীতও হইল। প্রতিভার এইরূপ ব্যবহার সে কল্পনাও

করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রতিভার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হাসি থামিলে প্রতিভা বলিল, "পালাও, শীগ্‌গির! যেন কাদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি!"

মাইতি "রাক্ষুসী—মজা দেখাচ্ছি!" বলিয়া প্রতিভার পিঠের উপর এক পদাঘাত করিয়া, তিন লাফে পুনরায় বাড়ী ও গলি পার হইয়া গেল। প্রতিভা পদাঘাতে বহুক্ষণ পড়িয়া রহিল। তারপর উঠিয়া আপনার বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। এই গৃহে সে আর থাকিতে পারে না। থাকিবেও না। যে দিকে সুবিধা হয় যাইবে। একবার মনে হইল যে বিনয়ের মেসে যাইবে; কিন্তু তাহাতে তাহার সাহস হইল না। মেস ছেলেদের—সেখানে যাওয়া উচিত নহে। সে চিন্তিতমনে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল। যেখানে হয় রাস্তার শেষে পৌছিবেই। না হয় গঙ্গাগর্ভ ত' আছেই।

ষড়্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

অজয়ের কাণ্ড

অজয় শোভার সহিত বিবাহ এড়াইতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। রেলষ্টেশনে গিয়া সে কলিকাতার টিকিট কিনিল। যখন শোভার সহিত বিনয়ের বিবাহ হইতেছে, তখন সে ট্রেণে করিয়া কলিকাতার পথে চলিয়াছে, সারা রাস্তা সে শুধু এই ভাবিতে ভাবিতে চলিল যে শোভার সহিত বিবাহ তাহার হইতে পারিত না। শোভা যে কুশ্রী বা কোনরূপে অযোগ্যা তাহা নহে; কিন্তু শোভাকে সে চাহে না। কাহাকে তবে চাহে? অজয় ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না। অকথিতাকে নয়,—অকথিতা তাহার মনে বড় আঘাত করিয়াছে; সম্ভব অকথিতা এ বিষয়ে দোষী নহে; তবু অকথিতাকে সে চাহে না। তবে কাহাকে চাহে! সে চেষ্টা করিয়াও ঠিক করিতে পারিল না; অকথিতার মত, কিন্তু ছায়াবৎ তাহা স্পষ্ট নহে। একটি বস্তুহীন লাবণ্যময় মূর্ত্তি; তাহাকে হয়তো কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহার মনে মনেই রহিয়া যাইবে—এই মূর্ত্তি। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে গেলে হয়তো পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু অজয় কি যাইয়া পৌঁছিতে পারিবে? সে চায় আরাম, স্বপ্ন, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে ঘুমন্ত রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার অপেক্ষা।

কলিকাতাতে পৌঁছিয়া অজয় মেসে গেল না; গেল সোজা বেলুড় মঠে। মেসে যাইবার প্রয়োজন নাই। বেলুড় মঠে কিন্তু প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া লোকে তাহাকে উত্যক্ত করিল: কে সে? কাহার পুত্র; এতদিন কি করিতেছিল? কেন মঠে থাকিতে চাহে? ইত্যাদি। অজয় এত

প্রশ্নের আশা করে নাই ; জবাব দিতেও প্রস্তুত ছিল না। বেশি কথা কহা তাহার পোষাইত না। সে শেষে বিরক্ত হইয়া কহিল : "এই সব নিকুচির জন্যই তো ঘর ছেড়েছি। জেরা শোনা অভ্যেস নেই। তা' যদি রাখতে বা থাক্‌তে দিতে কষ্ট হয় আপত্তি হয় আপনাদের, তা' হোলে বোলে দিন। কিন্তু আজ রাত্রি থাক্‌বার জায়গা আমার নেই। রাতটা থাক্‌তে হবে। কাল পরশু দেখে অন্যত্র যাবো।"

তাহার শুষ্ক মুখ আর সুন্দর আকৃতি দেখিয়া সে রাত্রের মত তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইল। সে শুইয়া শুইয়া রাত্রে শুনিল যে সেখানে কাহারও বসিয়া খাইবার উপায় নাই ; সবাইকে কিছু না কিছু কাজ করিতেই হয়।

অজয় প্রশ্ন করিল, "কি রকম কাজ ?"

উত্তর পাইল : "যে কাজ পারেন। তাঁত বোনা, চরকা কাটা, সব্জির বাগান কোপান, রোগীর সেবা, দূরবর্ত্তী কোথাও সেবার কাজ, সংগঠনের কাজ, চাঁদা আদায়—"

অজয় ইহার কোন্‌টা করিতে পারিবে তাহা মনে করিতে পারিল না।

পরদিন কেহ তাহার সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করিল না, সকলের সহিত সে মিশিয়াই রহিল। কিন্তু মন তাহার অস্থির ছিল, তাই সে বাহির হইয়া পড়িল ঘুরিতে। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল সে যাইবে ওপারে—দক্ষিণেশ্বরে। নৌকা করিয়া পার হইয়া গেল। সেখানে গিয়া এদিক ওদিক ঘুরিল। কিন্তু মনে যাহার শান্তি নাই, তাহার ব্যবস্থিত হইয়া থাকিবার কোনও উপায় নাই। সে আপনাকে লইয়া আতান্তরে পড়িল।

দক্ষিণেশ্বর পার হইয়া সে এঁড়েদ'র দিকে আন্‌মনে, উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই কিছু। বড় রাস্তার দুইধারে গাছের সারি—অনেকটা জঙ্গলের মত। মাঝে মাঝে দুই একটা প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। সে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চলিল। কলিকাতাকে দূরে রাখিতে চায়,

তবু তাহার পা চলিল কলিকাতার দিকেই ; কিন্তু সোজা পথে নয়। শেষে সে এমন জায়গাতে পৌছিল যেখানে তাহার স্থান বা দিক্ নির্ণয়ের কোনও উপায় ছিল না। তখন সে বিরক্ত হইল : "নাঃ! এ ঘুরে বেড়ানোতে কোনও সুখ নেই। পা ফুলে উঠবার জোগাড় ; হাঁটু ভেঙে পড়বে। এ কোনও ভদ্রলোকে পারে না। সাধু সন্ন্যাসীদের ভদ্রতার জ্ঞান নেই। যদিও তারা এইরকম ঘুরে বেড়ায়। তবে সম্ভব ভদ্র সাধু ওরকম হাঁটে না, যারা সিল্ক-গেরুয়া পরে, তারা তো মোটরে বা রেলের ফার্ষ্ট-ক্লাসে চড়ে।"

অজয় ঠিক করিল, হাঁটা-দেঁড়ে সাধুত্ব সে লইবে না। কিন্তু ফিরিবেই বা কোথায় ?

ভাবিতে ভাবিতে সে যখন প্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে তখন অকস্মাৎ দেখিল এক প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীর ফটকের সম্মুখে সে উপস্থিত হইয়াছে ও ভিতর হইতে একজন লোক তাহাকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তাহার মনে হইল, লোকটা চেনা। সে অগ্রসর হইল।

লোকটা তাহাকে দেখিয়া বলিল : "এঃ! বাবুজি যে! ভালো আছে তো ?"

অজয় মনে করিতে চেষ্টা করিল, কোথায় ইহাকে দেখিয়াছে কিন্তু মনে করিতে পারিল না।

লোকটা কহিল, "অন্দর আয়কে বোস্ছেন! আসেন! কুথা থেকে আস্ছেন? এঁ্যা। পছান্তে পারছেন না? না পারছেন তো কি-ই হোচ্ছে। কেউ কাকে পছান্ছে তুনিয়াতে? এঁ্যা ?"

অজয়ের মনের ধাঁধা তখনও গেল না।

লোকটা বলিয়া চলিল : "বোড়ো সময়ে আস্ছেন। হামি এক্ষুনি হিঁয়াসে যাচ্ছে। আপ্ অন্দর আস্ছেন। এ বোড়ো আচ্ছা হোচ্ছে। এঁ্যা ?"

লোকটি আর অপেক্ষা করিল না। ভিতর হইতে একখানি মোটর গাড়ী

আসিল, লোকটি তাহাতে উঠিয়া বসিল। ভিতরে যে ছিল সে নামিয়া গেল। তাহাকে কি উপদেশ দিয়া লোকটি মোটর চালাইয়া চলিয়া গেল।

যে লোকটি রহিয়া গেল সে অজয়কে বলিল, "আমার নাম ভরত্তিরিহোরি; আ-সেন।"

অজয় অবাক্ হইয়া ভর্ত্তৃহরির মুখের দিকে চাহিল।

ভর্ত্তৃহরি তাহাকে আবার ডাকিল, "দাঁ—দাঁ—দাঁড়িয়ে কেন? ভি—ভি—ভিতরে আস্‌লেই তো পারেন।"

অজয় দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইল। ভর্ত্তৃহরি তাহার চাল দেখিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িল।

অজয় প্রশ্ন করিল, "এ কার বাড়ী? কে থাকে? আমায় একটু বোল্‌তে দিতে পারো? বোস্‌তে দিতে পার?"

ভর্ত্তৃহরি চেষ্টা করিয়া উচ্চারণ করিল, "পা—পা—রি—বলেই তো ডাক্‌ছি। আ—আ—আসেন!"

সে অগ্রসর হইল। ভর্ত্তৃহরির পিছু পিছু অজয়ও চলিল। অজয়কে লইয়া গিয়া ভর্ত্তৃহরি একটি প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত অট্টালিকাতে পৌঁছিল। নীচে প্রশস্ত বারান্দা; বারান্দার কোলে বর্ষাতি, বারান্দাতে উঠিতে সিঁড়ি। সিঁড়ির আশে পাশে, বারান্দার কোণে কোণে প্রস্তর মূর্ত্তি; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফুলের বড় বড় টব। অজয় বুঝিল, কোনও ধনীর উদ্যানগৃহ। বারান্দায় উঠিতে সিঁড়ির উপর সে বসিয়া পড়িল। তাহার পা আর চলিতেছিল না।

ভর্ত্তৃহরি তাহাকে বসিতে দেখিয়া যেন একটু বিরক্ত হইল: পুনরায় সে বহু কষ্টে বলিল: "আ-আসেন! বো-বো-স্‌ছেন যে বড়? এ কি চা-চা-লাকি নাকি?"

অজয় বলিল, "আমি এইখানেই বোস্‌ছি,—তুমি জল আনো।"

কিন্তু ভর্ত্তৃহরি তাহাতে সম্মত হইল না। সে রাগিয়া গেল "কক্-ক্-খ-নো না। ভি-ভি-তরে না এলে জ্-জ্-জল্ পাবেনা। বু-ঝ্-লে?" উত্তেজনাতে তাহার গলা চড়িল—আওয়াজ কাঁপিল। অজয় বিরক্ত হইয়া "কহিল, যম'স অরুচি!"

হয়তো অজয় উঠিয়া যাইত—কোন রকম বিবাদ, ঝগড়া, ও অশান্তি তাহার ভাল কোনদিন লাগে নাই; আর এখন অসহ্যই মনে হইতেছিল। কিন্তু এই সময় উপর হইতে কে নীচে আসিল ও বলিল, "কি হোয়েছে ভো-ভোর্ত্তৃহরি? অত চেঁচাও কেন? জাননা, মার অসুখ।"

ভর্ত্তৃহরি বলিল, "এ-এ-লোকটা জ্-জ্-ল চায়, অথচ উ-উ-উঠে জ্-জ-লল নেবেনা, এ-এ-এ-মন কুঁড়ে!"

যে আসিল সে সাগরিকা, অজয় তাহাকে চিনিল। অনেকবার রণজিতের পাল্লায় পড়িয়া সাগরিকার অভিনয় সে দেখিয়াছে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাগরিকা তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া ভর্ত্তৃহরিকে বলিল, "তা এইখানেই ওকে জল দাওনা। চীৎকার করা কেন?"

ভর্ত্তৃহরির কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইল, কেন, তাহা সে সাগরিকাকেও জানাইতে রাজী হইলনা।

সাগরিকা বিরক্ত হইয়া কহিল, "এখানে জল এনে দিলে তোমার কি ক্ষতি?"

ভর্ত্তৃহরির কিন্তু এক কথা, "উ-উ-ঠ্লে ওর বা কি খ্-খ্-খ্তি?"

সাগরিকা উপরে যাইবার উদ্যোগ করিয়া কহিল: "যা ইচ্ছে করো—চীৎকার কোর না, বাবু। এমনিতেই আমার অতিষ্ঠ হোয়েছে এইবার!"

সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যাইতেছে, অজয় বলিল, "ইয়ে, শুনুন! আপনি—ইয়ে—রণজিতকে চেনেন?"

সাগরিকা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া অজয়ের দিকে এমনভাবে তাকাইল যে অজয় ভয় পাইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল "আমি ইয়ে—রণজিতের বন্ধু!"

সাগরিকা কহিল, "আমি কোনও রণজিতকে চিনি না—চিনতে চাই না! ভীরু, কাপুরুষ কোনও পুরুষকে বিশ্বাস করি না। জগতের সবাই সব পুরুষই তাই।" সে তর্ তর করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। অজয় ঠিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না,। সে নিরাশ হইয়া আবার বসিয়া পড়িল। ভর্ত্তৃহরি বলিল, "আ—আ—বার! জ্—জ্—জ্ল চাই না? না চাই তো যাও! কুঁ—কুঁ—ড়ের সর্দ্দার একেবারে।" সে এমন মুখ ভঙ্গী করিল, যে অজয় আরও হতবুদ্ধি হইল। তাহার মনে হইল জগতের বিভিন্ন কোঠাতে বিভিন্ন প্রকারের জীব থাকে একে অপরকে বুঝিতেই পারে না। তা ছাড়া সে শুনিয়াছিল যে সাগরিকাকে কে লুঠ্ করিয়া লইয়া গিয়া গুম করিয়াছে কিন্তু সে তো দেখিল সাগরিকা বেশ স্বচ্ছন্দেই বিচরণ করিতেছে। ইহারও অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। এই জঙ্গলের মধ্যেই বা সাগরিকা আসিয়া পৌছিল কি উপায়ে?

অজয়কে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভর্ত্তৃহরিরও মন শেষে একটু নরম হইল যেন। সে বলিল, "আচ্ছা, ত্—ত্—ত্—বে এইখানেই থা—থা—কো। জ্—জ্—জ্—ল দিচ্ছি। কি—কি—ন্তু পালিয়ো না।"

ভর্ত্তৃহরি জল আনিতে অদৃশ্য হইল। অজয় অপেক্ষাই করিতে লাগিল। অবশেষে তৃষ্ণাতে যখন সে বড়ই কাতর হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, ভর্ত্তৃহরি জল আনিল, সে জল খাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভর্ত্তৃহরি কহিল, "উঁ—উঁ—হু! না! যাওয়া না। বোসো। এইখানেই থা—থা—থা—কো!"

অজয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ভর্তৃহরি রাগিয়া বলিল, "তা—তা—তোমার কি দ্—দ্—দ্—কার শুনে? যে—যে—যেতে পাবে না হু—হু—হু—কুম নেই!"

অজয় বুঝিতে পারিল না কাহার হুকুম নাই। সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল: "আচ্ছা।" তাহার আর চলিতে ইচ্ছাও ছিল না।

ভর্তৃহরি কহিল, "আ—আ—আচ্ছা তা নীচে কেন? সিঁ—সিঁ—সিঁড়িতে শুয়ে থাক্‌বে? কে—কেনো? ঘ্—ঘ্—ঘর নেই।"

অজয় বলিল, "না, বেশ আছি। এই বারান্দাতেই থাক্‌বো।" সে উঠিয়া বারান্দাতে বসিল। ভর্তৃহরি আবার অদৃশ্য হইল।

অজয় বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমশ রাত্রি হইল। চারিদিক অন্ধকার হইল। তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। জনহীন, শব্দহীন পুরী। তাহার ক্ষুধাও পাইয়াছিল। অথচ কে তাহাকে খাইতে দিবে? কাহকে সে বলিবে? ভর্তৃহরিও নাই; সাগরিকার সেই একবার দেখা পাইয়াছিল, তাহার পর আর তাহার কোনও নিদর্শন নাই। সে কি ঘুমাইতেছে, না জাগিয়া আছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া সে দেখিতে চেষ্টা করিল কোথায়ও আলো আছে কি না। দেখিল উপর হইতে সিঁড়ি দিয়া ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে। সে সিঁড়ির তলাতে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল উপরে উঠিবে কি না। ভাবিতে ভাবিতে সে সম্ভব সিঁড়ির সব নীচের ধাপে এক পা রাখিয়াছে এমন সময় ঠিক যেন তাহার পাশ হইতে আওয়াজ হইল, "ও—ও—ও কি? উপরে কি—কি—হবে? বোসে বোসে থা—থা—কৃতে পার না? খাবার দেবে! তা—তা—তাড়া কি?"

অজয় দুই পা পিছাইয়া আসিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তারপর অস্ফুটস্বরে বলিল, "ভর্তৃহরি!"

কোনও শব্দ নাই? অজয় পুনরায় ডাক দিল, আর একটু জোরে, আর কোনও আওয়াজ নাই।

সে পায়ে পায়ে আবার বারান্দাতে ফিরিল। কিন্তু ভয় তাহার গেল না।

হঠাৎ বারান্দাতে আলো জ্বলিয়া উঠিল; ঠিক বারান্দা নহে বারান্দার উপরে যে বৃহৎ কক্ষ ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গেল, ও সারা বারান্দা আলোকিত হইল, অজয় চমকিয়া উঠিয়া বসিল। অনতিবিলম্বে ভর্ত্তৃহরি আসিল খাবার লইয়া; তাহার সঙ্গে একজন আসিল পানীয়-জল আসন লইয়া। ভর্ত্তৃহরি প্রশ্ন করিল, "খা—খা—খাবে? তো—বো—বো—সো।" তাহার সঙ্গের লোক আসন লাগাইয়া দিল; জলের গ্লাস দিল; অজয়ের সম্মুখে ভর্ত্তৃহরি আহারের থালা নামাইয়া দিল; ক্ষুৎপীড়িত অজয় বিনাবাক্যে আহার সমাধা করিল।

আহারান্তে ভর্ত্তৃহরি কহিল, "বা—রা—ন্দাতে শোবে না ঘ্—ঘ্—ঘ্রে। ন—ন—নবাব কি না? ঘর প—প—প—পছন্দ হয় না, না?" অজয় বলিল, "ঘরেই শোব।"

ভর্ত্তৃহরি একদিকে একটি ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "ন—ন—নবাবজাদা।! যা—যা—যান্ শোন্ গে!"

অজয় বিনাবাক্যে ভিতরে গিয়া শুইল ও অল্পক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রামগ্ন হইল।

রাত্রে দুই একবার তাহার ঘুম ভাঙিল। একবার মনে হইল দুইতিন খানি মোটরকারের ইঞ্জিন একত্রে চলিতেছে; একবার মনে হইল কে কাঁদিতেছে, আর একবার মনে হইল যে কাহারা খুব বিবাদ করিতেছে, কিন্তু তাহার এমন সাহস হইল না যে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখে। সে আবার তখনই ঘুমাইল।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নিশিকান্তের পশ্চাত্তাপ

যখন নিশিকান্ত একটু সুস্থির হইল, তখন তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল, মিত্তিরের সহিত কথা কহিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে যে কি ব্যবস্থা হইয়াছে সাগরিকার উদ্ধারের। ফোনে কথাবার্ত্তা সুবিধা হইবে না বুঝিয়া সে পরদিন প্রভাতেই বিনিদ্র রজনীর পর মিত্তিরের গৃহে পৌঁছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল বাড়ীতে কেহ নাই সারা বাড়ী খালি, নীচেকার সমস্ত ঘরে তালা লাগান। সে বড়ই বিস্মিত হইল। ইতস্তত বাবুর্চিখানা, মালির ঘর প্রভৃতি সে সমস্ত সন্ধান করিয়া বেড়াইল, জনমানবের চিহ্ন পাইল না। এই ঘটনার ভিতর কি আছে; মিত্তিরসাহেব অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা সে অনুমানও করিতে পারিল না।

সে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একজন লোক ফটক দিয়া ঢুকিল। তাহার গায়ে ও পরণে গেরুয়া, হাতেলাঠি ও ক্যানভ্যাসের ব্যাগ; পায়ে চটিজুতা। চালচলন তার একটু দ্রুত ও একটু বিপর্য্যস্ত; মুখের মধ্যেও তার অকটা প্রচণ্ড বিরক্তির ভাব।

নিশিকান্ত অবাক্ হইয়া তাহাকে দেখিল; লোকটি কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া হন্‌হন্ করিয়া গাড়ীবারান্দাতে গিয়া দাঁড়াইল; তারপর সব খালি ও দরজাতে দরজাতে তালা চাবি দেখিয়া যেন প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত ও পরে হতাশ হইল। তারপর আবার হন্‌হন্ করিয়া ফিরিল গেটের দিকে। নিশিকান্তও গেটের পাশে দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে ইহাকেই দেখিতেছিল, এখন তাহাকে দেখিয়া বলিল: "কি দেখ্‌লেন বাবাজি?"

বাবাজি বা গেরুয়াধারী চমকিয়া উঠিল। তারপর নিশিকান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কে? আপনি কে? মিত্তির সাহেব কোথায়?"

নিশিকান্ত একটু হাসিয়া বলিল, "সম্ভব মেয়ের শোকে দেশত্যাগ কোরেছেন?"

গেরুয়াধারী সবিস্ময়ে কহিল, "মেয়ের শোকে? মেয়েটি কে? কবে হোল এর মধ্যে?"

নিশিকান্ত বুঝিল, এ ব্যক্তি কিছু জানে।

নিতান্ত নিরীহের মত সে জবাব দিল, "মেয়ে ছিল না নাকি? শুনেছিলুম তো যে একমেয়ে আছে—সাগরিকা!" গেরুয়াধারী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সাগরিকা? সে কি মিত্তিরসাহেবের মেয়ে? আচ্ছা! খুব প্ল্যান কোরেছে তো? কদ্দিন হোল মেয়ে হোয়েছে? মোরেছেই বা কি কোরে? আর দেশত্যাগই বা কবে কোরলে?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "তাতো সব জানি না। এখনও ততটা অন্তরঙ্গ আমি হোতে পারি নি। তা' মিত্তির সাহেবকে আপনি চেনেন?"

গেরুয়াধারী এইবার সতর্ক হইল যেন; রুক্ষভাবে বলিল, "আমার কাজ আছে; তোমার মত বেকার শিক্ষানবীশ নই। তা' ছাড়া—না আর দাঁড়াবার সময় নেই।"

সে পুনরায় গেটের দিকে চলিল। কিছুদূর যাইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া দাঁড়াইল ও ফিরিয়া দেখিল, নিশিকান্ত তখনও তাহার দিকে কৌতূহলভরে দেখিতেছে। সে চট্‌পট্‌ আওয়াজ করিতে করিতে ফিরিয়া নিশিকান্তের কাছে গেল ও ব্যাগ্‌ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়া নিশিকান্তের হাতে দিয়া বলিল, "পয়সা দিতে পারো কিছু দেশের কাজে?"

নিশিকান্ত পড়িয়া দেখিল: তীর্থযাত্রী লিমিটেড কোম্পানী; কাশীবাস

ট্রাষ্ট্ কোম্পানী লিমিটেড; প্রয়াগ ও হরিদ্বার কুম্ভ সোসাইটি লিমিটেড্। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিশিকান্ত হাসিয়া বলিল, "সাধু কাজ! বাবাজি পথ খুঁজে নিয়েছেন ভালো। ইহকাল পরকাল দুই-ই রক্ষে হবে!" তারপর ভাল করিয়া গৈরিকধারীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজি কি Men and Women Servants of India-র লোক নাকি? গুরুজীর কৃপাতে ঘুরে জগতকে তরিয়ে বেড়াচ্ছেন?"

গৈরিকধারী মাথা নাড়িয়া বলিল, "এটা একেবারে বিশুদ্ধ ব্যবসা। দেশের কাজও বটে। কিছু শেয়ার অংশ কিন্‌তে হয় তো কিনে ফেলুন। দেরী হোলে পাবেন না।"

নিশিকান্তের তাড়া ছিল না; তাই বলিল, "কিন্‌তে পারি। কিন্তু মিত্তির সাহেবের কাছেও কি শেয়ার বিক্রি কোরতে এসেছিলেন না কি? না, মিত্তির সাহেব শেয়ারের বড় দালাল, তাই?"

গৈরিকধারী উত্তর দিল, "অত জবাব দেবার আমার সময় নেই। কিন্‌বেন তো কিনে ফেলুন।" সে মিনিট দুই অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ফট্‌ফট্ করিতে করিতে গেটের দিকে গেল।

আবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল; আবার ফিরিয়া আসিয়া নিশিকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিত্তির সাহেবের মেয়ের কি নাম বল্‌লেন?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "সে কি? মিস্ সাগরিকার নাম শোনেন নি, বাবাজি? আপনি দেখ্‌ছি সত্যিই বাবাজি!"

গৈরিকধারী যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল: "সত্যি না তো মিথ্যা বাবাজি? ইংরেজি পড়ে দেশটা গেলো দেখ্‌ছি। সাধু সন্ন্যেসীর আর চলে না। অর্থচিন্তাতে সব ছেয়ে গেছে। ধর্ম কর্ম গেছে—মাঠে মারা গেছে। তা যাক্! আমার কি? পশ্চাৎ তাপে নিজেরাই মোরবে।" গৈরিকধারী

আবার ফটকের দিকে গেল। কিন্তু এবার সে আর ফিরিল না। সোজা বাহির হইয়া গেল।

নিশিকান্তের একবার ইচ্ছা হইল লোকটার অনুসরণ করে; কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া নিজেকে সংযত করিল। কিন্তু খালি বাড়ীর ভিতর দাঁড়াইয়াও কোন ফল নাই। যেখানেই হোক মিত্তির সাহেব গিয়াছেন; তাঁহার ঠিকানাও পাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং সে আস্তে আস্তে ফটক পার হইল। কিছু দূরেই সে দেখিল "গুরুজীর কৃপা"-ওয়ালা সেই মহাপুরুষ।

মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, "দেখা হোল? সাধু সন্তের কাছে লোকে ভিড় করে; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গেই এসেছেন ছুটে ভক্তের মত—দেখা পাওয়া তো উচিত।"

নিশিকান্ত জানাইল, দেখা হয় নাই।

মহাপুরুষ কহিলেন, "ইস্! তবে তো দেরী হোয়ে গেছে। মিত্তির সাহেব যে রুই কাত্‌লা—অর্থাৎ দেশসেবার জন্য ভিক্ষে দিতে মুক্ত হস্ত। গেল তবে আশা ভরসার অনেকটা!"

নিশিকান্ত প্রশ্ন করিল, "ভগবান্ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে একবার দেখুন না। মিত্র সাহেব ও তস্য কন্যা কোথায়?"

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "দিব্য দৃষ্টির অপব্যবহার করা উচিত নয়। সময়ে সবই জ্ঞান গোচর হবে, ব্যস্ত হোয়ে লাভ নেই। জ্ঞানের রাস্তা দুই —এক লোকসান দিয়ে আর এক লোসকান বাঁচিয়ে। কোন্‌টা ভাল তা ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে।"

নিশিকান্ত কহিল, "জান্‌তে পারলে ভাল হোত, ভগবান্। মনে হোচ্ছে কোথাও কিছু একটা ঘটেছে—আর তার ধাক্কা সামলাতে হোচ্ছে আমাদের।"

ভগবান্ রায় দিলেন, "গুরুজীর কৃপা! কোনও ভয় নেই। সবই শেষে বুঝা যাবে। শুধু মনের ও বাক্যের ঘোর-ফের—আর কিছু নয়।"

নিশিকান্ত কহিল, "চল্‌লেন না কি?"

মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "হাঁ; মিত্তিরজার দেখা পাওয়া গেল না। অদৃষ্ট খারাপ। কন্যাশোকেই সম্ভব বিপর্য্যস্ত হোয়েছেন। আমারও প্রয়োজন স্থানান্তরে। কার্য্য সমাপ্ত করার তাড়া। কিছু বাকি ছিল তাই। এইবার তীর্থভ্রমণে বেরুবো।"

নিশিকান্তের হাতে 'তীর্থযাত্রী লিমিটেড'-এর বিজ্ঞাপন ছিল, তাহা মহাপুরুষকে দিল।

ভগবান্ পড়িয়া বলিলেন, "সাধু। গুরুজীর কৃপাতে দেশ-হিতৈষণা বাড়্‌ছে। এ ব্যক্তির হিন্দুত্ব বিশুদ্ধ—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ একত্র মিলিয়েছে। এ'র সিদ্ধি অনিবার্য্য।"

মহাপুরুষ বিদায় লইলেন। নিশিকান্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। মিত্র সাহেব নাই—কোথায় গিয়াছেন তাহা বুঝাও যাইতেছে না। তবে তাহার মনে পড়িল রণজিত ফিরিয়াছে। যদি ফিরিয়া থাকে তবে তাহার সহিত দেখা করা উচিত কিনা। ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ীতে ফিরিল। শুনিল, ইতিমধ্যেই তাহার শ্বশুর দুই তিনবার ফোনে ডাকিয়াছেন। কমলা বিরক্তভাবেই বলিল, "কোথায় ও কি কোরে ঘুরে বেড়াও তুমি আজকাল? কি হোয়েছে?" নিশিকান্ত ইহার উত্তর দিতে পারিল না। কমলা রাগতভাবেই বলিল, "বাবা রণজিতের শ্রাদ্ধ কোরবে না কি বলছিলো, রণজিত কোথায়? কি ব্যাপার তোমরা ভেতরে ভেতরে কোরে তুলেছো শুনি।"

নিশিকান্ত জবাবে বলিল, "কি আর হবে? সাগরিকার খোঁজ নেই—পাওয়াও যাবে না; তার বাপও নিরুদ্দেশ হোয়েছে। বেচারার

লজ্জাতে বোধ হয় মুখ দেখান ভার হোয়েছিল। আর সম্ভব এ সবের ভিতর তোমার ভাইটিও আছে। নিতান্ত মোটরকারখানা রেখে জড়িয়েছি—একটা উদ্ধারের পথ তো চাই। শেষে তোমার ভাই-এর সহকর্ম্মী বোলে জেলে তো যেতে পারি না।"

কমলা শুনাইয়া দিল, "কি পাগলের মত এলোমেলো বোক্‌ছো? যাও, স্নান কোরে, খেয়ে দেয়ে নিজের কাজে যাও। পারো তো বাবার সঙ্গে দেখা কোরো!"

নিশিকান্ত "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্তুত হইতে গেল। কিন্তু তাহার ভাগ্যে প্রস্তুত হওয়া ছিল না। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, পুলিশের লোক আসিয়াছে।

নিশিকান্ত নীচে নামিয়া গেল; দেখিল মিত্র সাহেবের বাড়ীতে যে ইন্‌সপেক্‌টর আসিয়াছিল, সেই। নিশিকান্ত তাহাকে বসাইল ও তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি, মশায়?"

ইন্‌সপেক্‌টর জানাইল, "রণজিতের খোঁজে এসেছি। রণজিত এখানে আছে? শুনেছি—এখানেই"—

তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার গ্যারেজের চাবি কোথায়? একবার খুলে দেখান না কি আছে ভেতরে!"

নিশিকান্ত প্রমাদ গণিল। কহিল, "আছে ও'র ভিতর একটা বিপদের কারখানা।"

ইন্‌সপেক্‌টর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সেই রকমই শুনেছি। সে ছোকরা কোথায়? তার বাপের দোকান ও বাড়ী সব দেখে এসেছি—কোথাও নেই। কিন্তু মোটরকার আপনার এখানে—সুতরাং রণজিতের খবর আপনি জান্‌তে পারেন সম্ভবত, নয়?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "জান্‌তুম বটে—তবে আপাতত জানি না। একটু গোলমাল হোয়ে গেছে—"

ইন্‌সপেক্‌টর কহিলেন, "আপনি আইনজ্ঞ—বিলাতী ব্যারিষ্টার—এ'র ভেতরে জড়িয়ে পড়া কি ঠিক হোয়েছে?"

নিশিকান্ত একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "বে-আইনি সম্ভব কিছু হয় নি।" তারপর সাহসে নির্ভর করিয়া কহিল, "এখানে আমার গ্যারেজে যে সাগরিকা দেবীর গাড়ী আছে তা' মিত্তির সাহেবকে প্রথম দিনেই জানাই। তিনি বলেন, গাড়ী নিয়ে কি হবে, আমার মেয়ে চাই। তা' মেয়ে তো গ্যারেজে পূরে রাখা যায় না; ছিল না। মেয়ের খোঁজ চল্‌তে লাগ্‌লো, গাড়ীর খোঁজ কেউ কোরলে না। সুতরাং এটা রয়ে-ই গেছে। মিত্র সাহেব যে কেন খবরটা আপনাদের দেন নি,—আর আপনারাও হঠাৎ আজ কোথা থেকে পেয়ে এলেন—তা বুঝ্‌তে পারছি না ঠিক!"

ইন্‌সপেক্‌টর হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ? কিন্তু রণজিতকে ক'লকাতা থেকে কৃষ্ণনগর পাঠানো? সেটা কি?"

নিশিকান্ত কহিল, "সেটা শ্যালকপ্রীতির অংশ। কিন্তু তখন সত্যি জান্‌তুম না রণজিত এর ভেতরে আছে। এখনও আমার ধারণা সে এর মধ্যে নেই। অবশ্য যদি আপনারা এ বিষয়ে তাকে ধড়পাকড় করেন, তার স্বপক্ষে আমিই আপনাদের ক্রস্ (cross) কোরবো,—ও কি রকমে সেটা কোরবো তা' নাই বা বল্‌লুম।"

ইন্‌সপেক্‌টর গম্ভীরভাবে কহিলেন, "চার্জ হবে আপনার নামেও!"

নিশিকান্ত হাসিয়া বলিল, "সেটার সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই। আর তা' হোলেও জেরাতে আপনাদের যে রকম পথে নিয়ে যাওয়া হবে তা' ঠিকই থাক্‌বে, বিশেষ ইতস্তত হবে না।"

ইন্‌সপেক্‌টর যেন একটু দমিয়া গেলেন, বলিলেন, "তা হোলে আপনি জানেন না, রণজিত কোথায়?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "উহুঁ! তার খোঁজই কোরবো ব'লে বেরুচ্ছিলুম। কিন্তু আজ সকাল থেকেই সব কাজে বাধা পড়ছে। মিত্তির সাহেবের কাছে গেলুম, দেখ্লুম বাড়ী জনহীন, তালাচাবি দেওয়া—"

ইন্‌সপেক্‌টর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? কাল রাত দশটাতে ফোনে যে তিনি কথা কয়েছেন!" নিশিকান্ত উত্তর দিল, "সম্ভব তখনই রণজিতের ও মোটরকারের কথা জানিয়েছিলেন; আপনারা নিশ্চয়ই আগে জান্‌তেন না। কিন্তু কাল দশটা পর্য্যন্ত থাক্‌লেও, আজ আর নেই। আর দুই-চার দিনের ভেতর যে ফিরবেন এমন কোনও খবরও পেলুম না।"

ইন্‌সপেক্‌টর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে আপনার সুরাহা কি হবে?"

নিশিকান্ত বলিল, "সে বুঝ্‌তে পারবেন না। তবে যদি আমার পরামর্শ শোনেন তবে আগে মিত্তির সাহেব কোথায় তার সন্ধান করুন। আমি তো আছিই। ভয় নেই—পালাবো না। আইন কি তা বোধ হয় আপনাদের চেয়ে আমিই ভাল বুঝি!"

ইন্‌সপেক্‌টর উঠিয়া বলিলেন, "বেশ! দেখা যাক তবে। আপাতত আপনার গ্যারেজে যে মিস্ সাগরিকার মোটরকার আছে এটা ঠিক; গ্যারেজে আমরাই তালাচাবি দিয়ে দেবো আর আমাদের লোক নজর রাখবে।"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আমিও আজই কোর্টে দেখ্‌বো যে আপনাদের তালাচাবি ও আপনাদের লোক হঠাতে পারি কি না।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "দেখুন, যদি আপনি আপনার পথে চলেন আর আমার সঙ্গে আড়ি করেই চলেন, তবে কোনও সুবিধা আপনার হবে না। পক্ষান্তরে যদি আমাকে আপনার বন্ধুভাবে

দেখ্‌তে পারেন তবে হয়তো আপনাদের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবেনা। ব্যাপারটা গোলমেলে। আমার শ্যালক, আমার বিশ্বাস এর মধ্যে নেই; অথচ এই ব্যাপারে তাকে জড়াবার জন্য একটা চেষ্টা হোয়েছে। সব কথা বোঝা যাবে—সাগরিকাকে পেলে। তাকে বা'র করুন। শ্যালককে আমি খুঁজে বা'র কোরবো; দরকার হোলে আপনার কাছেই হাজির কোরবো। কিন্তু তাতে সাগরিকাকে পাওয়া যাবেনা।"

ইন্‌সপেক্‌টর উঠিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আপনার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি। কি কোরে case-এর তদন্ত কোরতে হয় তা' আমরা জানি। এর ভিতর আপনার শ্যালকই মূল তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনি কতটা নির্দোষ তা' আদালতেই প্রমাণিত হবে।" তিনি গ্যারেজে তালাচাবি লাগাইয়া, নজর রাখিবার জন্য লোক মোতায়েন করিয়া সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

নিশিকান্ত বিলক্ষণ রাগিয়া উপরে গিয়া স্নানাহার করিল; তারপর কমলাকে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়া এ বিষয়ে বন্ধু-ব্যারিষ্টরদের সহিত পরামর্শ করিতে কোর্টে গেল। পুলিশের উপর যতটা সে রাগিল ততটাই ক্রুদ্ধ হইল মিত্তির সাহেবের উপর; কিন্তু এইরূপ যে হইবে তাহা সে আশাই করিয়াছিল।

ব্যারিষ্টার-বন্ধুগণ এক একজন আলাদা আলাদা উপদেশ দিলেন। একজন কহিলেন, "ওহে নিশি, বাড়ী ইনসিওর করা আছে তো, সময় বুঝে রাত্রে আগুন লাগাও; রোগও যাবে, রোগীও। মোটরকার ও পুলিশের জুলুম, দুইই।" অন্য একজন কহিলেন, "এখনি (Injunction) ইন্‌-জান্‌ক্‌সন্‌ নাও।" আর একজন পরামর্শ দিলেন, "পুলিশ কমিশনরের কাছে যাও—সে-ই রাজা পুলিশের!" কোনও মত স্থির হইলনা। একজন শেষে বলিলেন, "মোটরকার সাগরিকার—বলগে সাগরিকা রেখে গেছে।

এর বিরুদ্ধ প্রমাণ নেই। দাও পুলিশের নামে চার্জ!" তাহাই শেষে ঠিক হইল। প্রথমে পুলিশের বড় সাহেবকে জানান হইবে যে মোটরকার নিশিকান্তের কাছে স্বয়ং সাগরিকা রাখিয়া গিয়াছে; পুলিশে অনর্থক কেন তাহার উপর দাবী করিতেছে। যদি না সরাইয়া লয়, তবে কেস্ হইবে। একজন অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যারিষ্টারকে দিয়া এই চিঠি লিখাইয়া তখনই পুলিশ-কমিশনরের কাছে পাঠান হইল বেহারার হাতে। সাহেব উত্তর দিয়া পাঠাইলেন যে অবিলম্বে ও বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। যিনি চিঠি মুসাবিদা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "নিশি, ভুল হোয়ে গেল হে। কিছু টাইম (সময়) দিলেই হোত—বার ঘণ্টা, কি চব্বিশ ঘণ্টা। আচ্ছা—কাল আবার দেখা যাবে। কোনও ভয় নেই।"

নিশিকান্ত জানিত ভয় নাই—কিন্তু তাহার ঝগড়াঝাটি ভাল লাগিতনা। অথচ সে নিজেই নিজেকে এই ব্যাপারে জড়াইয়াছে।

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নির্য্যাতনের শেষ কি ?

একই দিনে নিশিকান্ত, রণজিত, বিনয় ও কলিকাতার জনসাধারণ এবং পুলিশের উপরিতন কর্ম্মচারী হইতে অধস্তন সিপাহী পর্য্যন্ত এক নিদারুণ সংবাদে চমৎকৃত ও ক্ষুব্ধ হইল। সহসা কোনও গৃহের উপর বজ্রপাত হইলে যে প্রকারে আশপাশের প্রতিবেশীদের অবস্থা হয়, সারা কলিকাতার অধিবাসিদেরও কতকটা সেইরূপ অবস্থা হইল।

সংবাদটির জন্য অবশ্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই উচিত ছিল, তবু অপ্রিয় সত্য হোক মিথ্যা হোক কোনও সংবাদের জন্য লোকে প্রস্তুত থাকিতে চাহেনা। সংবাদটি এই ঃ

"মিস্ সাগরিকার শেষ দান"

সম্পাদকীয় ঃ—কঞ্জিভরম জেলার অন্তর্গত মাদুরাপল্লম্ পোষ্ট-আফিসের মোহরের ছাপ লইয়া মিস্ সাগরিকার এই শেষ খবর আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাংলার পাঠকপাঠিকারা যথানিয়ম এই বিশেষ সংবাদ-পত্রের সাহায্যে মিস্ সাগরিকার নির্য্যাতনের খবর পাইয়া আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও আমরা প্রশ্ন করিয়াছি, পুলিশের লোকেদের এ কুম্ভকর্ণী নিদ্রা কোথা হইতে আসিল ? আজ এ প্রশ্নের উপযুক্ত কারণ সকলেই সম্যক্ বুঝিবেন—সাগরিকা দেবীর এই লেখা হইতে। লেখার মর্ম্মার্থ ঠিক না বুঝিলেও, ইহা বুঝা যাইতেছে যে একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একটা —একটা—প্রচণ্ড অব্যক্ত কিছু !

"প্রাণ্ না জান্"

আর নির্য্যাতনের ভয় নাই। কেন? আমি মুক্তির দ্বারে পৌঁছিয়াছি। বন্ধন হইতেই মুক্তি পাওয়া যায়। ভাগ্যে বন্ধুর দেওয়া বন্ধন ঘটেছিল, তাই না আজ মুক্তি পাচ্ছি? হে বন্ধু, ধন্যবাদ, বিদায়! তোমার দেওয়া বন্ধন, সে কি প্রাণ্ না জান্? যদি হিন্দীই রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়—তবে সেটা প্রাণ, যদি উর্দ্দু হয়, তবে জান্! ভবিষ্যত বিচার করবে যে কোন্ ভাষা রাষ্ট্রীয় হবে—হিন্দি না উর্দ্দু! কিন্তু যে ভাষাই হোক্ বন্ধু, আমি ক্ষণেকের অতিথি তোমার, তোমার স্নেহের স্মৃতি নিয়ে চল্‌লুম! যাওয়া আমার আটকাবেনা—কিন্তু স্মৃতি নিয়েই যাবো। ফেলে যেতে পারতুম, তবে "শেষের কবিতা" ও "শেষের পরিচয়" পড়ে অবধি মন বদ্‌লেছি। তাই

হে বন্ধু, বিদায়,
প্রাণ্ না জান্, বন্ধনের দায়—
সাঁওতাল পরগণা, কঞ্জিভরম যাঁহা মন চায়!
কিম্বা উল্টাইত আঁখি তারকায়!
বিদায়! বিদায়!

ইতি সাগরিকা দেবী

প্লেগ কলেরা বসন্তের ভয়ে, চা-বাগানের কুলি-ধরার ভয়েও কলিকাতাবাসী এতটা বিক্ষুব্ধ বিচলিত হয় নাই, যতটা বিচলিত হইল এই গুরুতর সন্দেহজনক সংবাদে। আকাশ হইতে কোন গ্রহ খসিয়া পৃথিবীর উপর পড়িয়া ধাক্কা খাইলে বা গড়াগড়ি দিলেও এমনটা হইতনা। বাংলার আর রহিল কি? আবার কত যুগের তপস্যা বাংলাকে করিতে হইবে—তবে আবার সাগরিকা দেবীর পুনরাগমন ঘটিবে? লোকে হেথাহোথা এই

কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, সাগরিকা কিন্নরী কিম্বা বিদ্যাধরী—অন্তর্ধান করিয়াছে; কেহবা কহিল, "স্বয়ং বাগ্‌দেবী ছলনা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন"; কেহ রায় দিল যে বাংলার রসকাব্য গেল, বাংলার ছন্দজ্ঞান বিনষ্ট হইল, বাংলা ডুবিল।

এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে রণজিতের প্রথম ভাবোচ্ছ্বাস বিনয়কে সহ্য করিতে হইল: "গাধা কোথাকার! দেখ্—পড়ে দেখ্‌লি? গেল তো সব?—তোর জন্যেই হোল, কতকটা নিশিদা'র জন্যে। ক'লকাতার বাইরে আমাকে পাঠালি, কিন্তু পারলি শেষ পর্য্যন্ত হন্তুকি সিংকে বা'র কোরতে?" নিতান্ত হতাশা ও বিরক্তিতে সে শুইয়া পড়িল। বিনয় বলিল, "তা' হোয়েছে কি? একদিকে ভালই হোয়েছে। যা' এবার ঘরের ছেলে ঘরে যা'। মিছে সাগরিকার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি! তাকে বিয়ে করার আশা তোর পক্ষে দুরাশা বৈ তো নয়। তুই তার যোগ্য?"

রণজিত মুখ ভেংচাইয়া বলিল, "না, তুই যোগ্য। বকিস্‌নি, আমার মন বড্ড খারাপ!"

বিনয় কাজেই চুপ করিল, রণজিত পুনরায় খবরের কাগজ পড়িল। তাহার মন আরও খারাপ হইল। তৃতীয়বার পড়ার পর তাহার মন এমন খারাপ হইল যে সে উঠিয়া বসিল। ও বিনয়কে বলিল "দেখ্, এ চিঠিটা লিখেছে বেশ! কিন্তু সে কঞ্জিভরমে গেল কি কোরে?"

বিনয় উত্তর দিল, "সে তো সারা ভারতময় বেড়াচ্ছে। তোকে বাঁদর নাচাবার জন্যে।"

রণজিত রাগিয়া বলিল, "যাক্‌গে। চুলোতে যাক্। ব্যস্ আমি নিশ্চিন্ত হোলুম!"

বিনয় যোগ দিল, "আমিও তো তাই বোলছিলুম!"

রণজিত কহিল, "তোর কোনও রাইট (right) নেই বলবার! যা'

বল্‌বার আমি পারিনা বোল্‌তে ? বেশি ঘাঁটাসনি। আমাকে একলা থাক্‌তে দে।” সে আবার খবরের কাগজে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। বিনয় প্রতিভার সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল।

রণজিতের মনে হইল সে'ও অজয়ের মত উধাও হইয়া যায় কোথাও। কিন্তু কোথায় যাইবে ? কঞ্জিভরম ? কিন্তু সেখানে গিয়া লাভ হইবে কিনা তাহার তো ঠিক নাই। তাছাড়া টাকাইবা কোথায় পাইবে ?

সে কি করিবে এইবার তাহার ভাবনা হইল। শেষে ঠিক করিল, যেখানেই হোক যেদিন হন্তুকি সিংকে পাইবে, তাহার মাথা ভাঙিয়া ফাঁসি যাইবে। যখন তাহার মনে প্রতিশোধের এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইতেছিল, তখন মেসের ম্যানেজার আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠি নিশিকান্তের ; সে অবিলম্বে তাহাকে দেখা করিতে লিখিয়াছে আর তাও রণজিতের নিজের বাড়ীতে।

রণজিত কি করিবে ভাবিয়া পাইলনা। নিজের বাড়ীতে সে ফিরিবেনা ঠিকই। কিন্তু নিশিকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। তাহাকে না হইলে রণজিতের চলিবেইনা। অবশ্য নিশিকান্তই যত নষ্টের গোড়া ; কিন্তু তবু সে ভাবিল, ভবানীপুরে গিয়াই দেখা করিবে। তবে দিনে নহে রাত্রে ! দিনে তাহার পথ দিয়া চলা উচিত কিনা তাহা সে ঠিক ধারণা করিতে পারিলনা। নিশিকান্তের চিঠিতে যতদূর বুঝা যায়, একটা আরও সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়াছে। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, বিনয়ও কাছে নাই যে তাহাকে তাড়া দিবে।

শেষে কুড়ি মিনিট বাদে ভাবিল, “না, নিশিদা যখন লিখেছে তখন যাওয়াই উচিত। কি আর এমন ভয় ; ফাঁসি তো হবার নয়। জেলে যেতে হয়—যাবো। আমার ঘরইবা কি আর জেলইবা কি ! এখন তো সারা দুনিয়াই আমার সমান।” সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বাহিরে যাইতে

প্রস্তুত হইল। দরজার বাহিরে পা দিয়াছে দেখিল, পুলিশের লোক। একজন ইন্‌সপেক্‌টর ও চার পাঁচজন পাহারাওয়ালা। রণজিতের বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। সে বাহির হইতেই ইন্‌সপেক্‌টর জিজ্ঞাসা করিল, "রণজিতবাবু মেসে আছে?" রণজিত বিলম্বমাত্র না করিয়া উত্তর করিল, "আছে, যান্।" তারপর প্রস্থানোদ্যত হইল। ইন্‌সপেক্‌টর প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম?" রণজিত বিরক্তভাবে বলিল, "আমার নাম কাঞ্জিলাল; লালবাজার পুলিশের দফ্‌তরের ক্লার্ক। আপনাকে চিনি আমি, কমিশনরের ঘরে যেতে আস্‌তে দেখেছি।" ইন্‌সপেক্‌টর আর কিছু কহিল না। রণজিত দ্রুত পা ফেলিয়া কিছুদূর গেল। তারপর পাশে এক গলি পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছুটিল। প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া দুই তিনটি ঐ প্রকার গলি পার হইয়া, শেষে বৌবাজারে পৌঁছিল, তারপর সম্মুখে যে ট্রাম পাইল, তাহাতে চড়িয়া লালবাজার, লালদিঘি হইয়া গড়ের মাঠে পৌঁছিল। তাহার জেলে যাইবার ইচ্ছা চলিয়া গেল; সে ইচ্ছা এমন বেবাক্ অন্তর্হিত হইল যে সে নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু সে যায় কোথায়? পুলিশ যখন একবার পিছু লইয়াছে তখন আর উপায় নাই। নিশ্চয়ই নিশিকান্তের বাড়ীতেও পুলিশ লাগিয়াছে তাই নিশিকান্ত তাহাকে তাহাদের বাড়ীতেই ডাকিয়াছে। কিন্তু পুলিশের লোককে বিশ্বাস নাই—শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী গিয়াই পৌঁছিবে। নাঃ! বাড়ী ফিরা হইবে না। রণজিত বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিল যে হত্তুকি সিংকে মারিয়া সে ফাঁসি পর্য্যন্ত যাইতে পারে বটে—কিন্তু কিছু না করিয়াই বা সে জেলে যাইবে কেন? গড়ের মাঠের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার খেয়াল হইল, কোথাও হইতে ফোন্ করিয়া নিশিকান্তের সহিত কথা কহিয়া লওয়া উচিত। সে তখনই চৌরঙ্গি রোড পার হইয়া একটি ডাক্তারখানাতে প্রবেশ করিয়া একবার ফোন্ করিবার অনুমতি লইল।

নিশিকান্তের বাড়ীতে ফোন্ করিল, "নিশিদা ?"

কমলা ফোন্ ধরিয়াছিল ; প্রশ্ন করিল, "কে রে, রঞ্জি ?"

রণজিত বলিল, "চুপ্! আস্তে! হাঁ, আমি। কি ব্যাপার ? নিশিদা কোথায় ?"

কমলা : "বাবার সঙ্গে দেখা কোরতে গেছে। তুই কোথায় ?"

রণজিত : "চুলোতে! কি করা যায় এখন ? কাশী প্রয়াগ দিল্লী লাহোর কোরবো না কি ? তারও তো পয়সা চাই!"

কমলা : "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বাবা তো বোলেছে, যাক্ জেলে।"

রণজিত : "হাঁ, যাচ্ছে! সেই কথাই বাবা ভাবুক। কিছুতেই যাবো না। যদিও বা আগে যেতুম, এখন একেবারে নয়। নিশিদাকে বলে দাও আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি চিত্রা'তে। আমার সঙ্গে দেখা কোরতে। নিশ্চয়ই যেন যায়। এখুনি ফোন্ কোরে দাও! বুঝ্লে দিদি ? লক্ষ্মি দিদিটি, পাঠিয়ে দিতে ভুলো না যেন বড়ই বিপদ!"

ডাক্তারখানার মালিককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া রণজিত বাস্ ধরিল, শ্যামবাজারের। বাসের ভিতর সে নিজেকে নিরাপদ কতকটা মনে করিল। তাহাকে চট্ করিয়া কেহ আর ধরিবে না। "চিত্রার" সম্মুখে সে নামিয়া পড়িল ও তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "Show (শো) সুরু হোতে কত দেরি ?" উত্তর পাইল, প্রায় আধঘণ্টা এখনও দেরী।

শুনিয়া সে নিশিকান্তের জন্য অপেক্ষা করিবে স্থির করিল। কিন্তু ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা ঠিক হইবে না ; কাজেই সে অগ্রসর হইয়া হাতিবাগানের মোড়ের দিকে চলিল। কিছুদূর যাইতেই নিশিকান্তকে দেখিল। নিশিকান্ত কি বলিতে যাইতেছিল, রণজিত তাহার মুখে আঙুল দিয়া ইসারাতে চুপ করিতে বলিল। তারপর আবার

দুইজনে সিনেমার দিকে চলিল। নিশিকান্ত নিচু গলাতে জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি পাও নি, নাকি হে?"

রণজিত জানাইল: "উঁহু! পিছনে লেগেছে। খুব বাঁচিয়ে এসেছি। মেসে চড়াও হোয়েছে।"

নিশিকান্ত: "বাড়ীতেও তোমাদের। তোমার বাপ্ তো বারুদের মত হোয়েছে হে! এগুলেও বিপদ, পিছুলেও!"

রণজিত: এখন উপায়? যাই কোথায়? দিল্লি লাহোর কোরবো নাকি?

নিশিকান্ত কহিল, "চল, সিনেমা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাবা যাবে।" দুইজনে সিনেমা হাউসের সম্মুখে পৌছিল। নিশিকান্ত বলিল, "দাঁড়াও টিকিট কিনি!" রণজিত দাঁড়াইল ফুটপাথের উপর; নিশিকান্ত টিকিট কিনিতে গেল। সহসা রণজিতকে ও আরও সকলকে চমকিত করিয়া একখানি মোটর আসিল ও ঘন ঘন হর্ণ দিয়া লোক সাবধান করিতে করিতে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইল। সকলেই চাহিয়া দেখিল, একজন যুবতী স্ত্রীলোক ও সঙ্গে একজন সাহেবী পোষাকধারী ব্যক্তি। দুইজনে নামিয়া চিত্রার ভিতর গিয়া অন্তর্হিত হইল।

রণজিত এতক্ষণ হতবাক্ হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহার যেন সাড় হইল; তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইল, "সাগরিকা!"

নিশিকান্তও আসিয়া পড়িয়াছিল; সে রণজিতের রকম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

রণজিত উত্তর দিল, "সাগরিকা!"

নিশিকান্ত চারিদিক দেখিয়া বলিল, "কোথায়?"

রণজিত জানাইল, সাগরিকা ও একজন দেশী সাহেব এইমাত্র চিত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

দুইজনে তাড়াতাড়ি ভিতরে গেল; কিন্তু ভিতরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই ছবি দেখান সুরু হইয়া গেল।

ছবির নাম ছিল 'বেগম জাহানারা'! ইহার খুব সুনাম বিজ্ঞাপিত হইতেছিল। নিশিকান্ত ও রণজিত ইহার কিছুই জানিত না। উহাদের একথা ভাবিবারও সময় হয় নাই। তাই ভিড়ের আধিক্য দেখিয়া দুইজনে ভাবিল, হয় তো চিত্রাতে এমনই হয়। নিশিকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যদি ব্যারিষ্টারিতে পয়সা নষ্ট না কোরে সিনেমা কোরতে শিখতুম রে—না হয় একটা ষ্টুডিও ফুডিও খুলতুম—"

কিন্তু রণজিত তখন উত্তেজিত হইয়াছিল; বলিল, "চুপ, দেখ।"

ছবিতে জাহানারার ভূমিকাতে যে নামিয়াছে তাহাকে দেখিয়া রণজিত ও নিশিকান্ত দুইজনেই বিস্মিত হইল। সে সাগরিকা!

নিশিকান্ত কহিল, "এ কি সম্ভব?"

রণজিত বলিল, "কথ্খনো না।"

নিশিকান্ত মন্তব্য দিল, "কিন্তু আশ্চর্য্য মিল!"

রণজিতের কৃষ্ণনগরের ঘটনা মনে পড়িল। বলিল, "হাঁ, মাঝে মাঝে ভুল হয়!"

নিশিকান্ত কহিল, "তবে বাইরেও আজ তাই হোয়েছিল। ভুলই হবে। সাগরিকা কোথা থেকে আস্‌বে? অসম্ভব।"

রণজিত বলিল, "তা হোতে পারে। সম্ভব। কিন্তু গলাটাও তার মত।"

নিশিকান্ত কহিল, "অমন হয়।" তারপর মুরুব্বির মত বলিল, "ভাগ্যিস্ অসভ্যতা কোরে বলিস্ নি কোনও রকম?"

রণজিত ভ্রূকুটি করিল: "অসভ্যতা কি রকম?"

নিশিকান্ত বলিল, "এই চীৎকার করে ডাকা—কি হাঁ কোরে চেয়ে দেখা—এই সব।"

রণজিত কথা কহিল না। ছবি দেখিতে মন দিল। যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইতে লাগিল যে জাহানারা বেগমই সাগরিকা, আর কেহই নহে। অথচ সে কথা সে নিশিকান্তকে জানাইতে পারিল না।

ইন্‌টারভ্যালের সময় যখন সব বাতি জ্বলিয়া উঠিল, দুইজনেই প্রেক্ষাগৃহের চারিদিকে, উপরে নিচে, লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। দুইজনেই একসঙ্গে দেখিল যে ঠিক সাগরিকার মত একজন যুবতী ও সঙ্গে একজন দেশী সাহেব উপরের একটি বক্সে বসিয়া আছে।

রণজিতের মুখ হইতে বাহির হইল, 'আশ্চর্য্য !'

নিশিকান্তের মুখ হইতে বাহির হইল, "আশ্চর্য্য বটে।"

রণজিত উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "গিয়ে দেখ্‌তে হোল, নিশিদা !"

সে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। উপরের বক্সের নিকট গিয়া এদিক ওদিক করিয়া সে আপনার আগমন বিজ্ঞাপিত করিল, "এঁ্যা—হুঁ—হাঁ !" গলার আওয়াজ তবু যেন ঠিক সাফ মনে হইতেছিল না।

বক্সের লোকগুলি কেহ-ই তাহার দিকে নজর দিল না। রণজিত পুনশ্চ গলার শব্দ করিল, "হুঁ—হুঁ !"

তাহাতেও কিছু হইল না। তখন সে নিকটে গিয়া বলিল, "May I come in ? আস্‌তে পারি ?"

সাহেব মেম যুগপৎ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল।

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "What ? কি ?"

রণজিত কপাল ঠুকিয়া কহিল, "What না ; আমি ঐ—ওনার—সাগরিকার সঙ্গে কথা কইতে চাই।"

মেমসাহেবের ভ্রূ এইবার কুঞ্চিত হইল ;—সাহেব মেম পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন।

রণজিত পুনরায় আপনার অনুরোধ জানাইল। উত্তরে সাহেব

বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন, “এ আদ্‌মি কোন্ হ্যায়? কেঁও হিঁয়া আয়া। নিকাল্ দেও!”

বেহারা রণজিতকে বলিল, “যান্ বাবুজি যান্!”

রণজিতের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে হয় তো কিছু একটা ঘটাইয়া বসিত—কিন্তু পিছনে নিশিকান্তও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং সে তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই আবার দৃশ্য সুরু হইল। নিশিকান্ত সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, “ও সাগরিকা নয়! আমি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি; ও বোম্বের লোক, কি একটা নাম বোল্‌লে, লক্ষ্মীবাঈ—না—কি!”

রণজিৎ উত্তর দিল; “আশ্চর্য্য!”

নিশিকান্ত কহিল, “আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এরকম Comedy of errors হয়েই থাকে মাঝে মাঝে! ভাগ্যি এই যে এটা ট্রাজেডিতে দাঁড়ায় নি।”

রণজিত অন্যমনা হইয়া গেল। তখনকার মত আর কোনও কথা হইল না।

দৃশ্য যখন শেষ হইল তখন নিশিকান্ত ও রণজিত উভয়েই দেখিল যে বক্সের অধিকারিদ্বয় নাই। বাহিরে আসিয়া নিশিকান্ত বলিল, “কোথায় যাবে হে?”

রণজিত উত্তর দিল, “জানি না। সময় থাকে তো ট্রেণ ধরে বেরিয়ে পড়ি। ক’লকাতা আর ভাল লাগ্‌ছে না।”

নিশিকান্ত কহিল, “উহুঁ। বাইরে ধরা পড়বে সহজে। এইখানে তোমাকে সহজে বা’র কোরতে পারবে না। আজ চল এক বন্ধুর বাড়ী তোমাকে রেখে আসি, কাল আবার ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা করা যাবে।”

রণজিত ইহাতে আপত্তি করিল না। মনে মনে কেবল আওড়াইতে লাগিল “আশ্চর্য্য!”

উনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিড়ম্বনা কার ?

বিনয় ভগ্নীর সন্ধানে যাইয়া কাহারও দেখা পাইল না। ইহাতে অবশ্য সে আশ্চর্য্য হইল না, তবে মনে তাহার একটু ক্ষোভ হইল। সে মনে মনে একটু আশা পোষণ করিতেছিল যে হয় তো প্রতিভা তাহার অপেক্ষা করিবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে দেখিয়া সে আবার মেসে ফিরিল।

মেসে ফিরিয়া দেখিল সেখানে তাহার ঘরে পুলিশের লোক অজয়কে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। অজয়ের চেহারা দেখিয়া মনে হইল যেন সে কতকাল কোথায় বিলক্ষণ কষ্ট দৈন্য কিম্বা রোগভোগ করিয়া ফিরিয়াছে। পুলিশের লোক বিনয়কে ঢুকিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিল।

ইন্‌সপেক্‌টর প্রশ্ন করিলেন, "কে হে তুমি? তোমারই নাম রণজিত?"

মেসের ম্যানেজার উপস্থিত ছিল, সে বিনয়ের হইয়া উত্তর দিতে গেল, "আজ্ঞে, না, ওঁর নাম—"

ইন্‌সপেক্‌টর ধমক দিলেন, "তুমি থাম; তোমাকে দালালি কোরতে কে বলেছে?" তারপর বিনয়কে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি রণজিত—না, এই!" তিনি অজয়কে নির্দ্দেশ করিলেন।

বিনয় বলিল, "কেউ নয়। ভুল হোয়েছে আপনাদের। রণজিত ছিল বটে এখানে তবে উপস্থিত এখন নেই।"

ইন্‌সপেক্‌টর মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "বিশ্বাস হয় না। কি রকম দেখ্‌তে রণজিত ?"

বিনয় কহিল, "লম্বা, ঢ্যাঙা, খুব উঁচু, ছয় ফুটের ওপর—চলন লম্বা পায়ে, হাতও লম্বা—"

ইন্‌সপেক্‌টর কহিলেন, "কত দিন এখানে আছে ?"

বিনয়ঃ "ছিল বটে, এখন নেই। দিন দুই হবে সম্ভব।"

ইন্‌সপেক্‌টরঃ "তোমাদের বন্ধু তোমরা জান না সে কোথায় ? নিশ্চয়ই জান। না বোল্‌লে ভাল হবে না।"

বিনয় ও অজয় দুইজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।

বিনয় উত্তর দিল, "কথাটা বুঝ্‌তে পারলুম না। আমাদের ভালমন্দ কি রকমে আপনার হাতে গিয়েছে—"

ইন্‌সপেক্‌টর ধমক দিলেন, "কচি খোকা! Harbouring the criminal. দোষীকে আশ্রয় দান! এটা কতবড় আইনের প্যাঁচ তা জানো ? সবাইকে কাঠগড়াতে দাঁড় করাতে পারি—এখুনি।"

বিনয় কহিল, "তা পারেন। তবে আমরা বোল্‌ছি যখন আমরা কিছুই জানি না, তখন এ জুলুম কেন ? রণজিত বন্ধুত্বসূত্রে আস্‌তো যেতো মাত্র। সে কি তা জানি না। শুধু জানি সে বড়লোকের ছেলে; কলেজে পড়ে; হেসে খেলে বেড়ায়! এই—"

ইন্‌সপেক্‌টর অজয়কে লইয়া পড়িলেন, "তুমি কে ? তোমার নাম কি ? কি কর ? জান কিছু এ বিষয়ে ?"

অজয় বিস্মিতদৃষ্টিতে ইন্‌সপেক্‌টরকে দেখিয়া বলিল, "কোন্ বিষয়ে ?"

ইন্‌সপেক্‌টর বলিলেন, "খোকা! সাগরিকা দেবীর অন্তর্ধানের কথা—আর কি ? তোমরা তার মধ্যে ছিলে কি না ?"

অজয় একটু ভাবিয়া কহিল, "সম্ভব চারদিন হবে সাগরিকা দেবীকে

দেখেছি আমি ; তারপর সেই বাড়ীতেই জ্বরে পড়েছিলুম ; আজ অনেক কষ্টে উঠে এসেছি।”

সকলেই একটু সজাগ ও সকৌতূহল হইয়া উঠিল। ইন্‌সপেক্‌টর চড়া গলাতে প্রশ্ন করিলেন, “নেশা কোরেছো ? চার দিন ? আজ কতদিন হোল সাগরিকা—”

অজয় বাধা দিয়া কহিল, “জানি। শুনেছি ; কাগজে পড়েছি। কিন্তু চার দিন আগেই দেখেছি।”

সকলে ভাবিল, অজয়ের মাথা খারাপ হইয়াছে। পাগলের মত তার চেহারাটাও হইয়াছিল। তাহার মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক করুণ ভাবও স্পষ্ট দেখা দিয়াছিল। ইন্‌সপেক্‌টর কহিলেন, “কোথায় দেখেছিলে ? চল—দেখাবে চল।” অজয় উত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুলিশও সদলবলে তৈয়ার হইল।

অজয় কহিল, “কিন্তু সেখানে আর কেউ নেই। দ্বিতীয় দিনেই আমি জ্বরে পড়ি ; জনপ্রাণীও ছিল না। অথচ প্রথম দিনে ছিল।” সে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে জানাইল।

ইন্‌সপেক্‌টর অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। বলিলেন, “চল তো দেখি—তখন বুঝা যাবে। সম্ভব ভুল দেখ্‌ছিলে আর এখন ভুল বোক্‌ছো !”

বিনয়ও অজয়ের সঙ্গে চলিল। মেসের ম্যানেজারও চলিল। একটি পূরা বাহিনী তৈয়ার হইল।

অজয় বহু কষ্টে পথ চিনিয়া—সেই উদ্যান-বাড়ীতে পৌছিল। ইন্‌সপেক্‌টর ও পুলিশের অন্যান্য লোক খুব সতর্কতার সহিত ইতস্তত দেখিলেন ; প্রতি কক্ষ ও কক্ষের কোণ পর্য্যন্ত দেখিলেন ; কিন্তু কেহই নাই। ইন্‌সপেক্‌টর বহুক্ষণ কি ভাবিলেন ও শেষে তিনি অজয়কে ও বিনয়কে লইয়া ফিরিলেন। মেসের সম্মুখে দুইজনকে নামাইয়া বলিলেন,

"তোমরা দু'জনে যতদিন না আমার অনুমতি পাবে, এখানেই থাক্‌বে। আর রণজিত এলে আমাকে জানাবে। বন্ধু বোলে যদি তাকে বাঁচাতে যাও—তবে তোমরাই জালে পড়্‌বে।"

বিনয় কহিল, "তা বাঁচাতে চেষ্টা কোরতে হবে বৈকি! আপনি যাই বলুন, তাকে আমরা যদি দেখ্‌তে পাই, আত্মগোপন কোরতেই বোল্‌বো। জালে জড়াতে হয় এইবেলা জড়ান—আপত্তি নেই।"

ইন্‌সপেক্‌টর কহিলেন, "আচ্ছা—আমার লোকও থাক্‌বে। কিন্তু তোমরা পালিয়ো না।"

বিনয় উত্তর দিল, "কোনও ভয় নেই। আমরা যাই তো আপনাকে জানিয়েই যাবো। পালাবার কোনও কারণও নেই আমাদের—এক ম্যানেজারবাবুর কাছে যে দেনা আছে তা' দেবার ভয়ে ছাড়া!"

ইন্‌সপেক্‌টর বলিলেন, "ডেঁপো ছোকরা! জেলে পূরলে বেঁচে যাবে ভিক্ষে মাঙ্গার হাত থেকে, তাই নিয়ে পূরছি না। যাও!"

তিনি প্রস্থান করিলেন। একজন লোককে মেসে রাখিয়া গেলেন।

বিনয় অজয়কে পাইয়া আনন্দিত হইল; কহিল, "পালিয়ে কি কাণ্ডই বাধালি; শেষে শোভাকে আমার ঘাড়েই বসালি! কিন্তু কোথায় ছিলি? কেন?"

অজয় চুপ করিয়া কিছুকাল থাকিয়া বলিল, "ভালই হোয়েছে। ও বিয়ে করা আমার পোষাতো না, বিনয়। আমার বিয়ে করাই পোষাবে না। হয়তো কিছু করাই পোষাবে না। অথচ কৈ রামকৃষ্ণদেবের অনুচরও তো হোতে পার্‌লুম না। করা যায় কি? একদম—" অজয় হঠাৎ আবার অন্যমনা হইল।

বিনয় দেখিল অজয় তখনও অনেকটা অসুস্থ। তাই সে কতকটা বিরক্তির সহিত বলিল, "তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারলে ভালো হোত,

অজু। পিসিও শান্তি পেতো—শোভাও আনন্দিত হোত। তোরও শরীর সুস্থ হোত !”

অজয় মাথা নাড়িল, “নাঃ ! বাড়ী যাবো না !”

বিনয় কহিল, “আচ্ছা, এখন এইখানে খেয়ে দেয়ে তো বিশ্রাম কর দু চারদিন; তারপর ভেবে দেখা যাবে। আপাতত তো পুলিশের নজরবন্দী।”

অজয় অন্যমনস্কভাবেই বলিল, “হুঁ !”

বিনয় তাহাকে কোনও বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে বলিল, “অজু, একটা খবর দিই। জানতিস্ তো আমার এক বড় বোন ছিল। কে বল্ দেখি ? আন্দাজ কোরতে পারিস ?”

অজয় প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকাইল। বিনয় কহিয়া চলিল, “যাকে তুই অকথিতা বোলে জান্‌তিস্। অবশ্য দোষ তার নয়; ঠগ জোচ্চোর ঐ মাইতিটা, তার স্বামী। অনেক কোরে খুঁজে তাকে বা’র কোরেছিলুম, কিন্তু আবার কোথায় দুজনেই উধাও হোয়েছে, সম্ভব এ মাইতিরই কীর্ত্তি। ওর অসাধ্য দুনিয়াতে কিছু নেই।”

অজয় দুই হাতের ভিতর মাথা রাখিয়া বলিল, “অকথিতা ? অকথিতা মোরেছে ! সে নেই, বিনয় ! যে আছে সে অকথিতার মত হোলেও—অকথিতা নয় ! তুই জানিস্ না—আমি জানি। অকথিতা মোরেছে !”

বিনয় ভাবিল, অজয়ের রুগ্ন শরীরে ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কে উত্তেজনা কোনওরূপ বিকৃতি সৃষ্টি করিতেছে। সে তাই বলিল, “তুই শুয়ে পড় কিছু খাওয়া দাওয়া কোরে। স্নান কোরিস্ তো কোরে নে।”

কিন্তু অজয় জবাব দিল, “তুই জানিস্ না বিনু, আমি বেশ আছি। একটু চুপ কোরে থাক্‌তে দে।”.

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

পথ নাই কি ?

প্রতিভা অন্যমনে সম্ভব কতকটা মানসিক উত্তেজনাতেই পথ দিয়া চলিল। পথে চলিতে তাহার কোনও সঙ্কোচ কোনও দিন ছিল না। আজও হইবার কথা ছিল না। সোজা ঊর্দ্ধাভিমুখে অনেকটা পথ যাইবার পর, তাহার খেয়াল হইল, তাহার যাইবার জায়গা নাই, মৃত্যু ছাড়া তাহার পথ নাই। সে আবার ফিরিল। কোথায় তাহার স্থান? মরিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বিধির এই পরিহাস !

পুনরায় সে ১।২।৩।৪ নম্বরে ফিরিল এই আশাতে যে হয় তো "মাইতি" ফিরিবে না; হয় তো বিনয় আসিবে। সে বিনয়ের সহিত একটা পরামর্শ করিবে। তারপর যাহা হয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে।

কিন্তু আসিল প্রথমে মাইতিই।

তাহার বেশভূষা সে বদ্‌লাইয়াছে; চেহারার ভোল ফিরাইয়াছে। মাইতিকে দেখিলে মনে হয় সে একজন বোম্বাইওয়ালা মহাজন। লম্বা কোট; মাথায় ফেজ্, পায়ে বার্ণিস করা জুতা; পায়জামা।

এত দুঃখের ভিতরও প্রতিভার হাসি পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার এসেছো? ভাব্‌ছো তোমার ও ভোল্ পুলিশে ধোরতে পারবে না? এদিকে তো খুব বড়াই করো—কিন্তু ঘটে এ বুদ্ধি নেই যে ধরা একদিন পড়্‌তেই হবে!"

"মাইতি" গম্ভীরভাবে হুকুম করিল, "ওঠ্! চল্! এবার আর ক'লকাতাতে ফেরা নয়। অন্য কোনও জায়গাতে যাওয়া।"

প্রতিভা বলিল, "বটে? কোথায়?"

মাইতি মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল, "তোর সে খোঁজে দরকার কি? তোকে বোল্‌ছি, চল্। মোরবি কেন মার খেয়ে!"

প্রতিভা কহিল, "সেটা নূতন নয়। যদি না যায় তো কি কোরতে পারো শুনি? যাবো তো না-ই—মেরে ফেল্‌লেও নয়। বরং উল্টে পুলিশে খবর দেবো।"

মাইতি হুঙ্কার দিল, "কেটে তু' আধখানা কোরে ফেল্‌বো। জিভ্ পাঁচটুক্‌রো কোরবো! খবর দিবি কি কোরে দেখ্‌বো! ও সব ন্যাকামো রাখ্; চল্ বোলচি।" সে প্রতিভার হাত ধরিয়া টান দিল।

প্রতিভা জোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "দেখো, এতদিন আমি সব মেনে চলেছি। আমাকে দিয়ে যা' করিয়েছ, না বলিনি। কিন্তু আমি আর পারবো না। তোমার সঙ্গে আমার বোন্‌বে না আর। যদি জোর কর—তবে পারবে না। যাও তুমি তোমার পথে; আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজের রাস্তাতে যাবো।"

মাইতি প্রশ্ন করিল, "যাবি না?"

প্রতিভা ঘাড় নাড়িল।

মাইতি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, "যাবি না?"

প্রতিভা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল।

মাইতি এইবার বিপন্ন হইল। কি করিবে ভাবিতে লাগিল। প্রতিভাকে হত্যা করিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছিল না।

প্রতিভা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "একটা সর্ত্তে যেতে পারি।"

মাইতি অন্ধকারে আলো পাইল। সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

প্রতিভা বলিল, "কিন্তু তা হবে না। সৎকাজ তোমার কোষ্ঠিতে নেই।"

মাইতি তাহার তাজ আচ্‌কান পায়জামা বুট সমেত বসিয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "প্রতিভা, তুই না গেলে চল্‌বে না। আমি একলা কি কোরতে পারি? তুই কি চাস্‌ যে আমি জেলে পচি, না খেয়ে মরি? তোকে ছেড়ে যেতেও পারবো না—থাক্‌তেও পারবো না, তা জানিস্‌!"

প্রতিভা হাসিয়া কহিল, "ওঠো শেঠ সাহেব, আর থিয়েটার কোরতে হবে না! কিন্তু আমি তো বলেছি একটা সর্ত্তে শুধু যেতে পারি!"

মাইতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি? বোল্‌তে পারিস্‌ না?"

প্রতিভা বলিল, "গাঁয়ের যে টাকার বাক্স এনেছিলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।"

মাইতি কাতর কণ্ঠে বলিল, "কেন?"

প্রতিভা উত্তর দিল, "হাঁ। সে বাড়ীতে বিনুর বিয়ে হোয়েছে। কাল যে এসেছিল—যাকে দেখে পুলিশ ভেবে সাহসী পুরুষ পালিয়েছিলে—সে বিনু, আমার ভাই। জান্‌তেনা আমার এক ভাই ছিল?"

মাইতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "মুখটা চেনা চেনা মনে হোয়েছিল বটে। কিন্তু—"

প্রতিভা বলিল, "এর মধ্যে কিন্তু নেই। আমি কোনও দিন কিছু বলিনি। ঢুনিয়ার যত পাপ তোমার জন্যে করেছি। কিন্তু এই কাজ কোরতেই হবে তোমাকে—না হোলে এই শেষ। তুমি যেতে পারো!"

মাইতি একেবারে দপ্‌ করিয়া উঠিল, "বটে? ভাইকে পেয়ে এত তেজ, না? এতদিন ভাই কোথায় ছিল?"

প্রতিভা বলিল, "যেখানেই থাক্‌। আমার ঝগড়া কোরতে প্রবৃত্তি নেই। এক কথা।"

মাইতি আবার অনেকক্ষণ গুম হইয়া ভাবিল। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই হবে!"

প্রতিভা বলিল, "হবে'তে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার সঙ্গে এতদিন ঘর কোরে বুঝেছি যে তোমার কথা কতদূর বিশ্বাস করা যায়। বাক্স কোথায় রেখেছো এনে দাও!"

মাইতি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "খোঁজ কোরতে হবে। পাওয়া শক্ত! কাল সকালে দেব। জানিস্ তো আমার কাছে নেই। নিয়ে আস্‌তে হবে। তুই চল্ আজ এখান থেকে—বাড়ী দেখে এসেছি, ঠিকও কোরেছি। কাল সকালে এনে দেবো।"

প্রতিভা শক্তকণ্ঠে কহিল, "বিশ্বাস নেই।"

মাইতি তখন প্রতিভার পা ছুঁইয়া বলিল, "তোর পা' ছুঁয়ে বোল্‌ছি।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি কাল না এনে দাও? তবে?"

মাইতি বলিল, "যা' ইচ্ছে তুই করিস্।"

প্রতিভা বলিল, "বেশ; চল। কিন্তু ভেবোনা যেন আমার অন্য উপায় নেই।" মাইতি চুপ করিয়া রহিল। সে যে এতদিন পরে প্রতিভার কাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে ইহাতে সে নিজের কাছে মনে মনে লজ্জিত হইতেছিল; কিন্তু এখন আর নষ্ট গৌরব উদ্ধারের উপায় নাই। প্রতিভা উঠিয়া পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তৈয়ার হইলে দুইজনে বাহির হইয়া গেল। আসবাবপত্রের বালাই তাহাদের ছিল বটে কিন্তু তাহা বহিয়া বেড়াইতে হইত না। এবাড়ী বরাবরই ভাড়া করা থাকিত, শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ রায়ের নামে। বলা বাহুল্য অদ্বৈতপ্রকাশ স্বয়ং "মাইতি।"

প্রতিভাকে লইয়া মাইতি দুয়ের নম্বর ভাড়া বাড়ীতে উঠিল। ইহাও সম্বৎসরের জন্য ভাড়া করা থাকিত। ইহা বৌবাজারের একটি গলিতে। মাইতি ও প্রতিভা সে রাত্রে সেখানে কাটাইল। দুইজনের মধ্যে বিশেষ কথাবার্ত্তা আর হইল না।

পরদিন প্রভাতে মাইতি পুরাণোবেশে, গেরুয়া বস্ত্র, ক্যানভ্যাসের ব্যাগ্, লাঠি প্রভৃতি লইয়া গেল বালিগঞ্জের দিকে। কিন্তু গেল মিঃ মিত্রের বাড়ীতেই। সেখানে দেখিল বাড়ীতে তালাচাবি। সে ফিরিল।

তারপর সে শিয়ালদহ, হারিসন রোড, প্রভৃতি অনেকগুলি বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিল। যেখানেই গেল সেখানেই দেখিল, তালাচাবি। মাইতির উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ীতে লাগিল। শেষ সে বেনেটোলার একখানি বাড়ী দেখিয়া হতাশ হইয়া বৌবাজারে নিজের বাসাতে ফিরিয়া মাথাতে হাত দিয়া বসিল।

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "বাক্স কোথায় ?"

মাইতি উত্তর করিতে পারিল না। অসহায় দৃষ্টিতে প্রতিভার দিকে চাহিল। প্রতিভা তাহাতে নরম না হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "বাক্স কোথায় ? শুন্‌তে পাওনা ? কি কথা ছিল ?"

তথাপি মাইতির উত্তর নাই।

প্রতিভা বলিল, "বুঝেছি। শঠে শাঠ্যং হোয়েছে। কিন্তু আমি ও সব শুন্‌ছি না। বাক্স চাইই আমার, না হোলে এই শেষ।"

মাইতির মুখ অতি কষ্টে খুলিল ; মাইতি কহিল : "সত্যি বোল্‌ছি, প্রতিভা, গেছে। পালিয়েছে সব। ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। কারও দেখা পেলুম না। আমি মোরেছি। একেবারে মোরেছি। কিছুই সরিয়ে রাখিনি।"

প্রতিভার মুখ কঠিন হইল ; কহিল, "কতটাকা পেয়েছো এই কাজে ?"

মাইতি বলিল, "তিনহাজার।"

প্রতিভা : "বাক্সে কত ছিল ? সাতহাজার ?"

মাইতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রতিভা কহিল, "আরও টাকা আছে তোমার কাছে ? সত্যি বল

আমাকে! মিথ্যা ধাপ্পাবাজি আর যার কাছে কোরবে কর—আমার কাছে কোরনা আর!"

মাইতি কহিল, "বড় জোর হাজারখানেক হবে।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ? দাও!"

মাইতি ব্যাগ দেখাইয়া দিল। প্রতিভা ব্যাগ খুলিয়া প্রথমে কাগজের বিজ্ঞাপনের বস্তা একে একে বাহির করিল তারপর অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া নোটের তাড়া পাইল।

প্রতিভা তাহা লইয়া উঠিয়া বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইল।

মাইতি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছিস্?"

প্রতিভা উত্তরে বলিল,। আস্‌ছি। ডাকঘরে যাচ্ছি।"

মাইতি অসহায়ভাবে তাকাইয়াই রহিল; প্রতিভা ডাকঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক মাইতি স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর দেখিল প্রতিভা ঘরে ফিরিয়াছে।

মাইতির যেন হুঁস্ হইল। সে উঠিয়া সদম্ভে প্রশ্ন করিল, "আমার—আমার টাকা? হুঁ! কোথায় দিয়ে এলি? বল্, না হোলে কেটে দু'আধখানা কোরবো। চালাকি পেয়েছিস্? খুন কোরে ফাঁসি যাবো!"

প্রতিভা ধীরভাবে বলিল, "থাক্, আর বীরত্বে কাজ নেই। এখন এখান থেকে যাবার বন্দোবস্ত করো। এ বাড়ীতে আর নয়। এ দেশেও আর নয়। চলো যেখানে কেউ দেখ্‌বে না, চিন্‌বে না। পথে পথে ভিক্ষে কোরে খাবো। কিন্তু দেখ্‌লে তো শেষ পর্য্যন্ত এ-পথ। আর নয় চলো। আর যদি এই পথেই যেতে চাও, যাও; আমার সঙ্গে আর সংশ্রব নেই।"

মাইতি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "মার খেয়েছি প্রথম বয়সে মামাদের হাতে; তারপর তোমার হাতে। মার

খাওয়ার ভয় আর নেই। সুতরাং তোমার রাগকে ভয় নেই। এখন কি কোরবে বল ?"

মাইতি আবার দুইহাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল।

শেষে সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "না খেয়ে মোরবো ; শুকিয়ে মোরবো ; তুই রাক্ষুসি ; বাপ মা'কে খেয়েছিস্, আমাকেও খাবি ! দূর হ' ! দূর হ' !"

প্রতিভা কহিল, "বেশ ; তবে চল্‌লুম।" সে পা বাড়াইল।

মাইতি ডাকিল, "শোন্ !"

প্রতিভা অপেক্ষা করিল।

মাইতি মাথা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাস্‌নে ! গেলে তোর একদিন কি আমার একদিন !"

প্রতিভা ফিরিল ; তারপর আস্তে আস্তে কহিল, "যাবো না। নরক হোক্, স্বর্গ হোক্ যাবার রাস্তা নেই। কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকা আর চল্‌বে না। শুধু যা করেছি তার ফল না ভোগ কোরতে হয় শেষ পর্য্যন্ত। কর্ম্মফলকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে এমন তো মনে হয় না।"

মাইতি একদম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল্, কোন্ চুলোতে যাবি।"

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

নিশিকান্তের সুব্যবস্থা

রণজিতকে আপনার এক বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া নিশিকান্ত রাত্রে বাড়ী গেল। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দেখিয়া লইল যে পুলিশের লোকের পাহারা আছে কিনা। দেখিল, যে আছে। ইহাতে সে মনে মনে বিরক্ত হইল। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি উৎপাত!

কিন্তু তাহা হইতে বেশী উৎপাত অন্দর-মহলে দেখিল।

কমলা মুখ ভার করিয়া তাহাকে শুনাইয়া বলিল, "কবে যে আক্কেল হবে তাও জানি না! রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বোসে বোসে বাবা এই বাড়ী গেলেন।"

নিশিকান্তের কাছে তাহার শ্বশুরের আগমন ও বিদায় হওয়ার সহিত তাহার আক্কেলের কি সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার হইল না। কাজেই সঙ্কুচিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "তাই নাকি? একদিকে শ্বশুর, একদিকে শ্বশুরপুত্র ও আর অন্যদিকে শ্বশুরকন্যা—যাই কোন পথে? আক্কেল্লের কাজ কম হোচ্ছে বোল্‌তে হবে বৈকি!"

কমলা উত্তপ্তকণ্ঠে কহিল, "তা' বাবা তো বলেছেন যে পুলিশকে সব কথা খুলে বোল্‌লেই হয়। এত লুকোচুরির কি দরকার! গোড়া থেকে খোলাখুলি কাজ কোরলে তো এত গোলযোগ হোতো না। এখন যে পুলিশের দিন রাত নজরবন্দী হোয়ে থাকা—কি রে বাবু, চোর না ডাকাত! ভদ্রলোকের লজ্জা করে না? পাঁচজনের কথা শুন্‌তে হয় না? এ সবের গোড়া কে? তুমি নও? কে কার সঙ্গে গেল, আমার বাড়ীতে এ হাঙ্গামা টেনে আনা বৈ তো নয়?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "আহা, রাগো কেন? দেখনা কালই সব ঠিক্‌ কোরে দেবো। ব্যস্ত হও কেন? মতলব কি আর না এঁটেছি। একটা রাত বৈ তো নয়; চেপে যাও।"

কমলা ইহার উপর আর কি কথা কহিবে! সে শুধু বক্ বকই করিতে লাগিল।

পরদিন নিশি কোর্টে গিয়া সেই প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যারিষ্টার-বন্ধুকে কহিল: "মশায়, পুলিশের ব্যবস্থা করুন। একটু ধমক টমক দিন! নজরবন্দী হোয়ে কাঁহাতক থাকা যায়?"

ব্যারিষ্টার সাহেব কহিলেন, "দেখি।"

তিনি পুলিশ কমিশনরকে ফোন্ করিলেন, "পুলিশকে সরানোর কি ব্যবস্থা হোল? শেষে কি আদালতেই injunction (হুকুম) নিতে হবে নাকি?"

কমিশনর সাহেব উত্তর করিলেন: "পুলিশ হঠাবার ব্যবস্থা এখুনি হোচ্ছে! একটু ভুল হোয়েছিল।"

নিশিকান্ত হাঁক ছাড়িল। বলিয়া উঠিল, "জয়-কালী!"

ব্যারিষ্টার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি হে? তোমার উল্লাস দেখে সন্দেহ হয়!"

নিশিকান্ত জানাইল, "পরে বোল্‌বো! বাঘের ঘরে ঘোষ্—না হোলেও, ঘোষের ঘরে বাঘ হবে! ঠিক এঁচেছি।"

ব্যারিষ্টার সাহেব কহিলেন, "দেখো—সামলে থেকো! আইন মান্য করা সবারই উচিত হে। ব্যারিষ্টার হোলেও।"

নিশিকান্ত বলিল, "যে আজ্ঞে। সে জন্যে ভাব্‌বেন, না।"

কোর্টে তাহার কাজ কোনও কালেই বিশেষ থাকিত না। কাজেই সে তখনই চলিল, রণজিতের সহিত দেখা করিতে।

রণজিতের উদ্বেগের সীমা ছিল না। সে কহিল: "কিছু টাকা দাও —নিশিদা'। যে দিকে হয় ঘুরেই আসি। মথুরা, বৃন্দাবন"—

নিশিকান্ত বলিল, "কুছ্ পরোয়া নেই হে। আজ রাতে তোমাকে ভবানীপুরে তুলছি। ব্যস্!"

রণজিত জানাইল, দিদিকে তাহার ভয় করে।

নিশিকান্ত জবাব করিল: "আমারও করে হে। তা বোলে তো মথুরা বৃন্দাবন কোরে বেড়াতে পারি না। খরচা বেশী। ও জন্যে যেতে হোলে আমাকে অনেক দিন আগেই হোত। ওটা কোনও কাজের কথা নয়।"

রণজিত বলিল, "কিন্তু পুলিশ—"

নিশিকান্ত চোখ ঠারিয়া বলিল, "আইন মান্য কোরে চলি আমাদের ভয় কি? কোনও ভয় নেই। শুধু বাড়ী থেকে বেরিয়ো না। কলেজও ছেড়েছো, বন্ধুদের মেসে যাওয়ারও দরকার নেই। সাগরিকাও নেই যে ছুটে ছুটে যাবে! সুতরাং—"

রণজিতের আর কিছুই বলিবার রহিল না। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কহিল, "কিন্তু বাবা হয়তো এসে পড়তে পারে; তা ছাড়া বীণা রাণী এরা সবাই হাসবে! না! আমায় কিছু টাকাই দাও!"

নিশিকান্ত কহিল, "আহা, দু'দিন থাকোই না হে; দেখোনা অতিষ্ঠ হয় কি না। যদি একান্ত অতিষ্ঠ হয়, তখন ভেবে দেখা যাবে। আপাতত আমার ইচ্ছে কি জানো, সেই ইন্‌সপেক্টরটাকে খবর দেবো যে— রণজিতবাবু বোম্বাই হোয়ে মহীশূরের দিকে গেছে; সম্ভব কালিকাট্ থেকে টিকিট কিনে করাচী যাবে; সেখান থেকে খাইবার-পাশ হোয়ে চিত্রাল গিলগিড দিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা কোর্‌বে। যদি সে দিকে না সুবিধে কোরতে পারে তবে সম্ভব তিব্বত হোয়ে চীনে, না

হয় আরাকান হোয়ে ব্রহ্মদেশে যাবে ; শেষ পর্য্যন্ত চীনে যাওয়াই স্থির। পার এই মর্ম্মে একটা চিঠি লিখে দিতে ?”

রণজিত জিজ্ঞাসা করিল, “এতে সুবিধে কি হবে ?”

নিশিকান্ত তাহার প্রশ্ন গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, “শেষে লিখে দাও যে সাগরিকার সন্ধানেই যাচ্ছো।”

রণজিত কহিল, “সত্যি, নিশিদা, সাগরিকা মোরেছে বলেই বিশ্বাস করো ?”

নিশি উত্তরে বলিল, “মোরবে না তো কি ? সম্ভব কষ্ট সইতে না পেরে মোরেছে। তুই ভাবিস্ নি। বেঁচে থাকবার মেয়ে সে নয়। কিন্তু তুই চিঠিখানা বেশ কোরে লিখে দিস্। কাল আমি থানাতে যাবোই। এখুনি লিখে ফেলো হে। শুভস্য শীঘ্রম্।”

সে একরকম জোর করিয়াই—রণজিতকে দিয়া চিঠি লিখাইল নিজের নামে।

সন্ধ্যার পর দুইজনে ভবানীপুরে ফিরিল। সাবধানের মার নাই এই নীতি অনুসরণ করিয়া নিশিকান্ত প্রথমে একবার দেখিয়া আসিল, বাড়ীর সম্মুখে কেহ আছে কিনা। কেহই নাই দেখিয়া সে গিয়া রণজিতকে ডাকিয়া আনিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই দুইজনে একেবারে পড়িয়া গেল জীবনবাবুর সম্মুখে। তিনি জামাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রণজিতের মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইয়া গেল, “এ যে বাবাঃ !”

জীবনবাবু পুত্রের দিকে কট্‌মট্ করিয়া দেখিয়া জামাতাকে বলিলেন, “ও কে হে, বাবাজি ? আবার ওকে এনেছো ডেকে ? দূর কোরে দাও। ওর বাপ-চৌদ্দপুরুষ—কাকেও ঢুক্‌তে দিয়ো না—খবরদার দিয়ো না। এখুনি সব তাড়াও !”

নিশিকান্ত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ রাতটা—"

জীবনবাবু বলিলেন: "রাত্-টাত্ নয়, খবরদার ওকে জায়গা দিয়ো না—মুখ দেখো না; ওর বাপের চোদ্দপুরুষের মুখ দেখো না—"

নিশিকান্ত চোখের ইসারায় রণজিতকে উপরে যাইতে বলিল। রণজিত দাঁড়াইল না।

জীবনবাবু কহিলেন, "এই দেখো, বাবাজি এ'র জের দেখো। ছেলে না তো কুলাঙ্গার। পড়ে দেখো।" তিনি নিশিকান্তকে একখানা খাম দিলেন; খামের উপর ডাকখানার ছাপ নাই।

খাম হইতে বাহির হইল একখানি পত্র ও একটুকরা কাগজ।

পত্রে লেখা ছিল:

জীবনবাবু—

পত্র লেখকের নাম মিঃ মিত্র—নিরুদ্দিষ্টা সাগরিকা দেবীর পিতা। কন্যাশোকে আমি কাশীবাস কি হরিদ্বার বাসে যাইব মানস করিয়াছি। কন্যা আমার নাই—পাকা কথা। না থাকার হেতু আপনার পুত্র রণজিতের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই; মাত্র ব্যবসায়ী লোক। তাই তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিলাম না। নিজেই অবসর লইলাম।

এই সঙ্গে যে কাগজখণ্ড পাঠাইলাম, তাহা আপনার পুত্রের। আমার নিকট টাকা লইয়া শোধ করিবার অঙ্গীকার পত্র। আপনার পুত্র যে আমারই সর্ব্বনাশ করিতে টাকা লইয়াছে, জানিতাম না। যাহাই হোক—যদি ইচ্ছা করেন, যদি আপনার মান অপমানের জ্ঞান থাকে—তবে টাকাটা পত্রবাহককে দিবেন। না হয় অঙ্গীকার পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। যাহার অমন কন্যা গিয়াছে তাহার না হয় আরও কিছু টাকা যাইবে। টাকা বড় না কন্যা বড়?

ইতি—মিত্রসাহেব

নিশিকান্ত পত্র পড়িবার পর অঙ্গীকার-পত্রও দেখিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা দিয়েছেন না কি ?"

জীবনবাবু উত্তপ্তভাবে উত্তর দিলেন, "দেবো না ? আমার মান-অপমান জ্ঞান নেই ? নিশ্চয়ই দিয়েছি। ও ছুঁচো কি ভেবেছে যে দু দশ হাজারের জন্য জীবন দত্ত মারা যাবে ? তখনই দিয়েছি।" তিনি এমন ভাব দেখাইলেন যেন একটা মস্ত কাজ করিয়াছেন।

নিশিকান্ত কহিল, "তা' ঠিক্—কিন্তু—"

জীবনবাবু বলিলেন, "এতে আর কিন্তু নেই। কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া বদমাস ছেলে। ওকে পুঁতে ফেল্‌লে ও'র চৌদ্দপুরুষকে পুঁতলে তবে আমার রাগ যায়। যেতো জেলে ভাল হোত! মোরবেই সেই জেলে—তবু জ্বালিয়ে যাবে।"

নিশিকান্ত বলিল, "মিত্তিরসাহেব যখন চলেই গেলেন, আর সাগরিকাও মোরেছে—তখন আর পুলিশে কি কোরবে ? ও কিছুই হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

জীবনবাবু বলিলেন, "ব্যস্ত হবো না ? কি যে বল বাবাজি! ও নির্ব্বংশের ব্যাটা কুলাঙ্গার বেঁচে থাক্‌তে আমি ব্যস্ত হবো না ? নিশ্চয়ই হবো !"

নিশিকান্ত ইহার উত্তরে চুপ করিয়া রহিল। জীবনবাবু কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ওকে হয় বিদেয় করো বাবাজি, না হয় জেলের কয়েদীর মত বন্ধ কোরে রেখে দিয়ো। যেন এক পা-ও আর বাড়ী থেকে বেরুতে না পারে। আমার কথাটা শোন একবার।"

তারপর একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "বাই, শুন্‌লুম নাকি লড়াই লাগ্‌বে এইবার আবার—ব্যাপারটার খোঁজ নিতে হবে। যদি সত্যি

লাগে হে—লাগা তো উচিত, কি বল হে? উচিত নয়? লড়াই-ই, যদি না হোল তবে হোল কি?”

তিনি বিদায় লইলেন।

নিশিকান্ত উপরে যাইতে যাইতে হিসাব করিল, চল্লিশ হাজার—না, পঞ্চাশ হাজার, আর দশ—কি জানি, কত রে, বাবা!

কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “রণজিত কোথায়?”

কমলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, “জানি না।”

নিশিকান্ত আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া দেখিল, রণজিত দিব্য লেপ মুড়ি দিয়াছে। সে হাসিয়া কহিল, “কি রকম দেখ্‌লে হে?”

রণজিত উত্তর দিল, “গোল কোর না, বড় জ্বর!”

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

"ঠাট্টা বুঝি"

দিন দুই পরে নিশিকান্ত থানাতে সেই ইন্‌সপেক্‌টরের সহিত দেখা করিতে গেল। পকেটে করিয়া রণজিতকে দিয়া লেখান চিঠিখানাও লইয়া গেল।

ইন্‌সপেক্‌টরকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মশায়, রণজিতবাবুর এই চিঠি ডাকে পেয়েছি। পড়ে শুনাই দেখুন। না হোলে বোলবেন আমি শ্যালককে আশ্রয় দিয়েছি না কি। আমরা মশাই আইন মানি; জানিও কিছু কিছু—কাজেই এ খবরটা লুকানো উচিত মনে করি না।"

ইন্‌সপেক্‌টর চিঠির আদ্যোপান্ত শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি ?"

নিশিকান্ত উত্তর দিল, "মিথ্যে হবার তো কারণ দেখি না। সে ছোকরা—একেবারে বোয়ে গেছে। শ্বশুরমশায় তো পুত্র ছেড়ে—পুত্রের চৌদ্দপুরুষেরও মুখদর্শন কোরতে রাজী নন। করা যায় কি ?" নিশিকান্ত দেখাইল যেন সে বিষম বিব্রত হইয়াছে।

ইন্‌সপেক্‌টরের এইবার সজোরে হাসিবার পালা। তিনি বলিলেন, "ব্যাপারটা সবই ঠাট্টা, নিশিবাবু। পুলিশের লোক হোলেও ঠাট্টা বুঝি!"

নিশিকান্ত এইবার মনে মনে যেন একটু আহত হইল; কহিল, "আমার সঙ্গে ও ঠাট্টা কোরেছে বোল্‌তে চান ?"

ইন্‌সপেক্‌টর ঘাড় নাড়িয়া জবাব করিলেন, "আপনার সঙ্গেই তো ঠাট্টার সম্পর্ক, মশায়। দেখান তো চিঠিখানা—ব'লে দিচ্ছি।" তিনি হাত বাড়াইলেন।

নিশিকান্ত বলিল, "উঁহু! বিশ্বাস নেই পুলিশের লোককে। কিন্তু চিঠি-খানা সত্যি রণজিতের লেখা। দরকার হোলে হলপ্ কোরে বোল্‌তে পারি।"

ইন্‌সপেক্‌টর জবাব দিল, "তবে শুনুন। মিত্তির টিত্তির কেউ নেই। ও সব-ই ঠাট্টা!"

নিশিকান্ত অবাক্ হইল।

ইন্‌সপেক্‌টর বলিয়া চলিলেন, "মিস্ সাগরিকা কেউ ছিল না, নাই, সম্ভব হবেও না।"

নিশিকান্তের মুখ দিয়া একটা হিস্ হিস্ শব্দ বাহির হইল।

ইন্‌সপেক্‌টর কহিলেন, "মিত্তিরসাহেবের আসল নাম ব্যোমকেশ; সাগরিকা তাঁর কন্যা নয়, কে তা জানি না, তবে সম্ভব এই কাজের অংশীদার—আরও অনেক মহাকর্ম্মী আছেন—এর মধ্যে।"

নিশিকান্ত প্রশ্ন করিল, "কি কোরে জান্‌লেন?"

ইন্‌সপেক্‌টর জবাব দিলেন, "সন্ধানের ফলে। বনহুগলি না এঁড়েদ'র এক বাগানবাড়ীতে আড্ডা ছিল। বাড়ী বড় একজন মাড়োয়ারির।

পাঁচ বছরের লিজ (lease) নিয়েছিল যে ব্যক্তি—সে নাম দিয়েছিল, রাজচন্দ্র, কিন্তু মনে হোচ্ছে সে ব্যোমকেশ।"

নিশিকান্ত পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এতটা হাঙ্গাম করার মানে? এই সাগরিকা প্রভৃতি?"

ইন্‌সপেক্‌টর এইবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "মানে? মনে করে দেখুন—টাকা-কড়ি কিছু কি গেছে? কিছু মোটামুটি রকমের? মানে তো এই রকম হবে—তবে এখনও ঠিক বুঝ্‌তে বা ধরতে পারি নি। একটু একটু কোরে খবর পাওয়া যাচ্ছে।"

নিশিকান্ত টাকার কথাটা চাপিয়া যাওয়াই সুবিবেচনা মনে করিল।

ইন্‌সপেক্‌টর কহিয়া চলিলেন: "খবরের কাগজে ছাপা চিঠিগুলি সব ঠাট্টা। বুঝ্‌ছি এইবার। তবে মানেটা ঠিক ধরতে পারছি না। আপনারও এই চিঠিখানা ঠাট্টা। কিন্তু রণজিতের উপর আক্রোশ কেন? বুঝ্‌ছি না।"

নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "খবর যখন একটু একটু কোরে পাচ্ছেন, তখন ধরা সবাই পড়্‌বে। কি বলেন?"

ইন্‌সপেক্‌টর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মিথ্যে আশা কেন দিই? সম্ভব পড়বে না। তাদের কাজকর্ম্ম বেমালুম সাফ। খুঁত রেখে কাজ তারা করে না। আইন মেনে চলে—নিশিবাবু। ধরা শক্ত!"

নিশিকান্ত কহিল, "কোন জ্যোতিষি, দৈবজ্ঞ-টৈবজ্ঞ দিয়ে গুনিয়ে দেখা যায় না?"

ইন্‌সপেক্‌টর হাসিয়া জবাব করিলেন, "তা হোলে পুলিশের থানা উঠিয়ে জ্যোতিষ-কার্য্যালয়ই সরকার খুল্‌তো, মশায়! এঃ! আপনি দেখ্‌ছি বিলেতে গিয়ে টাকাগুলো জলেই দিয়ে এসেছেন?"

নিশিকান্ত ম্লানমুখে কহিল, "সে তো স্ত্রী থেকে স্থরু কোরে কোর্টের চাপরাশি পর্য্যন্ত জানে; সে কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু আপনারা তো সর্ব্বকর্ম্মী ও সর্ব্বদর্শী; কি বলেন? তবে?"

ইন্‌সপেক্‌টর বলিলেন, "এও ঠাট্টা, বুঝি। কিন্তু দেখা যাক্!"

নিশিকান্ত উঠিল; দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা' রণজিত সম্বন্ধে কি হবে? তার খোঁজটাও কি পাওয়া যাবে না? সেও কি এই দলে আছে না কি?"

ইন্‌সপেক্‌টর মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "থাকলেও এইবার ফিরে আস্‌বে। সম্ভব তাই। সে দলে রণজিতের মত ছেলের জায়গা নেই। সম্ভব আপনার কাছে ফিরবে কিম্বা মেসে। আপনার কাছে এলে খবর

দেবেন তো? তাকে কিছু জিজ্ঞাসা-পড়া কোরতে চাই! তখন হয় তো মানেটা বুঝ্‌বো?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! খবর দেবো বৈ কি। মানেটা বুঝ্‌তেই হবে—তা ঠাট্টাই হোক্ আর যাই হোক্!"

সে বিদায় লইয়া ঘরের দিকে চলিল। সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল। বিলাতে সে এই রকম বড় বড় কারবারের কথা শুনিয়াছিল বটে—কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে ঘটনাপরম্পরার ভিতর সে বিশেষ উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ খুঁজিয়া পাইল না। স্পষ্টতঃ সাগরিকা দিয়া রণজিতকে প্রলোভিত করা,—রণজিত ধনীর পুত্র; কিন্তু তারপর?

ভাবিতে ভাবিতে নিশিকান্তের কাছে ব্যাপারটা ক্রমশ প্রাঞ্জল হইয়া উঠিল। রণজিতের বাপের নিকট বা নিশিকান্তের নিকট টাকা আদায়ের একটি উপায় ছিল, সাগরিকার অন্তর্দ্ধান ও তাহার সহিত রণজিতকে জড়ান ও রণজিতের বাপকে ভয় দেখান যে—ইহার ভিতর রণজিত আছে। ঘটনাচক্র এই চক্রান্তকে সাহায্য করিয়াছে।

নিশিকান্ত চিন্তাকুল হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। দেখিল রণজিত শুইয়াই আছে। তাহাকে ঘিরিয়া বীণা রাণী ও কমলা একটা বিষম ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে।

কমলা বলিতেছে—"তোর মত বে-আক্কেলে কেউ নেই—নিজেও যাবি, সকলকেই মারবি! কবে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হবে?"

বীণা কহিল, "বুদ্ধি হবার সম্ভাবনা যে আছে তাই বা জান্‌লে কি কোরে, বৌদি? তুমি তো দৈবজ্ঞ হোলে দেখ্‌ছি।"

রাণী কহিল, "হবে হবে। সাগরিকা ফিরলেই হবে। উঃ! শেষ কি চিঠিটাই লিখেছিল। পড়ে গা শিউরে উঠেছিল: হে বন্ধু, বিদায়! ইস্! মনে হোলেই রোমহর্ষণ!"

নিশিকান্ত বলিল, "কেনো তোমরা ও'র পিছনে লেগেছো সবাই! কি হোয়েছে? এই জন্যেই তো ও আস্‌তে চায় নি; বোলছিল, বৃন্দাবন মথুরাতে যাবে!"

বীণা কহিল, "আসল গীতিকাব্যের ক্ষেত্র!"

রাণী বলিল, "শ্রীভাগবত!"

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি পাওয়া গেছে যে শ্রীমতী সাগরিকা সেখানে?"

নিশিকান্ত বলিল, "না, সে রকম খবর পাওয়া যায় নি কিছু! তবে সন্ধান কোরছে পুলিশে।"

বীণা নিতান্ত অজ্ঞানন্ধের মত প্রশ্ন করিল, "কার খোঁজ কোরছে—রণজিতবাবুর?"

নিশিকান্ত বলিল, "উভয়েরই। তবে পুলিসের দৃঢ় বিশ্বাস পাওয়া যাবে না কাকেও। দুজনেই একত্র যখন উধাও হোয়েছে—তখন কার সাধ্য তাদের বা'র করে?"

রাণীর মুখ হইতে বাহির হইল: "ওমা! এতো কাণ্ড, আমরা তো জানি না এ সব। দু'জনেই উধাও! তবে এ কে? রণজিত বাবু না?"

রণজিত তড়াক করিয়া উঠিয়া বলিল, "নাঃ! নিশিদা' তুমি দেখ্‌ছি এদের দলে! আমি চল্‌লুম। যে দিকে চোখ যায়—যাবো। আর নয়।"

কমলা ধমক দিল, "শুয়ে থাক্‌, বাঁদর! আর বীরত্বে কাজ নেই। কত টাকা জলে গেছে জানো—তুই বীরের জন্যে? গালে চড় মেরে টাকা নিয়ে গেছে। এঁরা আবার নিজেদের বলেন, বুদ্ধিমান! লজ্জা করে না!"

নিশিকান্তের মুখের দিকে রণজিত প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

নিশিকান্ত বলিল, "বুদ্ধি পুরুষের থাকে সন্দেহ নেই যতক্ষণ না চিরন্তনী নারী—অর্থাৎ মায়ার পাল্লাতে পড়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সাংখ্যে লেখা আছে—"

কমলা বলিল, "আর পণ্ডিতি কোরতে হবে না!"

বীণা কহিল, "সাংখ্যে লেখা আছে যে পুরুষের বুদ্ধির অভিমান আছে এটা সত্যি—একটুতেই সেটা ধরা পড়ে যায়। বুঝ্‌লে, বৌদি!"

নিশিকান্ত বলিল, "বড় জ্যাঠা হোয়েছিস্, বীণা। তোর বিয়ে দেবো—এই রণজিতের সঙ্গেই। তখন বুঝ্‌বি—'

রণজিত শুনিয়া বিছানার চাদর তুলিয়া আপাদমস্তক ঢাকা দিল।

রাণী কহিল, "জগত এখনও পুরুষশূন্য হয় নি। রণজিতবাবু একমেবাদ্বিতীয়ম্ হোলে কথা ছিল! কিন্তু তা হয় নি!"

নিশিকান্ত বলিল, "দেবোই!"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সাগরিকা দেবী? বৃন্দাবন, মথুরা, যমুনা—এসবের কি হবে?"

নিশিকান্ত খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "সে সব কিচ্ছু নেই রে আর। সে দ্বাপরও গেছে—সবই গেছে। সাগরিকা বলে কেউ নেই—ছিলও না। পুলিশে খবর পেয়েছে!"

সকলে একত্র বলিয়া উঠিল, "সে কি?" রণজিত চাদরের মুড়ির ভিতরই কান খাড়া করিল।

নিশিকান্ত জবাব দিল, "সেটাই হোচ্ছে নিদারুণ সত্য; আর সব মিথ্যে। সাগরিকা কল্পনা, পদ্ম, —"

কমলা মন্তব্য করিল, "তোমার যে ভাব উথ্‌লে উঠ্‌ছে!"

নিশিকান্ত কহিল, "তাই। অভাবে ভাব, সাংখ্য বলেছে। শাস্ত্র বাক্য—"

কমলা ধমক দিল, "থামো। সাগরিকার ব্যাপারটা কি সোজা কথাতে বল্‌তে পারো না?"

নিশিকান্ত মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "অসম্ভব!"

এমন সময় নীচে জীবনবাবুর গলার শব্দ হইল—"কৈ রে কম্‌লি? নিশি কোথায়?"

রণজিত এক লাফে উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে অন্তর্হিত হইল। বীণা কমলা ও রাণী হাসিয়া উঠিতে গিয়া জীবনবাবুকে সিঁড়ির উপর দেখিয়া হাসি চাপিয়া গেল। নিশিকান্ত রণজিতের ছাড়া বিছানার চাদরটা উঠাইয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া করিতে লাগিল: "হুঁ! হুঁ!"

জীবনবাবু ঘরের দ্বার হইতে প্রশ্ন করিলেন, "কি হোল বাবাজি? কম্‌লি, নিশির কি হোয়েছে, জ্বর?"

নিশিকান্ত মুখ একটু বাহির করিয়া বলিল, "হুঁ—আসুন! হঠাৎ তেড়ে জ্বর!"

জীবনবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, "এ সেই হতচ্ছাড়া বংশ-কলঙ্কের জন্যই। কম নাকালটা কোরেছে? তাকে তাড়িয়েছিস্ তো কম্‌লি? ঢুকতে দিস্ নি। তার বাপ চোদ্দপুরুষ সব পাজি কাকেও ঢুক্‌তে দিস্ নি। মুখদর্শন করিস্ নি। আর এখুনি ডাক্তার ডেকে নিশিকে দেখাবার ব্যবস্থা কর!"

কমলা বীণা ও রাণী দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া হাসি সম্বরণ করিতেছিল।

জীবনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আবার তবে সন্ধ্যেবেলাতে আস্‌বো হে, বাবাজি। সাবধানে থেকো। দোকানে কেউ নেই। যাই এখন। কি জানি, লড়াইটা লেগেও লাগ্‌ছে না! অষ্ট্রিয়াটা বিনা লড়াইতে জার্ম্মাণী নিয়ে নিলে। এ কি রাম-রাজত্ব সুরু হোল। রাম-রাজত্বেও তো লড়াই হোত,—না রে, কম্‌লি?"

বীণা উত্তর দিল, "হাঁ হোত বৈকি, জ্যেঠামশায়। অত বড় লঙ্কাকাণ্ড!"

জীবনবাবু বলিলেন, "শুনেছি বটে। তবে? না, এ ভাবিয়ে তুল্লে। লড়াই কোরতে চায় না কেন, একবার দেখ্তে হবে! আচ্ছায় আমি এখন চলি, কম্লি। ডাক্তার ডাক্ এখুনি। যেন গাফিলি কোরিস্ নি। বুঝ্লি?"

তিনি উপদেশ দিয়া আবার নামিয়া গেলেন। একটু পরে তাঁহার মোটরকার চলিয়া যাওয়ার শব্দ পাইয়া কমলা রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুজনের সঙ্গেও ঠাট্টা? তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে গেছে?"

নিশিকান্ত জবাব দিল, "হুঁ! হুঁ! সময় বুঝে জ্বর না আন্তে পারলে বাঁচা দায়! জানো না তো! ভিতরের কথা অনেক! হাড়ে হাড়ে জ্বর হবার মত।"

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

শোভার পত্র

বিনয় বাড়ীতে যাইতে না পারিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইল—কিন্তু দেখিল তাহাতে লাভ নাই। বাড়ীতে 'অদ্য ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ' অবস্থা ; গেলেই, শোভার কাছে জবাব দিতে হইবে, কি করিয়া আসিলে ? শোভা যে কি করিয়া চালাইতেছে তাহাই তাহার বিস্ময়ের ব্যাপার হইল।

সে কলিকাতা শহরের যত কারখানা ও আফিস ছিল একে একে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল যে কোথাও চাকরি পাওয়া যায় কিনা। কোথাও শুনিল খালি জায়গা নাই ; কোথাও শুনিল, যাহা আছে তাহার মাহিনা কুড়ি পঁচিশ হইলেও, তাহার জন্য বি-এ, এম-এর দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে সে ট্রামের কনডাক্‌টারি একটা খালি পাইল। কিন্তু লইবে কি না ভাবিতে লাগিল। কেননা মাহিনা যাহা পাইবে তাহাতে কুলাইবে কি করিয়া বুঝিতে পারিল না। শেষে স্থির করিল, যে তাহার মত কৃতবিদ্যের আর অধিক বেতন আশা করা অনুচিত। সে তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল।

এমন সময় শোভার চিঠি আসিল। শোভা লিখিয়াছে : খুব লোক। গিয়ে পর্য্যন্ত খবর নেই। আস্‌তে না হয় ভয় হোতে পারে, জ্যেঠি আছে। কিন্তু পোষ্ট-আফিসে তো জ্যেঠি নাই ?

একটা খবর দিই। হঠাৎ কাল একটা ইনসিওর করা পার্শ্বেল এসেছে : খুলে দেখি কাপড় জড়ান একটা নোটের তাড়া। আর একখানা চিঠি। চিঠি অকথিতার। টাকা সাড়ে তিন হাজার। চিঠিতে লিখেছে "সব টাকা ফিরত পাঠাতে পার্‌লুম না ; এ জন্যে লজ্জিত ও দুঃখিত ; যা আমার

সাধ্য ফিরত পাঠালুম। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাই আর মাফ চাইতে পারছি না ; তবু বলি, মাফ কোরো, ভাই। বাকী বিনু বোলবে।"

ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারো ?

যাক আপাতত দুর্ভাবনা গেল ? চাকরির নামে তো দেশান্তরী হোয়েছো—চিঠিও লেখোনা। চাক্‌রি হোল ? বুঝেছি—ও হবার নয়। আজ পর্য্যন্ত অশ্বডিম্ব—শুধু শোনা কথা, কেউ দেখেনি।

বন্ধুর খবর পেলে ? জ্যেঠি বড় কাতর হোয়েছে। চাকরি না পাও, বন্ধুর খোঁজও কোরতে পার ত ? না, তাও ফুরসত পাবে না ?

বিনয় চিঠি পড়িয়া অজয়কে শুনাইল, অজয় চুপ করিয়া রহিল।

বিনয় বলিল, "পুলিশের অনুমতি নিয়ে যাই চল্‌। এখানে বোসে কি হবে ? টাকা খরচ ছাড়া !"

অজয় বলিল, "না ; ও নিকুচির মধ্যে আর নয়। এ বেশ আছি !"

বিনয় কহিল, "শরীর মন দিনকতকে ঠিক সুস্থ হোয়ে যেত, অজয় !"

অজয় মাথা নাড়িয়া কহিল, "নাঃ ! তুই যা। আমি ক'লকাতা আর এই মেস্‌ ছেড়ে যাবো না কোথাও। ভাল লাগে না। একটা কাজকর্ম্ম খুঁজে নিলেই হবে।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "কি কাজ ?"

অজয় কহিল, "ভেবে দেখি !" তারপর একটু বাদে বলিল, "কিন্তু কোনও কথা ভাব্‌তে গেলেই আমার মনের মধ্যে কতকগুলো ছবি দেখা দেয়। এইতেই হোয়েছে নিকুচি !"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ছবি ?"

অজয় বলিল, "কখনো অকথিতার, কখনো সাগরিকার—কখনো দুজনের একত্র—কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়।" অজয় আবার চুপ করিল।

বিনয় গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিল, "ডাক্তার দেখান দরকার, অজয়। বোধ হয় কোনও রকম রোগ হোচ্ছে।"

অজয় মাথা নাড়িয়া কহিল, "উহুঁ। ও ডাক্তার টাক্তারের দরকার নেই। এই বেশ। তবু তো সময় কাটে।"

বিনয় শোভাকে সব কথা জানাইয়া চিঠি লিখিল।

উত্তরে শোভা লিখিল, "বন্ধুকে যে উপায়ে হোক আনা চাই। জ্যেঠিরও মন প্রাণ ভাল নেই। রোজ অজু'র খোঁজ করে। অকথিতার কথা কিছু লেখনি কেন?"

বিনয় ইহার জবাবে অজয়কে একরকম জোর করিয়াই লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। পুলিশের অনুমতি পাইল। কিন্তু অজয় সহজে রাজী হইল না।

বিনয় অনেক বুঝাইল, কিন্তু অজয় শেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "অমন কোরবি তো আবার যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো। বোলছি—ও সব আমার ভাল লাগে না।"

বিনয় অগত্যা একাই গেল।

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

শেষ বিদায়ের পর

যেদিন বিনয় শোভার নিকট ফিরিল তাহার পরদিনই কলিকাতাবাসিগণ আবার সংবাদপত্র পড়িয়া চমৎকৃত হইল। সাগরিকার সংবাদ বাহির হইয়াছে—এমন সময় যে কেহই তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সংবাদ এই :—

সম্পাদকীয় : দমদমা এরোড্রোমের জমিতে এই পত্র এরোড্রোমের কর্তৃপক্ষ কুড়াইয়া পাইয়া পুলিশের হাতে দেন। পুলিশের অনুমতি লইয়া আমরা ইহা মুদ্রিত করিতেছি। ইহাতে মিস্ সাগরিকার "বিদায়ের পর" নামক প্রবন্ধ বা চিঠি তাঁহার প্রিয়-বন্ধুকে ঘোষিত করা হইতেছে। পাঠক-পাঠিকা! ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

হে প্রিয়-বন্ধু,

শেষ বিদায়ের পর আবার কেন, এ প্রশ্ন উঠতে পারে? কি যে এ প্রশ্ন যে করতে পারে, সে জিজ্ঞাসা করতে পারে, পেট ভরে খেয়ে উঠে, পান খাওয়া কেন? মরে গিয়ে ভূত হওয়া কেন? পরীক্ষা পাশ কোরে বেকার বোসে থাকা কেন?

তাই শেষ বিদায়ের পর আরও শেষ আছে, সেটা এই যে নির্য্যাতিতা সাগরিকা এবার বিশুদ্ধ অন্তরীক্ষবাসিনী হবে। দৈহিক নির্য্যাতনের ফলে সূক্ষ্ম দেহ পাওয়া যায়—স্থূল দেহ ত্যাগ কোরে। তখন বাস হয় অন্তরীক্ষ। আজ আমি তাই বদ্ধ হোয়েছি। তোমায় ছেড়েছি

স্থূলদেহে—কিন্তু ব্যোম-বাসিনী হোয়ে তোমার চারধারে ঘুরে বেড়াবো। আর কি চাও ?

এ সান্ত্বনা দেবার জন্যেই আবার ঘুরে এসেছি—পুনশ্চ বিদায় ; কিন্তু এই শেষ, পজিটিভ্ শেষ !

সাগরিকা

নিশিকান্তের বাড়ীতে চা-এর টেবিলে আলোচনা সুরু হইল। নিশিকান্ত বলিল, "সাগরিকা সম্ভব চল্‌লো বিলাতে। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে এরোপ্লেনে গেছে। যাবো যাবো কোরছিল।"

কমলা বলিল, "যমের বাড়ী গেছে।"

বীণা কহিল, "পুষ্পক রথে চ'ড়ে গেছে বল্‌তে চাও বৌদি ? খুব যা' হোক্ ! অন্তরীক্ষে ফিরবে মানে ? ঘুড়ি হবে না কি ?"

রাণী কহিল, "রণজিতবাবু'র তো রাত-বিরেতে বেরুনো বড়ই বিপদ হবে। একটা মাদুলি-টাদুলি চাই।" সে অপাঙ্গে রণজিতের দিকে চাহিল। রণজিত চুপ করিয়া রহিল—কেননা এক্ষেত্রে কথা বলাতে বিপদ ছিল।

নিশিকান্ত বলিল, "কিন্তু যাই বল, যে ক'দিন ছিল, সারা ক'লকাতাতে চমক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। গুণী—তাতে সন্দেহ নেই ! দেশের একটা মস্ত লোকসান হোয়ে গেল !"

কমলা কহিল, "ধরে রাখ্‌লে না কেন ? তা হোলে তো ক্ষতিটা হোত না !"

নিশিকান্ত বলিল, "তোমার ভাই তো চেষ্টা কোরলে, পারলে কি ?"

কমলা ধমক দিল, "ওর মাথা তুমিই খেয়েছো। এইবার তো ঝগড়া মিটেছে ?"

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "নির্য্যাতিতার মানে কি ? ঐ যে দৈহিক নির্য্যাতন লিখেছে ?"

রাণী উত্তর দিল, "কোনও রকম অসুখ-বিসুখ হবে—বলা যায় না!"

নিশিকান্ত মন্তব্য দিল, "সবাই জ্যাঠা! পৃথিবীতে একজন নারী অপরের সু দেখ্‌তে পারে না। নির্য্যাতিত কথার মানে, এই যে সাগরিকা দেবী আর নিচু দিকে নজর দেবেন না। উঁচুতে এরোপ্লেনে চড়ে সব দেখ্‌বেন! কি বল হে, রণজিতবাবু!"

রণজিত চুপ করিয়াই রহিল।

বীণা কহিল, "সম্ভব উনিও নির্য্যাতিত!"

নিশিকান্ত সায় দিল, "সবাই।"

বীণা বলিল, "উহুঁ, শুধু রণজিতবাবু! ওঁর মনের কথা বোল্‌তে পারছেন না। কিন্তু দৈহিক নির্য্যাতন কেন?"

রাণী কি আবার বলিতে যাইতেছিল, নিশিকান্ত বাধা দিল, "থাম্ রাণী! তোর বাঙলা বিদ্যের পরিচয় আর দিতে হবে না। এমনিতেই হোয়েছে। যে মহিলাটির জন্য সারা বাঙলা-দেশ একদিন জেগেছিল—মায় রণজিত পর্য্যন্ত—তাঁর নির্য্যাতনের কথা হাস্‌বার ব্যাপার নয়।"

কমলা কহিল, "তুমি শোক-সভা করো!"

নিশিকান্ত গম্ভীরভাবে জবাব করিল, "বাঙলার অন্তরের ভিতর চিরন্তনী শোক-সভা বোসেছে।" তারপর ভাবিয়া বলিল, "তা নয়! যদি অন্তরীক্ষ থেকে মোটরকারখানা 'হে প্রিয় বন্ধু'কে দান কোরে যেতো—বড়ই সুখবর হোতো। ওটা দেখ্‌ছি শেষে পুলিশের হাতেই পড়্‌বে।"

কমলা বলিল, "ওটাই যত নষ্টের মূল; পুড়িয়ে দাও!"

রণজিত চুপ করিয়াই শুনিতেছিল; শেষে বলিল, "এখন আর পুলিশের পিছনে লেগে থাকার দরকার কি?"

নিশিকান্ত উত্তর করিল, "অদরকারেই তো ঝগড়া বাধে হে।"

বীণা কহিল, "পুলিশ গাড়ীর পিছনে নেই—পুলিশ মানুষকে চায় !"

এঁটা যে একেবারে রণজিতেরই উদ্দেশ্যে বলা তাহা সকলে বুঝিয়া হাসিয়া উঠিল।

রণজিত উত্তপ্ত হইয়া বলিল, "তারই বা কি দরকার ?"

বীণা জবাব করিল, "সেটা পুলিশকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলেই হয়। থানার তো অভাব নেই !"

নিশিকান্ত মধ্যস্থতা করিল, "বীণা তুই বড় জ্যাঠা হোয়েছিস্।"

বীণা উঠিয়া বলিল, "তবু এখনও নির্য্যাতিত হই নি।" সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

কমলা বলিল, "ছাড়ো বাবু ওসব কথা। যত সব অমঙ্গুলে কথা। কপালে গুণগার ছিল গেছে।"

নিশিকান্ত বিজ্ঞের মত সায় দিল, "যথার্থ ই তাই !"

পঞ্চচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

"শেষ বেশ !"

মিত্র সাহেব, তস্য কন্যা সাগরিকা, হত্তুকি খাঁ, কি 'গুরুজীর কৃপা' ইহাদের কোনও সংবাদ পরে পাওয়া যায় নাই। পুলিশে অনেক সন্ধান করিয়া শুধু জানিল যে মিত্র সাহেব এইরূপ চাল অনেক জায়গাতে চালিয়াছেন ও এখনও হয়তো কোথাও চালাইতেছেন—কেননা তাঁহার লোকজন সঙ্গেই ফিরিতেছে। তাহারা কেহই ধরা পড়ে নাই। 'সাগরিকা' নামধারিণী যুবতীই প্রধান সহায় তাঁহার কাজে। বাকী সকলে সাহায্য করে। ঠিক না জানিলেও পুলিশে সন্দেহ করে যে নিশিকান্তের পকেট হইতে চেক আস্তে আস্তে বাহির করিয়াছিলেন মিত্রমশায়, তাহা ব্যাঙ্কে ভাঙাইয়াছিলেন তিনিই—গুরুজীর কৃপা শুধু কার্য্য সমাধা হওয়া পর্য্যন্ত নিশিকান্তকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল, কথায় কথায়। জীবনবাবুর কাছে টাকা লইয়াছিল, হরিতকি খাঁ স্বয়ং। মিত্র সাহেব ও সাগরিকার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে কি না পুলিশ জানিতে পারে নাই; তবে সন্দেহ করে তাহারা স্বামী স্ত্রী। পুলিশ এইবার নজর রাখিয়াছে। কিন্তু এই দলকে ধরিবার আশা করে না। তাহারা কোথায় যে আছে তাহাও জ্ঞাত নহে।

নিশিকান্তের আফ্‌শোষের অন্ত নাই যে সে এত চেষ্টা করিয়াও বোকামি না করিয়া পারে নাই। তবে সে মিত্র সাহেবকে ঠিক কখনো সন্দেহ করিতে পারে নাই। রণজিত বলিল, "তাহার গোড়া হইতেই মিত্র সাহেবকে কেমন অদ্ভুত মনে হইত।" কিন্তু সাগরিকার সম্বন্ধে সন্দেহ কোনও রকম ছিল না। সেই সাগরিকার সম্বন্ধে পুলিশের রিপোর্ট পাইয়া সে বেশ একটু হতাশ্বাস হইল। নারীকে বিশ্বাস নাই! কিন্তু তাহার

ধারণাটা বীণা বেশিদিন টিকিতে দেয় নাই—এই সংবাদ আমরা পাইয়াছি, —বীণাকে সে পুনরায় বিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছে ও নিশিকান্তের ও কমলার মতে ইহা নাকি ভালই। আর তাহাদের ধারণা যে শেষ পর্য্যন্ত জীবনবাবুও ইহাকে সুনজরে দেখিবেন।

জীবনবাবুর তবে এখনও মত বদ্‌লায় নাই। রণজিত তাহার বাপ ও চৌদ্দপুরুষের মুখদর্শন যে করা উচিত নয় তাহা তিনি এখনও সময়ে অসময়ে ঘোষণা করেন। তবে ইদানীং তাঁহার মনটা একটু উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। উৎকণ্ঠার বিষয়টি এই যে লড়াই নাকি সকলে মিলিয়া রোধ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে। এ কথা নাকি খবরের কাগজেই আবার লিখিয়াছে ও তাহা লইয়া ব্যবস্থা করিতে সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে শুধু রণজিত একাই যে কুলকলঙ্ক তাহা নহে; দুনিয়ার সকলেরই মস্তিষ্ক কিছু না কিছু বিগড়াইয়াছে। না হইলে এই অস্বাভাবিক কাণ্ডটি এমন ধুম করিয়া বাধাইতে বসে? তবে নিশিকান্তের ভরসা এই যে দুনিয়ার মাথা খারাপ হইয়াছে এই অজুহাতে রণজিতের মাথা খারাপটা হয় তো ক্রমশ সহনীয় হইবে। তখন রণজিতের সম্বন্ধে যাহা হয় করা যাইতে পারে।

অজয় মেসেই আছে; কিন্তু ইদানীং সে বড় চুপচাপ থাকে। বিনয় অজয়কে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পারে নাই। অজয় চাকরিও করে নাই, করিবার চেষ্টা করে না। বিনয়কে কিন্তু এইবার করিতেই হইবে। শোভা বলিয়াছে তাহা না হইলে চলিবে না। সম্ভব—শোভা ইহার তদারক করিতে জ্যেঠিকে লইয়া শীঘ্রই একবার কলিকাতাতে আসিবে। সেই সময় জ্যেঠি ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া যাইবেন। জ্যেঠির মত বিনয় সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তিতই আছে; কিন্তু আজকাল তিনি বকেন কম; বেশিক্ষণ ভাবেন; আর প্রায় সম্পূর্ণরূপেই শোভারই উপর নির্ভর করিয়া আছেন।

"মাইতি" ও প্রতিভার সংবাদ নাই। খোঁজ করিতে বিনয় চেষ্টা

করিয়াছিল ; খোঁজ পায় নাই। বিনয় ও শোভার ইহা লইয়া মাঝে মাঝে কথা হয়। তবে যাহার কোনও কিছুই জানা নাই তাহার সম্বন্ধে কল্পনাও বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

এই সূত্রে ইহাও জ্ঞাপন করা উচিত যে মাঝে মাঝে তিন বন্ধু ও নিশিকান্ততে বিতর্ক বাধে যে সত্যই কাহার নির্য্যাতন হইয়াছে বেশী। সকলেই বলে তাহারই নির্য্যাতন হইয়াছে বেশী ; আর সকলেই আপন আপন যুক্তি দেখায়। কিন্তু সে সব যুক্তি মানিলেও, আমরা জানি নির্য্যাতন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে জীবনবাবুরই—যদিও খবরের কাগজ-ওয়ালারা তাহা মানিবে না। তাহাদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ সাগরিকার পুরান চিঠিপত্র উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখে :—

"বাঙলার যে গৌরব দীপ্তি—অর্থাৎ সাগরিকা অকালে অজ্ঞেয়রূপে দুর্বৃত্তদের হাতে পড়িয়া নিভিয়া গেল ;—সাগরিকার নির্য্যাতনের খবর পুনঃ পুনঃ পাইয়াও যে তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা না দেশবাসী না পুলিশ করিতে পারিল, ইহার ক্ষতিপূরণ করিবে কে ? বাংলা সাহিত্য, বাংলা বাণীমন্দির, বাংলা আর্ট, সব গেল। যাহারা আছেন তাঁহারা কম নহেন—কিন্তু সাগরিকা দেবীর তুলনা কোথায় ? এ ক্ষতির পূরণ হইবে না।—"

কিন্তু আমরা জানি—জীবনবাবু ক্ষতিপূরণের অপেক্ষা ঢের (করিয়াছেন ; অবশ্য যুদ্ধটা হইতেছে না এই দুর্ভাবনা তাঁহার না থা' খবরের কাগজওয়ালাদের তাহা বুঝাইয়া দিতেন।

সমাপ্ত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ প্রণী

লক্ষ্মীর বিবাহ

একগাদা নিউরাস্থেনিকের মাঝখানে একটি ই

লক্ষ্মী কিন্তু তারই জন্য বাগ্‌দত্তা; শৈশবের খেলার সাথী ফেরে দিগ্বিজয় হোতে চাইল প্রতিদ্বন্দ্বী—জয়ী। জালিয়াৎ সাধ্‌ল বাদ। লক্ষ্মীকে আস্‌তে হোলো তারই গোল ভট্‌চায নামক ধর্ম্মের কল ন'ড়তেই—সুকৃতি কে?—রাধারাণী কে?—নটবরের??? আর শঙ্কর ও লক্ষ্মীর প'ড়ল তা' কিন্তু নটবরের হাতের হ্যাণ্ডকাফ নয়!!

দামোদরের বিপ

হ্যাঁ চরিত্র বটে নিতাই ঘোষ—ভাঙে তো মচ্‌কায় না। র বাবার ঐ রকমই। রাধারাণীর স্বামী দামোদর—তারই বিপ সুরু অপরিচয়ে—সৎমার আবদারে নির্ব্বাসন শশুরবাড়ী—ক হুম্‌কী দিতেহ কোল্‌কাতা—এখান থেকে বিপত্তি এম্‌নি জটিল লাগল যে শেষটা না পৌছোনো পর্য্যন্ত দম আটকে আসে

দিগ্‌ভ্রষ্ট

'টি মেয়ে তার জীবনপথে এসেছিল, একটি পেলো বরমাল্য দে অন্য মিলনের মধুমুহূর্ত্তে পিতার কাছ থেকে খবর এলো, সে জা করোগুরুর আকর্ষণ ছিলো তেম্‌নি প্রবল; গুরুদেবের অ শোভা বিভ্রান্ত নগেন্দ্র আদর্শ নির্ব্বাচন কোর্‌তে গিয়ে কেবলই করিতে লাগ্‌ল। কিন্তু পিতার পাপাচারের যেখানে শেষ এলো প্রায়শ্চিত্তের রূপে—দাম দেড় টাকা

সময় (

অপরিব

মাছওয়ালী—৷৷৹

আর প্রায়

"মাইতি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা